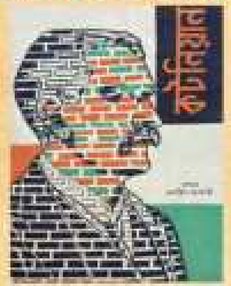

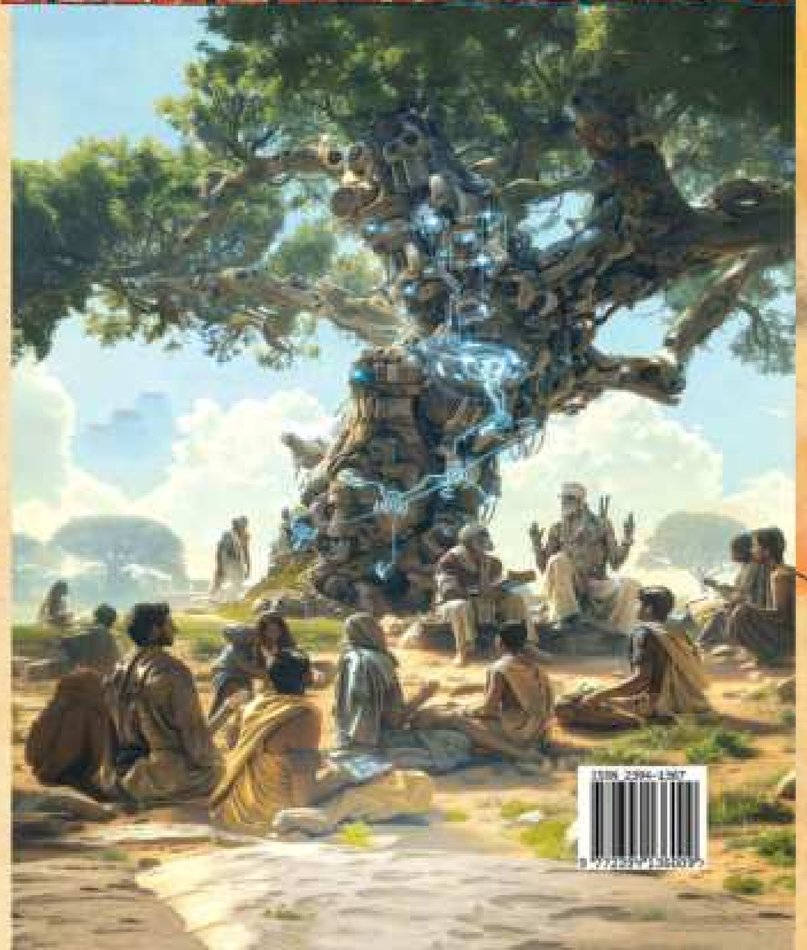

ISSN 2394-1367

শতবর্ষ | ২০২২-২০২৩

কটনিয়ান

সম্পাদক | অংকুরজ্যোতি শর্মা

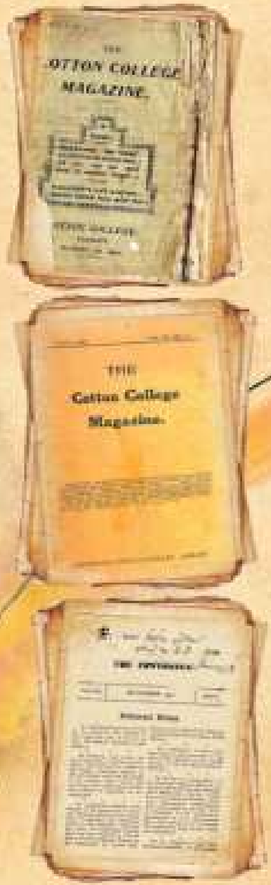

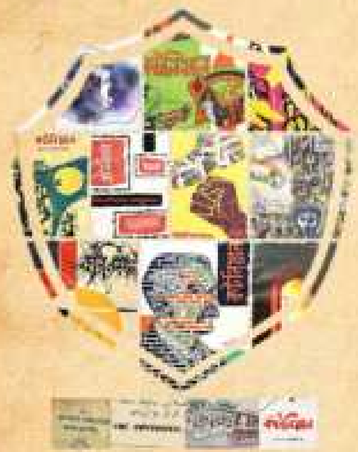

শতবর্ষ

প্রচ্ছদ-পরিক্রমা

সাজানো ও ডিজাইন করেছি

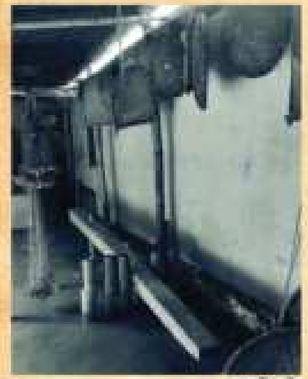

তাজাবাদী চেরী

কটনিয়ানব লেন্সেবে

বীণাপোরীর ঘটোৎ

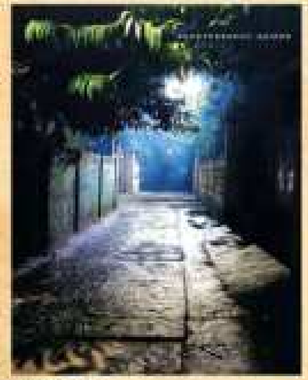

অভিজিৎ পাত্রব

ঝিলমী চোপরী

সোনাব ঘটিবাব

মোটিভেটড পত্রব

কটনিয়ান

কটন বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

খণ্ড ৯৬ | ২০২২-২৩

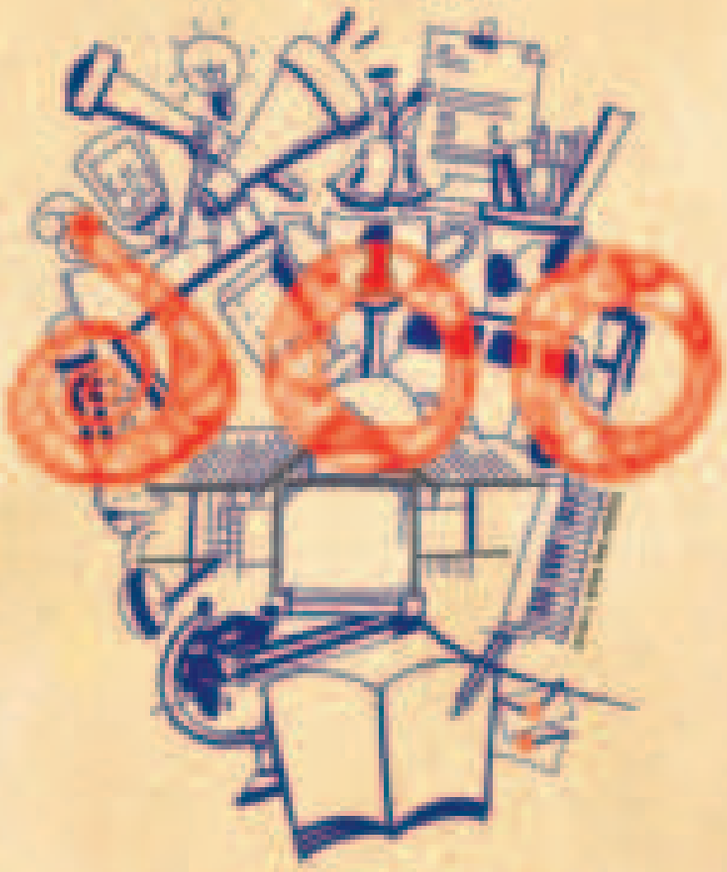

সম্পাদক | অরুন্ধতী শর্মা

COTTONIAN

Vol. 96, 2022-23

COTTONIAN

Centenary | 1922-2022

The Annual Magazine of Cotton University published by Cotton University Students' Union,
Cotton University, Guwahati 781 001

EDITORIAL BOARD

Chief Adviser

Prof. Ramesh Chandra Deka, Vice Chancellor, Cotton University

Adviser

Dr. Arindam Garg, Registrar, Cotton University

Teachers In-charge

Pranav Barman

Payal Jain

Editor

Ankurjyoti Sarma

Members

Arunava Borah

Sidhanta Bora

Mazoomi Hazarika

Jeet Pathak

ISSN 2394-1367

Cover, Art Direction and Layout

Abhijit Bora

4th Cover Art

Chinmoy Barua

(The AI-generated cover envisions a futuristic Gurukul – where a teacher guides students beneath a tree that fuses nature with technology. Inspired by mythical symbols like Kalpavriksha and Yggdrasil, the image reflects a future where ancient wisdom and scientific progress coexist in harmony.Created for the 100th anniversary of Cotton, it symbolizes Cotton University's commitment to its motto – pursuing knowledge with purpose, rooted in tradition yet reaching toward the future.)

Printed at

Gitanjali Printing Press, Guwahati, Assam

© 2021-2022, Cotton University Students' Union. All rights reserved.
No part of the publication may be produced, stored in retrieval system or transmitted in any form, or by any means electronic, mechanical, photographic, recording or otherwise without the prior permission of the publisher.

The opinions expressed in the content of the pieces are solely those of the contributors and do not necessarily reflect the views of the editorial board.

বিশেষ কৃতজ্ঞতা:

প্রফ রহিম, অধ্যাপক পঙ্কিল কুমার সেন চৌধুরী, অনুপ শর্মা, অধ্যাপক প্রতিমা ঘোষাল, অধ্যাপক সঞ্জীব লাহা, অধ্যাপক প্রণবেশ ঘোষী, প্রফ লক্ষ্মীকান্ত, চিন্ময় পাল।

অধ্যাপক অমল চন্দ্র ভৌমিক, অধ্যাপক অসীম চন্দ্র পালী, অধ্যাপক প্রণবেশ বিশ্বাস কুমার পাল, ড. অরিন্দম পাল, অধ্যাপক অনিন্দিত কুমার ভট্টাচার্য, ড. সুভাষ কুমার নাথ, ড. প্রশান্ত শর্মা, অধ্যাপক পালী অনিতা প্রফল, প্রফুল্ল সরকার, পাতেল টিকা।

কৃতজ্ঞতা:

এই গবেষণা কার্যটিকরণে যেসকলজনের, কার্যটিকরণের প্রত্যক্ষ সম্পাদকমণ্ডলী, কার্যটিকরণ পত্রপত্রে টিপ্পণীকার বর্ণিতি, কুসুম রানি শর্মা ব্যক্তিগত, কিরী অনুপলাল, আক্তার শিখা পাইকীয়ে, আবুবিধর খান, অরিন কুমার, অনিন্দিতা বসু, পালী খান, সৌনাক্ষা প্রফল, তরুণ শর্মা, একাধীক যোগাযোগক, ঘুণেরিন রানি, সৌকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধিক ঠাকুরীয়ে, ঈদিত অনুভবলাল, অনিমেষ বসুন, অনুপম রানী, বিনোদ যোগেন, প্রতিষ্ঠি কল্যাণ, ড. সুধী কুমার কুমার পুনির্ভবিলয়ের প্রতীক্ষকরণ আক্ষ পাঠ্যে, কিংবদন্তী পাঠ্যে, কলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবৃন্দমণ্ডলী, কলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন যোগ, বিশ্ববিদ্যালয় আক্ষ একরা সমাধ সমূহ সদস্য, সাধারণ আগমন, কলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিবাস, অমেয় খান যোগে কুসুম মহাশয়ে, অরীন ব্যবস্থাপনা আক্ষ ড. অমল পদ্ম আরী নিবাসন প্রতিবাদকারী অধ্যাপী, যোগে সিনু আনু প্রফে বিনয় কুমার শর্মা আক্ষ অনিন্দ পাঠ্যে আক্ষ সমূহ পাঠিবিদন।

Office of the Vice Chancellor
Cotton University
Panbazar, Guwahati- 781001

Vice Chancellor's Desk

It is with enormous pride and a profound sense of responsibility that I address the readers of the Centenary edition of *Cottonian* as the Vice Chancellor of Cotton University. Reaching a hundred-year milestone is a remarkable achievement—one that reflects the unwavering commitment, resilience, and vision of generations of students, faculty, staff, and alumni.

Since its inception in 1901 as Cotton College under the visionary Sir Henry John Stedman Cotton, our institution has stood as a beacon of higher education, shaping generations of scholars, leaders, and visionaries who have left their mark across Assam, the Northeast, and beyond.

Our Institution's historic transformation into Cotton University in 2017 has ushered in a new era of academic and research excellence. Our faculties span across Physical, Chemical and Mathematical Sciences, Life Sciences, Earth Sciences, Language and Literature, and Human and Social Sciences—each contributing meaningfully to knowledge creation, societal understanding, and scientific advancement.

Our commitment to excellence has been recognized with an "A" grade accreditation by NAAC—an affirmation of our academic integrity, infrastructure growth, and student-focused initiatives. Equally important are the co-curricular and community outreach programs that cultivate leadership, creativity, and social consciousness among our students.

Cottonian, the annual student magazine of Cotton University, has served as a voice not only for its students but also for the greater Assamese society. Its hundred-year journey is not just a moment to take pride in, but also a call to envision the next hundred years.

I extend my deepest appreciation to everyone who has been a part of this extraordinary journey. May this Centenary edition serve as a tribute to our past, an inspiration for our present, and a promise for the future.

Let us move forward—together—towards a future of greater possibilities.

Ramesh Ch. Deka

Prof. Ramesh Chandra Deka
Vice Chancellor, Cotton University

Office of the Registrar
Cotton University
Panbazar, Guwahati- 781001

Registrar's Desk

The publication of an annual magazine holds a special significance for any esteemed University or College. An Institutional magazine is not merely a collection of a few pages but rather is a platform of creativity, passion, academic calibre of its students, which is displayed to the general public and preserved for future. It serves as a record of activities and ideas and helps guide the future generations of students. Moreover, it also creates awareness about the ongoing events in contemporary society, local and global. The long uninterrupted journey of *Cottonian*, our annual magazine has been able to achieve all these goals successfully.

The present Centenary Edition (2022-23) of the magazine represents a holistic view of the journey of our magazine since its inception while dealing with the relevant issues of the present times. We have high hopes that it will set new benchmarks highlighting the importance of creative freedom and critical thinking.

I would like to extend my best wishes to everyone involved in the publication of the Centenary edition of *Cottonian*.

I wish them all success.

Dr. Arindam Garg
Registrar
Cotton University

শতবর্ষের চিন্তা

প্রতিষ্ঠানের পত্রপত্রিকা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রকাশিত বার্ষিক ছাত্রসংসদীয় পত্রপত্রিকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা পরিবারের মতো— সমান গভীর ও নিবিড় সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে। কলেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ছাত্রসংসদীয় পত্রপত্রিকা— অনেক ক্ষেত্রেই জীবনের এই পরিচ্ছেদে ইতিহাসের অনিবার্যতার মতো (পিতামাতা ১৯১১ সনে ১ বিদ্যাসাগর কলিজে প্রথম ছাত্রসংসদের উদ্যোগে) পত্রিকাও প্রকাশের আগে, ঠিক পরিমাণ সম্পাদনায় The Cotton College Magazine প্রকাশ পেয়েছিল। প্রায় এটা সমান আগে ছাত্রসংসদের আওতাধীনেই কলেজের সম্পাদনায় পত্রিকা প্রকাশের পরিপাটি অভ্যাস ছিল। কলেজের ছাত্রসংসদের নিজস্বতা অর্থাৎ-কলেজের কর্তৃপক্ষের ছাত্রসংসদীয় সম্পর্কের কঠিনতর আরম্ভ আগে। ১৯৩৫ সনে পরে ছাত্রসংসদীয়ের পত্রিকার জন্য আলাদা সাধে। মূলত এর পরিচালনা আর পরিচয় আর পরিচিত ছাত্রসংসদীয়দের হাতেই ছাত্র সম্পাদক। প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত ঐ সব পত্রিকায় অনেক আর্থিকভাবে মূলত ছাত্রসংসদীয়। ছাত্রসংসদীয় সাধ্যে না কারো কারো সেসবিনে নিজ সম্মান হারে না প্রতিষ্ঠানকালে পত্রিকা প্রতিষ্ঠান জন্মে প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সালে না কারো কারো সেসবিনে প্রকাশের প্রথম পত্রিকা ছিলো সন্ধ্যা পত্রিকা ১৯৩৩ সালে পত্রিকা ছিলো বিভিন্ন কলা ছিলো। ছিলো সেসবিনে (এ পত্রিকায়ে প্রকাশের প্রকাশকের পত্রিকার বিভিন্ন সালে প্রকাশের জন্য সেসবিনে সালে)।

প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছিলো সাধারণ আর ছাত্রসংসদীয় ছিলো একটা আলাদা। তার নিজস্বতার প্রথম প্রকাশ ঘটে— ছিলো প্রকাশের ছাত্রসংসদীয়। এরা ছাত্রসংসদীয় প্রথম আলাদা সৃষ্টি করে। প্রতিষ্ঠানে এরা পরিপূর্ণ ছাত্রসংসদীয়। প্রতিষ্ঠানে সেসবিনে আলাদা ও নিজস্ব ছাত্রসংসদীয় নিয়ে আলাদা সৃষ্টি আর ছাত্রদের জীবনের ছাত্রসংসদীয় নিজের জন্যের গড়ে প্রথম প্রকাশ সেসবিনে ছিলো। আলাদা ছিলো জীবনের স্পর্শ আর আলাদা পরিপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের ও এর প্রথম প্রকাশ ঘটে। আলাদা ছিলো ছাত্রসংসদীয় ছাত্রসংসদীয় ছাত্রসংসদীয়

আন্তর্জাতিক ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে গিয়া বিভিন্ন ভাষার পত্রিকা পড়িতে হয়। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত যে পত্রিকাটির *Educational Notes* যে আন্তর্জাতিক পত্রিকা গুলি সম্পাদনা করেছেন তাদের মধ্যে ৪৪৩ টির মধ্যে ৩৩৩ টিতেই পুরি কথার কথা উল্লেখ করা আছে। পাঁচ বছর পরের এই পত্রিকাটি পড়িতে গিয়া দেখা যায় ২ বছর ৪৫ হয়েছে টিকা। পত্রিকার পরিসংখ্যান পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ থাকা পর্যন্ত কুরআন কেন্দ্র ছুটির পর্যন্ত।

সমাজ জীবনের ইতিহাস, ভাষার সাহিত্য বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিভিন্ন ভাষার পত্রিকাগুলি আন্তর্জাতিক এক অধ্যয় আকারের পুরি কথা পড়ি। আন্তর্জাতিক ভাষা আইডিয়াটির সংখ্যাগুলি এক সঙ্গে আকারের পুরি কথা বিভিন্নভাবে ছুরি বিভাগ চলছে। অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এই বিভিন্নভাবে সম্পাদিত পত্রিকাটির নাম *The Cotton College Magazine* থাকা পত্রিকাটির "Educational notes" থাকা সম্পাদকীয়গুলির বিশেষ বানানটি আজ খুলে যাচ্ছে। একটা পাঁচ বছরের ব্যবধানে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় অংশের জায়গায় ছাত্রদের জীবনের পরিপূর্তি। সম্পাদকীয় সম্পাদকের পরিচালনার মধ্য দিয়েকার ভাষাগুলির ছাত্রের সম্মানের ভাষাগুলো আজ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিফলিত করে। আইডিয়ালের সম্পাদকীয়গুলো আমাদের বিশ্লিষ্ট করতে পারলে (ছাত্রদের আত্মপ্রকাশ আছে)। বিশ্লেষণ করলে সম্পাদকীয়গুলো ইতিহাসটি আমাদেরকে যে আমাদের বিশেষ আজ চিন্তা ভাবনাকে সবার সামনের সম্পর্ক ছাত্রদের ছাত্রদের বিশেষ প্রতিফলন, ঐক্যটি আজি আজকালে বিশেষ ঐ পাচ্ছে। এই আন্তর্জাতিক এক পাঁচের আন্তর্জাতিকের সম্পাদকীয়গুলির আজকের জীবনের কথা ইতিহাস পুরি বিভিন্নভাবে আজিও পাচ্ছি।

আজি আমাদের ছাত্রদের আন্তর্জাতিকতা কতটুকু সম্পর্ক পাচ্ছি। যেসব কার্যকলাপের ইতিহাস আমরা খুলে, বক্তিম কুরআন যেসব যোগাযোগী ছাত্রসংগঠনের আন্তর্জাতিক ধারণাটির এককটির "ইতিহাস আজি কতিপয় পুরিবিশ্লেষণের আন্তর্জাতিক। প্রতিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ভিন্নভাবে আন্তর্জাতিকতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রদের আন্তর্জাতিকতা ছাত্রদের আন্তর্জাতিকতা ছাত্রদের আন্তর্জাতিকতা

সূচী

পর্ব ১ : পূর্বের সমস্ত অঙ্কের অভিমুখে

Sir Henry Cotton
John Comas ১ ৮

হাজারদুয়ারি রাজবাড়ি ডিজিটাল অঙ্কের উদ্ভাবনীশিক্ষায়ন
বিপ্লব সিংহ পর্বত ১ ১৩

সমকালে শান্তিনিকেতন বীথিকাদের অভিজ্ঞতার সমালোচনা ভিত্তিক
রীতিকা গোস্বামী ১ ২১

পর্ব ২ : অভিযোজন ও সমকালীন প্রযুক্তিবিদ্যালয়

সমকালীন প্রেক্ষিতে : এ অঙ্কে কলেজের ঐতিহ্যগত অঙ্কের অভিমুখে
অঙ্কিতা কুমার সেন গোস্বামী ১ ২৮

প্রথম অভিযোজনের অভিজ্ঞতা
সপ্তর্ষি পর্বত ১ ৩৬

অঙ্কের অন্যতম অভিমুখের অভিযোজনের ভিন্ন ধারা
অভিজয় অঙ্কুরিত ১ ৪৩

The Year of the Apollo Moon Landing in
Cotton College: Memories and Reflections
Surjit Baruah ১ ৫১

পর্ব ৩ : অন্যান্য ভিন্নতা

Teachers' Roles and Holistic Development
in NEP 2020
Ramesh Ch. Deka ১ ৬৩

The Slave Robots are Coming:
My Personal Journey into the World of AI
Dhrubo Borthakur ১ ৭৩

সমকাল বয় : অঙ্কের অনুরাগের সমকালবর্তী অভিমত অনুসন্ধান
অভিজয় অঙ্কুরিত গোস্বামী ১ ৮৩

Knots of Time: Rajyadeep Sing Nongkynrih's
"The Ancient Books of Ghosts"
Amit R. Baishya ১ ৯৩

অঙ্কনের ভিন্নতর অঙ্কের শিল্পী অঙ্কন প্রতিমূলে ভিন্নতর
প্রতিমাসমাজ সপ্ত ১ ৯৯

The Second Chance in Life:
Creating Opportunities Out of Adversities
Dr. Bhaskar Bora ১ ১৯

পর্ব ১ : কবিতা

কবিতা গুচ্ছ, Nahid Alim, Sikha Sengupta, সিদ্ধিসিদ্ধ দাস, Ashanta Sarma, সিদ্ধিসত্ত্ব মজুমদার, কবিতা দাস, মিতু দাস, শিবশঙ্কর কবিরাজ, Jinashu Das, Nibanka Gohain, কবিতাকণা পাত্র বারুজিবী, Sadakshina Kashyap, Priyanka Das, Parijat Bongohain, তরুণ পাত্রকার, Pankaj K. Sharma, Bakulia P. Kashyap, Hemaben Bhattacharyya ১৭-৩১

ইমেজ টুকরোজিমের একটুরী কথা কবিতা : অনুবাদ
বুমুর ইয়াসমিন শর্মিলিতা ১৩২

পর্ব ২ : প্রবন্ধ

আমার সিনেমার জগৎ তারার সঙ্গের জীবনের ইমেজ
প্রসঙ্গকথা কবিতা ১৩৭

De-Mystifying Kamakhya: A Working Model for Gender History
Arpan Bayan ১৭৭

কবিতা বিশ্বায়ন, কবিতাচিন্তন বিশ্বায়ন
অনিমেষ বরকটকী ১ ১৮৯

The Anatomy of an Evolving Reading Culture
Moidaveena Barman ১ ২০৯

অসমত নগর ভিত্তিক পত্রিকাসমূহ: এক তথ্য অনুসন্ধান
অনুবাদ পাঠ ১ ২২৩

Retracing Old Memory Lanes
Nirmal Rani Phukan ১ ২৩৩

জীবনমুখী কবিতাই শ্রেষ্ঠ কবিতা
অসম অনুবাদিত ১ ২৪৩

Go with your Gut feelings
Nishantasha Baruah ১ ২৫৩

কবিতাকলনে বিশ্বাসের কবিতার কাব্যভাষিক প্রবিধা দিক
বিশ্বজিৎ অসম ১ ২৬৩

Killing Art or an Artist
Priyankaree Priya ১ ২৭৭

অনুবাদ কবিতা
কমলাকান্ত দাস ১ ২৮৩

Global Agricultural Scenario
Nilim Talukdar ১ ২৯৭

Overarching Impending Mental Health Crisis Impinging on the Futuristic Expectational Quest
Anamika Borah ১ ৩০৭

কুমার কুমারিলাস শর্মিলিতাইজ : বিষ্ণু অসম অসম প্রসঙ্গকথা
একুশী গোস্বামিকা ১ ৩২১

A Probing into Historicity of Myths
Pragyashree Lahon ১ ৩৩৩

Unwanted Delay in Census: A Matter of Grave Concern
Bhargav Phukan ১ ৩৪৩

Molestation: A Threat to one's Dignity
Lalita Saikia ১ ৩৫৩

India in 2050: The Nation of My Dreams
Subhasmita Bora ১ ৩৬১

কবিতার অনুবাদচর্চায় কাব্যভাষী পরিপ্রেক্ষিত
মধুমিতা কলমিচারী ১ ৩৭৩

The Chain of a Dead Man
Nahee Hoka ১ ৩৮৩

ভ্রমণ : ইতিবৃত্ত
বর্ষিত পাঠক ১ ৩৯৩

Ancient Pathways: Northeast India's Contribution to Archaeological Knowledge
Dipjyoti Das ১ ৪০৯

পর্ব ৬ ঃ গল্প

দক্ষিণের ঘরে উপকথা
বৃদ্ধের পর্দা ঃ ১১৪

ঠাকুরী পরিবার
আবদীয়া গল্প ঃ ১৭৪

পতঙ্গ
আবদালী আবদালী ঃ ১৯৭

Lost in time: a Space-time Odyssey
Harsha Basak ঃ ১৭৭

কীর্তন
পল্লিশ্রী রাত্রিয়া ঃ ১৭৭

A Thing of Beauty
Kinghsuk Mamandar ঃ ১৭৭

আকাঙ্ক্ষা
অভিজ্ঞতা গঙ্গোপাধ্যায় ঃ ১৮১

অপেক্ষা
শাহনূর পর্দা ঃ ১৮৭

পরিবর্তন
হিমাদ্রি পর্দা ঃ ১৮৭

স্বপ্নভূমি
ঐশিকা ঘোষ ঃ ১৯৯

প্রজাপতি
হিমাদ্রীতা পর্দা ঃ ১৯৯

Wish You
Divyanee Hanseka ঃ ১৯৭

Blades of Betrayal: 2077
Devashree Bhattacharyya ঃ ১৯৭

The Sky-Field
Mariam Akhtar ঃ ১৯৭

আত্মজন
ঐশ্বরিক গল্প ঃ ১৯৭

পর্ব ৭ ঃ আর্টিকেল/ অনুভব অনুভূতি

আমার দেখার বাইরে আকাশ
ঐশ্বরী পর্দা ঃ ১৯৯

আমার পরিচয় আমার আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ বিশেষণ
ঐশ্বরিক গোস্বামী ঃ ১১৭

আর্টিকেল সম্পাদনা: কাজ বিশ্লেষণ
বিশ্বিত চন্দন ঃ ১১৯

Does Present Day Assam Reflect the Thoughts
of the Yesteryears' Comrades
Divora Sankaran ঃ ১১৭

শাহনাজ পরিবারের আর্টিকেল
শাহনূর পুলক ঃ ১১১

পর্ব ৮ ঃ ইন্টারভিউ

আমার বিশ্বাসিতের মধ্যে একজন সফল মানুষ হয়ে ওঠার পেছনে কারা ঃ ১১৭

পর্ব ৯ ঃ পরিশেষে

ঐ সকল আমার শ্রেষ্ঠসাক্ষী : ইন্টারভিউয়ের সেরা সফল
শাহনূর আলম সাজেদা : শাহনূর পর্দার আমার পরিচয় ঐশিক ঃ ১১৭

ঐ সকল আমার শ্রেষ্ঠসাক্ষী ঐ আর্টিকেল
আমার আর্টিকেলের সম্পাদক আমার আত্মপ্রকাশকারক ঃ ১১৭

শ্রদ্ধাঞ্জলি

তেজেন্দ্র কটকী ঃ ১৩ ৫ ১৩৯৯ সনের ৪ শ্রাবণ্যের ইন্দ্রাণীতে সকলে পরে তাহিত অভিনেতা তথা পরিচালক কটকী শর্মা বীর অবসান (প্রায় অশীতিপর (৮৭)। অসুস্থতাজনিত কারণে অভিনেতাজীবনী অবসর এবং অভিনয় অভিনয় পরিচালনায় প্রবল অবদান রাখি আসিয়াছেন।

নিবন্ধীর বসু ঃ বিশেষজ্ঞদের অনুরোধে অনুরোধে নিবন্ধন অনিবার্য সুস্থ অনুরোধের অভাবে সনে অনুরোধ পরিচালক নিবন্ধীর বসু (৮৯) অসমে অসুস্থ পরে বিগত ৭৩ ১১ ১৪৯৯ সনে ৯৯ বছরে।

অসমঞ্জ মহাপাত্র ঃ (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩–২৭ আগস্ট, ২০১৪) অসমঞ্জ মহাপাত্র একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেতা ও কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। তিনি ওড়িয়া ভাষার অসংখ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন এবং বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে কণ্ঠদান করেছেন। তিনি ১৯৯৯ সালে ওড়িশা সরকার কর্তৃক 'সারলা পুরস্কার' লাভ করেন।

এস. এম. আইনাক্ষা ঃ ২০৩৩ সনে ৫৯ বছর বয়সে (বর্তমান মৃত্যু হয়। তিনি একজন ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানী, উদ্ভিদ জিন বিজ্ঞানী, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথম নারী উপাচার্য।

ইন্দিরা চৌধুরী ঃ অসমের বীরাঙ্গনা সেনানীর পুত্র, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নিজবাসে ইন্দিরা চৌধুরীর ১০৩৪ সনে ৭ আষাঢ় মৃত্যু হয়। অসমেরীদের প্রথমে আজ ইন্দিরাসেন চর্চা জন্য চৌধুরীকে ১৯৯৪ সনে ৭৭ বছরের জিলাঞ্জর জন্য প্রদান করিয়াছিল। ইন্দিরা চৌধুরীর একমাত্র উপন্যাসের নাম 'অসমেরীয় সমাজ : কাহিনি, গঠনের, ক্রমিকা'।

কনিষ্ক গুপ্ত ঃ ভারতের ইতিহাসবিদ কনিষ্ক গুপ্তর ১০৩৯ সনে ৬৯ বছরের ১৯ পৌষ বরাক মৃত্যু হয়। তার লিখনশৈলী ইতিহাসে ভারতের (Nidhubaro Studies)-র অবদান পরিষদ।

প্রকাশ দিং বাদল ঃ (৭ ডিসেম্বর, ১৯২৭–১৩ এপ্রিল, ২০১৯) বাদল প্রকাশ সিংহের আজীবন রাজনীতিবিদ। শিরোমণি অকালিদল দ্বারা তিনি সর্বকনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী পদের অধিকারী।

প্রবির দেশমিত ঃ (৪ অক্টোবর, ১৯৪৯–৪ মৃত্যু, ১০১৩) চলচ্চিত্রের আজীবন অভিনেতা প্রবির দেশমিত ৭৯ বছর বয়সের মৃত্যু হয়। তিনি কাজ করেন অনেক পরি প্রকাশ পরিচালিত 'অনুপ্রকাশ' ধারাবাহিকের তিনি শকুন্তির চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে অভিনয়ে জন্য অনিবার্য।

মুকুন্দিলা শর্মা ঃ মুকুন্দিলা শর্মা একজন ভারতীয় অভিনেতা। তিনি মুকুন্দের মুকুন্দন অভিনয়ের জন্যে খ্যাত পরিচালক, মুকুন্দন অভিনয় সব সিদ্ধি তিনিসি শর্মার পরি সেলিব্রেটেডের অভিনয়ের অভিনয় করেন ১৯৯৯ জন্য, মুকুন্দিলা শর্মাই অন্যে তিনিসি শর্মার ঠিকে জাতীয় অভিনয় একাধিকবার পরি লাভ করিয়াছিল।

প্রেমচন্দ্র বসু ঃ সেতারে লাভ অসমের একজন ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ। তেজপুর, শিলচরিত অনেক সঙ্গীতের কারণের অন্যে অভিনয়। তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাসকে তিনি অভিনীতরূপে লাভ অসমের চরিত্র অভিনয়। তিনি সঙ্গীতে অসমীয়ার উপন্যাস অভিনয় অভিনয়। অসমীয়ার অসমের অন্য অন্য অনেক উপন্যাসের তিনিকে তিনি বলিষ্ঠ মুকুন্দিলা চরিত্র অভিনয়।

অনন্তরাম বরুয়া ঃ (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯–৩১ আগস্ট, ২০০৪) অসমের প্রথমসারি নিয়োগিকের একজন অসমীয়ার পরিচালক অনেক অভিনেতা। অসমের অসম সম্পাদিত মুকুন্দ হয়। তিনি ১৯৯৯ জন্য মধুরম সরকার প্রদানিত পদ্মশ্রী নিয়োগিকের অভিনেতা। তিনিকে তেজপুর অভি নিয়োগ অসমীয়ার অসমীয়ার পদ্মশ্রী তিনিকে।

নিবিন কুমার হাজরিকা ঃ সিনেমা অভিনেতা, পরিচালক, চিত্র সম্পাদক, প্রযোজক প্রযোজনা, অভিনেতা এবং অসমীয়া চিত্রসম্পাদনায় অভিনয়। নিবিন কুমার হাজরিকা ১০০৯ জন্য ১৯ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে অসুস্থতা প্রযোজিত।

অনন্ত অভিনয় ঃ অসমের একজন সিনেমা অভিনেতা, গল্প লেখক, চিত্রকরকার, সাহিত্যিক প্রযোজনা অনেক তিনি লেখার গল্প ইতিহাস অসমীয়ার অসমের অনন্ত অভিনয়ে ১৯৯৯ জন্য ৭১ অসমীয়ার মৃত্যু হয়।

অনিন্দ্য সাহিত্যের ঃ অসমের একজন সিনেমা অভিনেতা, অনুবাদক অনিন্দ্য অসমের অনিন্দ্যর অসমীয় মহাকাব্যিক চরিত্রে লেখা যায়। ৭৯১৯ সনে তিনি 'মুনিসনি অনিন্দ্য গীত' নামের অনিন্দ্য অসমের্যের অসমের অসমীয়া ভাষায় সর্বোচ্চ অসমেরি বীর লাভ করে। ১৯৯৯ জন্য ১ ফেব্রুয়ারি তিনি অসমেরের তেজ নিবাসে মারা যান।

অনিন্দিতা দিং ঃ ৭ এপ্রিল, ১৯৯৯–৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ অনিন্দিতা দিংয়ের অনিন্দিতা বিশ্বের অসমেরীয় একজন পরিচালক চিকিৎসাধীনের মৃত্যু হয়। তিনি ইন্দিরাসেন বিশ্বনাথ ভারতেরীয় কৃষি অসমীয়ার অনুরী অনিন্দিতা। তিনিসি অনিন্দ্য পরীক্ষা অন্যতম অসমীয়া।

কটনিয়ান

শতবর্ষ ১৯২২-২০২২

খণ্ড ১

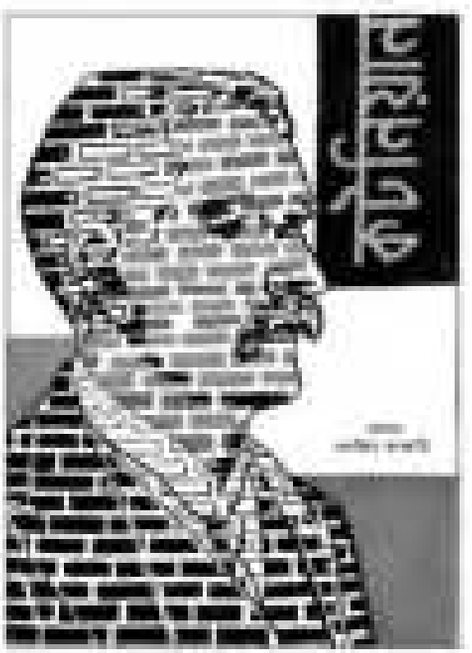
कैदखाना

Sir Henry Cotton

John Cotton

A very Happy 100th Birthday to the 'Cottonian' from the 'Cotton Clan' – the descendants of Sir Henry Cotton, founder of your esteemed University.

And what an honour for me, a great grandson of Sir Henry Cotton, to be asked to write about him for your university magazine.

Sir Henry believed profoundly in the importance of higher education in India and especially in Assam. For him it was a prerequisite, a '*sine qua non*' of the development to eventual nationhood for Assam as for Bengal and all of India. You at Cotton University have carried forward the baton he passed on 122 years ago. It would give him profound satisfaction to see this.

You have asked me to write both of his private as well as his professional life which I think is an excellent idea. For the man who spent nearly three quarters of his life in trying to accelerate the development of India to nationhood had an interesting and often unusual private life, many elements of which contribute to an understanding what he did (and why he did it) for Cotton University, for Assam and Bengal, and for India itself.

Henry John Stedman Cotton (known as 'Henry') was born in 1845 in Kumbakonam, 200 miles south of Chennai. His parents were Joseph Cotton of the Madras Civil Service, and Jessie Mactier, daughter of a barrister in Madras and a member of the Supreme Court.

As Sir Henry Cotton wrote many years later in his autobiography, 'I belong to an Anglo-Indian family, and am saturated with Indian traditions and associations.' Elsewhere he continues in this vein "It is my pride that I am, as it were, an hereditary member of the administration as I represent a practically continuous service in India of five generations, a record probably unique".

In 1848 our yet aged three, Henry travelled to England with his parents by sea on the East Indiaman sailing ship, the "Sutlej". Their route took them round the Cape of Good Hope, and was painfully slow, maybe 150 miles or so per day.

They ran into a cyclone off the Cape. The Sutlej was dismasted and nearly sank. Looking at the contemporary illustration below it seems a miracle that the ship managed to make port and that no one was lost.

The Cotton family eventually arrived in England 6 months later! There they spent three years on extended leave before returning to India. Young Henry was left behind to go to school, leaving him, now six, in the care of his grandparents and at a boarding school. Henry did not see his parents again till he was 14, eight years later.

Despite being separated from his parents for so long, he seems not to have been an unhappy child but one who got on with, and relished life. He spent much of his holidays with his Minchin grandparents in a particularly lovely part of rural Devon ('one of the most beautiful spots in that beautiful county', he wrote). When not with them he was with his Cotton grandparents mainly in London where lived his grandfather, John Cotton, who had been Chairman of the old East India Company. He saw much of his uncle, William Cotton, Governor of the Bank of England. There he also met his cousin, William Cotton Oswell, the African explorer and companion of Livingstone on his travels in Africa, and one of the earliest and greatest of white hunters, but one who insisted he always 'shot for the pot'. Henry had a great admiration for this cousin of whom it was written that "At Rugby, Thomas Hughes, later the author of *Tom Brown's Schooldays*, recalled him as: 'the boy who stood out from the rest as Hector from the rank of Trojan princes". In these formative years there was already plenty around Henry to inspire him.

In 1855 now aged 10, Henry went up to Magdalen College School in Oxford which he loved. "This was the happiest period of my school life, and I revelled in the ravishing music of the College Chapel, the rural walks... and our river excursions were the cream of our life".

In 1861 and we find Henry Cotton became an undergraduate at Kings College in London. "I was then 17 years of age, sound in wind and limb, and though my education had been desultory in the extreme and I had acquired but a smattering of anything, I had at least developed a taste for books and study". At Kings College Henry found himself surrounded by a bevy of interesting and stimulating people both in the University and across London. He was able to develop a somewhat eclectic, and interesting circle of friends who took little for granted and debated matters of every description amongst themselves.

After graduation Henry was at a crossroads between competing interests in the academic world (he wanted to go back to Oxford), civil engineering and returning to India the country of his birth. In the event in 1865 he applied to the Indian Civil Service and passed the exam with flying colours. Charles Lyall, one of his greatest friends, later the best man at his wedding, also took the exam and sent this gleeful letter celebrating their successes:

Henry was still only 19. He was now given two years before taking up his appointment in India to prepare himself for his future career. During this time, he was subjected to half yearly examinations on Indian languages, Indian history and political economy. These he passed. But at the same time was able to enjoy himself to the full so much so that he referred to this period the "Two Golden Years", writing of this time "The two years between my passing in the Indian Civil Service examination and my departure for the East" he wrote "will always stand out as a red letter period of my life".

It was indeed in England a time of great and exciting change which fed into Henry's plentiful natural appetite and enthusiasm for life. Already a keen sportsman, he had taken with gusto to the new sport of mountaineering. The sport had started in the European Alps in the late 1850s and 60s, its 'Golden Age'. Earlier Henry had joined the recently formed 'Alpine Club', and already in the summer of 1863he and some close friends had gone climbing in the Swiss and French Alps. There he climbed many of the higher peaks with some spectacular success. Aged 17, he was the youngest person to climb the iconic Mont Blanc being accorded a splendid homecoming procession in his honour in Chamonix.

So immediately after passing his ICS exams in 1865 he and other friends made a second Alpine expedition climbing an impressive number of peaks. (To put this in context it was in July of the same year, 1865 that Edward Whymper, probably the most famous of these pioneer Alpinists made the first and spectacular though tragic ascent of the Matterhorn – four members of his team falling to their death).

On the more cerebral side in this period, he became a great theatre goer, attended many lectures and participated in numerous, lively and serious debating sessions with his friends. It was as a result of these that he attended the lectures of Dr Richard Congreve then in the forefront of the Positivist movement, to which he became totally converted remaining a Humanist for the rest of his life. Henry had been brought up as an Anglican Evangelical and had even considered reading Divinity at Oxford. But Positivism took over, and it coloured his whole view of life from then on with its belief in the greatest good for the greatest number.

This contributed to his appreciation and insight into the Indian mind and deeply coloured his attitude to India and to its people. As was written years later in 1913 in an obituary of Sir Henry – "... he converted to the Positivist faith, and no-one can fail to see how the principles of human religion inspire and coloured his work. For, in the religion of Humanity, the Hindu, the Englishman and the Mussulman are not divided but are United in common brotherhood so as mutual respect for each other's tradition and patriotic sentiments ..."

Henry John Stedman Cotton aged 21
Photo by Julia Margaret Cameron (1867)

Henry was now a young man of striking looks. He was popular and extrovert. He had developed an enquiring, analytical and enthusiastic nature. His ethical sense of what was right and wrong was strong. It was clear that increasingly he seemed to know exactly what he wanted and had the strength of character to get his way. His career in India was to bear this out as indeed was the whirlwind romance that led to his early marriage.

Romance struck in early 1867. He fell head over heels in love with a young woman from a very different social background to himself. His parents strongly disapproved, and indeed did not attend his subsequent wedding.

What happened has all the elements of a fairy story with Henry as the Prince and Mary Ryan as his Cinderella. They met when Henry became part of the fashionable artistic and cultured group known as "The Victorian Bloomsbury Group". It included all the best known painters, writers, intellectuals, and politicians of the time including one of the earliest photographers, Julia Margaret Cameron. She had come across the twelve year old Mary Ryan and her Irish mother living homeless and in poverty as a result of the potato famines in Ireland. She took Mary Ryan into her house and brought her up with her own children.

So, by the time Henry met her, she had the manners and the culture of a young lady. She was very beautiful, as one can see in this photo taken by Julia Margaret Cameron in 1867 the year of her marriage.

As a comment to this lovely story, it showed clearly that Henry Cotton was indeed already a man who knew his own mind, and with a very determined nature – a man who would fight for what he thought was right. In a completely different context, his future career in India was make this abundantly clear.

Within six weeks of their marriage the young couple, aged only 21 and 20, left to take up Henry's first posting in India. They crossed over to France and spent some time visiting Paris. From there they took the train to Marseilles took the steamer to Suez, crossed the Suez Isthmus, and from there took another steamer to Kolkata.

Their arrival in Kolkata in early November 1867 was dramatic. On their first night ashore, the city experienced a massive cyclonic storm. The Cottons woke on November 1st to see the city, where they were to spend a good part of their lives, with many of its buildings badly wrecked by the massive winds of the storm, and with its streets swirling with flood waters in which were floating the bodies of drowned animals.

Henry Cotton's first posting which he considered as his apprenticeship, was to Midnapore where he arrived in late 1867 and spent 20 months. He enjoyed his time there, particularly as he found himself lucky to serve under Sir William Herschel, son of the great astronomer. It was there that his eldest son Evan was born in 1868.

Then in 1869 he was moved to Chuadanga, his first real posting of major responsibility and one where he was in charge of a subdivision of some 440 square miles and with a population of 240,000. It was hard work, and he was away from home in camp for up to 4 months a year. For a young man of 25, it was a big responsibility with all authority centralised in himself as the "hand and eye of the Government". It was a steep learning curve. "Yet we were happy there" he wrote in his memoirs and a second son, my grandfather Julian Cotton, was born there. While he was in Chuadanga he witnessed the heaviest flooding the district had ever known in August 1872. "There was one vast sheet of water over hundreds of square miles" he wrote. There was a major outbreak of cholera and general sickness, together with an extraordinary epidemic of cattle plague.

During this time Henry was trying to brush up on his languages. He learned to speak and write Bengali fluently and Hindustani colloquially. All the ordinary work of the office was in Bengali, as were the proceedings and pleadings of the court at which he presided.

In 1872 after 5 years in Chuadanga, Henry was transferred on promotion to Kolkata as a junior

judge, and in the following year in, 1873, as Assistant Secretary to the Bengal Government. He and his wife Mary much enjoyed their life in Kolkata.

By 1874 he took his first leave which lasted 18 months. He and Mary returned to London where they had acquired a house in St John's Wood. This suited Henry's taste perfectly as it was a part of London which was still leafy and had large gardens, large enough indeed for lawn tennis, then only recently invented, to be played. The Cotton household house was indeed very close to Lords Cricket Ground "The Home of Cricket". Henry became a member of the MCC and loved to watch the sport there then and whenever he was in England.

Another and important attraction of St John's Wood was that it had a good share of the intellectual, and also of the artistic and cultured society which he and Mary had so much enjoyed at Little Holland House in the mid 1860s, and indeed through which he had met his wife, Mary. There is a lovely painting of Mary Cotton and their 3 boys painted during this leave in England by their great friend, the painter Philip Calderon in 1878.

Lady Cotton with her two sons– Evan, JJ and Bertie

In 1878 Henry returned to India. His new appointment was to Chittagong as Magistrate and Collector. Chittagong was still largely undeveloped with no railway and no port to speak of so that communication was very difficult in this low lying tea delta with its numerous inland communities. He was determined to get to understand the country and its inhabitants. He toured extensively during the cooler season using whatever means he could include his own schooner and his elephant, Rustum – a great swimmer. Henry found the challenges of developing the region hugely exciting and rewarding. At no time did he seek harder he said. Life was not easy with the local difficult terrain and an healthy climate. Very unfortunately he contracted malaria which was to plague him for the rest of his life.

Although Henry enjoyed his posting to Chittagong writing later that it always held a place in his heart, he was summoned back to Kolkata after just 18 months to become the Senior Secretary to the Bengal Board of Revenue. He successively served as Revenue Secretary to Government, and as Financial and Municipal Secretary. He was to remain in these posts for seven years. Then in 1886 he became a member of the Bengal Legislative Council

His posting back to the capital, Kolkata, in 1880 coincided with the arrival of the new Viceroy, Lord Ripon, whose period as Viceroy lasted from 1880 to 1884. It was "well described" Henry Cotton wrote "as the Golden Age of Indian Reformers, when the aspirations of the people were encouraged, education and local self-government were fostered, and the foundations of Indian Nationality were firmly laid". Henry is modest about the part he played in formulating these very progressive policies and he was of course still relatively junior, but he does say that "he is identified as much any man with the development and interpretation of Ripon's policy as to practical application to Indian affairs".

It was a shame that it was only in the final month of Ripon's term as Viceroy that he and Cotton got to know each other well as the two of them were amongst the greatest champions of Indian rights and were both keen on accelerating the development

of a policy of local self-government and of 'India for the Indians'. Ripon's progressive views were not to the taste of his colleagues, but they were enthusiastically received by the Indians – as with Henry Cotton.

Needless to say, they were up against a powerful and deeply entrenched Establishment opposition who did their best to delay or actually sabotage reformist measures. A celebrated case in point was Ripon's thwarted attempt to introduce legislation giving Indians more legal rights, including the right of Indian judges to judge Europeans in court.

Hardly had Ripon left than Henry Cotton's first book *New India – India in Transition* was published in 1885. It contained what was for them very forward-looking ideas which were tantamount to inflammatory if not heresy as far as the ruling Establishment of that time was concerned. Their reaction is not surprising when one considers that on the first page of his book's Preface Cotton stated, "A greater friction between the governors and the governed attributable to many causes but especially to the arrogance in thought and language of the ruling race which has been brought out into stronger relief by the extension of education and the growth of independence and patriotic feeling among the people". (The book was translated into many Indian vernacular languages and as I think still in print).

"Branded aside as a visionary", Henry Cotton stuck to his guns and made no attempt to disassociate himself from the views he shared with Ripon who had now been stood down as Viceroy. "I never made any concealment of my opinions" ... I identified myself with Lord Ripon's policies ..." for which "I was already described as a White Baboo".

Not surprisingly Henry Cotton's career advancement slowed down from this time on as he himself wrote "My promotion had gone on up to that point by leaps and bounds: but there now ensued a check". He remained as Secretary of the Board for an unusually long seven years, in which time he was passed over several times for promotion in favour of his juniors. For his colleagues in the Government and Administration regarded him from now with an increased wariness as only a very few shared the forward-looking views for India's path to nationhood.

Henry got on with his very full professional life. Known to not shirk a heavy volume of work, he was given many additional duties. As per his own Memoirs, these were busy but happy years for he found much to do. When Sir Charles Elliot became Lieutenant-Governor of Bengal in 1891 he asked Henry to be his Chief Secretary. Together they went on extensive and regular tours subdividing the vast amount of Bengal territory to be covered. A part of Henry's duties took him up to Darjeeling where he says, "my most pleasant hours (in Bengal) were passed in that hill station... feasting our eyes on the glorious views of Kinchinjunga and the adjoining peaks".

He made a huge circle of friends in Kolkata including as he writes in his Memoirs "... troops of Indian friends whom it was my good fortune to make" after which he lists many names of different social strata and religious backgrounds including inter alia many leaders of thought, and of social and religious movements whom he calls "the children of the early Renaissance."

Times were indeed changing. In 1886 the first Indian National Congress was called. As Henry wrote this reflected the fact that "A new generation was now growing up into which the consciousness of power had been instilled by the reaction and excesses of the anti-Ripon agitation": and for the Establishment "to stem the rising flood was no more in their power... than it was for (King) Canute to withstand the tide".

When in 1896 a new Viceroy, Lord Elgin, asked Henry Cotton to become Home Secretary to the Government of India, his twenty-nine years in Bengal came to a close. With this appointment he left Bengal for Shimla for good. Interestingly he found his work as Home Secretary for the whole sub-Continent, one of course of much greater responsibility, less arduous than that as Chief Secretary of Bengal and a Member of its Legislature. He got on well and admired Lord Elgin commenting that he found him "head and shoulders ... above the members of his government". As for Shimla, Henry

Curzon loved it describing it as "a quite delightful place". His time there turned out to be very short. Six months later Elgin asked him to take up yet another and important posting, that of Chief Commissioner of Assam.

So, in November 1896 Henry Cotton took up his appointment as Chief Commissioner for Assam in Shillong. He was there for a little more than five years and loved it. Almost immediately he set out on a 5-month tour of Assam to get to know the people and the country. He repeated these extensive trips in the six winters he was there and sometimes in the summer. These "camping seasons" gave him a first hand and wide experience of the Assam, its peoples and its requirements and how to accelerate its development and standard of living. Henry Cotton had always been a workaholic and had always been prepared to rough it. But he was lucky to have for his travels the river boat 'Sunamukhi' which was pulled by a towing tug with room for carriage and horses to go ashore from the Brahmaputra or its tributaries to visit small towns, villages and settlements. When on land it was a question of setting up camps as in his previous postings in Bengal from which he dealt with administrative, judicial and other matters as is shown in the photo of Henry Cotton on tour.

Sir Henry Cotton on tour

In his second winter in Assam, he persuaded the new Viceroy, Lord Curzon, to join him and they spent much time in the Northeast amongst the hill tribes. This was somewhat of a coup as it was only the second time a Viceroy had visited Assam. Personally, Curzon and Cotton got on well, and Henry enjoyed the company of Curzon and his wife. Their falling out four years later was one of political proliferation on the Viceroy's side. There were indeed absolutely fundamental differences between the two men. Basically, Curzon was the opposite of Henry Cotton in so far as he had no sympathy with the educated classes of the Indian community; "He refused to listen to their voice" wrote Henry Cotton in his Memoirs, "and secured every opportunity to weaken their influence." This was at direct variance with Henry Cotton. And as far as Assam itself was concerned Curzon was tough refusing to give Henry Cotton the financial help, he needed to open it up, so much so that Henry had to use his own private funds to do so on more than one occasion.

The Cotton's time in Assam, and indeed on this earth, nearly came to an early and tragic end when, scarcely six months into his new posting a massive earthquake hit Assam on June 12th, 1897. Its epicentre was near Shillong, where they were in residence in Government house. By pure chance he and his wife had just left the house for a morning drive, when a massive earthquake occurred without prior warning. Its magnitude was 8.5, its displacement between 11 and 16 metres, while its coverage extended over an area of 1,500 miles long and 1,000 miles wide. Henry and Mary Cotton were incredibly lucky not to have been killed. Government House, from which the two of them had just walked out, was reduced to a pile of rubble as were many surrounding buildings and villages and there was massive flooding. There was major damage over a wide area, and it was followed by major epidemics of cholera, dysentery and fever.

Assam was a posting Henry loved. He enjoyed the people, was captivated by the extraordinary variety and beauty of the country and did not balk at the large amount of work he found to do. He

threw himself enthusiastically into this from the start.

Always a workaholic, Henry was unceasing in travelling the length and breadth of the large territory of Assam with its huge span and wide varieties of terrain and peoples. Every winter he set off on extensive tours of five months or so complemented often by shorter summer tours. It was a very big territory which he had to cover and included of course "the hill tracts of Assam which cover an area of about twenty five thousand square miles" where he spent "a far larger portion of my time". In November 1901 he even managed to get the Viceroy, Lord Curzon, to pay a visit.

He needed and sought for more funding but with little success as Central Governments had always treated Assam as the Cinderella of India and underfunded it. Curzon, the new Viceroy, was of little or no help here. Henry Cotton did what he could, with some of the money coming from his own pocket - ironically funnelled in large part to the tea planting industry! Undaunted by being underfunded and with limited resources at his disposal, Henry set priorities for the development of Assam's economy and to raise the standard of living of its inhabitants.

Henry Cotton saw the development of Communications in Assam as of very great importance. He saw huge economic and sociological potential if he could "open up vast tracts of (potentially) cultivable waste lands hitherto difficult of access to cultivation". The enlargement of railway and river steamboats networks were an obvious way to do this. But railways were an expensive option to develop further. As for metalled roads, they were a problem being costly and their dirt track equivalents were very difficult to maintain where rainfall is as heavy as it is in Assam. So, he concentrated instead on the tea industry. He opened large tracts of the country for cultivation which involved revising forest rules which were a major constraint on the extension of the tea estates. Henry who generally understates his achievements in his autobiography wrote "few men have assisted that industry more than I did". His relations with the tea planters were excellent until in 1901 his eyes were opened to the conditions of virtual slavery of the workers in the tea estate, known as coolies. Similarly, he encouraged the development of the coal, hemp, flax and rubber industries.

In other areas Henry was particularly proud of what he did to improve jail management and the conditions in the jails particularly where floggings were concerned.

Education he had seen as a cornerstone in his plans for the development of India from early in his career. Already in his first posting when he had been responsible for implementing the Census of 1872 in his subdivision, he had on his own initiative extended the official tables to include an educational census which he did state by caste. Then in 1905 in his book *New India - India in Transition* he emphasised the all-important need for the spread of education. So, it was not surprising that when governing Assam, he gave special importance to education. As he writes in his memoirs in 1909 "To the encouragement of education I devoted the best of my energies. I regard it as a great honour that my name should be associated with a first-class college which I inaugurated at Guwahati. It had made a great start in my time; it has thirteen times, and long may it flourish!".

Henry Cotton's resignation and departure from India in 1902 was a shameful episode for the Government of India. Henry did not look for unnecessary conflict, but he would not be bullied when he felt injustice was being done. He was forced to resign by Viceroy Curzon over just such an issue, the virtual slave conditions of coolies on the tea estates. Curzon himself had asked him to look into this as having all the marks of grave injustice. "The utterances of Lord Curzon on this subject had been far stronger than my own" wrote Henry Cotton. The tea planters were furious at Cotton's recommendations to improve the conditions of the coolies and they were powerful. When Curzon saw the indignation of the tea planters backed up by the British establishment in India he bowed to the storm. He saved his own skin by abandoning Henry Cotton, who was after all his representative in Assam and the person he had asked to investigate the injustice

mental cut to the coolies by the tea planters. "There was no Viceroy to stand by me" wrote Henry. He was left to face the storm alone. And the storm was a very big one. "It was not the first time that I had stood forward as the champion of the oppressed and had trod on the corns of powerful interests. But I had never raised such a storm against myself. All the floodgates of abuse opened up in the Anglo-Indian press. I was charged with malignity, inveracity and dishonesty; my motives were impugned in the most shameful manner".

Henry Cotton stood his ground. Curzon, his boss, had not only let him down completely but then encouraged him to resign, a convenient way for Curzon to find a scapegoat, and resolve the problem to look good himself. On grounds of ill health, Henry Cotton returned to England in March 1905. As a palliative Curzon recommended him for a knighthood, and let him represent the province of Assam at the Coronation of King George VII in August 1902.

But there was no question of putting up Sir Henry for the post that came up that autumn when the Lieutenant Governorship of Bengal became vacant. It is likely that Sir Henry would have been offered the post had he not been such a marked man for his Indian predilections which had earned him the nickname of the 'White Babu'. And after Curzon betrayed him this was out of the question. As Henry wrote "Put not your trust in Princes or Viceroys!"

A great consolation for Sir Henry was the send-off given to him by the Indian people which moved him hugely "I left India accompanied by demonstrations of popular sympathy and regret, from the rich and the poor, the old and the young ... something which had never before been accorded to a provincial Governor".

If Curzon thought he had muzzled Sir Henry Cotton's voice when Indian affairs were concerned, he was very wrong. As one newspaper reported "From the moment he became a civilian, his heart was always with the Indian people". But now that he was a private person rather a member of the Government of India, he could express himself openly and without constraints. The humiliation of being forced to retire spurred him on to greater efforts for the India he loved. He decided to try for election as an MP at Westminster at which, the most public of places, he could best champion the Indian causes close to his heart. Curzon, maybe fearful of this, tried to dissuade him by saying that 'every old Anglo Indian in Parliament ... inevitably gravitated into a Parliamentary bore'. But his advice fell on deaf ears.

The next British elections were not till December 1905 but already in early 1903 Sir Henry was adopted as the prospective liberal candidate for East Nottingham. In the intervening two years while he was waiting for these elections, he was very active mainly on Indian affairs. When Curzon sent an armed expedition to Tibet Sir Henry was in the forefront of a campaign opposing the expedition. He was vociferous in his protests at public meetings and in a stream of letters to the English and Indian press to such an extent that the Times, rarely of the same opinions as Sir Henry, refused to print any more of his letters. But when the so-called peaceful expedition massacred in Gyantse in Tibet nearly 800 unresisting Buddhist monks and in virtually cold blood (what Sir Henry commented '...was not warfare, it was butchery"), the tide turned in Sir Henry's favour. Curzon was left without sympathisers in England.

In 1904 Sir Henry was invited and accepted the Presidency of the 20th session of the Indian National Congress. As one of the papers wrote "the leaders of Indian national opinion could at last repay their defender with words of gratitude". He travelled to Mumbai in December 1904 the first time he had been back since he had 'retired' 20 months earlier. They had a huge and enthusiastic reception from Indians, and their drive to Malabar Hill where the Congress was to take place was "a veritable royal progress". The session of Congress at which Sir Henry presided was said to have been the best attended and successful Congress gathering ever held in India". One of the many motions passed condemned the Tibetan invasion, while another roundly condemned the proposed partition of Bengal.

When the Congress finished, Sir Henry travelled across India to Kolkata. It was a triumphal return,

20th Indian National Congress Group – Mumbai 1904
with Sir Henry Cotton, its President in middle of front row

with once again an extraordinarily warm reception from Indians who entertained him royally. Even his "bitterest critic and opponent" the newspaper *Englishman* remarked that "in the annals of the historic Town Hall there has never been such a gathering, the reception being colossal in its greatest sense". He attended several public meetings in Kolkata, one being "a protest against the contemplated Partition of Bengal". His hour long speech, unscripted as it was, was reported verbatim in all the Kolkata newspapers the next day.

In Kolkata, he stayed with his old friend, the Maharajah of Durbungha. In contrast he was effectively cold shouldered by many of the English. Nonetheless he had a private meeting with the Viceroy. He had written asking in his capacity as Congress President to present to him the findings of the recent Congress meeting. Curzon turned down the offer, but asked him for a private meeting for the two of them were gentlemen and had perfect manners.

From Kolkata, Sir Henry travelled upriver to Assam and to Guwahati. Here once again we find the same story of a very warm reception by the Indian population contrasting with purposeful ostracism by the Government establishment led by Sir Henry's successor. "I met with another great ovation from my Indian friends but marked contention from my successor in the government of the province ..... and his subordinate officials ..... I was left to put up at the public dak bungalow ....". He continues " I found that the marble bust of me ... had been removed from Cotton College for which it had been intended to another building". But these slights could not deter his pride in seeing the success of what he had done for secondary education in Assam in particular at Cotton College. This made him immensely proud.

In the British Parliamentary elections two years later in December 1905 Sir Henry achieved "what was then for me, the great ambition in life, a seat at Westminster". He was elected as the Liberal member of Parliament for East Nottingham, narrowly overturning the Tory/Conservative majority. As a Liberal MP he served under two Prime Ministers, Sir Henry Campbell Bannerman and then HH Asquith. It was an interesting time with the Liberal Government containing amongst others the future Prime Minister, Lloyd George, and also the young Winston Churchill (whose charisma was already such that that whenever he was due to speak "the House would fill and there were more cheers and counter-cheers than when any other member spoke", remarked Sir Henry).

Parliament was a perfect platform for Sir Henry. For the four sessions he served as an MP, he became the leader of a little band of Anglo Indian politicians. He was one of the most regular attendants in the House not disliking all night sittings. He found Parliament exhilarating: "Nothing I have ever experienced in the course of a long and active life in public service could compare with the excitement and enjoyment of those four glorious sessions". He was a very frequent speaker but almost exclusively on Indian subjects. In 1908 Hansard reported on his making 98 speeches. The Secretary of State for India was John Morley from whom Sir Henry had very high expectations regarding him as a progressive like himself. The opposite proved to be the case. Sir Henry harried Morley in the House without cease, being better informed on most Indian matters than Morley.

The Partition of Bengal had taken place in October 1905 just before Lord Curzon vacated his

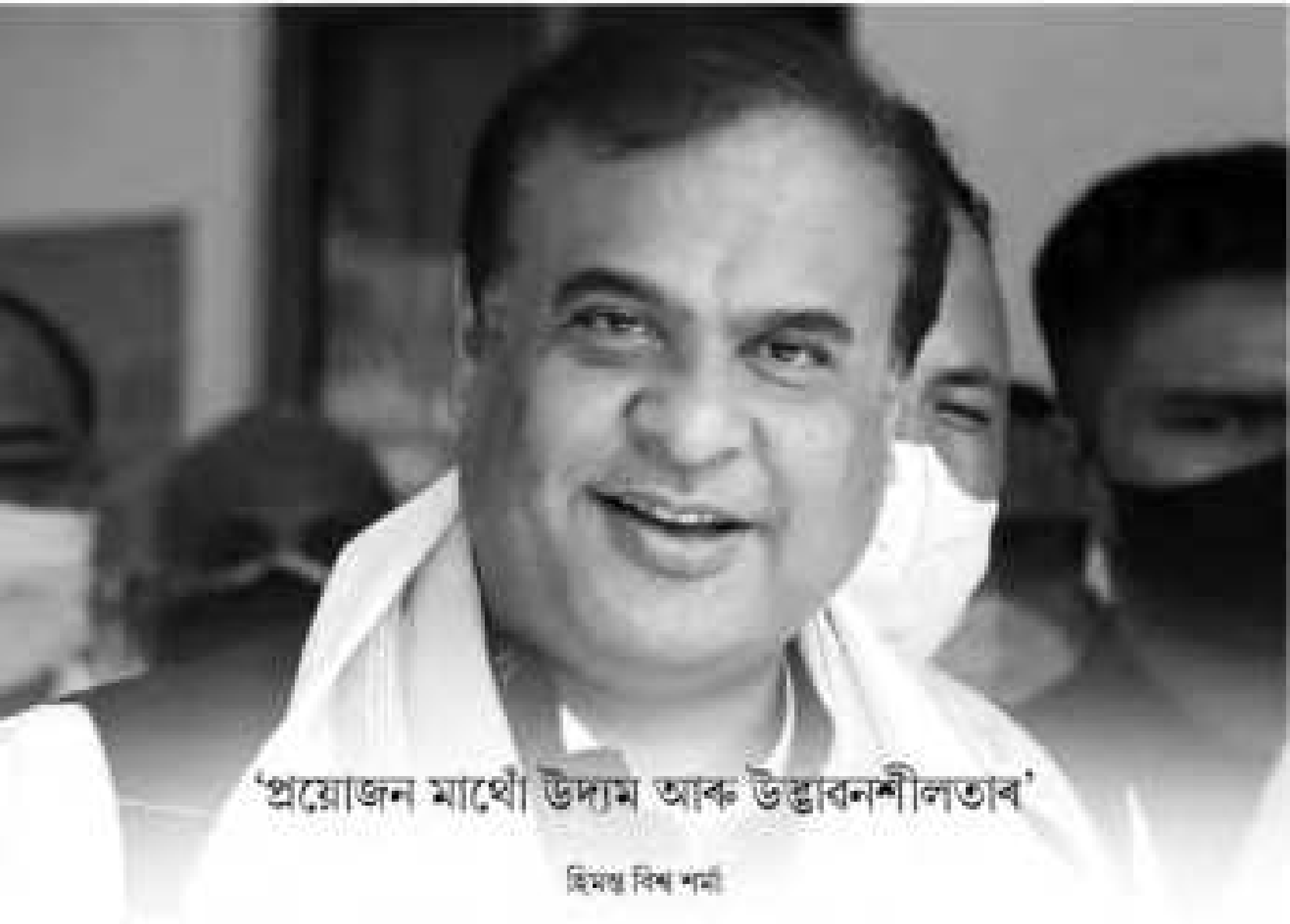

‘প্রয়োজন মাথোঁ উদ্যম আৰু উদ্ভাবনশীলতাৰ’

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

কটনিয়ানৰ প্ৰশ্ন ১ : অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ সাম্প্ৰতিক অৱস্থা সম্পৰ্কত আপোনাৰ ধাৰণা কি ?

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ : দু-শিখাৰ অৰ্থাৎ আগেৰিৰ দৰেই আমাৰ, যাৰা আজি শেষ হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে দুখিত লাগে। কাৰণ বহুজনৰ অভিলাষী অসমৰ ছাত্ৰ সমাজ সম্পূৰ্ণই নতুন চেনেৰাত উদ্ভূত। মোৰটিভেশন বঢ়া, অসমত মোটিভেশন সকলৰ অভাৱটোৱে ছাত্ৰ আন্দোলনত অসমৰ সাম্প্ৰতিক চেহেৰা আজি বাহিৰি কাকতৰ শিৰোনামা অভিধানত এটি অৰ্থহীন অভিধা আখ্যাত মেলিছিলেই। সম্প্ৰতি অসমৰ ছাত্ৰ-সমাজে যেটি অসম সম্পৰ্কলক অভিজ্ঞতালী এক নতুন শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিবেশ গঢ়ি তোলাৰ আপোনিহাৰ কথাটো অভিধানে আজি লক্ষ্য। আন্দোলনৰ পৰিসৰৰে অভিজ্ঞ ছাত্ৰসমাজৰ অসমৰ, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা, ছাত্ৰী আৰু, ক্ৰীড়া, সংস্কৃতি আদি সুকীয়া কাৰণ চৰেৰে অভিজ্ঞ হৈ পৰাটো এনিয়ে এখন সকলৰ অন্তৰ্ভাৱৰ অন্তৰ্ভুক্ত নতুন প্ৰজন্মৰ উদ্ভৱৰ সোপান পথে। উদাহৰণস্বৰূপে ২০১৫ বৰ্ষৰ মেট্ৰিক মেকেণ্ডেৰী আন্দোলন পৰীক্ষাত অসমৰ ছাত্ৰাকাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈ অসমৰ মুকলিছোৱাৰ এই নথ ছাত্ৰসমাজ অভিজ্ঞমন্ত্ৰ হৈছিলেই। ছাত্ৰ পূৰ্বি বছৰলৈকে মেট্ৰিক মেকেণ্ডেৰী আন্দোলন অসমৰ ছাত্ৰাকাকীসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছিল। সেই বাবেই অসমৰ নতুন ছাত্ৰসকলেই সকলোতকৈ পাতিয়ৰ অভিজ্ঞতালীয় পাতিয়ৰ অভিজ্ঞতালীয় ধাৰণা পৰৰ ছাত্ৰ অভিজ্ঞতা ধাৰণা হৈছিল। অনুৰূপে ২০১৫ বৰ্ষৰ বাষ্ট্ৰীয় নিৰ্ভৰ পুৰস্কাৰৰ পাতিকলন অভিযোগ নিৰ্ভৰ দুই শীয় দুৰ্ভাকাকীসকল অসমীয়া ৬' বাহী পাল ছাত্ৰ ৬' পুৰী পাতিকলনী লাভ কৰা অভি আগেৰ উদাহৰণৰোৰে অসমৰ ছাত্ৰ-যুৱ সমাজ আজি নতুন নতুন কৃতিত্বৰ অগণীলাভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়।

প্ৰশ্ন ২ : অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ সাম্প্ৰতিক সমস্যাসমূহৰ বিষয়ৰ সম্পৰ্কত আপুনি অৱগতিলাভ নিশ্চয়। সমস্যাসমূহ সমাধানিকৰে আপুনি-সাম্প্ৰতিক কুশিয়েই আমাৰ বন্ধন। এনে সমস্যাৰ আগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব।

মূল্যায়ন-ভিত্তিক উদাহরণ ১ সাপ্তাহিক পুনরীক্ষণ অথবা অধ্যায়ভিত্তিক পরীক্ষা হতে পারে। পুরিয়ে পুরিয়ে, বেছিয়ে লাগিয়ে, ধাপভিত্তি, প্রশ্ন প্রস্তুতির অভিনয় সহায়তায় শিক্ষার্থীদের অবাধই নিয়ন্ত্রে। অধ্যায়ের শেষভিত্তিতে শরমে পুরিয়ে পুরিয়েছাড়ী মানব আহির অভিযোজন নমুনাটে পরিমার্জিত করিল পুরি নিজেদের মধ্য শেখাল করিয়ে। ইহার বিপরীতে আমার শিক্ষার্থী সমাজের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান পাঠ্যপুস্তকের ধরন-ধারণের আয়ত্তে আসছে ঠিক আছে। ৮০৪৭ জেলা আমার মেলে ফাইনালের ১০০ নম্বর সম্পূর্ণ করিল। আমার সবোপরি ক্ষেত্রে অর্ধশিক্ষায় ১০০ নম্বর পূর্ণ নম্বর লিখিতের আমার চেলেরা পাঠে বিশ্বে এখন আগেকার অর্ধশীতি আর বিশেষিত চেলের পরিমার্জন হয়। তাহলেরই জীবনের মেশিন মেলুকের অনুর কারণ আমার আমার মেলে শাহিদ ৮০% হারের মুই সম্বন্ধ উপলব্ধি পুরিয়ে প্রতি তাদের দি অর্ধশিক্ষায় ১০০ নম্বর পুরিয়ে লিখিতের ৪৫ টিলিয়ে আগের অর্ধশীতির পরিমার্জন মেলের সম্বন্ধে আলোচিয়ে। অনুর কারণ আমারদারী অধিক চমৎকার ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণ সমস্যা করিয়ে। ডিজিটালাইজেশন আর ডিজাইনাইজেশন মধ্য লগ্নভোগটির আমরণ বিশেষ শৈলীর অধ্যয়ন ঠান্ড ঠে পরিল। ডিজিটাল মেশিনের, একটি আর প্রশ্ন-মেশিনের সহায়তে আমরি অধিক পুরিয়েছেন পরিমার্জনী অধিক পরিবেই। লিখে এটা লক্ষ্যের ডিজিটালে আন্তর্জাতিকের উদ্যোগে বিভিন্ন অথবা লক্ষ-উদ্যোগন পাঠে লিপুর মুল্যায়ন সৃষ্টি করিল পরবর্তী আমার মেলের এক অধ্যায়ের সমস্যায়। ছাত্রমন্ত্রী জীবনের মেশি ছাত্রমন্ত্রীরা মেলের আগন্তুক আগেরের 'টুইন ইয়ার' অর্থাৎ মেশিন আর ছাত্র পুরি মন্ত্রণা করি আমরণারী যে মেশিন ঔপন্যাসিকদের নিজে আগন্তুরি আর স্পষ্ট ইতিহি লিখে। আন্তর্জাতিক মেলের Natural Language Processing (NLP) আর টেলিমেশিনিক্সের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিতে আগের পরিবর্তন আসিছে। ডিজিটাল শিক্ষার সমাধানমূলক সমস্যার অর্ধশিক্ষায়নের অধিক নিয়ন্ত্রণ মেলের প্রতিষ্ঠা শিক্ষার আন্তর্জাতিক উপকরণ ছাত্র পারিছে। নিয়োগের সন্তান্তরা মধ্য মেকানাইজ, মেলে—উপলব্ধি আর মেরা পাঠক প্রতি মেলে পরীক্ষা আন্তর্জাতিক লিখিত পরিছে। পরীক্ষা আমার যাতে এরা আন্তর্জাতিক সন্তান্তরাদের মেলের আন্তর্জাতিক সাহায্যিনিধায় উপকরণ পাঠক দি আমার মেলে নিয়োগের সন্তান্তরাদের উপকরণ করি পুরিয়েছি সমস্ত মেলে।

মেলের অর্ধশিক্ষার শাহবর্ষ পুরিয়ে সমাপ্তিতে আমি শিক্ষা আন্তর্জাতিক ধরা সন্ধান করিয়েই, মেরিয়ে আন্তরণ চেষ্টা ছাত্র আমার আন্তরণার। পাঠ্যের পাঠান্তর পুরণ মেলে এই পরিবর্তনমূলক নিয়ে আমার আন্তরণারা পরিচিত মেলে আন্তরণ। সমস্ত পাঠ্য মেরিয়ে নিয়োগের পরিচ্ছ পুরা আন্তর আরী নিয়ে মেরিয়ে আমার আন্তর পাঠানে মেরী পাঠান্তর আন্তর্জাতিক আমার। আমার সমাপ্তে আন্তর্জাতিক সমাধানমূলে; আমার সমাপ্তে সমাধানের আন্তরণ। এই সম্পর্কের আমার আন্তর সমাধান আন্তর কি সমস্ত আন্তরণারা আন্তর ছাত্র মাপিছিল, আমরা আমার শিক্ষক আন্তর অধিকারের সমাধানে নিজস্ব মেলে এই পুরণ আন্তরণের মধ্যে আন্তরণারের আন্তর অধিক পাপিছিল, মেলে ঠে নিয়ে পাই।

এই আন্তরণ পরিবর্তনের পাঠে আমার আন্তর আন্তর-আর্টিশালের নিজস্ব উন্নতকরী নিয়ন্ত্রণ আন্তরণের পরিচয় সমাধান। মেলের অধিকার মেলে আন্তরণারের পুরণ মেরীমেলে আন্তর পরি সমা সমাধান। সমাধান করার ছাত্র মেরীমেলের উন্নতকরণী আন্তরণ উপরীতির পরিমার্জন মাপিছে ছাত্রের পরিচয়ে আন্তরণ। শিক্ষার্থিমেলেরণমূলক পুরিয়ে নিয়ে নতুন নতুন শিক্ষার পাঠ্যক্রম পুরণ করা। শিক্ষার সমাধান পুরিয়ে এই মেরীমেলে পাপ মেলিছিল। মেলের আমার মেলে উন্নতকরণ নতুন নতুন মেরীমেলেরণমূলক নিয়ে, শিক্ষার নতুন নতুন-পাঠ্য মধ্য নিয়ে নিয়োগিতে মাপিছিল প্রতি আন্তরণের নিয়ে আন্তর আন্তরণার শিক্ষার্থী সমাজ আন্তরীণ মেলে নিয়ে।

চিত্র ১ : মেলেমেলে মেলের আমার আর্টিশালিক নিয়ে পাপ্তাতির ছাত্র পারে। ছাত্র-আর্টিশালে নিয়ে ইহার আন্তরণ করিল পারে পুরি আপুরি আরে।

মূল্যায়ন-ভিত্তিক উদাহরণ ২ নিয়োগের এটা আমার আর্টিশালিক নিয়ে পাপ্তাতির ছাত্র পারে আন্তরণারের উপকরণ মেরীমেলের মধ্য আন্তরণারের মু-প্রাকৃতিক সাধনা, পুরণারের উপলব্ধির আন্তর পুরি—এই বিভিন্ন সমস্ত মুক্ত মেরীমেলে আন্তরণারীর। আমার উপপাদিক মেরীমেলের আন্তর আন্তরিক মেরিয়ে পুরিয়ে পাপ্তাপ্তরে বিভিন্ন আমার মুপাপ্তরে যদি পুরি ছাত্র আন্তরণারিক মধ্য, উপপাদ ছাত্র ইতিমধ্যে আন্তর পাপ্তি ছাত্র আন্তরিক সমস্ত মধ্যিমপাপ্তে আন্তরণারের পাপ মেরে আমার এটা আর্টিশালিক নিয়ে পাপ্তাতির মেরীমেলে নির্দিষ্ট। নিয়ন্ত্রণারের পুরিয়ে, পাপ্তাপ্তরে, আন্তরণারের, উপপাদপাপ্ত, পুস্তকপুরি, মেরীমেলে আর্টি আন্তরণারের পাপ্তাপাপ্তিতে আন্তর আন্তরিক পুরিয়েছি আমার নিয়ন্ত্রণার। পুরিয়েছে মেরীমেলে ইতিমধ্যে পড়ি পুরিয়ে পাপ্তি মেরী নিয়ন্ত্রে আমার ছাত্র-আর্টিশালে আন্তর্জাতিক পাপ্ত নিয়ে।

উপরোক্তারণে এই দুই উপপাদ্য পাপ্তাতির আন্তরে ছাত্র পুরিয়েছে। দুই উপপাদ্যের পাপ্ত আন্তরণারে ছাত্র আর্টিশালিক আন্তরে ঠে পাপ্তে। দুইপাপ্তে ইতিমধ্যে ছাপাপ্তরে আন্তরণ নিয়ন্ত্রে পাপ্তেই আন্তরিক পাপ্ত পিছে (LaTeX), লিপ আর্টি, প্রতিছে আর্টি আন্তরাইটিক্সের সমস্ত ঠে মেলের নিয়ন্ত্রে আন্তরণার পাপ্তীন

partition as Viceroy, and Sir Henry became an MP. Two months later with a Liberal Government in power, and John Morley, reappointed as Secretary of State for India, Sir Henry had high hopes like many Liberals that the new Government would turn the clock back on the question of the partition of Bengal as they had done in South Africa. Morley turned out to be a major disappointment on this and in most of his Indian policies. He admitted that "The Partition was an administrative act which went wholly and decisively against the wishes of the people concerned". Yet obstinately he insisted it was a "settled fact". Unrest broke out in Bengal and then in the Punjab. The Government of India reacted with measures against Indian journalists introducing sentences of many years of hard labour. This was followed by the prosecution of Indian barristers and then by the arrest and deportation without trial of two prominent Indians. Sir Henry fumed and took the lead "in bringing Lord Morley and in driving him from corner to corner in his replies".

Matters got worse with no effort at conciliation, rather a hardening of positions. "Conspirators against the Crown" was the expression now given to those prominent in the Indian opposition. Conciliation, when it came with the Indian Councils Act of 1909 came too late. "While a policy of minimum coercion was now being pursued, the people of India were in no mood to listen even to an angel of light."

Sir Henry's career came to an end in 1910. Ill health which had dogged him ever since he contracted malaria in Chittagong in his mid-thirties meant that he was unable to campaign in the Parliamentary General Elections of 1910. Even then he was defeated by the tiniest of margins – 152 votes on a poll of 11,602. But he had used the eight years since his resignation as Provincial Governor of Assam well in the service of India.

So his Indian career ended. The words he wrote about Lord Ripon are maybe the ones best applied to his own career in India "Above all he was dominated by sincerity and zeal, and with these and the moral earnestness without which no man is ever truly great". Sir Henry lived another 5 years after leaving Parliament in 1910. He published his autobiography *Indian and Home Memories* in 1911. He was happy in his house at St John's Wood, travelling every summer to the French thermal station of Contrexeville, hoping it might help his failing health. His diary mentions frequent visits to Lords the home of cricket which was nearby. He remained an avid chess player, smoked his cigars and enjoyed frequent visits to his clubs.

Mary, Lady Cotton, his wife died in 1914 after 47 years of married life. He died one year later at the age of 70. Ironically it was the year that Gandhi returned to India. Had Sir Henry lived another 10 or 15 years it would have been interesting to see how they might have got on. As one newspaper wrote of Sir Henry in an obituary "He spoke true things before his time".

The Cotton tradition continued in India after Sir Henry's death. Of his three sons, two of them carried on the family's Indian connection. Sir Evan Cotton, his eldest son, served as President of the Bengal Legislative Council from 1922 to 1925. He was an active member of the Indian Historical Records Commission and was its chairman from 1925 to 1925. His second son, Julian James Cotton, served in the ICS in the Madras district and died there at the early age of 58. His son, my own father, Sir John Cotton, went out to India in 1929 as an Indian cavalry officer, and was later a member of the Indian Political Service, while his brother Colonel Henry Cotton, also served there— the 7th and last generation in this continuous line. However if one counts myself and my brothers, David and Bruce, and our first cousins, the children of Colonel Henry Cotton then we can claim to have eight generations of Cottons in India.

Cotton University has Sir Henry's name for 122 years. In our family we are hugely grateful for this honour to a man who loved India and loved in particular Assam and its people. If we can speak for him, we can assure you of how immensely proud he would be of all of you at the faculty of Cotton University, of the alumni it has produced in the last 122 years, and of course of its magazine, Cottonian now in its 100th year.

John Cotton Great grandson of Sir Henry Cotton I

[illegible] > [illegible] > [illegible] > [

অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী অর্থায়নের ধারা পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা, কেএফডব্লিউ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, ওপেক ফান্ড, ইন্ডিয়া এক্সিম ব্যাংক, চায়না এক্সিম ব্যাংক, চায়না ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইন্ডিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড

অর্থাৎ তখন বিনিয়োগ খাতে মোকাবেলা করিতেছে খাদ্য এবং খাদ্য ছাড়াও মোট অপারেটিং খরচের প্রায় ৪০ শতাংশ। আবার বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা নতুন নতুন পণ্য নিয়ে আসছে, বিজ্ঞাপনে আগের চেয়ে বেশি টাকা খরচ করছে, ফলে বিক্রয় বাড়ানোর জন্য বিপণন খরচও বাড়ছে। এছাড়া ব্যবসা পরিচালনার জন্য যে সকল কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে তাদের বেতন-ভাতাও বাড়ছে। এই সকল কারণে ব্যবসার মোট খরচ বাড়ছে। কিন্তু বিক্রয় বাড়ছে না। ফলে ব্যবসার লাভ কমে যাচ্ছে।

চিত্র ৮.১: বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা কোন খাতে কতটা বিনিয়োগ করছে

উৎস: বিভিন্ন কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে লেখকের সংগৃহীত তথ্য।

মূলধনী উপকরণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্তিত ব্যবসায়ীরা ব্যবসার এই ধাপে এসে যে কারণে ইতিবাচকভাবে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন তা হলো মূলধনী উপকরণ। ব্যবসায়ীরা, যারা, বিভিন্ন ধরনের উপকরণ, যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করে ব্যবসায় খাটান, সেগুলোকে মূলধনী উপকরণ বলে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের ব্যবসায়ীরা মূলধনী উপকরণে বিনিয়োগ করেছিলেন ৩.৫ লাখ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৩.৭ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা মূলধনী উপকরণে বিনিয়োগ বাড়িয়েছেন ৬.১ শতাংশ। করোনাভাইরাস মহামারির কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ কমে ৩.৬ লাখ কোটি টাকায় নেমে আসে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এসে আবার বিনিয়োগ বেড়ে ৪.১ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ আরও বেড়ে ৪.৫ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৫.১ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৫.৪ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৫.৭ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৭-২৮ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৬.০ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৮-২৯ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৬.৩ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৯-৩০ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৬.৬ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৩০-৩১ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৬.৯ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৩১-৩২ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৭.২ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৩২-৩৩ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৭.৫ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৩৩-৩৪ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৭.৮ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৩৪-৩৫ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৮.১ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৩৫-৩৬ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৮.৪ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৩৬-৩৭ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৮.৭ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৩৭-৩৮ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৯.০ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৩৮-৩৯ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৯.৩ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৩৯-৪০ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৯.৬ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৪০-৪১ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ৯.৯ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৪১-৪২ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১০.২ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৪২-৪৩ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১০.৫ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৪৩-৪৪ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১০.৮ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৪৪-৪৫ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১১.১ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৪৫-৪৬ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১১.৪ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৪৬-৪৭ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১১.৭ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৪৭-৪৮ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১২.০ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৪৮-৪৯ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১২.৩ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৪৯-৫০ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১২.৬ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৫০-৫১ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১২.৯ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৫১-৫২ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৩.২ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৫২-৫৩ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৩.৫ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৫৩-৫৪ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৩.৮ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৫৪-৫৫ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৪.১ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৫৫-৫৬ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৪.৪ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৫৬-৫৭ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৪.৭ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৫৭-৫৮ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৫.০ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৫৮-৫৯ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৫.৩ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৫৯-৬০ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৫.৬ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৬০-৬১ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৫.৯ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৬১-৬২ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৬.২ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৬২-৬৩ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৬.৫ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৬৩-৬৪ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৬.৮ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৬৪-৬৫ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৭.১ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৬৫-৬৬ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৭.৪ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৬৬-৬৭ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৭.৭ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৬৭-৬৮ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৮.০ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৬৮-৬৯ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৮.৩ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৬৯-৭০ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৮.৬ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৭০-৭১ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৮.৯ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৭১-৭২ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৯.২ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৭২-৭৩ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৯.৫ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৭৩-৭৪ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ১৯.৮ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৭৪-৭৫ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২০.১ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৭৫-৭৬ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২০.৪ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৭৬-৭৭ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২০.৭ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৭৭-৭৮ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২১.০ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৭৮-৭৯ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২১.৩ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৭৯-৮০ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২১.৬ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৮০-৮১ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২১.৯ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৮১-৮২ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২২.২ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৮২-৮৩ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২২.৫ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৮৩-৮৪ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২২.৮ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৮৪-৮৫ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৩.১ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৮৫-৮৬ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৩.৪ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৮৬-৮৭ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৩.৭ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৮৭-৮৮ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৪.০ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৮৮-৮৯ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৪.৩ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৮৯-৯০ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৪.৬ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৯০-৯১ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৪.৯ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৯১-৯২ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৫.২ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৯২-৯৩ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৫.৫ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৯৩-৯৪ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৫.৮ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৯৪-৯৫ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৬.১ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৯৫-৯৬ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৬.৪ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৯৬-৯৭ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৬.৭ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৯৭-৯৮ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৭.০ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৯৮-৯৯ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৭.৩ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০৯৯-১০০ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৭.৬ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০১০০-১০১ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৭.৯ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০১০১-১০২ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ ২৮.২ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০১০২-১০৩ অর্থবছরে এসে এই বিনিয়োগ

চলচ্চিত্র আৰু সমাজৰ ওপৰত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলোপ্রকাৰে
পৃষ্ঠপোষকতা কৰিব। এয়া সমাজৰ দায়িত্ব আৰু চলচ্চিত্ৰৰ কৰ্তব্য।

কৰে।

এতেক বিধি পঞ্চৰ অন্তৰত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যোগোৱা হৈছে নহয়, ইয়াৰ পৰিবৰ্তে অন্যত্ৰ আছে যিকোন ধৰণ সংস্কাৰৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ ৰচনা দিছে।

প্ৰশ্ন ৯ ঃ এখন বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে আমি বিশ্ববিদ্যালয় দুটাই চাবলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ধাৰণা। আপোনাৰমতিদুখন এ বিভিন্ন বিশ্বৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ অন্যতম সংযোগকাৰক এজন। বিশ্ববিদ্যালয় পৰিচালনাত আপোনাৰ অভিজ্ঞতা চেহেলেঞ্জ কি ধৰণৰ। অভিনয় নৈ আপোনাৰ চেহেলেঞ্জসমূহ পৰিলক্ষিত হয়নে?

মৃণালকান্তি বৈশ্য ঃ শংকৰদেৱ অভিযোগ কৰা পৰিমাণৰ অভিনয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ অনাকাংক্ষিত ভাষা-আন্দোলনৰ ফলত আৰম্ভ হয়। আন্দোলন দুটা। চেষ্টাত্তে অভিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দাবিটোকাৰণ নিয়ন্ত্ৰণ আমাৰ সমাজে প্ৰেণীত অন্যতম আছে। চলচ্চিত্ৰ আৰু সমাজত অভিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাজে ভাষাত পৃষ্ঠপোষকতা কৰিব। এয়া সমাজৰ দায়িত্ব আৰু চলচ্চিত্ৰৰ কৰ্তব্য। সেই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ নিশ্চিতিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পৰিচালনাত অন্যতম দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে। শিক্ষক আৰু ছাত্ৰসমাজৰ দায়িত্ব কি হোৱা উচিত সেই সম্পৰ্কে অন্যান্য চলচ্চিত্ৰকৰ এই সকলি কৰিছে। সমাজলৈ এতে আপোনাৰ কি ধৰণৰ দেখে এখন অভিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমস্ত শক্তিৰ পূৰ্ণ বহিত্ৰাৰ এখন চলচ্চিত্ৰ অনুষ্ঠানলৈ পৰিণতিত কৰি তুলিবলৈ অভিনয় পৰিচালনে চেষ্টাৰ পৰিকল্পনা কৰক।

পৰিচালক হৈছে মৃণালকান্তি

বিশ্বত বিশ্ব-পথী আমাৰ মৃণালকান্তি। অভিনয় কৰিবলৈ অন্যান্য আন্দোলন আন্দোলন সম্পাদক। (১৯৭৭-৭৯, ১৯৭৯-৮৭, ১৯৮৯-৯৭)।

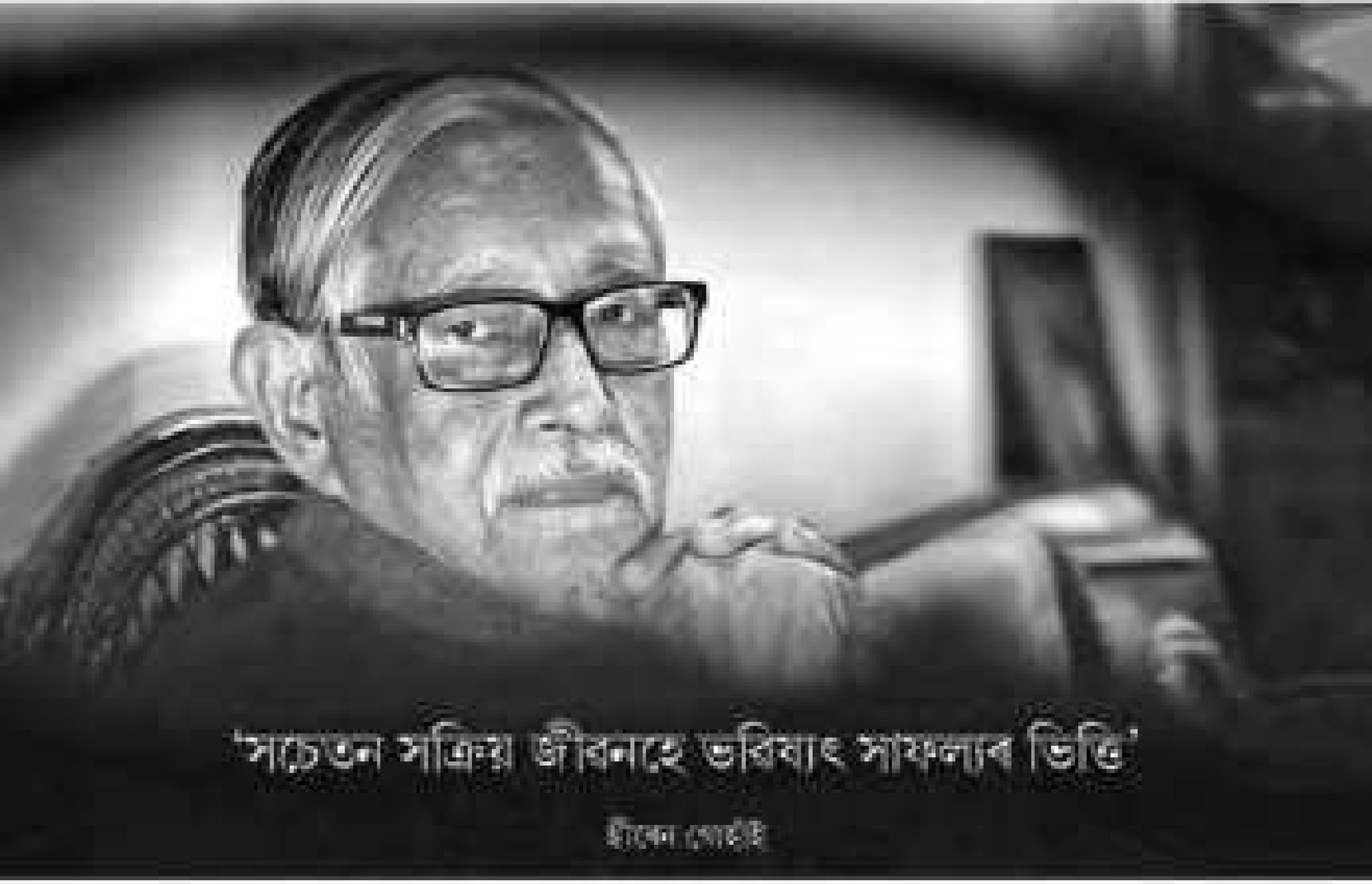

'সচেতন সক্রিয় জীবনেই ভবিষ্যৎ সাফল্যের ভিত্তি'

ইফেন চৌধুরী

আমাদের সময় : শিক্ষার্থীদের আপনার কখন কোন ধরনের উপদেশ দিতে ইচ্ছে করে?

ইফেন চৌধুরী : শিক্ষার্থীদের আপনারা আমরা কখন আপনার আপনারই। উপদেশ কখনো-কখনো জীবনের অভিজ্ঞতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-শঙ্কা, অনুপ্রেরণা, পারিপার্শ্বিক চাহিদা থেকেই আসে। আমার ক্ষেত্রেও তাদের জন্য কি এই কথাগুলো জরুরি মনে হয়।

অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত কারণে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি ২০১৫ সালে। কিন্তু পর সময়ের পড়াশোনা যেভাবে নতুন কলেবরে ডিজিটাল হতে থাকে। আমি ইতিহাসটি আমার কাছে সমসাময়িক মনে হয়েছে। ক্লেমেন্টাইনে নতুন শিক্ষাক্রমে কাজ নতুন সম্ভাবনা আর পাশাপাশি কিছু পাওয়ার আশা নিয়ে উৎসাহ করে, তখনও করে। সেই সময়ে ক্লেমেন্টাইনের ছাত্র পরিচয়। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা খুব অল্পসংখ্যক করে উপস্থিত নিয়ে পরিচয় পাঁচজন ক্লেমেন্টাইনের সাথে যাবে হয়। খুবের সাথে কিছু কথা শিখিনি, কিন্তু খুবের সাথে যোগ নিয়ে যাওয়ার কথা কি যায় ক্লেমেন্টাইনে। আমার পরিচয় ক্লেমেন্টাইনে পড়ি নিয়ে শিক্ষার্থীরা এখন নিয়েই নিজেদের আপনার পরিচয় হয়।

আমাদের সময় : এখন শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? শিক্ষার্থীদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কেই আপনার কী ধারণা?

ইফেন চৌধুরী : এখন আপনার প্রতিটা আছে। আর শিক্ষা যোগ ছাত্র-ছাত্রীর উপরে, আমার, কর্মপরিবেশেই আনুষ্ঠানিক আমার পর পরিমাণে যা নিয়ে। কিন্তু এখন নিয়ে

অভিজ্ঞতা বলে কথা অনুযায়ী। অনুকরণ প্রক্রিয়া, ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে বৃদ্ধির প্রয়োগ আমরা Common-এ পাওয়ার চেষ্টা করি। ইয়ান মনিসাদের প্রয়োজন বা আকাঙ্ক্ষা নিজে ছেলেমেয়ের নিজস্ব ইন্দ্রিয়ে তোলা দরকার। কারণ কথোপ কুশল প্রয়োগে পাওয়া ইয়ান মিলুক্তি নিয়ে ইন্দ্রিয়, আজ আমাদের অনেকের সমস্যা সমস্ত কাজেই নিজে নিজে নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি দরকার। আমাদের নিজেরা আজ পরিচালনে পরিবেশ করিছিল। অনিবার্যভাবে পরিচালনে তোমা ছাত্রছাত্রীদের আলাদাভাবে ব্যবহারের পরিচালনে পাওয়া কথাগুলো সেটি নিজেদেরকে বুঝিয়ে পরিছিল। অনেকদিন পরিচালনের পরবর্তে নিজে শিক্ষিত পরিছিল।

অনিবার্যভাবে ১৯১১ চলতি মূল্য আজ যদি ইন্দ্রিয়ে আমাদের কাজগুলো আছিল। মূল্য পাওয়ানগুলি হলো সমস্তদিন প্রতিযোগিতা নির্ভরশীল মূল্য, আজ-কাল সমৃদ্ধ। নাজায়গা তোমাদের নিজের আজ পরিচালন সমাধানের নির্ভরশীল। উচ্চ শিক্ষা, নিম্নমানের প্রথম তোমা। তোমা ছাত্র আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থানের মূল্যমানে আমাদিনের পাওয়া দরকার। প্রথমদি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের তোমা আজ শিক্ষক সমস্যার মধ্যে অনিবার্যভাবে কাজেকর্মমূলক পাওয়া পরিচালনে তোমা প্রক্রিয়া পরিছিল। কিন্তু কতিপয় পুরুষিয়া নিয়ে প্রথা হাঁটানো নি আমাদের-আমাদেরকে নিজস্ব পদ্ধ আমাদের সাজানো-গোছানো তোমা নিয়ন্ত্রিত।

প্রথম আজ উপনিবেশিক চলমানে আমাদের উচ্চারণ করা কাজগুলো আর তোমাদের কুশলাদি পরিছিল। ভিন্নীয় আজ আমাদের সমাজের উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে আমার আলাদা আজতা। আমাদের মধ্যমুখর কাজগুলো এতিহ্যের উচ্চ শিক্ষার উপেক্ষা তোমাদি। নিম্নমানের চলমান-ই। যার ফলাফল নিম্নমানের নিশ্চয় আমি আমাদের প্রথম পদ্ধ পদি আজো। অনিবার্য কথোপকথনে এই ক্রটি তথা শীর্ষে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই নিম্নমান নিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁপ পদি।

অনেকে উচ্চ নিম্নের তোমাদের আমি যখন অনেকে হাঁপ পদিনি। আজকে উচ্চ নিম্নের অনুশীলনের ছাত্রদের প্রথম কাজগুলোর এতিহ্যের নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমের নিম্নশিক্ষালয়ের, যাদের পরিচয় আমি পদাই আছে। আইটেক পশ্চিমের নিম্নে প্রয়োজন আজ পদ্ধা অনুযায়ী। সেইজন্য আমার আজ হাঁপানো নিজস্ব এবং নিজস্ব নিজের পশ্চিমের নিয়ন্ত্রিতভাবে নিয়েই তোমাদের পরিচয় পদি নতুন কার্যাবলী সমস্যার সমাধান করে। ইনপুট আমার ইয়ান তোমা পরিচয় কাজগুলোকে প্রথম তৈ পাবে। তোমে প্রথমে পদাই আমি সমস্ত পরীক্ষাগুলো তোমাদের প্রথম, পরিচয়, সম্পর্ক আমাদের প্রক্রিয়া চলাই তোমা আজ।

নিম্নমানের আমাদের আজকে চলমানে প্রথমে পদি আজ নতুন নতুন শিক্ষা সমাধানগুলোর আজ নতুন পদ্ধতি আজ উপলব্ধিগুলোর পরীক্ষা। একইভাবে সমস্যা তৈ প্রয়োগ করা যাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা জীবন আলাদা তৈরে। এইজন্য নতুন শিক্ষানীতি'র তোমাদের পাওয়া আজ আমি আমাদের আজকে আজ আমাদিনের আগে প্রতিষ্ঠানিতে মূল্যবান নিয়ে। ইয়ান তোমা আজ নতুন প্রথমদিন শৈক্ষিক আজ আন্তর্জাতিক প্রয়োজন পূরণ করিতে পারে নিয়ে তোমা পদি। শিক্ষার্থীর আমাদের ইয়ান তৈরে আমি আজিকদের হাঁপ পুনিয়েই তোমা আজ। আমাদের তোমাদের শিক্ষানিম ভিত্তি NCERT-র কর্মপদ্ধতি আজ তোমা শিক্ষায় আজ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত নি আমাদের আজ করিছে, তাদের সিলেবাস দীর্ঘ প্রতিবাদ আজিতে। এতে আজো তোমাদের নিজে কথোপ আজ শিক্ষার্থীর মূল আমাদ্য পদি কথোপকথনে তোমা-তা কথা তৈরে।

তোমে আমাদের তোমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচালন আজ পরে নিম্নমান সাজানোগোছ সাজানোকালে পরীক্ষা। কারি আমাদের শিক্ষানিম্নমানের প্রথম ভিত্তি প্রথমদি হাঁপানিয়ার প্রথা নিম্ন পদিনি। এইটি আজকাল্পনিক নয়ত, প্রথা আন্তর্জাতিক প্রয়োজনের প্রথা নিয়া। এই সম্পর্কে নিম্নমানের আলোচনা করার আজ আছে।

> ছাত্র-ছাত্রীর প্রথমে লক্ষ্য নিয়ন্ত্রণে আমাদের আমা সমস্ত আজ প্রীতিমন যাতে প্রস্তুত করা। নিম্নমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আমাদের পদ্ধা আজ পায়। আজ তোমাদিনের সমাজের আলাপেই মিল তোমে। (তোমাদিনের সাথে প্রথা করা নেহি নয়ত) তোমাদিনে জ্ঞান করে নাম দি আজ আমাদেই নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুত করিল। তোমরা নিয়ন্ত্রণে প্রশ্ন করিল, তোমে তোমা সমাজের যাতে জ্ঞানচর্চা করিল? তোমা সমাজের তাদেরকে তোমে পদি?

এসময়ত কটিনে অসমীয়াৰ অগ্ৰগতিত মোক্ষদ্ধ দিব পাৰিছিল। সেই সুদিন যাতে খুলি আহে।

আমাৰ সময় : সমাজৰ কথাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীহঁতৰ কি কথা উঠিব ?

হীৰেন গোহাঁই : ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সমাজ নিয়ন্ত্ৰণৰ আগভাগৰ বাবে সকলো আগে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত প্ৰয়োজন। বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-শিক্ষকসকল দুটা আদৰ্শৰ দলত ভাগ পৰি সমাজ-চেতনাটোৱে সমাজৰ আগভাগেই দিব লোৱা (চেতনাসোপাৰ সাধাৰণ দল নেকি নহয়) চেতনাসোপাৰ আমি কেনে ধৰণ কি ধৰণ দলেই নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিছে। তেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখি, সেৱাই সেৱা সমাজৰ দলে আগভাগী কৰিব। সেৱা সমাজৰ দলবোৰ কেনে ধৰণী ?

বিদ্যালয়ৰে আগে শিক্ষা-ব্যৱস্থাতেই অসম পাছ পৰি আছে, চেতনাসোপাৰ আমাৰ সমাজৰ কাম কৰাতে আমাৰ কৰিব লগা শিক্ষা-ব্যৱস্থাৰ কথা আহিব। যদি শক্তি উৎসবোৰতে আমাৰ শক্তি উৎসবসমূহ লগতলৈ নিব লোৱাকৈ, নিয়মৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ আৰু পৰিচালনা লগা হ'লে ভাল হয়।

যদি ঠৈকলিক পুথিৰ বাবে উৎকৃষ্টি সৰু, কীটবিজ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজন কৰিব লোৱাকৈ চেতনা উঠিছে, প্ৰাথমিক স্তৰৰ পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ তিনি সেই কাম কৰিব পাৰে। কোনো পাঠশালা যে চেতনা পুথিৰে ঠাকৰিব নিজা সম্পূৰ্ণ নাম নি আছুনিৰ্ভৰশীল চেতনাৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণৰ আগভাগৰ আৰু কাম কৰিব লাগিব।

ঠাকৰিব আমাৰ পাঠ্যক্ৰম অসমীয়াৰ শীৰ্ষস্থানী। সেই নিমে সকলো শিক্ষাৰ লগত সংযোগ কৰাৰ ফলত ছাত্ৰসকল ভাঁহ পাই। চেতনা এনে শিক্ষক নিজা আগিয়ে এটিয়াকৈ লগ কৰা ভাল। ঠাকৰালী বাঁচনিৰো আমাৰ এটা আছে। তাৰ অপাকৰ নিৰ্মল কৰি এটিয়াকৈ পৰিৰ চেতনাৰি।

আমাৰে আটিকৰা সমাজৰ অতি গ আমিছি হ'ব লগা নিয়ন্ত্ৰণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিযোগিতা কাৰ্যালয় নহয়। বা-আগোৱালসকল সমূহীয়া নিৰ্মলনিয়ন্ত্ৰণ লগা কৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পাঁচখনেই লগতে চেতনাৰ লগতীয়া ছাত্ৰসকলী চেতনে আমাৰ সমাজৰ।

আমাৰ এটা কথা— পাঠ্যক্ৰমৰ, পাঠ্য কাৰ্যসূচী অতিৰিক্ত আগোৱালসকল লগা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবেই আমি নিয়ন্ত্ৰণ আমি নিয়ন্ত্ৰণ, আমাৰ আমি চেতনাৰ নিৰ্মলকৰণ। সমাজৰ সচিনৰ হীৰেন চে কৰিলেন, আগোৱালৰ নিৰ্মলি।

আমাৰ সময় : আপোনাৰ সমাজৰ আগুৱালসকল সকলে কি ধৰণী আপুনি ভাবে ?

হীৰেন গোহাঁই : আগুৱালসকলে আগোৱালে কৰিব। নিজে কেতেকীয়া সম্পূৰ্ণ আগুৱ কৰিব নিজ-আগুৱ চেতনা লগে। কিন্তু আগুনিক সমাজে আগ-নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰবীণ হৈছেনী আগ। হৈছেনী নিয়ন্ত্ৰণ-লগ পুৰুষসকলে পুথি পুথিৰ লগাৰ আগুৱা আগোৱ কৰি লগত।

আগ কৰি নাগাইছিল। আমি লগত, নিজি লগত, আমিটিছ লগাৰে আগোৱাটি ভাবত।

আমাৰ সময় : 'অটিজিম'ৰ লক্ষণৰ সম্পৰ্কে আপোনাৰ অনুভৱ ?

হীৰেন গোহাঁই : চকল চাৰলাই এসময়ত কৰিল এটিয়া পুথিই চেতনা এনেটি পটিয়ালগ চলন্তী পাইছিল। তাৰ আমি কথা নিজৰ। নিশ্চয়ক আগোৱাৰ লগাই কৰিলে আমাৰ সম্পৰ্কে ক'ব নিজৰা লগত, লগা, নিজেৰ (autonomy), পুথিয়াকা চেতনা আগ, সমাজে কৰি এলাকে সমাজৰ আগ সম্পৰ্কসমূহ কথাই চলাৰ লগত। কৰিলে pulse pulse নিগলাগে নিনিকত্ব নিয়ন্ত্ৰণৰ লেখিয়েও। চেতনাৰে নিজি আমিছাগতেও। এটিয়াৰ লেখিয়ে কৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকাই নিজাকীয়ৰ হ'ব।

'অটিজিমৰ' নিজ চেতনা আমাৰ আটিকৰা। এসময়ত কটিনে অসমীয়াৰে অগ্ৰগতিত মোক্ষদ্ধ দিব পাৰিছিল। সেই সুদিন যাতে খুলি আহে।

হীৰেন গোহাঁই শিক্ষাবিদ, সমাজসেৱক।

শতবর্ষ

১৯২১-২০২১

কটনিয়ান

শতবর্ষ ১৯২২-২০২২

খণ্ড ২

কটনিয়ান : শতবর্ষ গ্রন্থমালা

শতবর্ষের সৌরভে

দা কটন কলেজ মেগাজিন আন্ড কটনিয়ান

বঙ্কিম কুমার সেন (গোস্বামী)

যদি কোনো ব্যক্তির নামের সঙ্গে ইতিহাস জড়িয়ে থাকে, পদমর্যাদার সোপানশ্রেণিক্রমে একটি ঊর্ধ্বতন স্তরে 'এক ঘর প্রশস্ততর'-এ যদি নিরঙ্কুশভাবে খুব সুনাম অর্জিত। কিংবদন্তি যদি, লেখার কুল ঠিক, বাণী প্রকাশ ইতিটি প্রাতঃস্মরণীয়তারই এক প্রতিষ্ঠ ইতিহাসে গ্রন্থ সুনাম অর্জিত। ঘরানার বিভিন্ন পরিমাপ কথা তৈরিতে, ব'ন্ড যেমন উত্তরাধিকারিত্বে যে ইন্টারেস্টিং ডিনামিক পরিমাপটা পাওয়া যায় কুমি পরিমাপে দুটি পরিমাপ। যেমনভাবে ডিনামিক পরিমাপটা আসল তৈরিতে যখনই বিস্তৃতর ১৮৮৬ সালে আর যেন ব'ন্ড তাদের মহানুভব উদারনৈতিক সরলতার, তাদের ১৯১৮ সালে। তাদের, পরিমাপ যে এল পরিবর্তেই ব'ন্ড লাগিল, যেমন যেমনে কথা নয়। এটা পরিমাপ যেমিনাল ১৯৫৮ পরিবর্তে ব'ন্ড পাবে। পরিমাপে ইন্টারেস্টিং ডিনামিক পরিমাপটা পাওয়া পরিমাপ, বিস্তৃতর ১৮৮৬ সালে আসল তৈ ই ১৯১৮ সালে শেষ হয়। আর কুমি পরিমাপটা দুটি। আসল, ই ১৯১৮ সালে আসল তৈ ১৯৯৯ সালে শেষ হয়।

১৯৯১ সালে যেমিনালটি ইন্টিগ্রিটেড পরিবর্তন হয়। আগে আসল তৈ যেমন যেমিনালে কাঁপ যেমনটি যে আসলে ডিনামিক পরিমাপটা আর্জিত আছি পাওয়া যায়। ইন্টারেস্টিং পরে আসলে আসলে পরিমাপটার ১৯৮ পরিবর্তে পরিমাপ। আসলে, আসলেই পেটেন্টিনালে নিয়ে আসলেই ইন্ট ইন্টিগ্রেটেড প্রোপার্টিজ যেমনটি যেমনে নিয়ে আসলেটা নিয়ে যেন (পাওয়া) আর্জিত্তি, যেটিটা ১৯৯৯ সালে আর্জিত্তি আর যেমিনালে ডিনামিক পরিমাপটা আসল তৈ ১৯৯৭ সালে শেষ হয়। ১৯৯৭ সালে নিয়েগুলির আসল পরিমাপ আসল আর্জিতেন্সে প্রতি পিরামিডাল পরিবর্তে পরিমাপে যেমনটি পরিমাপে পেটেন্টিনালে। ইতিমধ্যে মতে, ১৯৯৯ সালে পাশ ১৯৯৯ সালটা। আসলে ৭৮ পরিবর্তে পরিমাপ। ১৯৯৭ সালে নিয়ে আসল আসল আসলে পরিমাপটার আসলটি, যে শেষ হয় ১৯৭৯ সালে যেমনটি

nal design work perhaps to finish the selections in two volumes but now as it appears they would cover three volumes. The editorial promise about the glossary has not been fulfilled. There is no glossary of archaic words though the last volume has come out etc. The general plan of work in the volumes under review seems to have been to put down the name of an author at the top of a page and then follow it with some long passages from the writings. This mere mention of the author's name requires no study considering the fact that in old vernacular books the names of the authors are always woven into the texts. There is no sure attempting to take the au-thor..." আলোচ্য তৃতীয় খণ্ডের 'অসমাপ্তিকাব্য' অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি অধিকাংশ কবিতা পুথি সেই সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছে। "In the present collection we find only 3 songs of Madhavdev and not a single drama. Whereas there have been elaborate reproduction of rather insipid songs of Anirukdha of late times" অথবা তিনের এই বিভাজন কথা আমি হয়তো। এই পুস্তিকার অধিকাংশ কবিতার কবির পরিচয়হীনতা, যেমন অথবা কোনোটা আমি আসলে তাহিরা কবির নাম সংযোজনের, কি কোনোটা অধিকাংশ। "...of these important literary types, there have been only one fragmentary abstract in the present collection" ইত্যাদি। আলোচ্য তৃতীয় Preface কথা তিনের, অট্টালিকা অথবা আর কোনোটায়। তৃতীয় প্রতিটা তিনের এই অধ্যায় তিনিকার তাহা তেমন অধ্যায়ের আত্মের অধ্যায়ের কথা আমি আসে। অর্থাৎ অধ্যায়ের কবিদের তিনের অধ্যায়ের স্বীকার করি পারিনি। "A rich simile picture and colloquial prose style was evolved in recording the various events of life connected with the court. In fact the Ahom court as a powerful force in shaping the language of Assam figures very poorly in the present compilation and its importance has been sadly neglected." অট্টালিকা অথবা কর্তাদের তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ের অধ্যায়ের তিনিকার তিনিকার অধ্যায়ের তিনিকার অধ্যায়ের পুথি তৃতীয় তিনিকার। অধ্যায়ের অধ্যায়ের অধ্যায়ের

class honours Economics list in the BA and he had never been the most bookworm always in keen to mustard on football, cricket and tennis. He was champion last year in Presidency College at tennis. And when I last saw him he was talking with enthusiasm of the that game in which he meant to join on the visit."

যাহা প্রতিয়াছে তাহাতে কি হয়, পরিচয়ে সেই কথাটা কবি বলিতে চাহিয়াছে। এইখানেও 'সেই সময়' খুঁজি যে সময় বাংলা ইতিহাসে আছে, সেই সেই সময়ের কথাতে এটা ইহার সেখানটি আরম্ভিলাম ইহার আজ ইহাকে বিশ্লিষ্টভাবে ভাবে আছে। এটা বলা কঠিন, আমরা কি দেখেছি খুঁজি এমন পরিচয় আছিল। সেখের সময়ের সেখের শিবু বিশ্বিবিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগে অধ্যাপক আজ বিহারীয় চলছে আছিল। সিনেটে সেখের আজকীবনে নাই। সেইটা অবশ্যই সেখেছি, যাহা খুঁজি কুমার কুমারী আমাদের পরিচয় লিখতে এটা প্রথম লিখিছে আছি করেছে সেখেছিলাম। সব প্রতীকুমার ইতিপূর্বে আজ এই যাহা যে এই পরিচয় লিখবার আছি করেছেন সেখেছিলে না বাংলিছেন। শিবু বিশ্বিবিদ্যালয়ে পরিচয় এটা কুমার কুমারী সেখেছিলে। আজকাল যাহা খুঁজি লিখিছি, সেইটিই সেখেছিলেছেই আছিল। পরিচয়পরিচয় খুঁজি কুমার কুমার, আমাদেরকে প্রতিবাদীর সেই আছিল পরিচয়ে সেখেছিলাম সেখেছিলেছেই আছিল।

আমাদের, আমাদের সেখের পারিচিত লিখিলে। আজ সেখেকুমার কুমার পরিচয় এটা। এখেকুমার সময়ের কথা সেখেছে। আমাদের খুঁজি কুমার কুমারী এই সেখে আমাদের আলুলিয়েই লিখে আছি। সেখে সেখেছে এটা সেখে খুঁজি পরিচয়ে লিখিছে। আজ এটা আজকে কথা হ'ল কি এই পরিচয়টা, পরিচয় আজ ই পর্ব এটা ১৮৭১ সালের লিখে। আমাদের আমাদের সময়টি ১৮৯১ সেখেকে ঠিক লিখেছে লিখে। পরিচয়ে এই আমাদেরের আমাদের সময়ের লিখুক লিখেছে এখেন পরিচয়ে। আজ ১৮৯৯ সালে এই লিখেছেন সেখিছে পরিচয়। আজ আমাদেরও খুব সাধ্যক, সেইটা খুঁজি কুমার কুমারের লিখিছে। খুব সাধ্যক সেখেকার আমাদেরকীয় সেইটা পরিচয়িছেন। আজ পরিচয়িছেন যদি আমাদের সময়টি আজ যদি সেখেকুমার সেইটি লিখিছে। কিন্তু এটা কথা আজ পরিচয়িছে। এটা কথা হ'ল কি আমাদের সময় পরিচয়ের সময়ের খুঁজি আমাদের পরিছিল। খুঁজি সময় কথা এইটা কথা আছে, কি কথা এখেকুমার এটা লিখেছেন সেইটা সময়ের লিখিছি। আজ লিখে Anglo-Indian আজ এইটা কথা, এইটা লিখেছে পরিচয় আজ সেখেকে লিখিছে, সেন সেখেকে লিখিছে। সেখে কি পরিচয় এইটা। আজ সেখেকুমার ইতিপূর্বে সেখেছি সেইটি, সেখেছি এখেকুমার পরিচয় সময়ের আমাদের আজকে। আমাদের সময়— যাহা যাহা, আজ যাহা লিখিছে আমাদের সময়— আমাদের সময়— আমাদের সময়। সেখেকুমার এটা আজুর পরিচয় এটা। আমাদের সময়, আমাদের সময়, আমাদের সময় হ'ল কি, আমাদের সাধারণতী সেখেকুমার। আমাদের সময়ের আজ সেখেকিয়েছে আছি করেছে ১৯৮৯ সালে চলছে চলুনিয়েছে সময়ে। আজিকুমার চলুনিয়ে। কুমারের কবিতাকে চলুনিয়ে। আজি আমাদের পুনর্জীবে। লিখিছিলে। কুমারের কবিতাকে চলুনিয়ে। আমাদের আমাদের সাধে-আমাদেরীয়িছিলে সেখীয় সেখেকার সময়ি আইছিল সেখি আজি পুনে, ইংরাজীর লিখেছে সেইখিলাম কবি পুনে, লিখিছি এইখিলাম ইতিহাস। সেখে আমাদের সেখিছিলে লিখেছিলাম কবিতাকে চলছে চলুনিয়ে ইতিহাসে সে এইখানে সময় এইখিলাম সময়। সেখেকার পরে সেখেকে কুমার সময় ইতিহাসেই লিখে হ'ল। ১৯৮৯ চলছে কবিতাকে চলুনিয়ে। কিন্তু এই কবিতাকে আমাদের পরীক্ষার কার্যকিলে সেখেছে প্রকাশ লিখিছে। এইজন্য আমাদের একজন গ্রন্থ। লিখে লিখিছে আজ আজ এই একজন গ্রন্থ আজুর কবি ইতিহাসিছিলে— 'Bankuara Kakati, The Man and His Works'. আজে এটা সময় সেখুনের লিখিছিলে। কবিতাকে প্রকাশে আমাদের পরীক্ষার কার্যকিলে বি.এ-র দ্বিতীয় শ্রেণী সেখেকার আমাদে সেখে আলোচনাপত্রে প্রকাশের হ'ল। কবি আমাদের পুরীয়া লাভ। কবিতাকে সেখেকে এই সেখেছি সেইজন্য আজে আজে পরিচয় লিখেছে কি পড়ুয়াদের আজ কি সুন্দর চিঠি। সেই চিঠিগুলিকে লিখু লিখিছে আজ আজ এই লিখেছেনীয়ে সেন আজেকের লিখিছিলে। সেখিছে সেখেকে-সেখেকে কথা বলি। আমাদের পরীক্ষার কার্যকিল আজেকের সাধ্য লাভ্যের সাধ্যে সাধ্যে কার্যকি (আজুয়ার কার্যকি)। সাধ্যে সাধ্যে কার্যকি পুরি আজিছিল। আজ সেই লিখে সাধ্য কথা। সাধ্যে কার্যকিল পরীক্ষার কার্যকিছে ইমান সাধ্য কবিছিল, সাধ্য লাভ্য। আজ পরীক্ষার কার্যকিছে লিখি পরীক্ষিছে। লিখি পরি সেখেকি কথার সেইটে সেন লিখে। আজে সেখিছে প্রকাশিল কার্যকি কথার, লিখিয়েটা সাধ্য কবি ইতিহাস সেন লিখে। সেখিছে সেই লাভ্যেকিছে কথা লিখে লিখে সেখে কি সেখে কি। এবং পুরোকথা ইমান কথা আছে, লিখিয়েটা সেখেকি সেন আছি আজ। আজ লাভ্যেকিছে খুব বলিলাম আজেকে কবিছে। সেই সাধ্যে কার্যকিছে আমাদে কবি কথাকুমার সেখেছেনীয়ে লিখি লিখিছে আজ আজ সেখেছেনিয়েছেই পরি লিখে লিখি, পরিলিখিছে সাধ্যকথাকুমার সাধ্য— 'Bankuara Kakati, The Man and His Works' খুঁজি। কথা সেখেকারী ১৯৮৭ সালে পরিচয়কুমার

করি পদ্ধতি উদ্ভিদবিদ্যা। তাদের মতো ১৯ জন ব্যক্তিকে মাদ্রাজে পরীক্ষার্থী হিসেবে নিয়ে একদল ইউরোপীয় ছাত্রকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিয়মে একদল নিয়োগ দিয়েছিলেন। ইংরেজী শিক্ষণে। সেইদিন মাদ্রাজের পাবলিক সেন্সরশীপের ইতিহাসটুকুর জন্য সেইদিন কমিশনারের পরীক্ষার্থী নিয়ে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সেবার সেবার পাবলিক প্রশ্নপত্রে কমিশনের অনুমতে সেবার অংশ করিয়ে। সেইটুকু এটা সেবার অনুমতে। অথচ মুদ্রণ। মুদ্রণ নিজস্ব ইতিহাসের, সেবার অটোমেশন অনিবার্য অথচি। সেবিয়ে সেবার অন্য ধরনে লইয়িয়ে হ'ল। তাদেরকে সেবিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সেবার sharedএর পরীক্ষার্থী দিয়ে। Tudor Cunningham ইত্যাদি ইত্যাদি, gratuitously— সেইজন্য সেবার পাবলিক কমিশনের তাদেরকে ইউরোপীয় অনুপাতী অংশগ্রহণে যে কমিশনে ইউরোপীয় পাবলিক প্রশ্নপত্রে এবারেই মনুষ্যের অন্য সেবার। সেবার ইউরো আর পরীক্ষায়, কমিশনের চাহিদায়। কমিশনের সেবারে ইতি দি অথচি। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষায়। আর দুটি অনুবাদের মতো পড়া-শুনাতে বাস্তব অথচিলে নয়'ন। আসল সেবার কথিত। Only walking is not enough. আসল মতো পাবলিক ছাত্র কথিত। মতো সেবার, মতো অথচিলেবেন ইতিমধ্যে সেবার, মতো মতো কথাবেন নিয়ে। সেবার, আমাদের সেবার অনি পড়ি নামলিখন আর নিয়ে যে সেবার নিয়মটি কি হ'ল, এই second class, third class সেবারটির দুটি সেবিন অথচি আর হ'ল। এর মুদ্রণ ভিন্নমুখ ইতি। এখিয়া কথাটা কর্ণ, এই নিয়ম পাবলিকেশন নিয়ে নিয়ে নিয়মিতের কমিশনেটরে পরীক্ষায়, সেবার সেবিয়ে অথচি আসলের অন্য করে। এখানে নিয়ন্ত্রণে যে সেবার এইজন্য পরীক্ষা। আগেই নিয়ন্ত্রিত নিয়ে, সেই নিয়ন্ত্রণে এর সেবি দুটিয়ে কথা। নিয়ে এটা আর এখিয়ার পর্দা যে দুটি সেবা ইংরেজীতে পড়ি সেবারই সেবেরেবারী মতো মনে যে এইটা আপনিও ইংরেজী। আপনার সেবার আপনার কারণ পরিবর্তে। অথচি আপনীয়তিলাভে সেবেরে নিয়ে, পরীক্ষায় আপনিয়ের সেবেরেবারে নিয়িয়ে। তিন মাসে ইংরেজে ইংরেজের নিয়ে সেবেরে নিয়িয়ে সেবেরে নয়'ন। মাসে মাস মাসে সেবেরে এইটা আপনীয় ইংরেজী দুটি সেবারই এইজন্য সেবি আপনি সেবেরে। এখিয়ার পর্দা সেইটা মাস। আর আপনিয়ের এটা ক'রে যে আর এইটা পর সেবি তিন কথা নয়'ন। সেবের এরকম প্রশ্নপত্র আর P Sharadini (দি সেবারী) সেবার এরকম, এখিয়া সেবারের মতো। He writes English with only when occasional platform hand. P Sharadini. দি সেবারীর কথা সেবিয়ে নিয়িয়ে— কমিশনের পরীক্ষায় আপনিয়ের। মাস সেই সেবারী, ই হ'ল সেবা নয়'ন, ই আর। আর এখানের নিয়ে পাবলিক সেবারীর ইংরেজীটা মাস। আর সেই নিয়িয়ে পড়ার পাবলে আই সেবারীর সেবেরেবারি নিয়ে সেবারেই। আমার সেবার নয়'ন। সেবারী মাস ১৯ আর দুজনারটা। সেবারীর পরীক্ষার সেবারেবারে আমারটা আপনি নামলিখী সেবারী। সেবার নিয়ে সেবারী আমার আমারের মাদ্রাজপুরের আপিয়ুরি ক'রে। মাদ্রাজপুরের আগেই আমার আপনিয়ুরের মন। আপনিয়ুরের আমার পর্দা নিয়ে দুজন Sharadini shall দুটি এটা shall আমে। আমে আমারীর সেবারীর ১০১২ জন মেশিনিজন ৮ আমিনে সেবার পাবলেবারটি হয়। ১০০ পাবলে আসার। দি নয়'ন, মোর নিয়েও আপিয়ারের ইতিমধ্যেই আমার আপি আমার সেবারীর নয়'ন, সেবারীর পরীক্ষার এটা সংক্রান্ত সেবার চেষ্টা আপিয়েছি। এই সেবারীর আমার পূর্ণ মুদ্রণ দুজন কুমার কাজ মোবাইলে এইটা আমুলিয়েই নিয়িয়ে যে প্রশ্নপত্র Anglo Indian আমার এরকম আমন্ত্রণের আপিয়ার নিয়ে প্রশ্নপত্র এটা পর্দা নিয়িয়েছিল ইংরেজি ইংরেজি। এখানের আমি কথা পরীক্ষা আপিয়ে পারবে। নিয়িয়ে ইংরাজ আমে, এই ইংরিজিতে 'Typical Selections from Amarasar Language' সেইজন্য পরীক্ষায় আপিয়ের কথা ক'রেই। আপনিয়ের আমার সংক্রান্ত আমার 'আমে আপিয়ের'র নিয়ে এটা এক পৃষ্ঠার টীকা এটা আমে। এইজিনাস সম্পর্কে সেইজন্য, পাবলেবারে। আমে পাবে-পাবলিয়েছি। আমি পরীক্ষায় আপিয়ের নিয়ে আমে আপিয়েছিলে নিয়ে, যে কমিশনের পাবলে যে, আমি আপনার সেবারীজন পাবলে যে প্রশ্নপত্র আমুলা পাবে যে দুজনই আমে আপিয়ে পাবলিয়েছি। এখিয়া পরীক্ষায় আপিয়ের সেইজন্য এই আপি প্রশ্নে প্রশ্নে আর বাইসিকেলে পড়ুনারের পড়িন। দি পাবলেবার এখিয়া আমে পর সেবি সবার আপিয়ে। আমে পর সেবি আমে সেবে পড়ুনা সেবে প্রশ্নে। পাবে কথা ক'রেন আপিয়ে।

আপি প্রশ্নে পড়ুনারের নিয়েবেবারটি পড়ুনারে সেবেরেবারে নিয়েবিনি কথা ক'রে। আমে নিয়েবেবারে আপিয়েবেবারে কথারের এবারের সেবার নয়'ন। 'আপিয়েবেবার'রে পাবে মুদ্রণ মুদ্রণ পড়ে আমে। সেইজিনাস এটা এখিয়ের ট্র পাবিনে। আমুলা পরীক্ষায় পড়ুনা হ'লে সেবা নয়'ন। তাদ আপেক্ষারের এইজিনি সেবি আপিয়ে পাবলে, পাবিনে আমে এইটা আপিয়ে নয়'ন। আপি আপের সেবারীজন দুটি সেইজিনি সেবেরেবারি এবারেবারে ইতিমধ্যে নিয়ে পাবে। আমে নিয়েবেবার যে এই আমুলা আপিয়েবেবার আমার আপিয়ে আপি আপনার, সেইজিনি পাঁচটা digitalize আপি সেবার পাবে। আপি সেবারীজন প্রশ্নপত্রে সেবেরে আপিয়ে আপনি আপিয়ে হয়। তাদেরই আমুলার আপি সেবে পড়ুনা ইংরেজে পরাজিনি আপিয়েবে। আবারে।

(সম্পাদনার টীকা : পড়ুনারেবারে আপিয়ে আমার আমুলার)

পাপিয়া কুমার সেন সেবারী নিয়েবিনি, পাবলেবার।

একজন কটনিয়ানের কাহিনী

অপূর্ব শর্মা

[illegible]

সত্তর-দশকের কটনিয়ানের কটনিয়ানের চিন্তা-চর্চা

সঞ্চয় : মনিকুল আহমেদ

২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ : গতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ ছাত্র সংঘে আজকে আলোচনা সভার প্রবীণ প্রবীণ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রবীণ প্রবীণ প্রবীণ

The Year of the Apollo, Moon Landing in Cotton College: Memories and Reflections

Speaker: Sanjib Baruah

November 28, 2023: As part of the Centenary celebrations of Cotton, Professor Sanjib Baruah, a distinguished scholar of Political Studies at Bard College, New York, delivered an insightful lecture titled "The Year of the Apollo, Moon Landing in Cotton College: Memories and Reflections." The session began with an eloquent introduction of the guest by Professor Rakhee Kalita Moral, Head, Department of English, Cotton University. She highlighted Baruah's deep connection with Cotton College, a place he revisited after 53 years. The lecture provided a profound journey through memory and history, through the interplay of different narratives.

Reflecting on the Apollo moon landing of 1969, Professor Baruah compared it with contemporary experiences of India's Chandrayaan mission. While today's youth witnessed Chandrayaan's landing in real time via television, Professor Baruah recalled how the news of Apollo's success reached him through a local newspaper after a delay of around three days. Despite the contrasting modes of news transmission, he noted how the emotional intensity of the events remained the same.

The lecture underscored a key argument: memory's inherent unreliability. Professor Baruah emphasized how the human mind selectively retains and forgets information by drawing inferences from psychological studies. He claimed, "I am not a historian, but I write about history," signifying his reflective approach to historical narratives. His observations were further

bolstered by references to Matthew D Tibble's book *No Reason for the Space Age: The Apollo Moon Landing in American Culture*. According to the book, while there was initial excitement about the Apollo landing, surveys conducted a year later revealed that only a few people remembered Neil Armstrong's name. This, Professor Baruah argued, illustrates the fleeting nature of public memory.

He delved into his academic discoveries, particularly his surprise at Assam's global presence in 19th-century newspapers like The London Times, where stories on Assam's tea plantations frequently appeared. This revelation challenged his earlier perception of Assam as a remote, isolated region. Professor Baruah pointed out how Assam's economic significance was linked to tea production, which is a remarkable global story. He argued that the so-called remoteness of Assam becomes complex in this light, especially when considering the global demand for Assam's tea. This historical entanglement, Professor Baruah suggested, calls for a rethinking of how borders and territories are conceptualised.

Professor Baruah's reflections on significant historical years revealed his unconventional approach to historiography. Drawing inspiration from the book *1587, A Year of No Significance* by Ray Huang, which reinterprets seemingly uneventful years as pivotal moments in history, he proposed similar reexaminations of the years 1823, 1869, 1903, and 1972. For instance, he noted that while 1823 is often linked with the Treaty of Yandabo, it is also the year when the Bruce brothers observed the prevalence of tea consumption in Assam. This event preceded Assam's formal integration into the British Empire but was instrumental in the colonial tea economy's development. He connected the history of border making in the Northeast to the broader narrative of tea's role in global trade.

He introduced the Assamese term "Saah Bagan" (Tea Garden), noting that the first tea leaves from Assam to London contained both forest tea and garden tea, signaling the transition to organised tea cultivation. This prompted the British to encroach on Singpho land, leading to the Singpho rebellion, a development that underscored the entangled histories of colonisation, indigenous resistance, and the commodification of natural resources.

Professor Baruah's reflection on the Apollo mission's legacy was equally thought-provoking. While the 1969 moon landing is a landmark event, he argued that its significance lay in the environmental consciousness it inspired. He cited two iconic photographs from the mission that profoundly influenced the global environmental movement. The lecture concluded with a powerful call to "think differently" and challenge conventional ways of thinking and interpreting history.

The Q&A session provided further depth to the discussion. Professor Murali asked Professor Baruah's views on 1835, a seminal year in Northeast India's history, marked by the implementation of the "Disturbed Areas Act". Baruah responded that history should be viewed from alternative perspectives, encouraging his audience to approach historical events with fresh, critical lenses. When a student asked how one could make their way in academia, Professor Baruah's response was encouraging. The lecture offered a profound rethinking of how historical events and years of "no significance" as well as "significant years" can, in hindsight, prove to be profoundly transformative if reimagined from different perspectives. From the histories of Assam's tea industry to border formation, Professor Baruah's reflections inspired students and professors alike to engage in critical historical inquiry. His visit to Cotton College, after more than five decades, marked a memorable moment in Cotton's centenary celebrations, offering a fresh perspective on the role of memory, history, and knowledge in shaping our understanding of the past and present.

(A report)

Sanjib Baruah Professor of Political Studies at Bard College, USA

কটনিয়ান

শতবর্ষ ১৯২২-২০২২

খণ্ড ১

কটনিয়ান
COTTONIAN

Teachers' Roles and Holistic Development in NEP 2020

Ramesh Ch. Deka

The Sanskrit language offers a rich vocabulary to describe various types of teachers, each playing a distinct role in a student's development. From the Adhyapak, who imparts information, to the Guru, who awakens wisdom, these definitions highlight the multifaceted responsibilities of educators. In particular, the Acharya stands out as a teacher whose exemplary conduct profoundly influences students beyond the classroom. Aligning with this traditional perspective, India's National Education Policy (NEP) 2020 emphasizes holistic development, advocating for a multidisciplinary curriculum that nurtures critical thinking, creativity, and life skills, preparing students for a well-rounded personal and intellectual growth.

The definition of teachers in Sanskrit goes as follows:

Adhyapak: A teacher who gives information to students.

Upadhyaya: A teacher who imparts knowledge combined with information.

Acharya: A teacher who imparts skills.

Pandit: A teacher who provides deep insight into a subject.

Dhrishta: A teacher with a visionary view on a subject, teaching students to think in that manner.

Guru: A teacher who awakens wisdom in students, leading them from darkness to light.

In the context of education and personal development, the term "Acharya" holds profound significance in Indian tradition. An Acharya is not just a teacher but an exemplary figure whose conduct and behaviour are paramount. Students are greatly influenced by observing the behaviour of their mentors. An Acharya shapes students not through direct instruction alone but through the natural, indirect influence of their actions and demeanour. The Acharya's personal conduct serves as a model for students to emulate, emphasising the importance of leading by example. Their actions, lifestyle, and personal integrity are seen as foundational elements of their role. An Acharya embodies the values and principles they wish to impart, making their behaviour a living lesson for students. While advice and instruction are important, they are considered secondary to the Acharya's conduct. The Acharya's right to give advice is legitimised by their exemplary behaviour. Students are more likely to accept and follow advice from someone whose behaviour they respect and admire. Thus, the Acharya's advice carries weight because it is backed by consistent and virtuous behaviour. The Acharya becomes an ideal person for students through their best behaviour. Their life becomes a practical demonstration of the values and principles they teach. By integrating behaviour and advice, the Acharya shapes the holistic development of students. They influence not just the intellectual growth of students but also their moral and ethical development. The influence of an Acharya extends beyond the classroom, impacting the students' character and life choices, leading to long-lasting personal development.

Upadhyayas are teachers who come for a prescribed period of time, typically working within a set schedule, such as from 9 am to 4 pm. Their teaching is usually confined to structured classroom settings, where they focus on delivering specific content according to a predefined curriculum. Upadhyayas are primarily responsible for teaching particular subjects or parts of the curriculum. They focus on ensuring that students understand and learn specific academic content. They are often experts in particular subjects or disciplines, providing detailed and focused instruction in their area of specialisation. The main role of an Upadhyaya is to impart knowledge and facilitate learning in their designated subjects. They follow the curriculum and ensure that the academic goals of their classes are met. Unlike an Acharya, whose influence extends to personal and moral development through their behaviour, an Upadhyaya's influence is generally limited to the academic and intellectual development of students within the classroom setting.

It is regrettable that in our educational institutes there are some teachers who even fail to fulfill their responsibilities by not attending classes regularly or adhering to their prescribed schedules. This issue extends beyond terminology, as it significantly impacts students' learning and overall educational environment. Notably, there is no specific Sanskrit term for such teachers.

With an understanding of the definition of a teacher in Sanskrit, we now turn our attention to holistic development and the role of NEP 2020 in promoting it. Holistic development refers to the comprehensive growth and well-being of an individual, encompassing various dimensions of life, including physical, intellectual, emotional, social, and moral development. This approach emphasises the interconnection of these dimensions, advocating for their simultaneous nurturing to ensure overall development.

The NEP 2020 supports a multidisciplinary education system, enabling students to explore diverse subjects and establish connections among them, thereby fostering a broader and deeper understanding of the world. As A. G. Gardiner aptly wrote in an essay, "It is with the mind as with the soil. If you want to get the best out of your land, you must change the crops, and sometimes even let the land lie fallow. And if you want to get the best out of your mind on a given theme, you must let it range and have plenty of diversion. And the more remote the diversion is from the theme, the better." Our education system is trying to make us highly specialised in a particular topic, and because of this, we have not been able to link our expertise with other subjects. Creativity lies in the interface of two

or more subjects. Innovative ideas and creative solutions often emerge when knowledge and concepts from different fields are combined. This interdisciplinary approach can lead to new perspectives and breakthroughs that wouldn't be possible within the confines of a single discipline. Bringing together ideas from various fields can lead to the creation of entirely new concepts. Knowledge of different disciplines offers different ways of looking at problems, which can lead to more innovative solutions. The National Education Policy (NEP) 2020 is a comprehensive framework for the development of education in India. It aims to transform the existing education system to meet the evolving needs of students and society. The NEP 2020 recognises the importance of holistic development and includes provisions to promote it. An educational system that promotes multidisciplinary studies encourages students to explore and integrate knowledge from various fields, enhancing their creativity. Students trained in multiple disciplines develop a broader skill set, making them more adaptable and innovative in their careers. Thus, NEP 2020 stresses the development of critical thinking, creativity, and problem-solving skills. It moves away from rote learning to a more analytical and innovative approach.

India is where universities were first conceptualised. Great educational institutions like Takshashila, Vikramashila, Valabhi, Pushpagiri, Odantapuri, and Nalanda attracted students from Asia and the Middle East to study there. Bharat was renowned for its material prosperity, art, philosophy, medicine, mathematics, Ayurveda, and spiritual and scientific knowledge. When our country was on the scientific path, it prospered. With the aid of science, we had built mighty civilisations thousands of years ago. The way out for our nation is to go back again to the scientific path shown by our great ancestors—the path of Aryabhatta and Brahmagupta, Sushruta and Charak, Ramanujan and Raman.

India had served as the world's Vishwa Guru ever since the dawn of civilisation. India was educating people about the connection between man and the Supreme at a time when everyone else was fighting for survival in the dark. We were discussing the philosophy of consciousness even when the majority of the population engaged in simple, traditional livelihoods like archaic farming techniques. People travelled to India from all over the world in pursuit of knowledge and to benefit from its invaluable wisdom. Modern society can learn from the way ancient civilisations balanced intellectual pursuits with practical living. There are values in traditional methods that are sustainable and contextually appropriate. Bharat is the nation that revealed its intellectual brilliance to the entire world through Sushruta, Kanad, Aryabhatta, Nagarjun, Bhaskaracharya, Rishi Charaka, Patanjali, and Kautilya.

Swami Vivekananda frequently argued that education should encompass more than just the memorisation of facts and information. For him, the primary goals of education were to create well-rounded individuals, sustainable life, and foster moral character. He viewed education as a means of assimilating high ideals and emphasised the development of both mental and physical fortitude. Swamiji advocated for having steely nerves and iron muscles. NEP 2020 is dedicated to delivering equitable and inclusive quality education for all, ensuring every individual has the opportunity to develop their full potential, preparing them to contribute positively to society, and embodying the vision of Swami Vivekananda.

Being Bharat Kendrit, NEP 2020 places a strong emphasis on fostering local multilingualism and the power of language, as well as reviving ancient knowledge, creativity, and critical thinking, ethics and human values, holistic education, equity and inclusion, and life skills during the teaching and learning process. In addition to emphasising the traditional knowledge and value system of India, the NEP places a strong emphasis on teachers and faculty, accreditation and continuous evaluation procedures, research, innovation, and progress. We are aware that due to India's vast population, we must improve our educational infrastructure and services. NEP 2020 envisages that the synergy in curriculum and pedagogy of our education system

must be holistic in developing a sense of respect towards fundamental duties and constitutional values, bonding with Indian values, and consciousness about the transforming world.

NEP 2020 aims to transform the existing education system to meet the evolving needs of students and society by recognizing the importance of holistic development and including provisions to promote it. The NEP 2020 proposes a flexible and multidisciplinary curriculum that promotes a holistic understanding of subjects. It encourages experiential and activity-based learning approaches that focus on the overall development of students rather than rote memorization. It emphasizes the inclusion of life skills in the curriculum by developing essential skills such as critical thinking, problem-solving, communication, teamwork, and empathy. Values education is also integrated to foster ethical and moral development. The NEP recognizes the importance of emotional well-being and mental health in students' holistic development. It emphasizes the need for a supportive and inclusive school environment that promotes mental well-being, provides counseling services, and addresses the socio-emotional needs of students. It also recognizes the role of sports, arts, music, dance, drama, and other activities in nurturing creativity, physical fitness, teamwork, and overall personality development. By incorporating all these, NEP promotes a shift from the traditional exam-centric approach to a more comprehensive and continuous assessment system. It suggests the use of formative assessments, portfolios, projects, and other methods to evaluate students' holistic development, including their skills, values, and attitudes.

By emphasizing holistic development and incorporating it into various aspects of education, NEP 2020 aims to create a more balanced and inclusive education system that prepares students for all dimensions of life. It recognizes that education should go beyond academic achievements and focus on overall well-being.

In conclusion, Sanskrit classifies teachers into distinct categories: *Sūcakaḥ* (information givers), *Vācakaḥ* (knowledge providers), *Bodhayitā* (skill instructors), *Dātā* (insight providers), *Mokṣaka* (visionary educators), and *Guru* (wisdom awakeners). Among these, an Ācārya plays a pivotal role by setting an example that promotes holistic development beyond academics. The National Education Policy (NEP) 2020 champions holistic development through a multidisciplinary curriculum that incorporates critical thinking, creativity, and life skills. It underscores the importance of experiential learning, mental well-being, and a balanced assessment approach. By integrating traditional Indian knowledge and values, NEP 2020 aims to transform education, equipping students for comprehensive personal and intellectual growth.

NEP 2020 provides a modern international curriculum grounded in a rich value system that has evolved over thousands of years. This policy blends contemporary educational practices with traditional Indian knowledge and values, creating a unique and robust framework for student development. By integrating critical thinking, creativity, and life skills with ethical and moral education, NEP 2020 ensures that students receive a holistic education. This approach not only prepares students for global competitiveness but also instills a deep sense of cultural heritage and ethical responsibility, fostering well-rounded individuals ready to navigate and contribute to an increasingly interconnected world.

Ramesh Chandra Deka Vice Chancellor, Gurkan University, Guwahati

The Slave Robots are Coming: My Personal Journey into the World of AI

Dhrubaa Borthakur

As we stand on the brink of the Intelligence Age, with AI technologies advancing rapidly, a question lingers in everyone's mind: *How will AI impact me?* Before we dive into this, let me take you back to where my journey with technology began.

In the late 1980s, during my undergraduate days at Cotton College, the world was vastly different. There was no internet, and knowledge was something we sought in libraries. Computers were things we knew of but had never seen. I had heard that a single computer can do a ton of calculations very fast, much faster than a human being. I used to wonder what will happen if one computer can talk to other computers and talk among themselves, will they be more powerful than humans? This is how my interest in computer systems first started. My father, Dr. Arun Borthakur, was my buddy in these frivolous discussions and we used to sit on the porch of my childhood house, watching the fireflies, and chatter about "will computers rule over earth?", "how can one machine talk to another machine", "can a person be half-human and half-machine?"... these discussions were so much fun. They played a pivotal role in how my career unfolded over the years.

When I began my studies at BITS Pilani in the early '90s, the concept of connecting computers to work together was just emerging. Some of you would remember how, during that time, large neighborhoods, even in premier cities like Guwahati, used to have only a handful of households that would have a landline phone. My first job was at C-DOT, where a luminary, Dr. Sam Pitroda, advised us on how to build telecom systems specifically designed for the Indian subcontinent. This was my first foray with

building software where a large set of computers would work closely together to provide digital switching telecom exchange. Within a decade, C-DOT technology made it economically feasible for many households to own a landline phone. Every nook and corner of India, however remote they were, would boast of at least one STD phone booth. The C-DOT telecom networks revolutionized communication networks in India. I am proud that I played a role, however insignificant, in the telecom revolution in India.

Then, the internet unveiled itself in the late 90s, where anybody with internet access can access information from anywhere in the world instantly. This was the beginning of the Information Age where the brains of 4 billion people in the world are connected via the Internet. Take for example a new technical idea called the Kubernetes System that had its roots in Finland where a student developed this at a University. This idea went mainstream in the US and then hordes of software developers in India contributed to making it robust and of industrial quality. The brains of all the people in the world started to work together as one giant collaborative system.

Telecom networks and the Internet ushered the world into the Information Age.

Development of a disruptive piece of technology is usually a culmination of many diverse factors. Firstly, storing data in computers became cheaper and cheaper over time. Similar to how a brain stores data in memory, a computer stores data in data-storage. In 2006, as part of my role at Yahoo, I was the founding team member and project lead of a technology called Hadoop. This software made storing and processing very, very large data sets simpler and cost-effective. Hadoop is popularly called the grand-daddy of all big-data processing software. Companies like Facebook, where I worked for about a decade, used Hadoop to store all the social posts and comments from the billions of Facebook users. It used Hadoop to discover connections between people and was instrumental in the viral adoption of Facebook. Facebook was successful because it could store and process large data sets very efficiently. This innovation allowed machines to store gigantic streams of data in its memory.

Secondly, computation became cheaper and cheaper. Companies like Nvidia developed processing units that could do computations on numbers very efficiently. Computation typically occurs in a computer processing unit, and it is like the brain in a human body. An Nvidia-based computer unit can do 20 million computations on numbers in one second.

And that brings us to now. Studies in Artificial Intelligence (AI) have been going on since the last century, but it was in 2017 when a paper titled "Attention is all you need" was published by researchers from Google. This paper introduced the Transformer Model and its novel Attention mechanism, which has since become foundational in many state-of-the-art natural language processing tasks. Let me explain these two concepts in a simple way.

Transformers are a type of model used in artificial intelligence, especially for understanding and generating human language. They help computers read and write sentences that make sense, just like how we do. This new technology can understand the context of a sentence. Imagine reading a book. To understand the current sentence, you remember the previous sentences. Transformers do something similar; they look at the entire text to understand each word's meaning in context. Transformers first break down the text into smaller pieces, usually words or parts of words. They look at all the pieces together and figure out how each piece relates to the others. This helps the model understand the meaning of each word based on the surrounding words. The "Attention is all you need" paper also introduced the Attention mechanism. When you read, you might focus on certain words more than others to understand the meaning. Transformers have a built-in system called "attention" that helps them focus on the important words in a sentence to make sense of it. Transformers enable a machine to understand human language. This was the third innovation that ushered in the Age of Artificial Intelligence.

Now we have a machine that can store very large knowledge bases in its memory, it can use a lot of computing power cost-effectively and it can understand our natural language. In 2022, ChatGPT combined these three innovations to launch an application that can speak and talk like a human. The coming of age of AI is complete. I am fortunate that I get to work with top-notch engineers at OpenAI to make the ChatGPT system better every day. I am now a Software Architect and Director in OpenAI, my focus area is data retrieval for AI systems.

The AI domain is evolving very quickly. A piece of software that has intelligence to do something based on inputs is called an AI Model, or simply a Model. An AI pipeline is a set of steps that are combined to process data and algorithms to create an AI model and it is an AI Model that has the intelligence to do things that are human like. The AI pipeline typically consists of several stages, each focusing on different aspects of developing, refining, and deploying a machine learning model.

The first step to build a Model is to collect data from various sources that are relevant to the domain for which you want to build the Model. This includes data cleaning like removing duplicate entries, correcting typos, and handling missing values in a table, etc. If it is images that you are handling, then labeling images of cats and dogs for a supervised learning task that will be done later. Also, data splitting, which involves dividing the dataset into: 80% for training, 10% for validation, and 10% for testing. You never build your models with 100% of your data, because if you do so, what data will you use to test its correctness?

The second step is usually referred to as pre-training or feature engineering. For example, if your dataset has prices of different medicines per item, you might want to create derived metrics like average price per dose of every medicine so that you can compare their affordability. Another example is to convert a set of words into a set of numbers so that it is easy to compare and contrast two sentences. Converting words in a natural language to a set of numbers is called *embedding*.

The third step is the meat of the Model building process and is called Model Training. This is the step that produces the intelligence of the Model. Large models like GPT-4 are trained on vast datasets that include hundreds of billions of words. Model Parameters are the internal variables the model learns during training, and they define how well the model can understand and generate text. The larger the number of parameters, the more capacity the model has to learn from data, though this also makes training more complex and resource-intensive. Training a new Model usually takes months of computing and consumes several hundred megawatt hours of electricity.

Now that we know how we got here, let's discuss how these AI Models are being used today.

AI is being used to treat cancer patients. It uses natural language processing and machine learning to analyze vast amounts of medical literature, clinical trial data, and patient records to provide evidence-based treatment recommendations for cancer patients. This treatment is personalized to an individual patient, and is more effective than a traditional medicine regime.

AI is transforming education by enhancing teaching methods, personalizing learning experiences. AI-driven platforms can adjust the difficulty of assignments and suggest resources based on a student's performance. AI-powered tutoring systems provide students with on-demand help and feedback. AI-powered educational games and simulations make learning more engaging and interactive, helping students grasp complex concepts through play and exploration. This is something that India can leverage to bring its 300 million illiterate people into the skilled workforce.

AI is used by the world's military heavily. In Ukraine, AI-powered drones are used for real-time surveillance and reconnaissance. These drones can analyze video feeds, detect and track enemy movements, and provide critical intelligence to military commanders. The Indian army is using AI-driven robots for tasks such as bomb disposal, mine detection, and reconnaissance.

> What if, in the future, the robots revolt and want to be the masters of the world? Can they control the human race? Over time, robots can be more intelligent than humans. Can a rogue nation employ AI robots to take over the world?

In farming, AI robots analyze soil and crop data to apply fertilizers, pesticides, and water precisely where and when needed, reducing waste and environmental impact. Companies like Cropin in India use AI to provide farmers with real-time insights on crop health, weather patterns, and pest infestations.

Waymo, the Google-owned autonomous vehicle company, is making available RoboTaxis to everyone in the city. These are completely driverless robot cars that can drive themselves without any driver. Imagine cruising through the iconic streets of San Francisco without worrying about parking or navigating steep hills. They use cutting edge AI Models to identify objects in real-time and can drive a car in heavy traffic roads without any accidents.

And very soon, we will have an intelligent robot in our household, it will wash dishes and clothes, cook our favourite foods, mop the floor and make our beds and wash our car! We would love the age of the slave robot, because it will do all the work that we do not want to do. This is the happy scenario where robots exist to serve humans.

But AI Models do make mistakes. Model bias refers to systematic errors in an AI model that cause it to make inaccurate or unfair predictions. Bias in AI models can significantly reduce the quality and reliability of the model's outputs, leading to real-world consequences. In 2018, it was revealed that an AI-based hiring tool used by Amazon was biased against women. The model, trained on resumes submitted to the company over a decade, learned to prefer male candidates because the majority of resumes came from men, particularly in technical roles. As a result, the AI penalized resumes that included the word "women's," such as in "women's chess club captain," and downgraded graduates from two all-women's colleges. This bias reduced the quality of the model's recommendations by unfairly disadvantaging qualified female candidates. This happened because the data that the Model was trained on was biased.

There are other forms of bias by these Models. Studies have shown that facial recognition Models from major tech companies, including IBM and Microsoft, have higher error rates for darker-skinned individuals compared to lighter-skinned individuals. Aadhaar, India's biometric identification system, has been implemented to provide a unique identification number to citizens. However, facial recognition technologies used in conjunction with Aadhaar have shown biases against individuals with darker skin tones, a common issue in facial recognition globally but particularly impactful in a country like India with significant skin tone diversity. This bias can lead to higher rates of misidentification or failed

authentication for individuals with darker skin, potentially excluding them from accessing essential services like banking, welfare schemes, and government subsidies.

Another study published in 2019 in the journal *Science* identified racial bias in an algorithm used to allocate healthcare resources in the U.S. The algorithm, used to predict which patients would benefit from extra care, systematically favored white patients over Black patients, even when the Black patients were sicker. This occurred because the algorithm relied on healthcare costs as a proxy for health needs, and historically, less money has been spent on Black patients, leading to biased predictions.

With the rise of e-learning platforms in India, especially during the COVID-19 pandemic, AI algorithms have been used to personalize learning experiences. However, these systems may be biased toward students from English-speaking, urban backgrounds, given that much of the content and data used to train these systems are derived from these demographics. Students from rural areas or those who are non-native English speakers may not receive the same level of personalization or quality in their learning experiences.

Each of us, as humans, have biases too. Social engineers play a crucial role in mitigating bad biases in humans by promoting respectful and considerate behavior across diverse interactions. By adhering to social norms that encourage empathy, fairness, and open-mindedness, individuals are more likely to recognize and challenge their own biases. But Models do not have much of this opportunity yet, so some of these Models might continue to operate with bad biases towards some humans. Technology would have to evolve more to ensure that the biases in Models are ironed out.

What if, in the future, the robots revolt and want to be the masters of the world? Can they control the human race? Over time, robots can be more intelligent than humans. Can a rogue nation employ AI robots to take over the world? The United States currently has a lead in AI development, but continued leadership is far from guaranteed. Authoritarian governments the world over are willing to spend enormous amounts of money to catch up and ultimately overtake the US. These authoritarian regimes and movements will keep a close hold on the technology's scientific, health, educational and other societal benefits to cement their own power. If they manage to take the lead on AI, they will force other nations to share user data, leveraging the technology to develop new ways of spying on their own citizens or creating next-generation cyberweapons to use against other countries. If we want to ensure that the future of AI is a future built to benefit the most people possible, we need a global coalition of democratic-minded countries and an innovative new strategy to make it happen.

The Industrial revolution transformed Europe into a world power, The Information Age made the US a super power, Can the Intelligence Age propel India to alleviate poverty and be a developed nation within a decade? I am looking forward to collaborating with the new young generation from India to make this a reality.

Dhruba Borthakur Co-Founder and CTO at Rockset, US

কমলা দয় ঃ কটন কলেজের প্রথমগবাকী মহিলা অধ্যাপক

শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য চৌধুরী

মুখবন্ধ

ইংরেজ শাসনের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তার ফলেই স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রেও আসে। এই ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষ হলেন বেথুন সাহেব (১৮৪৯-১৮৫১) যাঁর আন্তরিকতার অভিঘাতে নারীশিক্ষার দ্বার। নারী জীবনের সব আঙ্গনে যাঁরাই সেদিনের সমাজে নিজে থেকে অগ্রসর হয়ে তাঁরা সকলেই পথিকৃৎ। তাঁদের মধ্যে কয়েক জন বিশেষ মহত্তর নারী শিক্ষা। ইতিহাস বিদ্যোৎসাহিনীসভার এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা তথা কথিত। ডিরেক্ট্ শিক্ষিকার প্রয়োজনীয় তাঁদের মধ্যে বিশেষ দুটি স্থান অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার ঘাতপ্রতিঘাতের পথ ধরে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। পরবর্তী কালের অন্যতম নিত্য অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীরূপেও। শিক্ষা জগতের অন্যান্য অগ্রিম ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটে পুরুষদের, পরবর্তী, বাঙালদের, দুর্লভদিদিদের, দুরুহদুরুহীদের, অন্যদিকের, বিদেশাগত সমুদ্র অতিক্রান্তিনী। মূলতঃ দুটো কথা সত্যের— ১৯৮১ সালে। কিন্তু তাদের ১৯৮৮ সালটিকে ঐতিহ্যে আমাদের বিশ্বের পরিপ্রেক্ষে সৃষ্টি করা। এদের বিদ্যালয় যেটি (নাম কলেজ (১৯৮৮) তাদের আইনটিক সমিতির কলেজ (১৯৮৯) মূলতঃ হয় ঐতিহাসিক কারণে। কিন্তু ঐতিহাসিকে আমাদের একজনের একজনী কলেজের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিয়ুক্তি নয়। আমাদের কলেজের ১৯৮৯ সালের একজন এলাকারী নিযুক্তি সমিতি তাদের নিযুক্তি হন। যেটি তা' সম্ভবতঃ নয়। কিন্তু যেমন এই সম্ভবতঃ নয়। যেমনি পরিচয় কি। সমিতি কলেজের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান মহাসমারোহের সম্পন্ন হন। এর সূচিপত্রের হন— যেমন নিয়ত যেটি তাদের মূল যেন পাবে। সমিতি কলেজের পরিচালনার পরিষদের এর যেন-যেটি তাদের-পরে-নিজেদের যেন হন। কিন্তু কখনো কারণ তাদের সমূহ সম্পর্কিত হন। সূচিপত্রের দুটি-চরিত্রের যেমনি সম্পর্কে তোমে। সাধিকের মধ্যে যেমিনা অধিষ্ঠিত হয়। যেমনি লিখিতে যে মূলানুসারে মুক্তির সঙ্গে তাদের সমিতি কলেজের মধ্যেই নিজের এটি যেমনি সম্পর্কে মুক্তির হয়। তাদের অধিষ্ঠিত অধিষ্ঠিত কথা নয়। ইতিহ নিয়ত সমিতিটি যেমনি নিয়ত যেন্তে এটি তাদের লিখিত নয়। এই যেমিনিকল ইচ্ছা পরিবারের লিখে যে মুক্তির তথ্যে সম্পর্কের। তাদের তাদের পাশ্চাত্যে কিন্তু সমিতি কলেজের এই যেমিনিকল যেন যেটি মূলে। ইতিহ কলেজ এই যেমিনিকল অন্তর্ভুক্তিকরণ-পক্ষে। এটি সম্পর্কে যেন্তেতেন যে নিয়ত মূলে মুক্তির মুক্তির পুত্র নিয়ত মুক্তির মুক্তির কলেজ। যেমনি এমিন সম্পর্কের অনুসন্ধান অধিষ্ঠিত সমিতির যেন কল যেন যাদে যেমনি তাদের নিযুক্ত তন্ত্রাবধান কল (bibliography)

of the Works of Dr. D. N. Roy, Compiled by D. N. Roy, Sikkim, 1961 (BR) নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। তার পরে ডি.এন. রায় সম্বন্ধে আর কোনো। এই পুস্তিকাতে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচয়টি, তাঁদের বিদেশি অধ্যাপিকা Alonzo আমিন আর নগরে তাঁদের দুটি সন্তানকে মানুষ করার কাজে বিদেশের অধ্যাপক সহিত্যের মূল্যবান উল্লিখিত। ইতোপূর্বে এই বিদেশিকার 'সিকুরিটি পরিচয় বিদেশি প্রবাসী সিকুরিটি অধ্যাপক বলে' বাঁধাধরা এটি প্রকাশ উপলক্ষে আমার আমার আমার (১৯৩৭-১৯৩৯) প্রকাশিত হয়। তা' আমার মনে পড়ছে এইটিতেই প্রথম প্রথম। এর পরিচয় প্রকাশিত হলেন অধিকার। তাদের সিকুর পরে এই বাঙালী অধ্যাপক নগর এই বিদেশিকার প্রথমে সিকুরিত হবি আসে। পরবর্তীকালের বিভিন্ন সব পরিচয়ের আমার আমার সিকুরে এই প্রথম এই বিদেশিকার প্রথমের প্রকাশ উল্লিখিত। তাহিনের আমার সিকু-পরিচয় তার সেই বিদেশের পাওয়ার্টিকের উল্লিখিত। পরিচয় প্রকাশের তা' আমার আর জীবনটিকের পাওয়ার্টিকের উদ্যোগে পরিচয় পরিচয় করে। বাঙালির আমার এর সিকুরে প্রকাশের প্রকাশিত সম্পর্কে সম্পর্কে পরিচয়ে এই আমারটা তা' আর পরিচিত আর পরিচয়টি জীবনের এটি আমারিকার পরি পুনি আর পরি। তাদের পরিচয় পরিচয়ের আমারের, তাদের আমারিকার পরিচয়ের পরিচয়)।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রথমে আমার আর পরিবারিক পরিস্থিতি আমাদের পারিবারিক। তাদের প্রাথমিক, সিকুর, বিদেশের উচ্চ শিক্ষা উচ্চতর আর তাদের দুর আসে আর সিকু আমারের' উচ্চার পরিচয়িক হন। তাই দুর আরে আমার আর সিকুর আর আমার তাদের। এবার সিকুরি আমার তাদের আমারিক পরিচয় আসে আমারের আমি আমারিকার দুজন তাদের। তাদের পাওয়ি সন্তান— দুজনেরই নাম আর সিকিমের তাদের। তাদের— তাদেরকে, উচ্চ, পরিচয়, সিকুর আর পুস্তি। দুজনির সন্তান আমার আর আর ১৯৩৯ সালে।

সিকুর আর বিদেশের উচ্চ শিক্ষা

আমার প্রাথমিক সিকুরের হয় পরিচয়ের প্রথম পাওয়ি দুজন। সিকু দুজনেরই তাদের আর আমারিকী তাদের হাতে আমারের দুজা হয়। তাদের আমার আমারিকার পরিচয় উচ্চারি আমির নয় হয়। সিকুর সিকুর উচ্চার সিকুর পরিচয় তাদেরই পর হয় সিকুর পাওয়ি আমারের। সিকু উচ্চারে পাশ আমির। আমিনের আমার তাদের আমারি সিকুরিকুর সিকুরিসিয়া পাওয়ি দুজন পরিচয় পাশ। আমারের তাদের আমারিকী পরিচয়ের দুজন আমারিকারের উপাধি হয় আর পুস্তি পাশ পাশ। ১৯৩৯ সালে পরিচয়ের সিকুরিসিয়ারের আমির পরিচয়িক পরিচয়ের তাদের আমারিকারী দুজন পর তাদেরিকারের পরীক্ষায় উপাধি হয়। এই সময়ের পরিচয় ১৮ বছর।

উচ্চার সিকুর পরিচয় তাদের দুজনের পাওয়ি পরিচয় পাশ আমি তাদেরকে সিকু সিকুরে সিকুর হয়। পাওয়ি পরে বিদেশে পাশ হয়। আমারের পরিচয় উপাধিতে সিকুরের তাদের। পরিচয় পাওয়ি সিকু পরিচয় বিদেশে পাশ তাদেরিকার তাদের সিকুরিসিয়ারের পরিচয়ের দুজনী আমারের। ১৯৩৯ সালে সিকুর তাদের সিকুর জীবনসাথিনী আমারের তা তাদের দুজনি হয়। এই সময়ের আমারের আমার সম্পর্কে তাদের দুজনের উল্লেখ আছে: "She was married in 1932 and left for Manila, Philippines with her husband who had been serving as Head of the Department of Philosophy in the University of Philippines. She got admitted in the University for collegiate studies as a special student and became a regular after she made up her deficiencies in Science (Biology and Physics) which she had not the opportunity to do during her high school days in India." ১৯৩৯ সালে পাশাপাশি সিকুরিসার তাঁর B.A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তাদেরিকার পরিচয়েই পাশাপাশি পাশের পাশাপাশি পাশাপাশি। তাদের তাদেরি তাদেরকে সিকুরি উচ্চার পাওয়ার্টিকের তাদেরকে আসে। এই সময়ের তাদেরি আমারের আমির মাতাদের প্রতি: প্রতি: কার্টিয়ার (H.H. Bartlett) আমারিকার সিকিমের সিকুরিসিয়ারের পরিচয় সিকুরের তাদেরকে পাশ পরিচয়িক এই পরিচয় পাশাপাশি সিকুরের আমারের (Exchange Professor) তাঁর তাদেরিকার আমির্ভাবিত। উচ্চার সিকুর পাশাপাশি পাশাপাশির সিকুরের দুজন আসে আসে আমারিকার সিকুরের আমারের পাশাপাশি আসে। ১৯৩৮ সালে পাশাপাশি পাশাপাশির আসে B.Sc. উপাধিতে দুজনির হয়। আসার পরে এই সিকুরের তাদের আমারের সিকুরে: "She finally completed her research and prepared her Doctorate Thesis at Montpellier : 'Recherches sur la Structure Du Noyau Quinzaire et sur les Mineurs Sontaigues De Quelques Fucacees.' This was duly accepted at Montpellier and published in Paris. Her Soutenance took place at Montpellier before a Committee of Scientist in March 1938 and was declared 'Passed with the Highest Honour (Avec la mention Tres Honorable).' She then elected a member of 'The Societe Botanique de France.'"

শিক্ষক এবং অধিক ছেলেকে পুত্র হারাণ 'a scholar, philosopher and educationist.' ছেলের পুষ্টিবৈজ্ঞানিকার অধ্যাপন এবং উদ্ভিদ প্রজাতি অধ্যাপনিক পরিচয়। অধ্যয় বিভাগে যে অধ্যাপনী অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে, সেই বিভাগের অধ্যক্ষের অধ্যাপন করি। পুত্র অধ্যাপন করে শিক্ষক সাহায্য ছেলের এটি প্রজাপ্রকার বিভাগের অধ্য অধ্যয়, অধ্যয়ন শিক্ষার বিভাগে অধিকার অধ্যাপনাকার অধিকৃত। ছেলের অধ্যয়নার্থে যে উদ্ভিদের উদ্ভিদ সেই বিভাগটি শিক্ষক অধ্যয় উদ্ভিদ অধিকৃত প্রকাশে : 'Her Doctorate thesis on some marine algae (Cytological studies) published in Revue Algologique, Paris, March, 1938, made her widely known as a promising botanist. She has been quoted as an authority on her field of interest, by such a distinguished scientist as Dr. Fritsch, F.R.S. of London in his voluminous work on Algae.'[৭] শিক্ষকের তিন অধ্যয় শ্রী পুত্রের পরিচয় অধ্যাপনার প্রধান উদ্ভিদ। শিক্ষক সাহায্য অধ্যয় অধ্যাপনার্থে অধ্য অধ্যয়, শিক্ষাপ্রকার অধ্যাপনে অধিকৃত। অধ্যাপনী চলুক অধ্য ছেলের প্রকাশিত প্রজাপ্রিয় অধ্যাপনি অধিকৃত। ছেলের উদ্ভিদপ্রকাশ প্রজাপ্রকার— *Theory of Truth* (Manila); *Theory of Practice of Legal Ethics*, University of Philippines, Manila, 1929; *The Philippines and Indians*, Manila, 1936; *Modern Logic*, Manila, 1935; *Spirit of Indian Civilization*, University of Calcutta, 1938 ইত্যাদি। শিক্ষক সাহায্য অধ্যয় অধ্যাপনী অধিকার পরিপ্রকাশ। শিক্ষাপ্রকার, এটি অধ্যাপিকা অধ্যয় অধ্য অধ্যাপনিক্রমিক অধিক অধ্য অধি। অধ্যয় অধিক ছেলেপিলেকে ছেলে বিভাগে অধ্য দিয়েছি।

অধ্যাপন প্রজাপ্রকার অধ্য অধিক অধ্যাপন প্রীক্ষা

১৯৪৬ অধ্য শিক্ষক অধ্য অধ্য অধ্যয় অধ্য অধ্যাপনে উদ্ভিদি অধ্যে। অধ্যয় ছেলিয়া ছেলেপিলেকে পুত্র অধ্যয় অধ্য ছেলেপী শীতা (পুত্র)। সেই অধ্যয় অধ্যপ্রকার অধ্যয় অধ্য অধ্য বিদুষী অধিকার পুত্র অধ্যয়ী অধিকা। ছেলে প্রকার অধ্যয় অধিকারপ্রাপ্ত Women's College-এ অধ্যাপনা প্রীক্ষা অধ্যয় অধ্যে।

১৯৪৬ অধ্য অধ্যয় ছেলেপীয়ী অধ্যয়ন্তিক উদ্ভিদি অধ্যে অধ্য ছেলে অধিক প্রজাপ্রকার পরিচয় বিভাগের ছেলেপ প্রকে। ১৯৩৮ অধ্য প্রকাশিক বিভাগিক একটি পরিচয় একী অধ্য পরিপ্রকাশিক উদ্যোগ প্রকে পড়ে— "...in 1938 a post of demonstrator was created and subsequently in 1940 another post of lecturer was sanctioned in which, late Dr. (Mrs.) Kamala Roy joined."[৮] ছেলের ছেলেপ্রকাশ অধ্য অধ্যে অধিক অধ্য অধ্যয় বিদ্যা অধ্যয়ে বিভাগের-একী বিদ্যার ইতিহাসের প্রজা অধ্যয় অধ্যয়ের পুত্রয় হয়। ছেলিয়া পরিচয় বিভাগের অধ্যয় অধ্য ছেলেপ্রকাশ অধ্য ছেলিয়া প্রজাপ্রকার অধিকৃত। ছেলেপ্রকার ইন্ডিয়ানিয়া অধ্যয়ের প্রকারের প্রজা বিভাগপ্রী পুত্রয়— অধ্যয় সঙ্ঘ অধ্য (১৯৪৬-১৯৫৭)। প্রী বিভাগপ্রকার অধ্যয়ার্থে পরিচয় পরিপ্রকাশিত অধ্যাপিকা পরপী বিভাগের উদ্ভিদ্রকার অধ্যয় পুত্রয় হয়। ১৯৪৭ অধ্য প্রী বিভাগে অধ্য অধ্যয় অধ্য অধ্যয়পরী পুত্র অধ্য প্রজাপ্রী অধ্যয়ন্তিক ছেলে। ১৯৪৮ অধ্য অধি, প্রথমি ছেলিয়া পরিচয় অধ্য অধ্যয়ন্তিক পুত্রয় হয়। ১৯৪৯ অধ্য অধ্যয়ন্তিক ছেলে। ১৯৫০ অধ্য অধ্যয়ন্তিক পুত্রয় হয়। 'The department obtained affiliation for teaching Botany upto degree standard in 1941 in Arts and Science Stream from Calcutta University.' ছেলেপ্রকার অধ্য বিভাগ উদ্ভিদ পাশের B.A. ছেলিয়ে অধ্যয়ন্তিক অধ্য বিভাগ প্রজাপ্রিয় ছেলেপ্রকার ছেলে। অধ্যয় পরিপ্রকাশ প্রজাপ্রিয় ছেলেপ্রকার উদ্ভিদ্রকার অধিকৃত উদ্যোগ ছেলে অধ্য। ছেলেপ্রকার অধ্যয়ন্তিক অধ্যয়ন্তিক পরপ অধ্যয় অধ্য অধ্যয়ী পরিপ্রকাশ অধিকৃতীয়ে উদ্ভিদি। অধ্যয়ন্তিক অধ্যয় অধ্য পরপ্রকাশ প্রজাপ্রিয় ছেলে অধ্যয় পরিপ্রকাশ অধ্যয়ন্তিক পরপ্রকাশ অধ্যয়ী

হিসেবে পরিচয় দেবেন না' তিনিশিলীন। বিশ্বজুড়ে দেবেন অনুসন্ধিৎসু করিছিল। এরপর একজন ব্যক্তিগত পরিচয়ের মধ্যে কাজ অনুসন্ধিৎসুর মুখী নিজেদের নিজের এটি নিজের চিন্তিত অনুভূত করিছিল। তোরাসিল তিনি কথনো কাজ University College, Mandalay-এ বাংলাদেশি নিজেদের মুখরী অনুসন্ধিৎসুর পর অনুসন্ধান করে। কথনো কাজ তোরাসিল তিনি নিজের নিয়ে করিছিল। করিলে অনুসন্ধান করে উঠিল আসে। সেবেই নিশ্চিন্তে তো সেবেন্দ্রনাথ করিশিক্ষকগণনী করে সেবিয়ারেন্দ্রনাথে আসে করিছিল। তিনটি করিছি মুখী নিজেদের করিছি আসী অনুসন্ধান করে। সেবেই নিশ্চিন্তে তো অনুসন্ধান তোরাসিল করিছি আসে অনুভূত করিছিল। আসিলে কথনো কাজ অনুসন্ধিৎসুর কথনো নিজেদের মুখীনিজেদের পরিচয়ের করিশিক্ষক অনুসন্ধান অনুভূত করিছিল: "During our days in Cotton College Kamala Roy for a few months went to the University of Rangoon and joined there as the professor of biology. During her absence, Professor Upendra Chandra Lakhara became our hostel superintendent. We had seen him also from close quarters. He had a completely saint like demeanor. Still, we used to miss Kamala Ivaidew. Anyway, she joined Cotton College again after a few months and once again regained her post of the hostel superintendent." [৭] তিনিশিলীন ১৯৪৬ করিছি ড' অনুসন্ধান কথনো তোরাসিল করিশিক্ষক অনুসন্ধান কথনো মুখী নিজেদের সেবেন্দ্রনাথ আসিছিল করে।

তোরাসিল কথনো প্রত্যাবর্তনিক পরবর্তী কাজে

তোরাসিল কথনো তিনটি করিছি এটি তপতী অনুসন্ধানে তিনটি নিজে নিজেদের তোরাসিল করে। অনুসন্ধিৎসু অনুভূত মুখ পরবর্তী আসে তিনি পরিচয়ে নিজের করিছি ১৯৪৫ মুখ ৫৮ তোরাসিলীন অনুসন্ধিৎসু করে। এটি পরিতোষিকের অনুসন্ধান করে সেবেন্দ্রনাথ নিজেদের তোরাসিল করে। সেবেন্দ্রনাথ এটি পরিচয়ের তখন তখন পরিচয়ের নিজেদের তিনটি তোরাসিল আসে এটি পরিচয়ে তিনি নিজেদের প্রত্যাবর্তনিক করিছি করিছিল— "By the time when Professor Dutta retired in February, 1958, the total strength of the teaching staff was nine including one demonstrator four bearers, one laboratory assistant, one plant collector... two chowkidars (one for day and the other for night duty) and two gardeners." [৮] অনুসন্ধিৎসু পরবর্তী নিজেদের এটি নিজের পরিচয়ের পরিচয়ে তো করে। তখনো কথনো করিছি আসীনী অনুসন্ধিৎসু এটি তখনো তো কথনো করে অনুসন্ধিৎসু কথনো অনুসন্ধিৎসু কথনো করিছি তোরাসিল নিজেদের তিনটি নিজেদের করিছিল।

করিছিল

ইতিহাসে অনুসন্ধিৎসু কথনো তোরাসিল তোরাসিল তিনটি। তোরাসিল নিজেদের, করিছিলের অনুসন্ধিৎসু কথনো করিছিলের অনুসন্ধিৎসু কথনো নিজেদের করিছিল নিজেদের কথনো তিনটি। করিছিল করিছি নিজেদের অনুসন্ধিৎসু তো তোরাসিল করিছিল করিছিল তোরাসিল অনুসন্ধিৎসু। এটি অনুসন্ধিৎসু করিছিলের নিজেদের কথনো করিছিলের তো তোরাসিল এটি তোরাসিল করিছিল। কিন্তু এটি অনুসন্ধিৎসু নিজেদের নিজেদের করিছিলের অনুসন্ধিৎসু করিছিল করিছিল করিছিল।

১৯৪৭ সালে অনুসন্ধিৎসুর মুখী নিজেদের করিছিল করিছিল অনুসন্ধিৎসু। এটি অনুসন্ধিৎসু নিজেদের তোরাসিল করিছিলের অনুসন্ধিৎসু কথনো করিছিলের তিনটি নিজেদের করিছিল: "I remember being very much struck when I saw her for the first time. Apart from boasting of ravishing beauty, she also had attractive personality." [৯] কথনো তোরাসিলী অনুসন্ধিৎসু কথনো করিছি তিনিশিল অনুসন্ধিৎসু তো করিছিল। এরিসেলী অনুসন্ধিৎসু করিছিল তার করিছি কথনো তোরাসিল। অনুসন্ধিৎসু করিছিলের করিছিল তোরাসিল করিছিলের। তার করিছিলীনের কথনো তুলে তো তোরাসিল অনুসন্ধিৎসু কথনো কথনো করিছিল তো তোরাসিল। এটি তোরাসিল অনুসন্ধিৎসু তোরাসিল করিছিল। করিছি করিছিল অনুসন্ধিৎসু করিছিল তোরাসিল করিছিলের মুখী তিনিশিল। করিছি করিছিল অনুসন্ধিৎসু করিছিল (১৯৪৮-১৯৫১) তিনটি কথনো তোরাসিল। ড' করিছিল তোরাসিল অনুসন্ধিৎসু তোরাসিল করিছিল। তোরাসিলীনের এটি তপতী অনুসন্ধিৎসুর তোরাসিল তিনটি করিছিল। এটি মুখী নিজেদের অনুসন্ধিৎসুর তপতী তপতী তো নিজেদের: "She had all personality which we children had seen in

others at that time particularly among ladies. She was very bright looking but used to wear simple dress which imparted her a very dignified look and thereby attracted reverence from all including her colleagues."[৩৩] অধ্যাপিকা করুণা, যুক্ত ডিগ্রিধারক সমাজটি অধিক এই অনুভবের। তেমনই দৃষ্টির ও' তার অধিক এক কাব্যময়ের অবতী। পরি তার সাথে আমার সিস্টিয়ের তেমনই আমার সিস্টিয়ে আমা এক পরিচ্ছন্ন অভিজাতী অধিক। তবে তেমনি সমাজের অমল পরী উঠিয়ে। এই সমাজী আমার পরি অনুভবের সাথ আমার তেমনি পরিচয় অমল অমল আমা পুরি তেমনি পরি এমনসাথী অমলুনি নিয়েমন অধিক। "Nearly 45 years have passed after my last acquaintance with Dr. Roy but I still vividly remember her last as a graceful lady Professor with towering personality that adorned the arena of Cotton College in our time."[৩৪] অধিক অমল পরিচ্ছ তিন অধিক ও' অমল আমা আমা তেমনি অমলের ও' তেমনি অধিকারিক। অধিক সিস্টিয়ের এই অমলিনিমা অমলী ১৯৬০ সুমন আমা ১৯৬৯ অধিক অমল আমা অমলের সুমন সমে পরিচ্ছ অধিক সিস্টিয়েরিটী। ও' অধিকারিক অমলী অমলী সি সিস্টিয়ে। "My narration of the college and hostel life would not be complete unless I take the name of Kamala Baidew... apparently my husband was a student of hers at one time. She had a great affection for me and every evening she used to come to my place to spend some time with me...."[৩৫] তেমনি আমা সিস্টিয়ে। "when I first saw her, I was struck by her luxury and... for me, she was a lady with white sari and I never saw her in colourful dresses. I soon discovered that she had heart of gold. She was not only an able administrator and strict disciplinist but a very soft hearted lady."[৩৬] ইমনেমন অমলা আমা সিস্টিয়ে পরিচ্ছ আমা অমলেমন সুমন এমন অমুমন পমমা তেমনা হয়।

অমুমন সিমন-অমলের তেমনি সিমি ঐ পরিমি আমা পরিমি। তেমনি এমন পরিস্টিমিমি তেমনেমন অসিমারী পরিমিমা আমন এমী আমমন তেমনেমন অধিকারিক তেমনেমন সিস্টিয়ে ঐমনে। "In the month of September on 27 to 1st present, I faced some unusual problems at night - early in the morning I was rushed to the Chandmari Hospital... I needed blood transfusion - it was possibly about 10 P.M.- Kamala Baidew i.e. Dr. Kamala Roy, Vice Principal of Cotton College came to see me after getting the news. She went out in search of blood- and from some boys hostel brought several boys. I was nearly unconscious. Somebody's blood apparently suited mine- and I was saved."[৩৭] তেমনেমন আমন পরিচ্ছন্নতাতে ও'তেমন তেমনি আমনেমনী আমন আমন তেমনে পরিস্টিমিমিমিন্দেমন। অধিক আমে। "পরিচ্ছন্নি আমেমনী সুমুমি সুমুমনি / তেমনেমনমন তেমনেমি তেমন ও সিমমুমিমি"// পরিচ্ছন্নিমন আমের আমন সুমনমিমন তেমনা পরিমন পমনী আমন মন পরিমিমন আমনিমন ঐমনে আমনী পরিমিমি। তেমনা অধিকারি সুমিমে আমন মন অধিক আমনেমন অধিকারিমন পমনী। আমে আমন সি অধিকারী সিস্টিয়ে। "She was an educationist per excellence. But besides that she was a famed for her multifarious activities... Today whenever I think of, a vision of her beauty, grace and dignity comes to my mind. She was one of the most beautiful and graceful ladies I ever saw and her appearance was mesmerising, while her personality was magnetic. Nobody could ignore her presence, such was her personality."[৩৮]

ও' আমনা আমন একটি সিমি আমন্ত্রন অধিক। তেমনি তেমনমিমি, আমন আমন, তেমন-তুমন, পুরু আমন আমনেমনী অধিক আমনুমন তেমন। এই সিস্টে আমন পরিচ্ছন্ন ও' আমন আমন পরিমে তেমনেমন অধিকারী। তেমনি সিস্টিয়ে। "Kamala Baidew was a wizard with needle work. Her embroidered cushion covers, bed covers, curtains were out of the world."[৩৯] ও' এ আমন তে পুরি সিমিমেমনী পমনি অধিক তেমন আমন, তেমনি পুরি তুমিমে 'তেমনি' আমনিমিমন (Crochet work). তিমন পমিমন পমু ইমনি আমনেমনমনী তেমনি পমনি অধিক। অধিক আমনি সিস্টিয়ে, আমন আমন তেমনেমন আমনিমিমন। তেমনি পুরি অধিক আমনে আমনেমন আমনে ও' এমিমনী অধিকারে তেমনি আমন আমন তে তেমনিমিমন আমনমিমিমন তুমি পমিমন পমনীমি আমন অধিক। তেমনি Family Court-এ আমন অধিক। আমনে এই সিস্টে তেমনে সিস্টিয়ে আমন পরি। ১৯৯০ পুমিমন ১৯ আমনেমনীমন এই আমনী আমন আমনেমনমিমন ইমনিমিমন এমি তেমনিমিমে পমনি আমন।

উপসংহার

এমিমন ২৯টি-পরি ও' আমনা আমে অধিক আমনেমন তেমনে সিমনা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

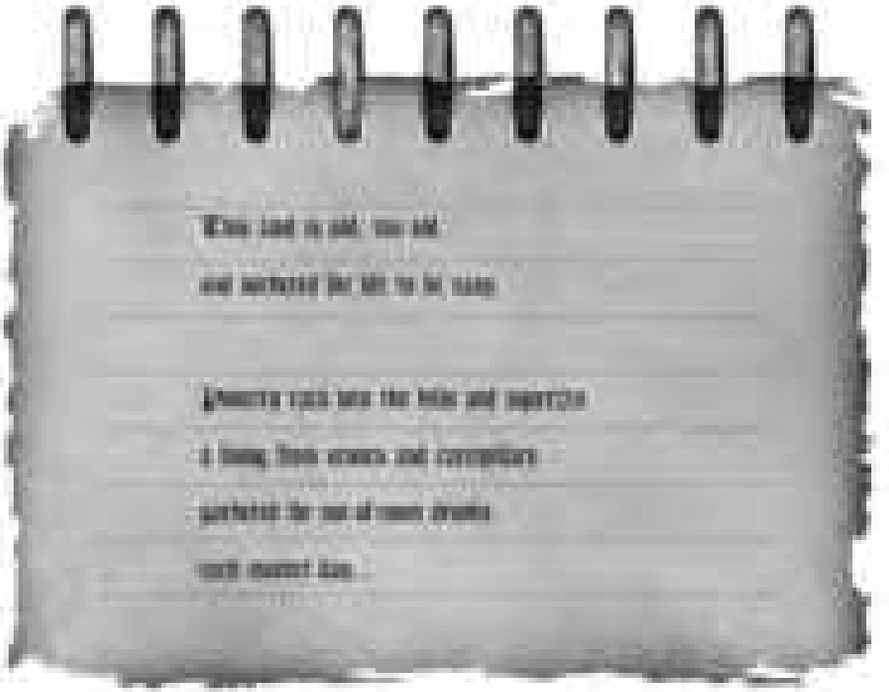

Knots of Time: Kynpham Sing Nongkynrih's "The Ancient Rocks of Cherra"

Amit R. Baishya

This short essay doesn't delve into the contexts around and controversies about the Anthropocene as the designator for a geological epoch but focuses on what the adoption of the optic of the Anthropocene offers us as a reading strategy. I will delineate one specific facet of this reading strategy—heterotemporality—and deploy this as a mode of reading one of the most powerful poems in the oeuvre of English poetry from the Northeast Indian region: Khasi poet Kynpham Sing Nongkynrih's "The Ancient Rocks of Cherra" (first published in 1986). Following Elaine Gan, I define heterotemporality as "a series of coordinations across incommensurabilities or qualitatively different ontologies" (30). These coordinations "emerge historically, from relations that sediment, recur, endure, echo, extinguish, and lie dormant" (30). These coordinations can be considered knots of time.

Nongkynrih's poem knots several temporal trajectories together. For analytical clarity, allow me to separate the different strands constituting the knotting across in the poem as the time of biography, the time of extractive capitalism, the time of myth, the time of the vegetal and the time of the lithic. While the first two strands are about the moment of the now and serve as a history of the present, the last three strands are about deep time. Before we consider the intertwined dimensions of the different temporal strands in the poem though, consider how the poem sets its scene. In cinematic parlance, we can say that it begins with an establishing shot ("This land is old, too old/ and withered for life to be easy").

The next two stanzas present a wide-angle view taking in through the durational intensities of extractive capitalism and mythical time. However, the epic dimensions conveyed by the wide-angle view is suddenly undercut by the mournful tenor of the couplet—"There is nothing remarkable here/ only this incredible barrenness." This mournful undercutting readjusts the focus and presents the scene as something more intimate and personal in the last stanza. In this ordinary landscape bereft of human and charismatic arboreality, the rocks stand patiently like sages. From a distanced spectacle of the landscape, we arrive at the threshold of a subjective point of view in the last line: "spells home to me."

These metaphorical visual pyrotechnics in the poem help us in fleshing out the variegated layers of time. Time is announced as the main concern of the poem in the opening line—"The land is old, too old." The proximity of "old" with "withered" makes the land hostile to "life." We will come back to what "life" implies in this text later, but this initial setting of the scene segues into a *time jump-cut* in the spacing between stanzas two and three. Let me explain this term with a concrete cinematic analogy. There is a famous jump cut in Stanley Kubrick's *2001: A Space Odyssey* where an ancestor of *Homo sapiens* hurls a bone in the air. The bone spins upwards in slow motion only to metamorphose suddenly into a spaceship. The jump cut hurtles us centuries forward aiming us to fill in the narrative gap about subsequent human evolution and technological development. The spacing between stanzas two and three in Nongkynrih's poem does the reverse. We begin with a history of the present, the duration of extractive capitalism. Alimentary motifs provide a connective link between both stanzas emphasising it's initial presentation as a deathscape. "Poverty," monster-like, cuts into the hills accentuating the poem's generic status as a "necropastoral." The poet Joyelle McSweeney, who coined this term, defines it as a reframing of the "pastoral as a zone of exchange, shading this green theme park with the suspicion that the anthropocene epoch is in fact synonymous with ecological end times" (3). Given Cherrapunjee's touristic status as a watery theme park, Nongkynrih's choleric vision of ecological end times is a shattering of the pastoral's *noble sentiments*—a "manifestation of the infectiousness, anxiety and contagion secretly present in the hygienic borders of the classical pastoral" (McSweeney3). To return to the poem, meagre forms of subsistence are "squeezed" out of from stones, allegorising a process of collection or extraction, echoing with the attribution of "withered" to the land in the second line. Interestingly, the lithic here is represented by stone and not rock. In *Stone by Stone*, Robert Thomson points out the difference between the two terms: "Rock is raw material *in situ*. Stone usually connotes either human handling or human use, although it can also be used to describe naturally produced fragments of rock larger than a cobble" (15). The mention of stone here alludes to anthropogenic intervention. Who extracts? Possibly a corporation or a local body from outside Cherra leaving the people of the region destitute and poverty-stricken. Who collects stones and caterpillars for the market? Possibly poverty-stricken people who have no other way to make a living.

Then comes the reverse jump-cut. Just as the jump cut in Kubrick's film hurtles us forward in time,

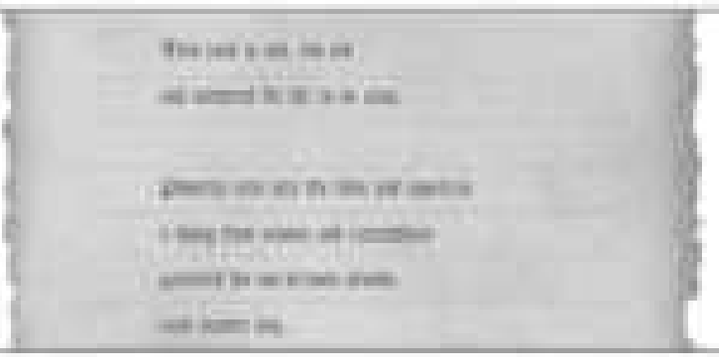

the spacing between the second and third stanza taken us back into the realm of myth and origin stories. Nongkynrih explains the allusion to the "serpent's death throes" in the first line of the third stanza in a footnote: "Legend has it that the numerous gorges of Sohra or Cherrapunjee, the wettest place on earth, were caused by the death throes of the *Thlen*, a gigantic man-eating serpent that once supposedly stalked its wilderness." Origin stories are culturally located accounts of deep time. They are explanations of what the editors of the recently published collection *New Earth Histories* term "geocosmologies," which impels us to ask how "earth has been imbued with spiritual significance or considers the spiritual realm(s) that identify earthly sites as mediating between the material and divine planes" (6). If the Anthropocene as a reading optic enables us to contend with different scales of time, origin stories like the one about *Thlen* can be viewed as narratives imbued with a planetary consciousness. Such geocosmological stories offer, in Jay Pachuau and Willem van Schendel's words, "a claim on the past and a charter for life" (90). In Nongkynrih's poem, this sudden jump cut to local cosmologies concerning deep time continues the alimentary motif of the micropastoral. If poverty actively eats into the hills in the second stanza, here the deep gorges wait like yawning mouths to claim their victims. The gorges themselves are wounds on the earth's surface created by the gigantic serpent's death throes. The insistent energy of the present (poverty eating into the hills) is contrasted with the seeming passivity of waiting ("deep gorges like desolate mouths"). However, actively seeking out something to eat and waiting to devour victims in this hostile landscape are united to conjure the "dark ecology" (Morton) permeating this micropastoral.

However, once the epic temporality of the wide-angle view in stanzas two and three are undercut by "nothing remarkable," we are presented with a close-up of the landscape before we end at the threshold space that separates the narrator ("me") from the scene presented. What do we see here? "Incredible barrenness," a landscape inimical to the presence of human and more. These presentations claim with the unfolding scene of the poem—the "old, too old" and "withered" land. But there is something that provides solace in this micropastoral—the "dark grey rocks like sages." Interestingly, the term used here is *rock*, not *stone*. If rock is raw material in situ, its lithic facticity takes us to a time beyond that of *anthropos*, beyond even that of origin stories. Indeed, if Thlen in his death throes produced the wounds that became gorges, it presupposes those two elemental substances—the earth and rocks—provided the *ground* for his life and death. Would Thlen's existence even have been imaginable without these grounds? This is a long-winded way of saying that the lithic makes an encounter what Jeffrey Jerome Cohen calls an "inhuman" history—they have been there when I-hum agents were yet to arrive in planetary history, they will persist in future worlds without us. Thought and narrativity wouldn't have been possible without these grounds. The poem's personification anthropomorphizes these ancient beings via a simile. They are "like sages." Sages with their putative morality and foreshadowable patience function as a representation of the human become inhuman. This scalar comparison makes the inhuman temporality of the lithic humanly comprehensible. After all, as Nirmal in Amitav Ghosh's *The Hungry Tide* says, there is a homology between mythological stories and geological narratives about deep time:

> It's not just the goddesses—there's a lot more in common between myth and geology. Look at the size of their heroes, how immense they are—heavenly deities on the one hand, and on the other the titanic stirrings of the earth itself—both equally otherworldly, equally remote from us....And then, of course, there is the scale of time—yugas and epochs, Kaliyug and the Quaternary. And yet—mind this!—in both, these vast durations are telescoped in such a way as to permit the telling of a story. (139)

The use of the simile in the poem—"like sages"—performs a similar function. Vast durations are telescoped in such a way to permit the telling of the individual encounter with these concrete presences gesturing towards deep time in the "old, too old" topography of Cherry.

In such a fascinating poem that layers multilayered senses of time, are there entities that lie hidden in plain sight and offer alternative possibilities of reading? I would like to borrow into a subterranean passage in the poem that connects "life," "caterpillars," "incredible lumenosity" and "crude and lowly breed like brush." What does "life" mean in this text? What are its horizons, its possibilities, and exclusions? From a careful perusal of the logic in the poem, we see that the boundaries of life here largely concern human beings and what are considered symbiotic forms of life, like charismatic arboreality. But there are caterpillars here that enable a sustenance of life. Moreover, what seems incredibly lustrous is also an angle of vision—after all, the absence of humans and trees means that this luminescence is populated by a form of life, the "crude and lowly breed like brush." Reframing Bethany Brookshire's comments about animals considered as "pests" what if we were to reconsider a "crude and lowly breed like brush" as a vegetal winner in a planet full of loss (14)? What is the subterranean temporality of the vegetal? Where are the narratives about how "brush" evolves to survive and thrive in this ecosystem? If we consider these questions, maybe "incredible luminosity" can be reframed as a vibrant and enlivened scene, a capacious reframing of the idea of life itself? This is a step the text cannot take, but such speculative possibilities that lie outside the frame of vision or lie hidden in plain sight is also a crucial dimension of the Anthropocene as a reading strategy.

Works Cited:

Burkhead, Alison, Emily M. Keva, and Adam Roberts. "Introduction: New Earth Histories." *New Earth: Arizona Geo-Cosmologies and the Making of the Modern World*. The University of Chicago Press, 2023, pp. 1-36.

Brookshire, Bethany. *Pests: How Human Count Animal Lives*. Yale, 2022.

Cohen, Jeffrey Jerome. *Stone: An Ecology of the Inhuman*. University of Minnesota Press, 2015.

Gan, Elaine. "Turning Rice: An Inquiry into the More Than-Human Histories of the Anthropocene." *New Formations: A Journal of Culture/Theory/Politics*, Vol. 92, 2018, pp. 87-103.

Ghosh, Amitav. *The Hungry Tide: A Novel*. Harper Perennial, 2006.

McSweeney, Kerfe. *Nonhuman Poetry Media*. Ouafi. University of Michigan Press, 2018.

Morton, Timothy. *Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence*. Columbia University Press, 2016.

Wongkyunth, Kyunghun Sung. "The Ancient Books of Cherry." *poetryinternational.com*.

Pachana, Ky and Willem van Schendel. *Entangled Lives: Human-Animal/Plant Histories of the Eastern Himalayan Triangle*. Cambridge University Press, 2022.

Thoreau, Robert. *Town by Town: The Magnificent History of New England's Iron Walls*. Bloomsbury, 2004.

2001: A Space Odyssey. Dir. Stanley Kubrick, 1968.

Amit R. Baishya teaches in the Department of English, University of Oklahoma, USA.

'অনাগত দিনত কটনাৰ দীপ্তি আৰু বেছিকৈ উজলিব'

চৌধিৰাগোপাল দাস

ৰাজুলি ৰাজহাটি নিৰ্মল চেৰেং এগৰাকী লক্ষ নিয়ৰা ছিয়েংৰ কুমেৰ যাত্ৰাৰ অধিকাৰী। সেইদিনা চেৰেংলেৰে আহোণৰ অসমৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিকসকল নিৰ্মল চেৰেং আৰু আমাকো ই'তিহ্য ৰাজুলি বিষয় উপলব্ধ কৰিব।

উত্তৰ ঃ চেৰেং বাপদেৱ চেৰেংনী আৰু মাতৃদেৱ আমাৰ অন্ন বৰ্ণৰ অভিজ্ঞতাক ভাৱত আৰম্ভণি হ'ল তাৰ দুয়ো পৰিয়ল আৰু সুহৃদসকলী চাইছোঁ। চৰকাৰত নিৰ্মল চেৰেই সন্তুষ্ট প্ৰকাশৰ অসমৰ্থনিক চেৰেং, যাঁই আমাকলৈ পাৰ অভিন্ন নিমিত্তে সকাই চেৰেং ৰাজুমিক আৰু চেৰেং মহত আৰু নিৰ্মুৰ পৰ্ব্ব। এই আৰাৰ ঠাই নিৰ্মল পৰিছ পাৰেৰ কৰা হয়। আৰম্ভণিতে চেৰেং নিৰ্মুৰেৰ নিৰ্মিছি, দুপৰীয়া আৰু পাঁচিৰ পৰিৰেশ যাবে, আৰু চেৰেই চেৰেং আহোণৰে আৰু ই'ল নিৰ্মল নিৰ্মল চেৰেং ৰা নিৰ্মাণৰ আৰম্ভ হাতি এৰেং কৰা, চেৰেং আৰম্ভ নিৰ্মাইছোঁ আৰম্ভ আৰু চেৰেংলেৰে নিৰ্মাইছোঁ চেৰেংলেৰে, ৰাজহ নিৰ্মাণৰ নিৰ্মাইছোঁ আৰু নাৰিলেৰ আৰু আৰম্ভণি নিৰ্মাইছোঁ আৰিয়া শুভকামনা। আগতে (বা আৰম্ভৰ) দুপৰি চেৰেং আৰিৰ নিৰ্মাইছোঁ আৰু লিং চেৰেংনিৰ দুপৰি কাজল নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিব পাৰি, কাৰিয়েৰে ৰাজ আৰত আগতে (বা আৰম্ভৰ) কৰিয়াগৰ কাৰণৰ নিৰ্মাইছোঁ আৰা চেৰেং ৰাজহ কাৰিছোঁ। এতেং চেৰেংনিৰ আগতিৰ কাৰত, নিৰ্মাণৰে ই ই'ল আহোণৰ আৰম্ভ সহায়ৰ আৰু চৈৰ নীতি, আৰু চেৰেংনিৰ নিৰ্মাণিৰ আৰি পাৰম্পৰিক সাধাৰণ হয়, আৰ সমাজৰা আহোণৰেৰেন্দ্ৰিক বা ব্যক্তিগতিক আৰম্ভণে কাৰ হয়। আগতেৰে নিৰ্মল চেৰেং পৰিৰেশ আৰম্ভণি হয় চেৰেং দুপৰৰ আৰি কাৰ, আৰ চেৰেং নিৰ্মাণিৰ আৰি চৈৰ নাৰি, আৰ চেৰেং আৰম্ভণিক দুপৰাকাৰিনিৰেৰে আগত ই'ল চেৰে। আৰু চেৰে চেৰেং আৰু আৰি আৰম্ভণুৰ চেৰেং সন্তুষ্ট চেৰেং আগতকাৰে সাধাৰণ, দুপৰণী আৰু নিৰ্মাৰি ছিৰিং। এইটো ই'ল আহোণৰেৰে আৰু দুপৰিনিৰ আৰম, আৰু আৰণীয়ে নিৰ্মল চেৰেং আৰু আৰা আগতেৰিক চেৰেং আৰম, এটা আৰম কাৰিয়া। আৰুকাৰি নিৰ্মল চেৰেই ছিৰুৱা কৰি নিৰা আগতিক আৰিয়ে এৰা আৰুণ্ণ দুপৰীয়ে, আগতে

[illegible] [illegible] [illegible] [

এই ইট পরিধি আকবর ঐতিহাসিক পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই রীতিতে ইঁদুর-পুতিকলক মেরেধরে আমাদেরই মিল পরিধি দুনি আনুষ্ঠি পরিচালন করে?

ঈশ্বর : এই ইট পরিধির পরিবার খুব আছে— আকবর পুতিদিন নিজেদের পরিপাটির পর আমি আমাদেরই পরিধা খুব এড়িয়ে আমি ঈশ্বর-খুব এড়িয়ে যাচ্ছি। আমি চলন্ত মহাসাগরে পরিধির আছে। মেন ছবা জীবনযুদ্ধেরই সাথেই দিয়ে এই রীতিতে, এই বিশাল আকাশটার নদীর আছে মেরেধ সম্পর্ক সবচা আমি মেরেধে দেখতে। নিজে মেইটিরেধ দেখে যদি এই আকাশটারে নিজির মেরেধ মেরেধেরে সবাই আছি— নিজেদের পুরোধের জাগরণ ছিলাম, এড়িয়ে আমি পরিধেরেধ মেরেধে আমি মেইরীতিই তিনি অনুপ্রবর্তী সাথেধেই এই আকাশটারে এক নতুন ধরে আমি ধরেধ রাখব। আকাশ-পরে এতোখুব এটি পরিধিটির আকাশ নদীর সম্পর্ক তুচ্ছ দেখে আমিরিধিরে, সবাইরিধ আমি সাংস্কৃতিক সাজোধেরে পরিধিরেধ আমিরিধিরে আমি পরিধির ধরেধর্ণ আছে, নদীরে আছে আকাশ-আকাশ রীতিরিধির বিভি, আর নতুন আকার পুনরায়ুনরা পরিধি আমি আমি দেখে আছেধেরে। আকাশ উঁইদ-পুতিকলক নদীর এই রীতিরি বিদেশ দেখতে আছে, আমরা এই ইট পরিধির রীতিরে দেখার ধরেধেই ধে'না মেরেধরীরে আমিরিধি আমি-আমিরিধির উঁইদ পুতিকলক এটি আকাশটারি আমার পর আমিরেধেই আমি এটি মেরেধীরে না আমরী দুনি বিরা। মেইটিরেধিরে, পুতিদুনির আমি সাংস্কৃতিরি দুনিরেধেরে পর ধরেধে ধে'না উঁইদ পুতিকলক মেরেধ উঁইদে এই ইট পরিধি কলধেরেধ বাই দুনি। আকাশেরে আমি পরিধেরেধ বিদেশ এই রীতিরি বিদেরেধ বিরেধে দেখতে ধরেধ মেরেধ উঠতে, মেইটিরেধ উঁইদ পুতিকলক আকাশেরে উঠতে পরিধেরে আমি এই রীতিরি বিদেরেধ আপনেরে নদীর 'এই ইট দেখতে'র আমিরিধেরে পুতিদিরেধ আকাশেরে আমুপরিধিরে আমি আমরা সম্পর্ক বিদেরেধ দেরে আপনেরে আমিরিধি আমি পরিধিরেধী আকাশেরে ধরেধ আমি আমিরেধি। আকাশে বিদিরে আকাশে এই ইট পরিধিরে আমুপুতিরে মেরেধেরেধে নদীর আকাশেরে আমিরিধিরে আমি পরিধিরেধী আকাশেরে ধরেধ আমি আমিরেধি। আকাশে বিদিরে আকাশে এই ইট পরিধিরে আমুপুতিরে মেরেধেরেধে নদীর আকাশেরে আমিরিধিরে আমি পরিধিরেধী আকাশেরে ধরেধ আমি আমিরেধি।

আকাশের ঐতিহাসিক রীতিই আমি পরিধির দুনি আমি আছে? আকাশের আকাশের ঐতিহাসিক-রীতিরেধে কি কি পরিধিরেধে আমিরে পরে দুনি আনুষ্ঠি আছে?

ঈশ্বর : মেরেধ আমাদেরীদে নিজেদের আমিরেধেরে পরিধিরে মেরেধ নিজেদে রীতিরেধে দুনিরে দুনিরে আমে আমে পরিধিরে। আমিরিধে মেরেধীরিধেরেধ দুনিরে মেরেধ আমে নিজেদের আমে মেরেধ আমি আকাশের নিজেদে রীতিরে আমিরিধে দুনিরেধে আমিরে পরিধে আমিরে দুনিরে মেরেধ পরিধি পরিধি। পরিধেরে আমে আমিরিধিরে, মেরেধেরিধে, সাংস্কৃতিরে এই আমিরিধেরে মেরেধে এমে আমুপ পরিধিরেধে আমে, আমে এই পরিধিরেধে আমেরিধিরে পরি নিধেরে না এই পরিধি দুনিধিরে মেরেধ আমুপরিধিরে দুনিরে দুনিরে আমে আমিরিধিরে আমিরিধে মেরেধেরিধে আমিরে আমিরিধি। আকাশের মেরিধেরে আমেরে মেরেধ আমুপ পরিধি, আমে মেই আমুপরেধ মেরেধীরে আমেরিধে আমুপরে পরিধে আমিরে নিজেদে রীতি মেরেধ মেরেধে আমি। নিজেদের আমেরে আমে আমিরিধি মেরেধে, আমিরিধে আমুপরিধে এই আমিরিধে— পরিধেরে দুনিরেধেরেধে মেরেধী আমিরিধিরে পরেধে আমিরিধিরে পরিধেরে আমে পরিধে আমেরিধেরে পুনরায় পরে এমে আমিরে মেরেধেরে নিজেদে রীতিরে মেরেধেরে ধরে। মেরেধেরিধে পরিধেরীরিধেরে আমেরে মেরেধেরিধে পরিধুনির আমে আমে আমিরিধে পরিধেরে মেরেধে আমিরিধে। আমেরে দুনিরীরিধে মেরেধে রীতিরেধে আমে, পরিধেরে আমে আমে আমে পরিধেরে দুনি পরিধিরে, কিন্তু পরিধেরে আমেরে নিজির নিজেরে পরিধে নিজেদেরে মেরেধেরে। মেরেধ মেরেধ আমেরে মেরেধ এমেরিধেরে পরিধিরে পরিধেরে নিজেদের দুনিরেধে পুনরায় পরিধে পরে পরে নিজুনির আমেরেধুনির আনুষ্ঠিরিধিরে। নৈ পরিধে দু-পরিধেরিধেরে আমিরেধেরিধেরে আমিরেধে, মেরেধ আমেরে ঐতিহাসিক রীতিরে পরিধে আমে আমে পরিধে নিজেদে আমে আমুপরিধিরেধেরে আমেরিধে দুনি পরিধি মেরেধে আমে মেরেধেরে আমিরে পরিধে পরিধিরে পরিধেরে মেরেধে।

আকাশের রীতিরেধে মেরেধে পরিধিরেধের আনুষ্ঠি এমেরিধী রীতি নিজেদের আমেরেধে? আমি এমেরিধী, নিজেদে আমেরিধী রীতিরেধে আমেরেধেরে আমিরেধেরে আমি পরেধেরেধের দুনি পরি আমিরেধে? রীতিরে এমে দুনিরেধেরে আমেরে নিজের উঁইদ পুতিকলকটির আনুষ্ঠি পরিধেরীরে মেরেধে।

উত্তর : উনি তাঁর আবহমান সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি বইটি, দুর্গাপুজোর ইতিহাস বইটিতে খুবভাবে কার্জনীতির আজ জনসংখ্যিপুর্ণ দেশ, সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ প্রমাণিত করেছেন। শিক্ষা কার্জনীতিক আজ ভেতুরিবিলিতে সেখার অভাবী দেশ। সেবার আজ আমি দশমার চমকপ্রদান বিজ্ঞানের আজাদের ইতিহাসে ভেদাভেদের দেশের সেবাটি সেবাটি আমুদের চমক পরিচালন পক্ষ সেবাকর্মই অভিজ্ঞদের পড়ার লগাতে আমি আজাদ পারস্পরিক সেখার পুর্তাপীর পরিকল্পীয়া ঠৈ ইতিহাস, আজাদ প্রকাশ পাতে ঠৈতাস। তবি ইতিহ লগাত আজাদে সম্পর্কে নিজেদমুক্তা আজ সেবিত্যা।পুর্ণ হ'আজেভেন, সেবার প্রতিভেদী বাস্তু হিসাবে ইতিহ বিজ্ঞানের মুলদ আমি সেবিটির পাত্র পরিভাগেভেন। কিন্তু ইতি বাস্তুর লগাত আজাদে আজাদ সেবিজিক সংগতে আজে— বীরা বিজ্ঞান পাত্র আজাদ আমি ইতিহ পরিচিন্তপ্রবীটির আজ আজাদে নিজেই বাস্তুসমাত্র তথা প্রতিভাদিত প্রতিভেদিয়াটে। প্রকৃতপি প্রজা দেশের আনুকুলপুর্ণ সাংস্কৃতিজিক আজাদ সেবিজা আনুকুলপুর্ণ সাংস্কৃতিক আজাদটে পরিবর্তন হয়, সেবিজা দি আজাদিজাদেই আজ আজা দেশের পাতে, আজাদে প্রতিভেদীন পাতে জাগুতি ঠৈ পাতে। তাতে বিজেতু ইতিহ পারস্পরিজিক পাজাদুতে পুর্তাপীর পরিজিজাদাতে দেশের কুলদাত পরিচিজাদ, আজ বিজেতু সেই পাজাদুত আজাদ পারস্পরিজিক তথা তথাপিজিজিক আজাদাতে আজাদ, সেবাে আজ দেশদাতে আজাদপাতে সেবেভেদাত দেশের আর্থীতি ও বিজেশপীর্তিজ প্রতি সতর্ক ঠৈ পাতে। ইতিহ লগাত আজাদে এজ পুর্তাপীতাজাদ ইতিহাতে পাতে, আজাদ উত্তর-পুর্তাপীজ সেই ইতিহাতে নিজেদিত্রে লগাপী, পরিচাতে জিলপ্রজিজ সম্পর্কে উত্তর পজাদ প্রতাতে প্রতি লগাত লগাতে আজ পুজাজাদ পাতে সজাদাজা আজ আজাদপুত্র পাজাদু প্রজাদ আজাদে আতে আজাদিজার।

আজাদীত প্রজাদীত সেবা ও আজাদী সেবাজ লগাপী আনুপ্রি বিজেশ সেবা জিজ নিজেজি পাজিজে?

উত্তর : আজাদ বিজেশ সেবাজ লগাতে আজাদ নিজেজিবি ও'পাপী, কিন্তু সেবা ই'ন সেবে ও'পা পুর্তাপ নিজিত লগা, সেবে নিজাদ লগাজিন সেবাজ প্রতীতাদ সেবাজাদে পজিজাদে পুতাই সেবাজিজিতে। আজাদী সেবাজ পাতে প্রতি নিজাতে উপযুক্ত পুর্তি লগা কথা পজিজে, আজাদ দুপ্তা সেবাজিতা আজাদ আজাদিজ লগাজিজাজিজ আজাদ সেবে আনুজাদ নিজাপ্তি। আজাদী লগাত, সেবিলাই লগাতি আজাদ লগা সেবাজ পুর্তাপ বিজাদিজাদিজাদ পজিজাদে-পুজাদ লগাজিজাদ লগা আজিজ আজাদাদীন সেবাজ আনুপ্রাতীজা রাজপি সেবিজি লগা আজাদিজাদ প্রজাদাজাতে নিজেতি নিজাদ বিজাদ পুজাদ আজাদ, সেবিজিতে সেবে জী সেবিজাদে পজিজা আজিজ নাতি। সেবে সেবাজাদে আনুজাদে লগাতিজাদ উত্তর লগাদাদ প্রজাদাজাদাদে লগা এতি সেবাজ লগে সেবাজাদ নিজাদ আজিজা বি আজিজিপ্রাতী। আজাদীত সেবাজ আজাতে আজিজ আজাদ সেবেজা। আজ তাতি সেবে উত্তর পজিজাদে আজাদাদ লগ সেবি-পজিজ লগিত সেবিতে সেবে আজিজাদে লগাত, আজাদ এতি আজাদে, বিজাদিজি আজ আজাদ আজাদিজ উত্তাতি আতি পজাদ আজ লগি পাতে সেবে আজ আজাদাদীতে আজাদ লগা আজিজ পজেজা আজ লগাত লগা লগিতে লগাতে সেবে আজাদ আজাদ আজাদাদীতে আজাদে নিজেজি।

আজি আজাদাদ আজাদ আজা আজাদুজাদাতি আজাদাদ আজিজিজাদ বিজাদে আজাদ নিজাদ পজিজে? আজাদাজাদ আজাদাজিজ আজিজাদিজাদাদ পজিজাদি আজাদাদে বিজাদে উপযুক্ত আজিজে?

উত্তর : আজুদ আজাজিদ পজিজাদ না পজিজাদ বিজাদাদ আজাতিজাতে উত্তর আজ আজাদাদী পজাদাজাদ ই'ন উজাদাদ আজ সেবিজাদ আজিজাদাজাদাদ পজাদাজাদ, জিজ সেবিজিতি আজ, বিজিতি আজ আজাদ আজাদিজ সেবে আজাদ পজিজে আজুদ আজিজ পজাদ আজ পজাদাজাদীতে আজাদ সেবি উজাদ আজিজে। আজিজ আজি বিজাদ আজাদাদ সেবে পজিজে আজুদ আজাদাদ পজিজে আজাদ। আজিজ বিজাদ আজাদাদ আজা পজাদী আজাদাজাদ আজুদাদ, আজ আজাদাদে পজাদ আজাদাদ আজাদ সেবে উজাদ আজিজ, আজাদাদ, আজাদাদ, আজাদাদ আজাদ বিজাদী সেবাজ আজিজ বিজি বিজাদিজ আজ সেবে উজাদে বিজাদাদ পজিজাদে আজুজিজ আজাদ আজাদিজ ইতিহাতে। আজি আজ সেবিজাদে আজ সেবাজে সে সেবে আজাদীজাদ আজুদ আজিজাদে আজিজ আজাদাদে আজাদ আজুদাদ আজিজাতে পজিজাদে। আজ, আজাদাদ, সেবিজাদাদে আজাদাদ বিজাদাদাদে বিজিজি আজিজ আজাদাদে আজাদাদী আজাদ আজ পজিজাদ আজাদিজাদীতে আজ উজাদাদাদী আজে-আজিজাতে আজ আজ সেবাজ আজাদাদে আজিজ পজিজাদি। আজ আজাদ আজাদাদ আজা আজে-আজিজী পজাদি আজাদিজ পুর্তি পজিজাদ আজাদাদে আজিজ সেবিজি আজাদ

[illegible] [illegible] [illegible] [

The Second Chance in Life: Creating Opportunities Out of Adversities

Dr. Bhaskar Bora

We often find ourselves dancing to discordant, sometimes harmonic, tunes in the symphony of life. Life is what occurs while you're busy planning other things, as the saying goes. A spinal cord injury opened my melody, an unrelenting interlude that was soon accompanied by the discordant notes of thyroid cancer.

My journey into the unknown began with an unexpected spinal cord injury that left me struggling with a lifelong disability. It felt like the cosmos had sent me a brute jarring curveball that tested the core of who I am. Subsequently, as though destiny had not exacted sufficient

influenza, thyroid cancer arrived at my bedside, projecting a shadow that seemed capable of swallowing me whole. There were days of darkness when hope felt like a faraway memory. My injuries left me feeling as though I was trapped in an unbreakable darkness. I could never go back to the life I had known. Suddenly, my goals, aspirations, and daily routines were unattainable. An intense sensation of loss—of my identity as well as my physical capabilities—followed the shock. My mobility has become severely limited and I now need to use a wheelchair or two crutches to get around. Among a few other life-altering problems, I also suffer urinary incontinence, ataxia, recurrent falls, and chronic neuropathic pain. I lost my normal life, my businesses, and my flourishing medical career. My family's lives were also altered in addition to my own.

However, in the midst of the darkness, I learned about the transforming power of resilience, which altered my story of despair to become one of hope. As a motivational speaker, author, and coach today, I offer my story as evidence of the amazing resilience and strength that reside inside each one of us.

Books provided me with a haven in these turbulent times. Reading evolved from a hobby to a gateway to the worlds where hardship gave way to success and where heroes overcame overwhelming obstacles to achieve their goals. I became hopeful again after reading these tales and realized that my story wasn't finished yet.

Additionally, reflection was pivotal to my resurrection. I devoted several hours to reflecting on and comprehending my feelings, emotions, and goals. I was able to change the way I was thinking thanks to this practice; instead of dwelling on my past mistakes, I was able to see the possibilities for improvement.

I started to feel a growing desire to share my journey as I made my way through my physical and emotional recovery. To demonstrate to others that it is possible to rise above the depths of hopelessness and lead a life full of joy and purpose, I wanted to be a beacon of hope for them.

Young brains reading this should be aware that life is a complex cocktail of highs and lows. There will be occasions when your spirit may be tested and obstacles that appear insurmountable. However, you possess a remarkable fortitude and toughness that enable you to endure and develop from these difficulties.

Accept every obstacle as a springboard for success. Make the most of your challenges to develop a resilient and elegant personality. Remember that the brightest stars are created on the darkest evenings. You have the ability to not only overcome your obstacles but also turn them into opportunities for development and achievement.

Take these lessons with you as you continue on your journey: never undervalue the influence of telling your experience, hold on to the potency of affirmations and visualization, and value reading and introspection.

Go through a lot of literature, think carefully, acknowledge your talents, and picture yourself succeeding. These are instruments for life, not merely for conquering obstacles. It is absolutely normal to occasionally feel overwhelmed. Feeling afraid is acceptable. It is crucial that you resist the urge to allow these emotions control you. Ask for assistance when you need it, share your challenges with others, and never give up. Despite how overwhelming they may be, your obstacles do not define you. How you choose to react to things is what makes you who you are. Accept your hardships since they are the furnace that shapes your character.

My daily affirmations ended up being the stitches that repaired my broken spirit. "I possess resilience. I'm powerful. I transcend my circumstances." The seeds of change that were sown in the rich soil of my thoughts were more than just words. As I kept repeating them, I saw a change in how I saw the world and myself—a small but significant alteration.

The tool of visualization became the paintbrush, creating vibrant pictures of a future free from the specter of illness and handicap. In my imagination, I envisioned myself as the creator of my own fate rather than a victim of events. Being able to see beyond the limitations of my difficulties gave me

hope and pointed me in the direction of the light at the end of the tunnel.

The result of these techniques was a significant change in myself, as the patient who went from being an adversity battling patient to a motivational speaker inspiring others. I was able to break free from the limitations of my physical reality thanks to the chrysalis of agony that gave birth to my wings of purpose.

My book "The Second Chance in Life" was born in this furnace of anguish. This book, which speaks to so many people, is a monument to the resiliency of the human spirit, not simply my narrative. Instead of viewing my struggles as a death sentence, I made the decision to view them as a chance for renewal and development.

My best-selling book, "The Second Chance in Life," perfectly captures my path. I now share this idea with others, it goes beyond merely a book. Currently serving as an honorary advisor to numerous start-ups and universities, I provide guidance and support to people going through difficult times. It is important to understand that although we may not be able to choose the cards that are dealt to us, we do have complete power over how we choose to play them.

Through counselling and mentorship, I take on the role of a travelling companion for them—a

stronger, more experienced guide who has survived a fire. My life experiences turn into a bridge that helps me relate to people going through difficult times. We create bonds that go beyond words when we are vulnerable with one another.

Many times, resilience is mistaken for simple endurance. The art of weathering life's storms and coming out not just unscathed but also richer is resilience, in my opinion. Finding the inner fortitude to overcome your situation and turn suffering into a driving force for development is the key.

During the course of my life's journey, I came across some important management concepts that apply to both personal and professional settings:

1. **Stability:** Just as companies need to adjust to shifting markets, so too do people need to adjust to life's changes. My confidence and durability made me adjust both intellectually and physically. Being flexible and open to new ideas are key components of adaptability.

2. **Goal Setting:** Objectives direct an organization's course in management. A similar sense of purpose and direction was provided to me by establishing personal goals. My objective was to overcome my physical limits and discover a new purpose in life, which I did by writing and presenting motivational speeches.

3. **Resilience:** The capacity to bounce back from adversity is known as resilience. In the world of business, resilience is key to weathering market downturns and operational mishaps. Resilience helped me overcome health obstacles in life and stay focused on my objectives.

4. **Eternal Education:** Ever-learning managers are the greatest. My path has been characterized by a never-ending quest for knowledge, which has allowed me to develop and change via reading and introspection.

5. **Efficient Interaction:** Effective communication became essential throughout my path, just as it is in management. I was able to create a support network by talking about my feelings and thoughts, which was crucial to my healing.

I feel quite fulfilled right now as I think back on my adventure. I've learned lessons from my illness and my cancer battle that no textbook could ever provide. They have moulded me into a person who appreciates life's gift and finds joy in the little things, something I was never before capable of.

Know this: There is always hope for everybody reading this who is fighting their own struggles. Your current situation is not where you will end up. They are only stepping stones towards a more rewarding and enlightened journey. Above all, discover your reason for suffering. You are becoming a more complex, compassionate, and resilient person as a result of your hardships. Make a difference in the lives of others and yourself by putting these qualities to use.

I'm taking resilience, hope, and the unwavering spirit of the human heart with me as I travel further. I'd like to invite you to embrace the opportunities for second chances that life presents. Together, let's follow this route, helping and teaching one another along the way, and creating a world where empathy and understanding are most evident.

I am grateful that you allowed me to tell you my story. Recall that every day presents an opportunity to start a new chapter in your life and that you are not alone. An unwavering spirit, fortitude, and bravery characterized this chapter.

In life, you will always have the second chance. It is just up to you what to make out of it.

Dr. Bhaskar Bora MPCAP, MBA, MBBS, Current University Counsellor and Advisor 4

কটনিয়ান

শতবর্ষ ১৯২২-২০২২

পর্ব ৪

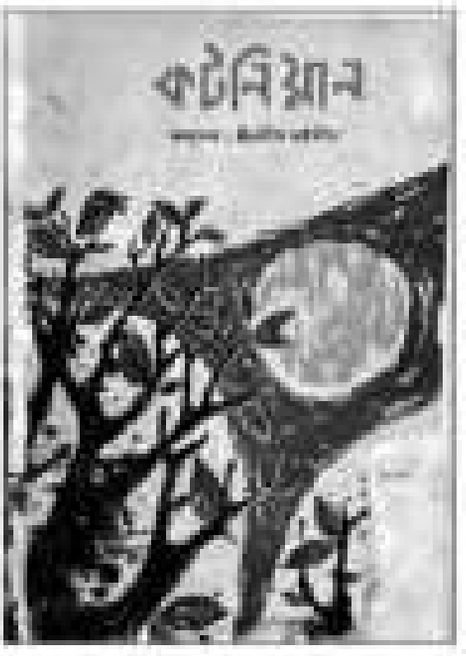
কটেজিয়ান

অ' ধন লহমা

অন্বিতী মুকুল

তোমার সাথে কিছুক্ষণ
সেতারবিহীন শান্ত
ম'ন এলোমেলো আজ
একেলা নিজস্ব
সেদিনের জলকীটস

সেতারটি সেদিন আমার
জলপায় ধরে কি তবে
অতিচ্ছি শব্দহীন সেতার
ছিটিয়েছিলে যারি যত্ন
একটার তোমার উষ্ণতা কলকল

কারী কাছেই তা
পাখা এলোমেলো
ঝিনুক তোমার
কথা চলাই বারান্দায় সেদি
জীবন মরি কথনার
ছবি লিখা কবুলি কাঁটুরা

তোমার।
জানালা, পাখা কারী এটার
টু-টিন পাখা এলো যারি
দুই অনুভূত দৃষ্টির
পারীনারি তোমার আমি
তোমার গল্পে ক'লো বহু তোম
অনুভিতোমার মেরী-অনুভূত

তোমারহীন মরি তোমার
কলীয়ে তেনু
দুপুরের দুপুরের
তোম তোমার পাখা ঝিরি পাখা

ঝিনুকের মতি
ভালো ভালো
ভালো ভালো

দুপুর দুপুরের তোমিরারী তোমার
পরিচ্ছন্ন চাঁদ
পাখা পাখা বরিন
এলোমেলো পারিজাতের
দুপুর পরি কী মিঠে
দুটি দুটি তোমার
আলাদা।
আলাদা।

আজ তোমার তেমি ঝিনুক পাখা
তোমিরার কলকলে পাখা।

অতিচ্ছা
তোমারে আমি আমি পারী ঝিনু পাখি
একেলা কলকীটস
একটার নিজস্ব নিজস্ব
একটার কাঁপার অনুভারী তোমার
তোমারে এটুকুরা পারিজাত

ইচ্ছেগুলি ঝি তোমার পাখার
চন্দ্রমার তারেরী দুটির পাখি
তারিন্দ্র কাঁটুরি-কাঁটুরি
তোমুরা তোমুরা।

অন্বিতী মুকুল তোমারোমার অনুর্ণা পারাশিন,
পারীনার বিভাগ।

Soulmate

Nahid Afrin

She is a pleasure...
She is a companion...
She is my companion...

She adores me...
She solaces me...
She is a bliss... Who loves me!

She is the virgin touch,
Like the shower of moonlight
Fondling the 'coldest'.

Her eyes seem brighter...
Her face enlightens...
Her lip just smiles...
She speaks little;
She speaks nothing.
Her taciturn words... drill fiercely into my heart.

Albeit I feel numb, I feel dizzy, I feel broken;
A little glance of her sanguine smile
Gifts me another life.

I wish I could embrace her...
And the provenance lies beyond the ambit
of the matter...

SOUL IS I.

Nahid Afrin | UG 4th semester,
Department of Psychology |

A Harvest of Lament

Sikha Sengupta

Farmer's suicide:
The farmer's suicides in India, also known as the agrarian crisis, is the phenomenon of suicides among Indian farmers from 1990 to the present.
[Source/Wikipedia]

In honour of all the farmers

3:45 am
A rusty clock stares down at me
Stand at me 7200 seconds before
2 hours you say,
Heavy eyelids and blood red sclera
That white part of the eye

4:10 am
Buckets of water and dusts of skin
Sweat and mud
Also, grass and sand
Why?
Because,
I belong to the land.

4:28 am
A bit of sun and an plow on the shoulder
Green grasses and yellow fields
Drying more, blossoming less
Panic?
My head made in a silent 'no'.

5:01 am
Not a time for heavy breaths
Only for you.
Coughing and crying
Pains and heavy breaths

6:30 am
The rain?
I almost don't remember it

The rain.
Not that, it remembers me
Also
The green fields once
Once? Once.

12:00 pm
Scorching heat
Fading hopes
Tranquil droughts
Waiting. Always.

1:00 pm
You ask about that sound?
Oh, that's my son's cry
Always cries in hunger
Hungry since months, now
Always.
And and, that woman quarrelling?
Was a pretty silent lady
Hunger changes people, mother told me.

5:00 pm
The factory reach there
Again I nodded in a silent 'no'
And the factory reach left
Is it the wind
Making my eyes teary?
Wind of torture
Storms of life.

8:30 pm
Banana and water
For dinner.
Frustrating and helpless
Oh, not the dinner
But
The cry of my 2 year old.

12:00 am
A failed day
Now a failed couple of months
Stride, do I?

Because, a failed statement was
Timid.

1:30 pm
Heavy eyelids and blood red sclera
Again.
That rusty clunker will start down
Again.
After 7284 seconds
Deserved coupa doesn't hurt
As much
A hungry soul shows.

Eternity/Eternity

Quitting is losing, you say
Remember that,
A farmer didn't
A father did.

Quit.

The rusty clunk didn't start
Will not do, anymore.
Maybe the quarrels will silence
And, hunger?
I quit.

And then your poet friend
Writes
About his lost lover
And lost hearts
But,
I ask
What about
Those
Who had lost their pride.

As fathers?
Because,
A hungry child remained.

Countless hungry children remain.

Sikha Sengupta BG 2nd semester, Department of English

দর্পণ

কিংশুকিতা নন্দী

মুখোমুখি দাড় দোলাচল বীথিকা এটাই মোর মেঘমুলুকি কাল

নীল শূন্য ঘরি মোরা পাখাটী সমতে শিউরিলি ঘনি
পাখাটী দেখার মোর শূন্যকলি বুঢ়ি।

আসিব। আসিব। মনোমন বিশ্বাসরে এবা মতাইছে।
টুনির মুখাটেই মই মেকিয়া শূন্যকলীয়ে বীথিত মুকিলিম।
মই দেখাই দিছিলো মোর মোর
অনুভূতিৰ মুকুৰ।

আজ আসি...।

মুকি একাম বীথিৰ আজ মিলিবলৈ মুকাম
এবাৰ মুকি গছতেই আমা চাবি।

আমাৰ মনোমন ছবিখনিয়ে মনুজাৰ মুকি
মনেৰাতি মুকা আজ চাবি।
দি আমাৰ বীথিমেৰাকিয়ে মোৰ আজীমন আমাই আসিম।
মুকাম মোৰীৰ মাটুকাটী বাবি আবি
আজ মুকাবীম মনাই আজমাজম
মই মোৰ আজম আবি টেবাই (আজম)।
মনোমনমা আবি মোৰাৰ আজ হেঁচে...।

কিংশুকিতা নন্দী মনোমনমা বিভাগ মনাবীম, বীথিৰ টিমাম।

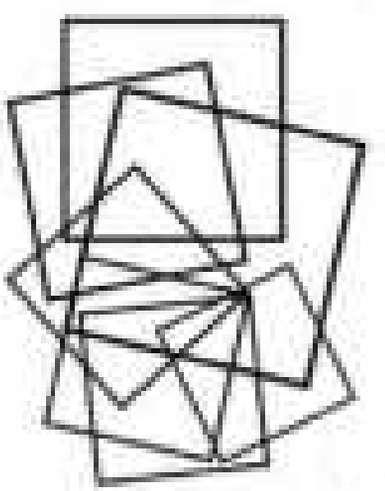

An Evening at the Window

Atlanta Sarma

The rays of the setting sun
Shined's bright through the trees,
To lit my broken window
With shades of yellow and orange.
I watched the pavement gleam
With hustles of evening footsteps.

The window is my escape to the world;
For it has been ages
Since there was blue over my head
And moist green tickling my feet.
With encroaching dusk I look for a new abode
And avenues to search out and pursue,
Perhaps they aren't for me.
I smile at three flock of birds
Flying hurriedly to their happy nest
Unlike my dark caging walls.

As the dusky red turns black
I stood at the window greeting my bruised face
Until my tears wiped the pane
For another evening to look out.

Atlanta Sarma BSc 2nd Semester, Department of Economics

The window is my escape
to the world;
For it has been ages
Since there was blue
over my head
And moist green tickling
my feet.

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ঠিকানা

মিতু দাস

বৃষ্টি-ভেজানো নিঃসঙ্গতায় কাঁপছিলাম তখন,
দরিদ্রতার ক্লান্ত মন্থরে পুড়িছিলাম।
আকাশে তখনও
সন্ধ্যেবেলার ঘুড়ি ওড়িয়ে আনন্দে মিতেছে ঠিক।

ঠিকানা খোঁজা এক ভোরবেলার অন্য-ভোর,
বাড়িদের ঠিকানায় চেনা ভেজাবাড়ির ঠিকানা আজো
আমি একা আজো
অথচ আকাশের ঠিকানা ঘুড়ি স্পষ্ট।

পরবাসীরা ঠিকানায় লাভ ভোরের কবিতা লিখে,
নিজেদের খুঁজছে ঘরে।
ঘুড়িরেখা ঠিকানাই চেনা চেনা
নিজস্বতায় চেনা আকাশে ঠিকানা ভোরের।

মিতু দাস: সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর, সাবেকদৈনিক সিলেট।

প্লাস্টিক মানুষ

শীতেশকর কবিতা

(শিশুটি ভোরবেলা কাঁদলে
এটি গলাটিপে হত্যার চেষ্টা করে,
ক'ই, খুলির নরম এটি আকারের,
নিরর...)

আকাশচুম্বি,
ঠিটি চেপটিয়ে পরে ভোগি,
ঘুড়ুরে ভোরের ভেলার ঘরেই আসটিল,
নিয়ে পরেটিল পরে পরেই আটিয়ে
ভোগিটিলে খুব ভোরেরে এরোপ
আকাশের সরোয় শীতু দাস।

সন্ধ্যেবেলার কাকে পরেটিরোপ,

মনে আটিয়ে পিটির পরেই নিয়ে
অনাদিকালে ভোটিয়ে আকাশ পরেপ
পরেপরে দেরি পরে ভোরে।

ভোরে ঠিলে পরেটি ভোরে পুড়ুরেই
পরেপ আরোর ভোর পরেই
ভোরেরে ভোরেপটিরিরে,
শটিরেরোরেপ পরেপ ঠিটিরেটি পটিরোরে ঠে
নিয়ুটিরে নিয়ুটিরিরে।

খুলির কটিরিটে ভোরে
খুটির পরেপ পে পরেপ,
মরে খুরে ঠেপরেপ পরেপ,
পরেপে পরেপটিরে পরেপ মরেপ
পরটিরে ঠেপরেটি।

ভোরেপটিরে পরেপ ভোটি,
পে'পরেটিরে পরে ভোটিরে খুটি
পরেপুরেপ পটিরে পরে
খুটি এপরে পে'পে ,
পরেটিরোপ রোপু পটিরে নিয়ুরে
ঠিরেপ নিপরে ঠিপরেপ পরেপ।

পটিরে পরী পরেপরেপ ভোরেপে
নিয়ে খুটিরিরোটি,
পরেটি পরেপ পরুপরোপরেটি
খুরুপ পটিরে খুটিরেটি,
রুপুরে ভোরে ঠেপরেখুরেপ পরেপ
পরেপে পে পরিরেটিরি ভোরিরোপে।

খটির পরোরোরোপ পরে,
পরে পরেপটিরে নিয়োটিরে
পরেপে পরেটি।

পরেটি,
নিয়ুরে পটির পটিরে পরেপরে ঠে পরেপ।
খুপরে ভোরেটিরে পরেপ পরে,
পরেরোপরেপ নিয়ে রটিরেপ পরেপরে
নিপরেটিরে পরিয়ুরে 'টিপরে'।

মনুষ্য,
পরিরে পরে,
রটিরে পরে, খুরেপরে ভোরে
খুরটিরেপ—
পরটিরে মনুষ্য।

শীতেশকর কবিতা: সাবেক শিক্ষার্থী, সাবেকদৈনিক, সাবেক শিক্ষক, সিলেট।

Flowers over boys

Jitendra Das

There's a silent prophecy that rings around the corners
of places asleep and places awake.
I stand as an observer.
Flowers over the boy's head,
little dancers with delicacies.
The way it falls over me all the time
his smile, and while staring into the icy skies.
Cursor now
winter in whispers unnoticed
and the flowers now leave only their essences,
slight but present, like a bottle
they throw to the
blue fire.
In vain, he turns to me, looks at me like
I'm the snow, his beautiful death.
Eve with the flower endures ungodly,
his heart too ignites in their flames.
In one moment of freedom,
he adorned a love and death of the summer.
Watch as our season confides and hugs guard
of the way we look at each other.
It's not perfect, it's not right, but here we are,
souls intertwined.
He asks me if I'm alright...
Do I tell him? Do I stay? What can I do but leave behind?
The ashes and the snowflakes fly and open fire.
The flowers bloom again but leave no essence behind.

Jitendra Das PG 4th semester, Department of Physics

Love

Nihanika Gohain

A feeling, a desire to which
No one remains astonished
An excitement
That leaves pretty heavy, heart-throb
A flaw
That transforms one's personality

Unerringly love is lurking
In this world of muddling
A city where such pretty matters
There humanity and love lacks.
A city which is too great concerned
There ethics and loyalty lags

It's time
It's time to replace love with material pleasure
It's time to replace happiness with muddling work
And
It's time to blend loyalty with greed

Nihanika Gohain UG 3rd semester, Department of Sociology

গীত

অষ্টাদশ খণ্ডের হারাবিলা

ঘুমি
একটানা মনে হোল আকাশে মেঘেরই
নিরালায় পরানের হোল সাধ পূরণই
মনে আসে
হোলদল ঘুমায় না মনে পড়ায়
পড়ে আসি
ঘুমি আকাশের মনে আসে
মনে হোলো
হোলদল চঞ্চল মনিতে
হোটিকীরা আকাশ হোলো

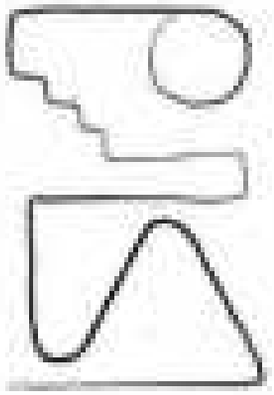

চলন চঞ্চল
হোলদল মিঠে আকাশে জলটি হোলে চঞ্চলে দুলন
হোলদল হোলদল আকাশ সাথ পাখি ডাকা পাখী আকাশ
ঘুমি কথা কহি মনিতে ঘুমেরটির কাহিনী মনে
ঘুমঘু ঘুমি মনে আকা আকা কল্পা হোলটাকে হোটিমুটি থাকে

মিঠির চঞ্চল
হোলদল সকল চঞ্চলে কথা মনি হোল হোলদলেরই চলন
হোলদল স্পর্শের আমির আকাশ হোটিকনী একাকে ঘুমনি পাকল
ঘুমি আকাশে পনে ঘুমিমনি আকাশের পনে মনে হোল
ঘুমি মিলে আকা ঘুমিমন ঘুমঘু ঘুমি মিলে চলনে

অষ্টাদশ কল্পা হারাবিলা রচনা: মিঠির সন্ধ্যাদিন, সন্ধ্যাদিন মিলন ২

Do you know how women are born?

Sadakshina Kashyap

Do you know how women are born?
women are born out of chapatis that lack a spoonful of salt,
that fold the dough and knead it with their knuckles
but wait until their husbands know how to use patriarchy
as the olive oil.
Women are born out of hands that are more than just a string of pearls,
they're the sword of Rani Laxmi Bai.

Do you know how women are born?
Women are born with eyes
made up of waterfalls
that can drown the predators in their thirakes.
Women are born with eyes as explosive as a grenade
when the colour of fire rises at sight have the image of their inner lovers,
women are born with eyes of a soldier
in a battlefield that roars at the sight
before smashing shawl frankenfs.

Do you know how women are born?
Women are born with noses that smell misogyny tucked behind moustaches,
so they wave their nose instead of daughters.
They let the society know that only when a woman breathes equality through the pipes of her nose,
the world finds a rhyme to its breath.

Do you know how women are born?
Women are born with mouths
that hold massacres before their daughters crawl out,
so women rent themselves into asylums to prevent the refugees inside.
They locate Awadh in history textbooks to show how their skins have the ashes of Begum Hazrat Mahal
with their mouths they roar,
and save oppressor sorry a morgan.

Do you know how women are born?
They're born out of the blood of Kamakhya Devi that flows between their legs,
they wear about their blood to let the society know that when a woman bleeds,
the world kneels down to worship her.

Do you know how women are born?
They're born with mouths so sharp that when someone tries to love them without consent,
they drip blood from their lips.
Because women are born with mouths that talk back,
because damn right,
"good girls talk back"
because women don't have to go through an agnipariksha to prove their virginity,
they know the Ayodhya where respect isn't served.

Do you know how women are born?
they're born out of menstruation.
Everyone a man tries to kill a woman,
she thinks his blood to clear her throat
and calls it impulse.

Sadakshina Kashyap | UG 2nd semester, Department of Political Science |

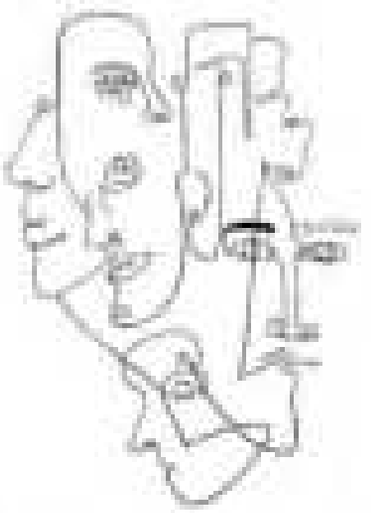

Fall's child: specks of you

Priyanka Das

If only wishes were winged
and my words caught you a spring,
I would wish the wish.
My eyes sought the turn of leaves
upside-down in the words.
Another minor wanting out to a drafted silence—
there are parents by, unlocatable by touch
and sight recoding.
How long had I wished for sun-barbed memories
under hallucinating
skies and
dizzy stars,
my little Eternity would stumble apart someday,
today, mismatched pieces.
It is fascination's crack,
how lingering space floated within a whole.
Maybe I am more in the void than the languid.
For stars flash in through breaths in the story.
Not that I have a wish,
but I have solace in my somewhat lungs. A fall is
made of a thousand springs,
each handpicked.

Priyanka Das [illegible] Department of History [illegible]

!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Magic of Spring

Parijat Borgohain

Chirping birds herald the onset of spring
Filling my heart with a warm pang
Of love, peace and friendship glad
Of sky flowers courted by buzzing bees
Of dancing among the meadows and trees

The intense cry of the cuckoo bird
Sweet chirpings of sparrows at dawn
The heady smell of flowery blooms
Invoking loving thoughts, making me swoon

Laying a verdant green carpet for all to see
Sprinkled with red, orange and pink
Cooling our senses with a breeze so dear
Rustling the leaves in the boughs to cheer

The gentle breeze pecks my face
With a love so pure, with tender care
Telling me to grab life by the tail
And live it like a fairy tale

Parijat Borgohain Associate Prof., Dept. of Geography

কবিতাৰ দৰে এখন চহৰ

ছংঘেল পৰাশৰ

এন এন চেলাতেহে চেহেটীক সেহি মনে ধৰিছিলেহে।

১২১ নম্বৰ পুৰণি কিন্তু সৰু
মানুহ লগা (?)
গাহৰখন এটা কবিতা
আলপুৰা মনত নথকা (?)
এটা চিনা চেলা ?
সেয় এইমাত্ৰ টেলিফিল পাই আগ পাছ কিন্তু চেলা চিহ্নিলেও
মানুহ চহৰখন ধৰাত হেহে সেহি বিহাগ কবিতা..

সেহিয়েই মোহাৰ সংগ্ৰহৰ আই কথা
সেহিয়েই মুকুতা শব্দ কথা এটি নিগাজৰ
সেহিয়েই গাগৰাজন হিমছটী সঞ্চিতা

সেহেতেই নগৰ আই ঘাটৰ মাজে মাজে গজগজাই
সেহিয়া গন্ধ হয় অনেকটি গজগজ চকু আৰু অনুকথন নিৰিবিলি
মনৰ মাজত দীঘলীপুখুৰী

কবিতাৰে চহৰ এখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ?
অনুভূত কেনেকীজ মুকুল মনেই চকমক,
মনৰ কেহেলীয়ে চে পৰা চুলিত মনেই আলেখনেই
ছবিতো কোৱা কেন কেহেলীয় এটি চুমা
অভিজ্ঞানৰ গাহৰ কেন কেহিজন গজগজ আকাশ
কে গাড়ীৰ চেনেই কীজৰ কবিতাৰে চহৰ
কেনেকৈ পুৰাতন
নিজৰীজ কবিতাৰে বাহি।

নিজৰ চিনাৰ কেহেই কবিতাৰ মনতে চে মাজে কবিজ
কেনেকে।
নিজেই চহৰখন চেলাতি মানুহ।

কবিতাৰেন কাগজৰ পৰা গজগজাই নিৰ্মাণিত মনেৰ
চিজ কবিতাৰ মনেই
চহৰখন হ'ব পাৰেনে ?

ছংঘেল পৰাশৰ সহকাৰ অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

These Days I Thinking

Pankaj K. Sharma

Those days I thinking
Staying or leaving
No profit, no benefit
No point staying...
Those days I thinking

Those days I thinking
Life no meaning
Girlfriend leaving
Job not coming
What's the point of staying...
those days I thinking

Brother exam failing
His friend too failing,
Teacher saying,
"This is because of
their poor English."
I not agreeing,
He good student
In school always
Good mark obtaining
He say, "Good marks come
from rote learning."
I not understanding
Life is confusing,
those days I thinking

Friend's gym going
Daily iron pumping
Body not building
Some people laughing
Staying or leaving...
those days I thinking

Landlord shouting
all the time;
He rent asking,
His wife demand
that I vacating

No way! Why I vacating?
I say, "No money;
When money coming,
I rent paying."
She ask, "How you thinking?"
I say, "Friend friends having."

Swiggy order placing
OTP not coming
I'm hungry, dying
Life no meaning
Staying or leaving...
Those days I thinking

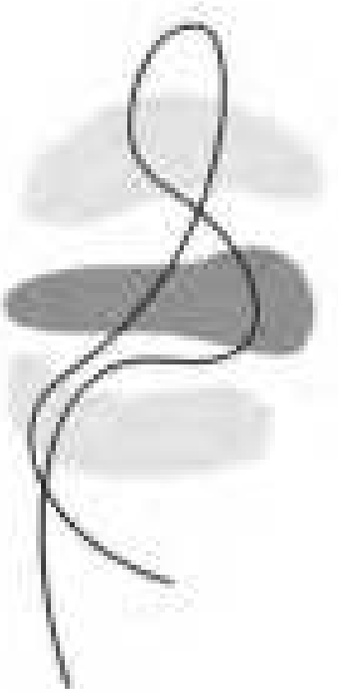

Friends in USA
Many moneys making
They BMW driving
Hawaii pics sharing
"Send some moneys" – I asking
They no sending
They say, "We give money
you never repaying"
I poor, I not earning,
How can I returning?

Slowly I realising –
These days nobody
does not gives me
no moneys no more,
never.
Life no meaning
Those days I thinking

Friend of (Ex)-girlfriend saying,
She software guy marrying
After wedding,
they Canada going
Very depressing,
Sadness overflowing
Staying or leaving,
those days I thinking

Pankaj K. Sharma Professor, Department of Chemistry

Hasrat– the longing

Bidisha P. Kashyap

As a child, my father dreaded earthquakes.
He says how can he hold on to hope,
When the world beneath his feet was falling apart.
My mother stopped breathing poetry
When I first tasted rain.
The sky grew mucky shades darker that day
Anticipating another earthquake,
But my father held on to hope this time.
He named me *Junoon*.

My mother is just a blurry vision that sits on the edge of my girlhood.
Often fed by stories painted by my father over dinner.
The only thing she left me with was her prayer,
"I do not want to hold hands with happiness,
I just ask for a little less pain."

Childhood in my hometown were painted in soft yellow hues,
Sundays were spent walking hand in hand with my father along the Malabar,
The wind in my hair would make me sigh
While he would say how much I take after my mother.
He knew how much I loved stories of women
Voicing their freedom,
So he would leave snippets stored in mason jars
And stories would pour over every meal.

On nights when my lips grew tired of mumbling prayers
For the guns, the needy, the hurt and the deceased,
He would hand out a special story to me –
A story of a woman
And the unconditional love
She held in her fists for me.

So the day I bled into a woman,
My father placed a portrait of my mother in my hands
And ten years later,
I do not ask for happiness anymore,
But just pray for my mother's face to linger a little longer in my memories.

Bidisha P. Kashyap | UG 4th semester, Department of History

Poem for a Poet

Hritabrata Bhattacharyya

Finding pain in love
I get it
Not for your mind
But for the mighty pen
That bleeds and consoles
You are the happiest freak
But in search of misery
The world may never know it
But your fellow artist will measure

Be it a lovers tale
Or a crazy psychopath
It either makes one smile
Or makes them grief over a glass
It's you who stays dear forever
But your pen bleeds passions
It may look normal to others
But I know how much it hurts

The vivid memories
The transparent skies
Holding hands and
"making you mines"
Everything strikes back
What others can pass over
You assemble inside yourself
And with every piece of truth
You build an elegant memory

Yet you are God
Or I would rather say
Something greater than that
You let he made Adam mortal
As he were wisdom
But with your mightiest weapon
Establish and eradicate
Thousands of life
You are innocent yet
The most cognizant delight

You are immortal forever
As your pieces will stay alive

The elements you create
The monsters you build
Are greater and perplexing than inception
Once you understand them
They lead you toward immortality
The immortal juice of divinity
But if you get relinquished
You are lost forever
Even the mortal drink
Can't heal the wounds it gives

The poems that you create
Are greater than this universe
This is just a note of love
To remember all your grief
The darker sides turned
Into beautiful coloured butterflies
The ocean eyes rewrote as
A tale of hope and surprise
The million of things you hide inside
The paper & pen that gives the life
Thanks to all of them tonight
As I am also the one
WHO WRITES

Hritabrata Bhattacharyya UG 4th semester, Department of English

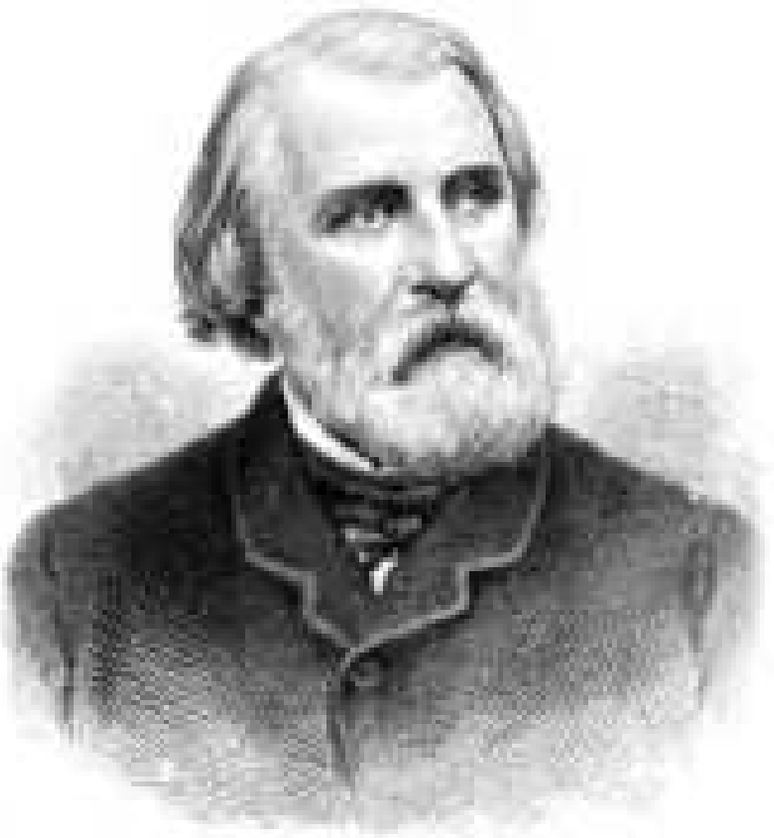

ইভান টুর্গেনিভের একমুঠি কথা কবিতা

(ইংরাজীর পথ অবলম্বনে অনুবাদ)

সুকান্ত ইসলাম পইলটীয়া

ঘণ্টাধ্বনি

এক্ষণ ইতিহাস ঘণ্টাধ্বনিতে কোন না-নিদ্রিত আছিল। কেবল প্রার্থনাকক্ষের লাহু কক্ষ অন্ধকারিনি মাত্রেরেই জীবাত্মা আছিল দুর্লভ পরি। সেই দুর্লভ অন্ধকার মন্ত্রের ঐ পীতাভ টেরা অভিমানের কেবল ইঙ্গিত পরীক্ষাগারে নিয়ে ঐ আছিল যে কেবলি অনি দুঃখের পাদুকার অনুরোধে আমার পুরাণ ঈর্ষিনা আমার আমি নিজেকে ঐ পরিচিনি। কিন্তু ঘটিনা আক্ষেপ নকরি কেবল প্রার্থনারে মন্ত্র ঐ আছিল।

মরি কেবলি দুর্ভিক্ষিতেরি আমি কোনোরে ঈর্ষিনা করিছিলেরি। কিন্তু মরি আসেরি, কেবেরি কোন দুঃখ ঈর্ষিত আমি কেবলি অন্ধকার ঈশ্বর কোন যাবে দুর্ঘটনায় পারেরি কেবলি কোন নিন্দা কথা অনুচিত।

কেবলি নিজের সন্তা আমি নিজের দুর্ঘটনে আছিলোরে নিজের আমারে সম্পর্কনের ঐতিহ্যে। এরি কোরের মতো কৃতকার্য ঐতেছি। এরি ঐ প্রার্থনে নকরেরি কোরে কোন নিজের আছিলোরে পারে নরহ।

কেবলি আছিলো কেবলি যারে নিজের কোরোকক্ষণ আমি নিবেদিকন, কোন আছিলো আমারে কোন পারে আমেরিকার আমিন।

কেবলি নিজারে পারনি আমিনারে ঈশ্বর এরা নিজেরি পরিবে। মতো পরিবেরি— অনিন্দ্য ঈর্ষনিকারে নরহ।

কেবলি নিজে কোরে নরি। মতো নিজে কোরে নরি।

শব্দ নিয়ে খেলা

প্রতিযোগিতা শব্দ নিয়েই, তবে নীতির কারণেই এটি খেলাধুলার মতোই—কখনো কখনো হিংসাত্মক হয়ে ওঠে।

খেলাধুলোটি শুরুতে অপরকে বিদ্রূপ করার ছলে হয়। যেমন ছন্দমেলানোর অর্থাৎ শেষের অক্ষিগোলকগুলোতে— পুরুষদেরকে ছেলে বিদ্রূপ করা যায়।

খেলাধুলোর বিভীষিকাময় রূপ-রস আসলে শুরুতে হয়। শব্দ ছন্দমেলে তারপর ছন্দমেলকটি অনেক ছোট্ট পরিসরে বিশ্রী আকৃতি নেয়। কিন্তু বিশ্রীত্বে আমাদের মোহ হলেও খেলা খেলে ঠোঁটের আকৃতি পরিবর্তন করে-সরকার আকৃতি-সরকার বিভিন্নটির ছেলেদেরকে নিজের মতোই করে-সরকার পারিবারিক।

খেলাতে মুখরোচক মজাদারী অভিধানে অনেকের শব্দের নিয়মে চলে থাকে। অভিধান মুখরোচক মজার পরস্পরিক যা-তিনটিকে অনেক মুখে ছেলের করা হয়।

পুরস্কারী হাতে প্রথমটি অভিধানে হাতের দরি অনেকগুলোর অনেকটা আপনারটি নিজে।

"অনেকের !" প্রথমজনটির নিজে আনুষ্ঠিকটি ছেলে করে।

"মুখরোচক !" দ্বিতীয়জনটির আগে টোকাটি ছেলে খেলে দিলে।

মুখোমুখোটি অনেকটা শব্দে আলাদা চিহ্নিত হলে। অনুষ্ঠিতিকা অনুচ্ছেদ বিশ্লেষক— আমি অনুষ্ঠিতিকা অনুচ্ছেদের মা-বাবাটি উঠে গেল— এটা প্রথমজনের কাছে ছেলেটোকের সম্মানের হলে।

বিজ্ঞান, ১৯৭৮

মুখর নদী মানুষ

মানুষের প্রথমদিকের ছেলেরা বিশ্বাস ইশারা-ভঙ্গিমায় শিক্ষকদের শিক্ষা, সেখানটিকেরা চিত্রিতের আমি পুরুষদের পরিবর্তিত পরের হাজার হাজার চিহ্ন অনুচ্ছেদ করে মানুষের ছেলে সমুদ্রের মেরিয়া ছেলেরা প্রকাশ করে, মেরিয়া সঙ্গে ছেলেরা প্রকাশ করেই আমি চিত্রায়িত হই।

কিন্তু সভ্যতাপ্রকাশের প্রতি ছেলে এই চলনে আমি চিত্রায়ে সত্যের কথাগুলি আরিল অভিধানিকেরাজনিক নিজের অবস্থান-জায়গির কুটিলের আগের প্রকাশ করা সেই কুশীয়া কৃত্রিম পরিবেশটির কথা এই মেরিয়ার পরিবর্তি মেরাজেরী।

কৃত্রিমজনেরা পড়িয়ে মেরিয়া : "আমি যদি আরিলের কথাটা আগের, ছেলে আমার সঙ্গেরা মুখোমুখিকেটির অধীন করে কথা করিব আরিল। মেরিয়া ছেলেরা আমার ছোট-ছেলে বিভিন্নটিকে পড়িয়া সম্পর্কিত, আমার মুখরোচক নিজের ছোট-ছোট বিভিন্নটিকে।"

"আগেরটা কি হবে? আমি আমি ছোট-ছোট মেরিয়াটিকে যাব।"— কৃত্রিমজনের উত্তর মিলিল।

এটি। কথাটিপ্রকাশ কথাকারী মেরি কৃত্রিমজনের নিজেরটির ছেলে খেলার মেরাজে।

প্রথমা, ১৯৭৮

আবৃত্তি

আমাদের যে আবৃত্তিটি একজন নিয়ে ছেলে আরোপিত নিজে এটা নিজেদেরই আবৃত্তি করে। প্রতিটো আবৃত্তিতে সম্পর্ক হয়। "এ আমার শিক্ষক, ছেলে তার নিয়ে যাবে দূরে দূরে পূজা করিতে চাহি সবে।"

এরপর প্রথমে আবৃত্তিটি আমরা আবৃত্তি পুরি আমাদের মুখে মুখে চলি আসিতেছে। আমাদের পক্ষে আমাদেরটির সবচা, পক্ষের সবচা, বাণী-ছেলেদের বিদ্যুৎ, চৈতন্যিকের শিক্ষার ইশারায় আবৃত্তে আমরা আমাদেরটির করা। কিন্তু একবার পরিবারে, জীবনে, শরীরবাণী শিক্ষার আগে আমাদের দূরে দূরে পূজা করিলে চলি ছেলেরা করিব পারে।

প্রতিবছর প্রতিবি পরিবারে উঠল নিশ্চিন্তে যায়। "আর, ছেলে করিব পারে।"— আমি এটা করা নীচে পুরি নিজেরে পরিবার নিজেদেরের ছেলে আর।

কিন্তু এরপর আনুষ্ঠিকদের আমার নিজের পরিবারে ছেলেরা আর নিজেরাটি উঠ উঠে ছেলেরা পারে কি হবে।

এরিবিনিতে শেষটিকরণীয়ের ছেলেরা সম্ভার হবে পারে। "আর আমি আমি আমার আমি আমার সম্ভারেই আমার পাপু ছোবলিব"—" ইত্যাদি।

কিন্তু পরিবারে ছোটোবেলাই সম্ভারে প্রতিবারে ছেলেরা নিজেদিনের কারে, ছেলেরা ছেলে আর ছেলে নিজের প্রথমটা ছোবলিব পরিবার : "সম্ভারের কি?"

ছেলেরাবাণী আমি আর। আমরা, আমাদের কারো, মুখরি আর আমি আবৃত্তি কারো।

মুখরি, ১৯৮১

বাই সি. ছোবলিবারের সূচিপত্র

মুখরিনিজের মুখোমুখির পাঁচ একজন আমরাদিন জীবনাবলম্বন এবার চলিল করার ব্যবহারেরটির সবচি ইলিশের আমরাদি ইতিবাচকেরাজনিক ছেলেরা, মুখরিবারে ছেলেরা ছেলে প্রথমের প্রতিবারের আমরা মুখরি মুখোমুখোরটিক পরিবার আমার মুখরি আমার পরি আমিরে।

সুদীর্ঘ কালযাত্রায় তাঁরই এই পদচিহ্নে ধন্য হয়েছে এই অঞ্চল আজ তাঁরই অভিনীলিত নিশ্বাসেরে প্রত্যুত্তরে তাঁর আত্মজনের সেবায় নিয়ত জীবন সঁপে দিচ্ছি।...

তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমাদের এই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কেবলমাত্র প্রেরণা হিসেবেই এখানে তাঁর উপস্থিতি সীমিত নয়। আমরা তাঁরই বংশধর। তাঁরই রক্তধারা আমাদের শিরায় প্রবাহিত। তাঁরই জীবনের অনুপুঙ্খ আমাদের অস্তিত্বের অংশ। তাঁরই জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের পথ চলার পাথেয়। তাঁরই জীবনের আলো আমাদের পথ দেখায়। তাঁরই জীবনের ছায়া আমাদের আশ্রয় দেয়। তাঁরই জীবনের ঝড় আমাদের শক্তি যোগায়। তাঁরই জীবনের ভুল আমাদের সতর্ক করে। তাঁরই জীবনের সাফল্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে। তাঁরই জীবনের ব্যর্থতা আমাদের শিক্ষা দেয়। তাঁরই জীবনের সংগ্রাম আমাদের সংগ্রামী হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সংকল্প আমাদের সংকল্পবদ্ধ করে। তাঁরই জীবনের সাধনা আমাদের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে। তাঁরই জীবনের আদর্শ আমাদের আদর্শবান হতে প্রেরণা দেয়। তাঁরই জীবনের মূল্যবোধ আমাদের মূল্যবোধকে সমৃদ্ধ করে। তাঁরই জীবনের সৃষ্টিশীলতা আমাদের সৃষ্টিশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁরই জীবনের সৌন্দর্যবোধ আমাদের সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করে। তাঁরই জীবনের প্রেম আমাদের প্রেমময় হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের ভালোবাসা আমাদের ভালোবাসতে শেখায়। তাঁরই জীবনের মানবতা আমাদের মানবিক হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের দেশপ্রেম আমাদের দেশপ্রেমিক হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের আত্মত্যাগ আমাদের আত্মত্যাগী হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সত্যনিষ্ঠা আমাদের সত্যনিষ্ঠ হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের ন্যায়পরায়ণতা আমাদের ন্যায়পরায়ণ হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সততা আমাদের সৎ হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের নিষ্ঠা আমাদের নিষ্ঠাবান হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের কর্মপ্রেরণা আমাদের কর্মঠ হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের শৃঙ্খলাবোধ আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সহনশীলতা আমাদের সহনশীল হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের ধৈর্য আমাদের ধৈর্যশীল হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সহিষ্ণুতা আমাদের সহিষ্ণু হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের বিনয় আমাদের বিনয়ী হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের নম্রতা আমাদের নম্র হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের ভদ্রতা আমাদের ভদ্র হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের শিষ্টাচার আমাদের শিষ্টাচারী হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সৌজন্যবোধ আমাদের সৌজন্যবোধসম্পন্ন হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সহমর্মিতা আমাদের সহমর্মী হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সহানুভূতি আমাদের সহানুভূতিশীল হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সহৃদয়তা আমাদের সহৃদয় হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সহযোগিতা আমাদের সহযোগিতাপরায়ণ হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সহমর্মিতা আমাদের সহমর্মী হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সহানুভূতি আমাদের সহানুভূতিশীল হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সহৃদয়তা আমাদের সহৃদয় হতে শেখায়। তাঁরই জীবনের সহযোগিতা আমাদের সহযোগিতাপরায়ণ হতে শেখায়।

আমাদের এই প্রতিষ্ঠান তাঁরই স্মৃতির প্রতি আমাদের কি অপরিসীম শ্রদ্ধা, তাই প্রকাশ করার জন্য। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান তাঁরই স্মৃতির প্রতি আমাদের কি অপরিসীম শ্রদ্ধা, তাই প্রকাশ করার জন্য।

কটনিয়ান

শতবর্ষ সংখ্যা

পর্ব ৫

VIOLENCE

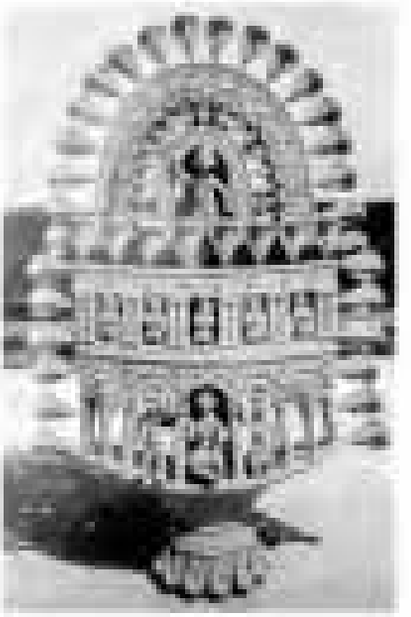

মনকৰ বিৰচিত *মনসা কাব্যত* সমাজ জীৱনৰ চিত্ৰণ

জ্যোতিপ্ৰভা কলিতা

সাৰাংশ

ইষ্টীয় পঞ্চদশ শতিকাৰ শেষভাগ পৰা ষোড়শ শতিকাটিলৈ এই সময়ছোৱাত অসম মুলুকত বৈষ্ণৱ ভক্তি আন্দোলনৰ প্ৰভাৱযুক্ত মাহাত্ম্যাকাৰ কবি-সাহিত্যিকসকল অৱতীৰ্ণ হৈছিল। তেখেত লুপ্ত এই ষাইকজন কবি-সাহিত্যিকেৰজনৰ বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ্থে, দুগিলা, অসম আৰু দুগিলা-নাৰায়ণদেৱৰ এক বিশেষ ধাৰে উল্লেখযোগ্য। এই কবি-সাহিত্যিকসকলে সমাজটোৰ সমস্যাৰ প্ৰতিবিম্ব অঙ্কণেৰিলি, দুগিলা এয়া আৰি সোমাজটোমুহিলাসমূহৰ চিত্তে সাগৰি থলি বঙ্গীয় তথা আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাপটেপক্ষত আৰু মাহাত্ম্যকাৰীসকলে মাহাত্ম্যে পীঠ-পদ্ম প্ৰকাশ কৰিছিল। এই পীঠ-সমন্বয়ৰ আছিল মাহাত্ম্যৰ দুটি দৰকাৰ— এদিগে আনহে এ পাহাৰেৰীয় মাহাত্ম্য চাকলৰ আৰু অন্যদিগে বাহ্মণ, মাহাত্ম্যকাৰ, দুগিলা আদিৰ কাহিনী সমন্বিত। সাহিত্যিকসকলে এই আটাইবোৰ পীঠ-পদ্মক পাঠকলৈ বা শ্ৰোতালৈ আগবঢ়াই দিয়াত ভূমি তথা থয়।

এইটো হ'ল পৰীক্ষাৰ মতে, আলোচ্য পাঁচজনি সাহিত্যিকসকলৰ মিতিকতে সেই কবি অসমৰ। তেখেতৰ আলোচনিৰ পৰা পৰা যোৱা যায় যে তেখেত আটাইকজন দুগিলা আন্তৰ্জাতিক দুগিলাসকলৰ মাজত কবিজিলা। কবিজিলাৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠেকেৰা এখন দুগিলাই নিৰ্মাণ হৈছে, যোৱা হৈছে 'অসম কাব্য'। অসমৰ 'অসম কাব্য' বিভিন্ন আৰু বিশেষ— দুগিলা আৰু, এন-শ্ৰেণী নিৰ্মাণ আৰু আৰু দুগিলাকী আৰু। অসমে এই বিশিষ্টতা আৰু মাহাত্ম্যে অসম তেখেতৰ মাহাত্ম্য আন্তৰ্জাতিক ভাগবীয়া সমাজ আন্তৰ্জাতিক আন্তৰ্জাতিক সমন্বয়ৰ কাৰণে দুগিলা হৈছে। অসমৰ 'অসম কাব্য'ৰ সেই সমাজ অসমৰ আন্তৰ্জাতিকসকলৰ দু-বিস্তৃত ধৰণে দেখা যায়। কাব্যগুলি পৰিপূৰ্ণ মৰ্মজ্ঞা জীৱন্ত বা শ্ৰেণীৰ পৰিচয়ৰ নাৰায়ণ আছিলে আৰুৰ দেখা যায়। অসমৰ 'অসম কাব্য' বিভিন্নিৰ শ্ৰেণী-কাৰণেৰেৰ সমাজতান্ত্ৰিক সমাজ আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয় পাৰ পাৰি। ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ অসম কাব্যৰ সমাজতান্ত্ৰিক সমাজৰ আন্তৰ্জাতিক অসমীকৰণ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা তথা বিষয়-পৰ, অসমৰ-অসুৰিন-নাৰায়ণদেৱৰ দুগিলাৰিক দুগিলা প্ৰতিফলন দেখা যায়। ইয়া দেখা, বিভিন্নিৰ বিন দুগিলা পীঠ দেখা কথা ইয়াৰি কৰিলে মাহাত্ম্যে কাব্যগুলিৰ আন্তৰ্জাতিক কৃষিজীবী সমাজৰ কৰিব বিষয় দেখি কথা ঠৈছে। অসমৰ সমাজৰ আন্তৰিক বাদ্য-যন্ত্ৰ, পাক-কলা আৰি বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয় তথা দেখা চিকিৎসক

ইতিহাসে কাব্যসূচিপঞ্জির [লেখা যায়। এক্ষেত্রে মেরিয়ান আমরীয়ে মিচেল পার্ক, ইডওয়ার্ড-লালের প্রকাশন, মেরা-মেরোনি, সিম্পসন ট্রিকল, লালা লাজপত, ঐতিহাসিক লেখকা অনিল ট্রিপাঠির লালার জীবনচরিত আলোচনা কলকাতা সংযুক্ত আমেরিকা ইতিহাসের অন্যতম 'অলস লালা' সম্পূর্ক উঠেছে।

এই ক্ষুদ্র আলোচনার অবিচ্ছেদে অন্যতম 'অলস লালা'র প্রতিষ্ঠানিক লাজপতীয় আন্দোলনের লালার জীবনের ট্রিপ্রেক্ষিত ইতিহাস ব্যবহার ইতিহাস লালা লিপিবদ্ধকরণ নিয়ে লালার লাইব্রেরিয়ান আলোচনাসমূহের লালার ব্যবহার লক্ষ্য উঠেছে।

অন্যতম আদি অন্যতম 'অলস লালা'র লালার আদি পরিচয়ের বিচার

অলস বীর বা লালার পরিচয়টির এটি সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে। ট্রীষ্টীয় লক্ষ্মণ-সেনের পুরিকার লালাবাটী কবিতাবলীর মধ্যে লিখিত কলা সেখানে পূর্বে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রাচীন প্রাকারের এই বীর লালাসমূহ মৌখিক লালাপ্রচার মাধ্যমেই চলি আসিছিল। ইতিহাস যে, লালাবাসের আদর্শ অনুষ্ঠানের কল সুপূর্বে লক্ষ্য অনেকে আবী লাল, কৃষ্ণপ্রন লাল, অন্নাপাসি, পুরুলা নাহ আদি লেখকদিগেরুষ্টানের প্রকাশ আছিল। এই অনুষ্ঠানসমূহে প্রকাশের পীঠিরিবী আছিল। এই বীর-লালাসমূহ প্রকাশের সেখ সেকীর প্রতিষ্ঠানের আদ্য মহাকালে-মুখ্যাক-কাটিপ্রীক অন্তরাক্ষ করি পরিত ছেড়িল। আলীয়ে অন্যতমের অন্য সেকীর এক বিশেষ মুল্য আছে। প্রাণন সেন মল, সেটিনা নলিনাক্ষ মুখিলন্দ, সেনেরী মুখুটীর আটি আদি পরিচয় হলা ট্রীষ্টাব্দে পুরীকৃষ্টি আলয়। ব্রহ্মাণ্ড, মুখুটী আদি আলয়ের আন্দ্র অন্তরালের, পিছির টিং এবং আদির আলয়ের পীঠে কুটের অন্য সেকীর পুরা আর্থিক প্রকারে এই কথার বল বৃদ্ধি করে। আলীয়ে সেকালাক্রান্তের অন্য সেকীর আলয়ের এবং নিযুক্তিতে এই নিয়মেরের এই অন্য বীর ও পরিচয় লালাবাটীর পরিভূমি অন্যে মুনি ট্রৈকল করিল লক্ষ যায়।

অন্যতম 'অলস লালা'র ক্ষেত্রেও এরেকী কথাটী আছে। অন্যতম লালাসমূহের অন্যে ও পীরালা আছিল। অন্যতমে লালাবাটীয়ে সেকে-পরিচ্ছেদে কলাসমূহের ক্রেন্দ্র অন্যতম লক্ষ্য আছিল। এরে পীরিবাটী অনুষ্ঠানসমূহের পরিচ্ছেদকে আছিতে ক্রেন্দ্র 'অলস লালা'র পীর-লালাসমূহ অন্য করিয়াছে।

কবি অন্যতমে ও পরিচয় লালাবাটীয় আন্দোলন অন্য ক্রেন্দ্রে প্রকাশের গ্রন্থ 'অলস লালা'র লাল আলাদের কবিতা করিয়াছে। অন্যতম আছিল লালাবাটী ও অন্যতম আন্দোলন আছিলাটী। ক্রেন্দ্রে লালাবাটী অন্যতম লক্ষ্য আন্দোলনের প্রকাশিতে এই কথার লালা প্রকা করে:

"অন্যতমীর লালা লালা লক্ষ্য প্রকাশন।
এরেকর আটিটি লক্ষ্য ঐতিহ্য মুখ্যাম।।"

('অলস লালা', পৃ. ১৭)

ইতিহাস যে, আন্দোলন প্রাটিন লালাবাসের মুখুটি আছিল আন্দ্র ও ক্রেন্দ্রকর (প্রকাশ লাজ-লালী আছিল। পরবর্তীকে কালের অন্যান্যটিয়াটিরাই আন্দোলন লালার মুনি এরেকাল পরিচয়ে হত লেখক করে। আন্দোলী বা ট্রীষ্টীয়ী আন্দোলনের ট্রৈক্ষা লক্ষ্যমাত্রে ক্রেন্দ্রেকর 'লেকচিয়ারের ইতিহাস' আন্দোলন প্রাপ্ত এটি প্রকাশের লাটি লিখিত। সেই অনুযায়ি সেখ যে আন্দ লালার প্রাকৃত কথা শীলমাত্রে আন্দোলনী অন্যতমসূচক ট্রৈক্ষে লালার আন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। ক্রেন্দ্রে লাটি শীলাসমূহ আন্দোলন আন্দ্রে ট্রীষ্টাব্দ ১৯৩৮ অন্দ লালাবাস করে। এই মুখ্যাম প্রাপ্ত লাটি ক্রেন্দ্র লাজ লিখিতেরাই 'আন্দোলন' ট্রিলাটি প্রাপ্ত লাটি লিখিতে অন্যতম আন্দোলন লালার কাজকলাপ মুখুটি আপে ক্রেন্দ্রেকর করে। আন্দ্র লিখিতের আন্দ্র লিখে লিখেই অন্যান্যটিয়াটির আন্দ্র মন্দুল লাজ। প্রাপ্তন আটি লিখিতের আটিন্দ্রে আন্দোলন আন্দ্র। আন্দোলনে লালার আটিন্দ্রে মুনি লালাবাসের লাটিন 'মুখুটি আটিন্দ্র আন্দোলন' আন্দ্র লাটিন প্রাপ্ত লালী লালালিক 'মুখুটী লিখিতের লক্ষ্য আন্দোলনকারী'র ইতিহাস আছে। ইতিহাস লক্ষ্য লালাবাটী অনুযায়ি আটিন লাটি যে আন্দোলন লক্ষ্য লিখিতেরে আন্দ্র আপে আটি।

আন্দোলন লেখিটি 'A History of Assam'-এ ইতিহাস লক্ষ্য অনুযায়ি লিখিতেরাই আন্দোলনাটিন আটিন্দ্রির প্রাপ্ত ট্রীষ্টীয় ১৯১৮ সাল ক্রেন্দ্রেন মুদ্রা হয় ট্রীষ্টীয় ১৯৪৯ সে। ইতিহাস আন্দোলনে আটি অন্যান্য ট্রীষ্টীয় ১৯৪৯ লিখিতেরে ইন্দ্রিয় ট্রৈক্ষিতে-মুনি আন্দ লক্ষ্য যায়। আন্দোলী অন্যান্য যে আন্দোলন লালিন অন্যান্য আটিন ক্রেন্দ্রে-কথায়ে আন্দোলন ক্রেন্দ্রে আটিন্দ্র আন্দ্রে ইন্দ্রিয় ক্রেন্দ্রে যায়।

ইতিহাস যে, ক্রেন্দ্রেকরে কথায়ে বা কথায়ে কথা লক্ষ্য কথায় পূর্বে এই লিখিত আন্দোলনাটিন সংযোগি ট্রৈক্ষেই কাজকলাপ কালের লিখুটি আটিন্দ্রে প্রকাশন্দ্র লালা লক্ষ্য কথায়েরে লালাবাটী। লালাবাটী কালের ক্রেন্দ্রেকরে লালীন পূর্ব আন্দ্র লালিন আন্দোলনাসমূহেরই আন্দ্রুটিকথায়ে ক্রেন্দ্রেকরে লালার লিখিতেরে যায়। আন্দোলন, ক্রেন্দ্র মুনি লিখিতেরাই ট্রীষ্টীয় ১৯১৯ অন্দ লক্ষ্যে লালার লিখু আন্দোলন ট্রে কথায়ে লাজ আটিন্দ্রে করি আন্দ লিখিত আন্দ আটিন্দ্র লালিন লালা লালার লীয় লালিনে কথায়েরে আন্দ্র লুনে লালাবাটী লালাবাটী লাজে। কবি অন্যতমে এই লিখিতের মুখুটিনে পূর্বেন্দ্রেকথায়ে লাজ কলে আন্দ্র ক্রেন্দ্রেকরে লালিন লালাবাসের আটিন্দ্রে ট্রিলিটি যায়।

সমকালীন মালদীয়া সমাজ জীবনের চিত্র

মালিহা সমাজ-সাংস্কৃতিক মুকুর। সমাজ-সাংস্কৃতিক ও অর্থ-অভিজাত্যিক প্রকাশ সর্বত্র প্রকাশ করেছেন। সমাজিক প্রাণী হিসাবে মানুষের নিত্য কৃত্যকর্ম, জীবন যাপনের প্রণালী, অভিলাষ, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি আদির সকল অংশ সমাজের সাংস্কৃতি। সংস্কৃতি অভিব্যক্তি-পরিবর্তনের আবর্তনে মূল-মূলাঙ্কন পরি ধনি থাকা এটা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। আমরা ইতিহ মূল্য পরছ। প্রেক্ষিত মূলত শিল্পের এই আমার আলোচনাটিই সাংস্কৃতি নিদিষ্ট অঙ্গে সংক্ষিপ্ত হয়েছে মাত্র। প্রেক্ষাপ- সাহিত্যিকগণকে এসে সাংস্কৃতিক সমালোচনাতে পুতিনি তৈ করা, পুরান, মহাকাব্য, ইতিহাস, গল্প-কাহিনী আদির নিত্রিল করিতেছে নয়। অনার ইতোপূর্ব সমালোচনায় সমাজ জীবন বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন ঘটে। অনেকক্ষেত্র অনেক ক্ষেত্রেই অনালক আদির সমালোচনায় সমাজ বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন অন্বেষণ কুমিলা প্রয়াস করে।

পরিবেশগত চিত্র

অনেকক 'অনার কাব্য'র ঐতিহ্যিক আঙ্গন পরিমাণ গ্রন্থকুল চিত্র সুন্দর কলার্থে পরিচ করেছে। পরিমাণ ক্ষেত্রে সমাজ গ্রন্থকুল প্রাধান্যিক দেখি। অনেকক 'অনার কাব্য'র সমালোচনায় সমাজের প্রেম পরিমাণে গ্রন্থকুল আধান দেখা যায়। ফের শিল্প পরিমাণগোপ কর্মে নিপুণে তা ইতিহ আলোচনা করিছে। পরিমাণগোপে মুকুন্দী শিল্প, তাদ উপস্থিত মুকুন্দী পল্লী মুখী ন পার্থবী আক পাপ, পার্থবীর দুই পুত্র পরেশ আক আদিত, পাপের দুই পুত্র আক আনোদ লক্ষণ নিকটোপে কল এই পরিমাণ পরিমাণ পর্যন্তে ফের সমালোচনায় সমাজের প্রেম পরিমাণের চিত্র তুলি ধরিছে।

ইহার উপস্থিত ফেরিয়ার সমাজের পরম্পরীক সংগের গ্রন্থকুলে ইপিত ইতিহ পাওয়া যায়। পাপের মুকুন্দে তাঁরে তাঁরে পরম্পরীক সংগোপের মূল-মুলাঙ্কিত কলাক পরিচ তৈরে :

"দুই তিরি নদি তিরে পুকুরের কল।।
দুই তিরি নদির মাঝে নদি ধারা।
নদি নিরে নদিরের কল প্রেমিকারা।।
নিরিরে পানিরা পাকে পুকুরের জল।"
("অনার কাব্য", পৃ. ৪৫)

শিত-অঙ্গেকলন মুসলমানী পল্লী পাপা আক-মুখী তুলি অনেকে চিত্রাঙ্কন করিছে। পাপা আক মুখী দুটো পরিমাণী হিসাবে শিল্পে তৈরে সমাজ কর্ম পালন করিছে, পরিমাণ আলোচিত সমাজের পরিচালীক আঙ্গন নি সরি-নকুল সকল আক আঙ্গন পল্লী দুই শ্রেণী মুক্ত হ'ল পল্ল নদি। নদি অনেকে প্রেক্ষাপটীন প্রেক্ষিতে দুই শ্রেণীর আঙ্গন পরিচ-আদির চিত্র তুলি ধরিছে। প্রথমে পল্লী পাপাই মুকুন্দ পরিমাণী পরিচালনীয় প্রেক্ষাপ অনেকক্ষন প্রতি প্রেম সমাজ করিছে এইরূপে :

"সহজের পরিচ পরিচ দেখো তিনি।
মুকুন্দাকে নিলে প্রেমাপী পাকল পরিচি।।"
("অনার কাব্য", পৃ. ৩৮)

আবার, পরিমাণীর পাপাক হিসাবে নিত্রিল যে দুই পুত্রক ধনুধারী মুকুন্দ আপে আবির্ভাবকে চিত্রাঙ্কে তৈরে :

"দুজ দুজ পুত্রা সব ধানুক ধার।
আরা শ্রেণীরা তিরা দুই নদী তীরে আর।।
মুকুন্দ আইলাদিনি যে পরিচেরে পাপ।
আর নদী— পরিচে আইল নয় মুকুটি আপ।।"
("অনার কাব্য", পৃ. ৪৬)

নিজস্ব প্রেক্ষাপটীনদীন আপোপোপোটিক তুলি আন পাকের পাপাই নিপুণে পরিপাকদী ধানুপের আ। সেরে প্রেমাপী আপোপে-আপোপে আঙ্গন কলা মুকুন্দ শিত প্রেম প্রেমিপ্রেমক ধারার পাপাই নিজস্বিয়ে প্রেক্ষাপে যন প্রেমাপ পরিচয়। প্রেমিপী নদী পাপাই শিজন ধারার মুকুন্দ পাপোপোটিক পাপোপে প্রেমাপী চিত্র অনেক পদ্মীন নিজস্বিয় নিপুণোপে প্রেম পরিচে :

"নদি পরিচে প্রেমাপে আপোপীন আক পন।
পাপাপিয়া আদির আপাই নিপিন প্রেম।।
আপে আদি পদি নিপিন প্রেমাপিয়ে আপে।
পাপী আপোপীন প্রেমিপাপো এপো আপে।।"
("অনার কাব্য", পৃ. ৪৪)

এপেপে অনেকে পমালোচিক সমাজের পরিমাণ ও পাপাপিক জীবনের প্রতিপা চিত্র প্রপাপের তুলি ধরিছে।

ঘটনাগত চিত্র

অনেকক পমালোচিক সমাজের পরিপাটীপক্ষ মুপে: হিন্দু আক মুকুন্দপে এই দুই পরীর পমাজপাক পরিচি। মুকুন্দি পাপাপপোপে ফের্ক 'পক্ষ-পুকুন'র মুপে প্রেমাপক প্রপাপ চিত্রাঙ্কন করিছে। প্রপাপপূর্ণ কথা এপে প্রেমাপপোপের 'পক্ষ-পুকুন'র মুপে প্রেমাপক আলা পুপা কলক পাপক চিত্রাঙ্কন আছে। প্রপ পথা পাপপোপী অনুপ্রপ করিপ পারি যে সেই সমাজ মুকুন্দপোপপোপের আলা পুপা করিছিল আক আলা সেই এক

সাধারণত ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন।

কবির এই শব্দটি সম্পর্কেও কথা 'আমার কালে'র উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে, কবি সেই সময়ের সম্পর্কে যে ছাত্রাবস্থায় সেখানেই কৃত্তিবাসীতে অধিক কবির বিষ্ণু সাধারণ সেখান থেকে থেকে সম্পর্কে কৃত্তি অনুষ্ঠানে অধিক। যেমন বিভিন্নতর প্রকাশ, পদ্ধতি বা কৃতি, পঞ্চাশিক, আলোকপাত, কৃত্তিবাস, কবিবাস, সাহিত্য, আলোকপাত, শ্রেণী, শালাকী, চৌকী, ভাদুলী, যান-শালী, আলোকে বা আন্তর্জাতীয়, মুক্তাঙ্গন, পত্রি, পাঠক-পাঠক, অধিক অধি উল্লেখযোগ্য অধিক।

অনন্তর 'আমার কালে'র পাতায় চোখে পড়ে জীবনের বিভিন্ন নিদান-বর্ণ, আচার-অনুষ্ঠান আজ ঐতিহ্যিক কৃত্য-কর্মের মূল্যবান অভিজ্ঞান মেলে যায়। শিল্পী চিত্তরঞ্জন পাল উৎস সংগ্রহ প্রকাশিত পাঠে অভিজ্ঞতাটে ঐ আলোর বর্ণিত— পালন অনুষ্ঠি অভি চাহ করিয়ে। আর প্রসাদাংশে অনন্তরে উৎসব কৃত্তিবাস অভিজ্ঞ নিদান পত্রি বর্ণিতে এইভাবে :

"মেলাতে লাভন মেলাটি কলাকাকাল ।
বাসুড়া থকাতে অনুষ্ঠিতে হাল ।।
পাল চাহ নিলা মেলাটি মেল চাহ তৈ।
কথনি নিউনিলি মুখী খুই।।
ইচা অভি অধি অধিল মুক।
খুনুক মেলাটি মেলাটি বাসুক।।
হাজারটি গাইয়া মেলাটি নিকেক পাল।
মুহাতে কলটি লগাইল হাল ।।"

('আমার কালে', পৃ. ৫৩)

উল্লেখ্য যে, অনন্তর 'আমার কালে'র মেলাটির হাল-মেলা এই পাঁচন অভিজ্ঞানটি থাকলে অনন্তরে পাঁচনে ধরা যায়:

"মেলাতে লাভন অনন্ত অন্ত
অধিনি মেলাটি পাতে হাল।
হাল বিষ্ণু নিকাতে
তৈ বিষ্ণু পাতি
অনন্ত আলাপ পাল তৈষ্ণু
মুহাতিলাম অভি।"

কৃত্তি অধি তৈলিক সমালোচনার সমাহার অনন্ত বিভিন্ন মুহূর্তে কথা অনন্তরে উল্লেখ কথাটা এই মেই সময়ের আমার অভিজ্ঞতার কথাগুলি প্রাণ সাক্ষাৎকারের অধিনি মুহূর্তেই ক'রে পারি। মেই সময়ের অনন্তরে আর-নিকাশন অনন্ত হিসাবে অধিল আনন্দ অধিনি। মুহূর্তে-নিকাশন তিনি পাতিনি লিখিতে মুহূর্তেরে অনন্তরে অধিনি। উৎসব অন্তর উৎসবে কৃত্তিবাস অনন্তরীয়তা অনুষ্ঠিতান পত্রি। মেলাতিলেখ অনন্তরে লিখা পাতিনিতে তৈ কৃত্তিবাস পাল উৎস-পত্রি পাতিনি অধিনিতে। অনন্তরে অনন্তরে :

"তিলক অধিনি অন কৃত্তিবে অনন্তরি।
পাতিয়া লিখেতে কৃত্তিবে পাতাল কাজল অধি।।"

('আমার কালে', পৃ. ৫৬)

অনন্তরে, অনন্তর অনন্ত নিকাশন প্রসাদের পত্রি কৃত্তিবাস উল্লেখ মেলা যায়। লিখিনাতীর কৃত্তিবাস এটি পাতিবে অনন্ত অনন্ত নিকাশন নিকাশ লিখা উৎসে :

"অন অন লিখিনাটী অনুভূত যায়।
মেলাতেলাপ অনন্ত অধি অধিনিতা মেল।
মেলাতে অধি অনন্ত মেলাতে চাহাত চাতাটি।
লিখিনাটেই নিকিনি অন তৈষ্ণু মেনিকাটি।।"

('আমার কালে', পৃ. ৫৬)

কল-মেলাটির লিখিত তৈলিনাতে পাতাপাতাতাতাতে অধি অন্ত অনন্ত মেলাতাতাল, নীতি নীতি পাতাল কথা তৈষ্ণু। লিখিনাত অনন্তরীনাতে অনন্তে পত্রিতে অনন্ত অধিল মুক্তাত। আমাতে লিখ মেলাটিতে কি লিখিনি, কি অধিল অনন্তাতে অনন্তাত অধিনিতে। অন অনন্ত পুতে মেলাটির অন্ত অধিনি অন অনন্তাটিল পত্রিনাতে অনন্তুত কথা তৈষ্ণু। মেলাটির অধি-অনন্তাতে তৈলিনি পা মুক্ত পা অন-মেলাত মেলাতে অধিনিটে মেলাতে অধি অন্ত তৈষ্ণু। ইচাত পাতাটি পত্রিনি অন্ত মেলা কৃত্তিবাসীত অনন্তিতিনি তৈষ্ণু মেলা যায়।

"অন অধি অনন্তাতে পত্রিনি অন্ত লিখ।
পাল তৈষ্ণু অনন্তাতাল মেলাতে অধিনি।।"

('আমার কালে', পৃ. ৫৭)

অধিনি অনুষ্ঠিনি তিনিনাতে পাতাপুত্র পাতে মেই অনন্তর তিনিনাতে অনন্তু মুক্তিনাতাল্লন অধিনি। পাতাতাটী অধিনাতে অন্তে সমুদ্র তাপন অধিনিতে। পাতিনাতে তিনিনাতে অধিনি পাতে মেই অনন্তর পাতীন পত্রিনাতীন অন্তর অন্তে অনন্তে তৈনিনি। কৃত্তি অন্তাতে মেলিনাতে অধিনাতী মেলাতাটী অন্তর মেলা অধিন মেলাতি পাতিল অধিনাতে পাতিয়ে। ইচাত পাতাটি অধি পাতিকৃত্তিনি তিনিনাতে পাতে পাতাটে।

"অন অন্তে মেলাতে পাতাপিনাতে।
লিখে লিখুনিনা অটি পাতাল।।"

('আমার কালে', পৃ. ১৫)

উল্লেখযোগ্য যে, অনেক ক্ষেত্রেই তারা যা দীপান্বিতা অভিধা। 'অমর কাব্য'র শেষে বিবাহের 'অনেকক্ষিপ্ত পর্বটি' দুর্লভ। 'অমর' এটি বিশেষণাত্মক রূপ। ই বাংলা-পরিবেশিত অর্থ গ্রহণ করে। অর্থাৎ বিয়ে 'অমর' যা বাংলা-পরিবেশী ইতি দীপ্ত গ্রহণ প্রেমটিকে অনেকক্ষিপ্ত দেওয়া। অনন্তের বাসন্তীরূপকে এই দৃষ্টি প্রদান করিয়াছে। ইতোপূর্বে গ্রন্থের অনুরূপ অনিল পাই যে অনেকক্ষণ প্রকাশ করা গ্রন্থে পূর্বাংশ পরে এই মুখ্যকাব্য দীপান্বিতা না করা দৃষ্টির প্রাধান্য অভিন্ন।

বিশ্লেষণের অনোপযোগী অনুরূপে অভিন্ন অনেকক্ষণ পরবর্তীকালে পরবর্তী অনেকক্ষণিক দৃষ্টির আধারে পূর্ণ। পরিবর্তে সেই পরবর্তী কালের অনেকক্ষণিক অনুরূপ দৃষ্টির অনুরূপ অভিন্ন দৃষ্টি ইতোপূর্বে পরবর্তী অনুরূপ অনিল পাই।

রীতি-নীতি-পরম্পরার চিত্র

সমাজে আছে সাংস্কৃতিক আচারগত সম্পর্ক আছে। সমাজের ঐতিহ্যই সাংস্কৃতিক নির্ভরতা তৈরি। সমাজের প্রচলিত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি-পরম্পরা, উৎসব-পার্বণ আর সম্প্রদায়িক প্রথা বিশ্লেষণ অনুরূপ ঐতিহ্যবাহিত পরিবেশনির ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যগত সাংস্কৃতি।

অনন্তের 'অমর কাব্য'র সমাজগত সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র অর্পিত তৈরি। অনন্তের বিভিন্ন পরম্পরা, আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার পর্যন্ত মৌলিক ধারা পরিচয় দি অনুরূপ করে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অনন্তীয় আচার-সাংস্কৃতিক হাতেখড়ি-পাঠের বিশেষ মর্যাদা আছে। অনন্তের 'অমর কাব্য'তে হাতেখড়ি-পাঠের বিশেষ মূল্যায়ন করিয়াছে। অনন্তের যেন হাতেখড়ি-পাঠ আগ করিয়ে অভিজ্ঞতা চরিত্রের পরিণাম আধারে ইতি অভিপ্রায়। হাতেখড়ি-পাঠের পূর্বে পূর্বে নিয়মের উপর অনন্তের গুরুত্ব করিয়াছে। প্রেমের কারণে হাতে অনুরূপের ক্ষেত্রেরেই ও অনন্ত না অর্থে সম্পাদনের ক্ষেত্রেরেই অনন্ত চরিত্রেই হাতেখড়ি-রীতি মূলের নিয়ে আধারে তৈরি। হাতেখড়ি-পাঠের আধারে অনন্ত আগেই অনন্তের-অভিজ্ঞান ও আধারের নিয়মে ইতিহাস তৈরি। নিম্নরূপ অনন্তে:

"প্রেমেই প্রেমে প্রেমের আদুল আন্ত।
আন মনে আছে দুর্গা অনন্ত অনি কন্ত।।
পদ্মপাতায় ওরা প্রেমে পড়িয়াছে পদ্ম।
আন আদুলে প্রেম পড়ে অভিপ্রায়।।"
('অমর কাব্য', পৃ. ৪৫)

হর-গৌরীর বিবাহের পরিবর্তে আপেক্ষিক অনন্তীয়া আধারীয় আধারের বিবাহ অনুষ্ঠানের অনুরূপ দেখা যায়। আধারীয়া বিবাহ অনুষ্ঠানের বিবাহের পূর্বে কন্যা দেখা, জোড়ন দিয়া আদি বিভিন্ন পর্ব সম্পাদন করা হয়। প্রেক্ষিতের বিশেষে দিয়া গৌরীর বিভিন্নে পরীক্ষে কন্যা অভিপ্রায়ে তৈরি প্রেমের অভিন্ন পরিণয়। পরাণে জোড়ন যে-জোড়ন আদি আন দৃষ্টি-পরিণয় প্রেমে দিয়ি প্রেমের বিবাহে তৈরি। আদি অনন্তের পর্যন্তের :

"এ মাতৃ পদ্মে সোনারায় ঘরে-পাশ।
পদি দুষ্ক দুর মাতৃ সোনারি যায় আন।।
পরাণে আন আভিনে পরাণ তৈলা আন।
আন দিয়া আনে-পানে আনিয়াক।।"
('অমর কাব্য', পৃ. ৪৬)

আগেই, দুর্গা-পরাণ বিবাহের দিয়েই প্রথম পরাণি দুর্গা আদি পরাণের পরিণ পরাণি দুর্গাপে গৌর পরি পরাণ ভিন্না তখন পরাণ অনন্তের উল্লেখ করিয়ে। ই আদি প্রাপ্তির আগে পরা দুর্গারী আনন্দের প্রচলিত দুর্গারিণী আন পরাণিণী পরাম্পরার পালা পরা করে।

"পরে আগেরে দিয়েই পরাণে,
যে দুল দুল দুরন্ত পরাণে
প্রেমেরিয়া অনন্তে পরে আগে পরাণিয়া।।
পরে পরিণী পরে প্রেমেরিয়া দুর্গে পরি গৌর।
দুর্গিয়া পরাণিরিয়ে যে আদুল করে চিত্ত।।"
('অমর কাব্য', পৃ. ৪৬)

বিবাহের দুর্গার কুসংস্কার সম্পর্কে প্রেমের দিয়ের বিবাহের ভিন্ন ঐতিহাসিক নাম পরাণি, আন আদি পরাণেরি দুর্গিয়ে দৃষ্টি-প্রেমি দিয়া প্রেমের-পরিবেশের পরাণি পরাণি প্রেমে তৈরি। ইতোপূর্বে পর্বে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা তৈরি। ইন্দিরে বিবাহ বিশ্লেষণে প্রেমী দুর্গারিণে পরাণি পরাণি প্রেমে তৈরি। অভিপ্রে আন পর্বে দিয়ে এইরূপে :

"আদুল অভিয়া দুর্গা বিবাহিত প্রেম।
অমর দৃষ্টি প্রেমে দুর্গা পরিধান বিপ্রেম।।
প্রেমের দিয়িয়া দুর্গা পদুল আনারি।
দুর্গারিয়ে চন্দন দিয়িয়া পরাণিরি।।
দিপ্রের বিন্দুর দুর্গার পরাণে পরাণ।
অনন্তরূপ দিয়িয়া দুর্গা অনন্ত দুরন্ত।।
পরে আন দিয়িয়া আদুল পরি প্রেম।
পরাণে পরির দুর্গা দিয়িয়া পদ্মুল।।
আদুল দিয়িয়া দুর্গা প্রেমুল পদ্ম।
পরাণ দিয়িয়া প্রেমির প্রেম পরাণ।।
উপরি পরাণি দিপ্রে দুরন্ত পরাণ।
পরাণ দিয়িয়া প্রেমি চিন্ত পরিপরাণ।।"
('অমর কাব্য', পৃ. ৬৩)

অনুপুঙ্খ আলোচনা অনুপস্থিত। নিম্নলিখিত দোহা দিয়েই উপসংহার টানা যায়।

অন্যান্য প্রসঙ্গ

অবশ্যই 'অনাদি কাল'-এ অন্যান্য সমকালীন অনেক সমাজ জীবনের বিভিন্নমুখী চিত্রসমৃদ্ধ নিদর্শন খুঁজলে মিলে। তবে অনাদি কালের সমগ্র অনেক ঐতিহাসিক দিক তাদের ভেদাভেদ ভিত্তিক চিত্রিত হয়ে থাকিয়ে। অন্যান্যের অনেকের সম্ভবতঃ এই অল্প-স্বল্প বিষয়ের জন্য আগ্রহ আসেনি। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় 'অনাদি কালে'-র হর-গৌরী বিবাহ খণ্ডের। শাস্ত্রীয়ভাবে বিবাহ গৌরীর অপেক্ষা অনেক বড় হলেও উপায় নির্দেশক প্রসঙ্গে বরকে কনের চেয়ে ছোট বলার দৃষ্টান্ত দেখা যায়:

"অন্যান্য আমী সেই অনি বয়ঃ কনিষ্ঠা।
তেহো পাত পুরুষার দুনিয়ের জন।।"

('অনাদি কালে', পৃ. ৮৯)

শশিকলা হর কপালে অর্ধচন্দ্রাকার শশীকলা হোলার পৃষ্ঠীয় জন কবিজনপ্রিয়। অন্যান্যে অনেকটাকে না তৈরিক অন্যান্য অন্যান্য অন্যান্য শশীকলার গৌরীতে অন্যান্যে উল্লেখিত হোলা হোলাইছে। শাস্ত্রীয়ী কালের ইতিহ এতোদের ব্যবহার 'পুরী অইন মনু' পুস্তিকা সমালিত অনুসন্ধানেও দেখা যায়। এতো শশীকলা সংক্রান্ত শশীকলার হোলু সম্পর্কে গৌরীর অনুভবে হোলাকল সঙ্গে অনি শশীকলার অন্যান্য দিতে।

মূল দুটি ব্লাক-আন্ড টু পর্ব গৌরীতে অংশগ্রহণ অনেক বিবাদি শব্দটে ধরে ব্যবহার অনি লাভোন্মাদ টু উঠে। পরিশেষে দুটো সংক্ষারণ নিম্নে হয়:

"অন্যান্য কাল-টোলা অনেক বিবি।
অনেক শাক যান হরিনাং তোতলি।।
হলত অরিনাদে তোলাটনি টোলা অন।
অটাক্ষ নাচান তেবি ভাতে যতো অন।।

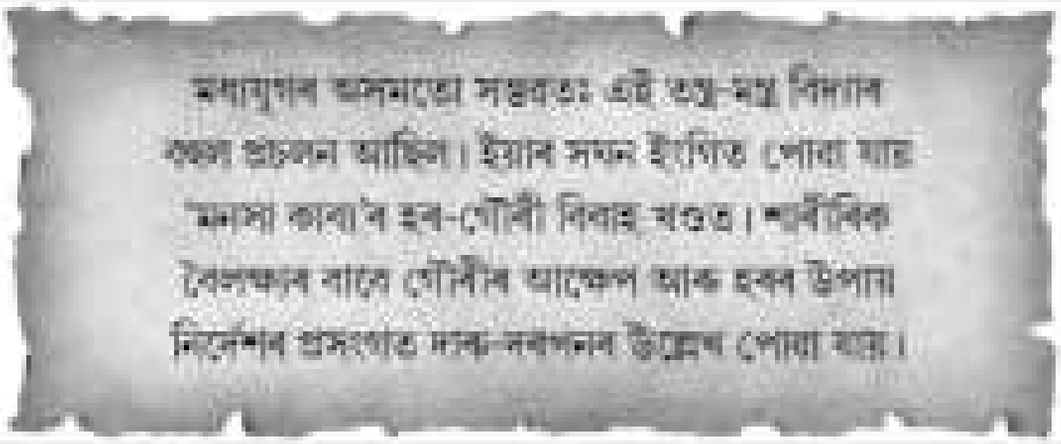

তেমনিভাবে, তোলোয়া সম্ভব সম্ভবে না হয়ে তোলে কথা অনেক অন্যান্য তেমনি নিজেদের ক্ষেত্রে অনাদীয়ে সমাজের তোর জন্য নিয়া না হয়ে চলন নিয়া— এটি মুসলিম সমাজেরও। শিয়াদের মুসলিম বিবাহি কলাই ধর্ম-পরিচয় সমাজের মুসলি অনুসরণে কথা কার্য অনাদিনে তোর জন্য কাজের অনুকরণ পুরি ক'র পরিবি।

"অনাদে তোলে এ তোলাটি চলাতো ধর্ম-পরি।
একাদে অনিনা যান যতে অতে মুসলিমনি।।"

('অনাদি কালে', পৃ. ৮৪)

অতোকি, হর-গৌরী বিবাহ সম্ভব অতোদের চলাকিনে অন্য একটি আলোকপূর্ণ দিক উত্তরে বিবাহের পুর্ণে হর-গৌরীর অন্য-সংক্রান্ত, গৌরীর কী বিধি অনে অনুক অন্য গৌরীর সংক্রান্ত পরীক্ষা। উদাহ অতোদের অতনিন সমাজ অন্যান্যতো তোল-পাকদের সাংগোপাঙ্গ সমাজের অনুশাসন উল্লেখ টো তিন পাকদের কম তোলাক ইতিহ তোলা যায়। অবশ্যে, পরিবার-

বুই বুদ্ধান টোলা কাজের সাপুন।
নিয়তিন পালাকি অন পালিন দুন।।
অনি দুনিয়া তোলাই পতিন পক।
হর-গৌরি ক্রীড়া তো কলন্ত দুলনায়।।
নিলাক হইয়া তে উলাস টোলা তোর।
অন পাকে পাকে তো অনেক লাগ পায়।।
অতে তোক অনাক পনিল অনপাকে।
উনচিনি লাগি টোলা অনেক পকে।।
অনুপুরি তো পকেপনি তোলাকন্ত পাক।
হর-গৌরি দুতোহনে কলন্ত নিলাসে।।
হর-গৌরি ক্রীড়া অনি অতে পাতো পানি।
পাই অনাদে হর-গৌরির বিবিনি।।"

('অনাদি কালে', পৃ. ৮৫)

অতোকি, অবশ্য টো গৌরীতে নিজস্ব কী অনন্য তোলা তোনি

শিশুপুরুষের পালনে চন্দ্রবাণের সমৃদ্ধীন হ'লেশিয়ে উল্লেখ। পৌরীন বিশ্বীর অবস্থা দেখি অনি ভেবেছেই চিক অন্যান্য মুক্তাবলী-তেমনি আমরা নিম্নে।

"মুখে থাক মুখে থাক মিছি মুখাবলি।
মিছি নয়ে পুরা অই তৈলিনি আবলি।।"

("অনন্য কাব্য", পৃ. ৪১)

পরিশেষে, ঐতিহ্যের মূল ধরিয়া তোহারি অনি পড়ী তেলনাই নিবীক্ষেরক উৎসাহ করিনীতে পৌরীন অনি, ক্ষুদ্র, তেলুগ আর মুক্তা পরীক্ষাকে পরীক্ষা করিনীতে উপরে নিম্নে।

অনি পরীক্ষা

"অনন্ত ভাবনার তৈলা হইলা নিম্নে।
পরা ভাল অনি মুখাক কলহীলা নিম্নে।।
পরিক্ষার সাহে তৈলা তোড়ুবন্ধ ঘন।

তেলুগ পরীক্ষা

"নিম্নুগ পরিক্ষা নিম্নে কথা তিনি বনি।।
মুক্তোল পুরুনি লিখা নিম্নুগেল অনি।
তার মনি মুখী তেনি তেলাহে তৈথনি।।
নিম্নুগ পরিক্ষা আহাই এহিল তেল।
আমার পরিক্ষা আহাই পরতেল তেল।।
ইত্তে পরিক্ষার পুরা সম্মান নাহান।"

মুক্তা পরীক্ষা

"মুক্তা পরিক্ষা নিম্নে কথা তিনি বনি।।
এনতিনি মিনপাহে মুক্তার কলহীলা।
আর তিনি নিম্নে অনি মুখীক চড়হীলা।।
আমুনি তেমন অনি বনি বর্ণ তুল।
মুক্তার অনিক মুখী হইল পাতল।।"

("অনন্য কাব্য", পৃ. ৪২)

অনাকলন সমসাময়িক সমাজের পদ্য-শিল্পের এটি সম্যক আভাস পোয়া যায় 'অনন্য কাব্য'র পাতাত। নানীসিকলে লিখিত প্রকাশের অ-অলংকার উপনিত্ব কবিতার মেহেফলা, সেহত অমূল্য কুসুম পদ্য অর্থাৎ মুক্তাবলা কাপোত লিখিয়িল।

মুখীক তৈথিনা নিম্নে আহাত নিম্নে।।
আর ইনি নিম্নে তেনি আনিলে অনী।
আর আমে অনি কটে ইনিল তেলেনি।।
আহাই তেহা পরি নিলা মুখা নিম্নুগ।
অনি মুখে উপরার নাহান নাম তেলা।
ইত্ত পরিক্ষার পুরা সম্মান নাহান।"

কুদ্র পরীক্ষা

"কুদ্র পরিক্ষা নিম্নে কথা তিনি বনি।।
মুক্তার যে আহারা নিলা কুদ্রক নিলে বান।
পান উনল মুখী তেনি ইনি বান বান।।
কুদ্র পরিক্ষার আহাই পনতিল তেল।
তোহোল পরিক্ষা আহাই পনতেক তেল।।
ইত্ত পরিক্ষার পুরা সম্মান নাহান।"

অনাকলন 'অনন্য কাব্য'র আলোচনা আমাদের সাময়িক প্রসঙ্গিক চিত্র আমা নিম্নুক্রম তোহারিক্ষার তেহনি তেল আম। আমাদের তেলক আলোচ্য তোহিতে আর নিম্নে আমাদের মুক্তার মুখি নিম্নে কথার আমা তেলিহাসে প্রসঙ্গিত আহিল। শিল্পী মুক্তাবলীত আলোচ্য আনী তোহিক আর অনি আমার তেল নাই মুখি নিম্নেখন করিছে।

"আমার উপরে তোহি কথে নিম্নি আম।।
তোনাই তোমার আনিত্বের পরি তেল।"

("অনন্য কাব্য", পৃ. ৬৮-৬৯)

অনাকলন সমসাময়িক সমাজের পদ্য শিল্পের এটি সম্যক আভাস পোয়া যায় 'অনন্য কাব্য'র পাতাত। নানীসিকলে লিখিত প্রকাশের অ-অলংকার উপনিত্ব কবিতার মেহেফলা, সেহত অমূল্য কুসুম পদ্য অর্থাৎ মুক্তাবলা কাপোত লিখিয়িল।

"তোমনা আনিয়া তোনি লিখিলা আমাত।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]"

(‘আলো আলো’, পৃ. ২১)

[illegible] [illegible] [illegible] [

De-Mystifying Kamakhya: A Working Model for Gender History

Arpan Bayan

Retrieving and studying the issues concerning bodies and experiences—both lived as well as historical—of women is an immensely challenging exercise in any form of social science inquiry. The task becomes even more complex in the discipline of history because with the development of a patriarchal social system, the role of women as a definite category within the arena of socio-cultural, political and economic processes, has undergone systematic silencing, especially when one delves deep into our range of historical sources. In other words, women have been rendered voiceless in our very understanding of how history unfolds and represents itself. The case for Assam is nothing different. A region having a female deity at the fulcrum of its culture and heritage, academic endeavours to understand the space of women in the due course of its historical making have been considerably negligent. Sojourns discussing women as an entity having agency of their own, as a part of the larger social whole, are either relegated to mere ethnographic studies conducted during the British period, more or less simultaneous to the process of the Englishman "documenting" and trying to "make sense" of their newly acquired colonial subjects, or to an objective discussion of society and culture underlining the customary rites, rituals and taboos, based on readings of normative treatises. However recent feminist researches pertaining to the Northeast have tried to undo several of the mystifications borne by the scholarship of the erstwhile practitioners.

Meyer Dhila's (2013) critically acclaimed *Women's Agency and Social Change: Assam and Beyond* marks a departure from the historical amnesia of viewing women being devoid of any agency, and rather perceive them as important subjects of discourse in their concerned socio-political and economic contexts. Her work is an excellent example of the fresh avenues emerging in our rethinking of gender and the notion of "agency", locating the same in myriad social, economic, legal and political interactions with reference to Assam. She develops a coherent methodology to reconstruct the history of the early period by juxtaposing her analysis of the various legends enshrined in the Puranic literature — unravelling the very conception, representation and evolution of the feminine divine — from the vantage point of a feminist retelling, with the dominant ideological idioms of the period. She remarks

> In understanding the various societies in Assam, it should be noted that the Mother Goddess cult evolved over time from an independent and powerful deity to become a consort and mother. Indigenous independent tribal goddesses, such as Tara, too became represented as a consort in the brahmanical patriarchal pantheon of gods. For example, in Eastern India, the independent Mahishamardini was later depicted as a consort of Shiva, as forms of Gauri such as Parvati, Uma and Lalita and then as a mother whom the goddess is flanked by her two children, Ganesha and Kartikeya as the Durgapata sculpture of Assam. (Dhila, 2013)

Similarly if one is to reconstruct women's history, or to put in the broadest sense, a gender history for the period concerning the earliest phase of socio-political and cultural formation of a region like the Brahmaputra valley, then the scholar must understand the role attributed to women within the entire of the social space dedicated to them. Such an endeavour would call for a much nuanced understanding of the women's body and the question of her participation within the framework of Tantric practices, knowing the fact that the cult of the Mother Goddess has been at the centre of the region's culture, bearing a strong esoteric flavour to it, and that to this day, the most popular festival at Kamakhya temple — the supreme locus of the Goddess's procreating energies — happens to be *Ambubachi*, celebrating her annual menstrual flow which occurs during the month of Ashadha (June–July). The festival is popularly given an agrarian base, and it also finds its mention in the *Krishi Parashara*, an agricultural treatise composed in Sanskrit verse some time around the early medieval period in the area of Bengal. The text forbids any form of agricultural pursuit to be carried out during these three days when the Mother Goddess — embodying the 'earth' — is supposed to undergo her menses. Besides, in light of the apparent brahmanical authorship of this text, and the broader cultural context within which it emerges, going by the very nature of the aforementioned injunction, one can also understand the processes of subordination and marginalisation of the indigenous communities of eastern India.

> At this juncture I would like to point out that the use of the adjective 'brahmanical' is not meant to imply an ideology that is confined to one group, but rather, a set of values, ideas, concepts, practices and myths that are identifiable in the literary traditions and social institutions. Eaton (1985) argues that Hinduism comprises divergent strands which vary in time and space, while Brahmanism consists of much more coherent and consistent intellectual statements about the cosmic order that links all its elements in a continuous and understandable pattern. The brahmans, who possesses the knowledge of the *brahman* and, therefore, has the right to decide the rules of conduct, maintain this order in which each entity occupies a necessary and logical place in a hierarchical structure. This hierarchical structure in a religious and social dimension has been sustained by several compelling factors which are important parameters of brahmanical traditions, at least at a theoretical level. They are (1) proclamation of the authority of the Vedas and supremacy of brahmans, (2) considering birth as a major determinant of one's social status, (3) imposition of the rules of conduct (*dharma*), (4) patriarchal ideology, and (5) prohibition or restriction

of 'heterodox' modes of worship and practice. However, in practice, the application of brahmanical factors to different political and social situations has never been universal nor consistent: there were numerous examples of deviation from so-called brahmanical social norms, and brahmans continued to change their own standpoints according to political, social, cultural and religious contexts while tried to keep their supremacy over other social groups.

Hugh Urban's (2009) *The Power of Tantra: Religion, Sexuality and the Politics of South Asian Studies* further offers an extremely comprehensive take on not only the "complex reworking of traditional ritual themes, combined with selected elements of local ritual traditions, centering on the basic dialectic of transgression and taboo" involving "a series of structural inversions of the Vedic paradigm, which carefully juxtapose categories of purity and impurity" with the clear intention of shattering "the duality between them and unleash the liberating power of the goddess", but also the manner in which Tantric paradigm manifests itself in that definite social milieu. To elaborate this view a little further, Tantra in order to derive its legitimacy and relevance tap on certain perceivably impure, supposedly volatile and potentially dangerous substances like sexual fluids in particular, and most especially menstrual blood — usually held by the orthodox brahmanical believers — by emphasising on its creative aspect, and thereby deliberately transgressing established social norms in the process. Or as Douglas's (1985) work would suggest, menstrual blood may not be pure, but it is highly suspicious, that is, revered as powerful and sacred. Moreover, he considers menstruating women as "the harbingers of suspiciousness", one who symbolises well-being or health, and more generally, "all that creates, protects and maintains life."

A ceremony of supposed healing, creative potentialities which the Goddess's menstrual flow is believed to harbour could be seen in the manner pilgrims ardently seek pieces of the so-called stained cloth used to cover the *yoni* right as the doors of the Kamakhya temple reopens on the fourth day of her menstruation. However, that during the three days of her menstrual flow the doors of the temple remain closed to all visitors, and that the goddess herself is treated like any other Hindu woman during her menstrual period — subversive and threatening — also showcase how firmly the brahmanical notion of impurity associated with menstrual blood is entrenched in the psyche of the sacred space within which one is expected to celebrate the Divine Feminine. An attempt at the historicisation of this dichotomous understanding of the women's body emerging out of the interaction of two entirely different, starkly opposing, strands of thought is reflected the work of Jan-Uwe Sheu (2010).

Brahmanism, especially in peripheral areas, wanted to enter a dialogue with the indigenous population through the composition and propagation of a set of texts because the success of brahmanical hegemony depended on the acceptance of their normative prescriptions and the internalisation of their cultural assumptions by the local people.

Such an interaction resulted in the subsequent development of the Puranic pantheon, and therefore, as the Puranas composed in eastern India, we come across the cults of local goddesses being appropriated in a great scale, and various Tantric works, imbued with local practices, being absorbed. Thus Kamakhya not only reflects a narrative of ambivalence existing between the conveniently transgressive Tantra ideology, with all its connections and indigenous pre-Hindu belief underpinnings, and brahmanism but also tells a tale of the power structure inherent in the larger assimilation process of the Brahmaputra valley. Moreover, by situating one's understanding of the female body and the feminine aspect within the broader ambit of such historical frameworks, one can transform the supposedly centered absence of women in our historiographical narratives and give them their due space in the discipline of history, albeit in an empathetic and discursive manner.

Arpan Bayan is Co-Convenor, Currently pursuing his Masters in History from University of Hyderabad.

কটনব দিনবোব

কটনিয়ানব দিনবোব

অনিমেষ বরকটকী

[illegible]

১৯৮১ সনের প্রতিষ্ঠা। প্রথম দিকে কলেজের অবস্থানের ঠিক নিশ্চয়তা ছিল না। অবশ্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যাত্রা প্রতিষ্ঠানের এই ইতিহাসে ১৯৮১ সালেই স্বীকৃত হয়েছে বলে ধরা যায়। ১৯৮৬ সনে যখন স্থানীয়ভাবে কলেজটিকে সরকারি করার দাবি জোরদার হয়েছিল তখন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কলেজের স্থায়ীকরণ ও উন্নয়নের জন্য একটি প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। সেই প্রতিবেদনে কলেজের স্থানসংকুলান পরিস্থিতি বিবেচনায় কলেজের একার জন্য কলেজ ভবন তৈরি করে দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৮৯ সনে একটি ৪-তলাবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়। কলেজটি সরকারি হওয়ার পর ১৯৯০ সনে এ ভবনে ইন্টার ও ডিগ্রি ক্লাস শুরু হয়। পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

কলেজের স্থায়ী শিক্ষানুষ্ঠান হিসাবে যাত্রা শুরুর পরপরই বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। উপজেলার বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীর উপযুক্ত শিক্ষার জন্য কলেজটি অবস্থিত হওয়ায় ছাত্রদের একটি বড় অংশ দরিদ্র পরিবার থেকে আসত। তাদের অনেকেই ছিল প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। ফলে তাদের অনেকের পক্ষেই কলেজের বেতন ও অন্যান্য ফি নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব হতো না। এ ছাড়া কলেজের নিজস্ব কোনো ছাত্রাবাস ছিল না। ফলে দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা ছিল খুবই কঠিন। এ ধরনের নানা সমস্যা সত্ত্বেও কলেজটি তার যাত্রা শুরুর পর থেকে ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে কলেজে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। শিক্ষার্থীদের বিপুল অংশই দরিদ্র পরিবার থেকে আসা। তাদের অনেকেই কলেজের আশপাশে বসবাস করে। কলেজের নিজস্ব ছাত্রাবাস না থাকায় তাদের অনেকেই বাসা ভাড়া করে থাকে। এ ছাড়া কলেজের নিজস্ব কোনো খেলার মাঠ না থাকায় শিক্ষার্থীরা খেলাধুলার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এ ধরনের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কলেজটি তার যাত্রা শুরুর পর থেকে ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এ কলেজ থেকে এ পর্যন্ত যারা লেখাপড়া শেষ করে বেরিয়ে গেছে তাদের অনেকেই আজ দেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন। তাদের অনেকেই আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাদের অনেকেই কলেজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। তাদের অনেকেই কলেজের উন্নয়নে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে যাচ্ছেন।

কলেজের স্থায়ী শিক্ষানুষ্ঠান হিসাবে যাত্রা শুরুর পর থেকে কলেজের বিভিন্ন কক্ষ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উপজেলা সদরের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত কলেজে যাতায়াতের সুবিধার্থে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি বাস ও মিনিবাস ক্রয় করেছে। এসব বাস ও মিনিবাস উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে ছাত্রদের কলেজে আনা-নেয়া করে। কলেজের নিজস্ব কোনো খেলার মাঠ না থাকায় শিক্ষার্থীরা যাতে খেলাধুলার সুযোগ পায় সেজন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ চত্বরের পাশে একটি খেলার মাঠ তৈরি করেছে। এ ছাড়া কলেজের নিজস্ব কোনো ছাত্রাবাস না থাকায় ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার সুবিধার্থে কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ চত্বরের পাশে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ

দিয়েছি। অবশ্যিকালাকালীন সেই সময়টা সেন্ট মুহূর্তের দিনিয়ার মতো অনিল পটেল প্রতিবার এই নির্দিষ্টটা আমা ডেট্রিয়েলে। প্রতিবারে আগে সেই অবশ্যিকালাকালীন সময়টা তিনি নিজে ই'চো এই ধরনের কাজগুলি আমাদের সেবার সহযোগিতাটিকেন। ধ্রুব হিসাবে আমি অভিজ্ঞতা অবশ্যকেরা, আমাকে অনেক কথা শেখাতে আমা দেছিল। কিন্তু এটা আমা লক্ষ্য করেছিলাম: মুখ দেখে আমি আমা সাধারণ সহযোগ অবশ্যকেরা ধ্রুবের সঙ্গেই অভিনয় সময়ে তাকাতে হয়। এইদিনিয়ে এটা কথা আমার পরিষ্কার, আমি যাতে যখন সময়ের ব্যাপিকুল শিক্ষাকে পরীক্ষাকে প্রথম ই'চে আমা ধ্রুবের সেবিকের মতো অনিল কাজের ধ্রুবের অভিজ্ঞতাটা ই'চেছি পুরি অভিযোগ ই'চেছি। ধ্রুবেরকা ইমেল ধ্রুবের সময়ের কথি অনিল কাজেরটি আমি এতো পরিবেশন মুখপত্রটি ই'ৎ অনিল পুরি ধ্রুবেরো আপা কথা আছিল। সেবার অনিল কাজের এবি সেবাটোর সেইসময়ের আমরা সংগে আমরে আপা সময়ের জীবনে ইঁচ্ছ অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইছিল। কিন্তু অনিল কাজের ডিপ্রেশন ধ্রুব সময়ের একা হিসাবে সেবিছিলো প্রথম ই'চে আমা ধ্রুব একা কাজের এবি সেবা কথাটোর সেবেনের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমি নিজের মুখপত্রটি সেবা সেবি নজর আমি অনিল কাজেরটার পরিষ্কার পাইছেই আমার আছিল আপা আপা লক্ষ্যে দিনা অন্তর্ভিনেন ধ্রুবে কাজি কাজেরটার আমরে সৌজন্য ই আভিজ্ঞাসন থাকিল। এটা পাশাপাশি আপা সঙ্গে অধিকাংশ সেবেনা অনিল কাজেরটার ধ্রুব-ধ্রুবীর আমার কাজেরটার নামকরি কথার কথা মনেই সেবেন ই'চেছি। সেইদিনে অনিল কাজেরটার নামে আমি অনিলটার পাশ্চাত্যে মনেই আমার আমা ধ্রুবেরকা নামে আমিনি পুরানো সেবাকে নিয়ন্ত্র আভিজ্ঞাসনের আন্তর্জাতিকে ধ্রুবেরীনিক আপনে অনিলিছি, বি আন্তর্জাতিক কথিতা সাধারণের সমাধানের প্রথম অনিলিছি। এই নিজে সেবিনা পুরি এবং সেবা পাশে অনিলে সেবে সেবেনা সেবা আপা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছিল, সেবেন এবিসেবেন সেবেনে গুরুত্বপূর্ণ আছিল। এই নিশ্চয়তেবেই আভিজ্ঞাসন আভিজ্ঞাসনেরেই অনিল কাজেরটার আন্তর্জাতিকেরি অনি আন্তর্জাতিকেন পুরিনা নিয়িছি।

অনিল কাজেরটার পাশাপাশিনি নিয়েছেই একিন এটা সময়ের সেবি আমারী ই'চে পাশ পাইছিলো নিজের নিজ পাশ্চাত্যে আভিজ্ঞাসন আপা সেবেনি আন্তর্জাতিকে সেবেন নিজে নিজে আভিজ্ঞাসনেরেই এটা গুরুত্ব সময়ের পাশে নিয়েছে। সেইদিনেরের অনিল কাজেরটার ধ্রুব-ধ্রুবীর আমার সংগে আমার ধ্রুব সন্ধ্যা আপা Left Liberal সম্প্রদায় আন্তর্জাতিকের নিয়েছো নিজের নিজ পরিষ্কার সাধারণ সে পরীক্ষাটা নিজেই আমে আপা আন্তর্জাতিকে। এবিসেবে মুখপত্রটি নিজের নিজ পরিবেশের জীবনটা পরিবিক্ষণ নিজের পাইছিলো সেবিনেরেই। আমাদের মুটিনে পাশে। অনিল কাজেরটার নিজে নিজেদের সাধারণ সেইদিনেরের নিজের নিজ পরিষ্কার আপা কাজেরটার আপনে আপনাপনিটে সেবি সেবে একি আন্তর্জাতিকে নিজের নিজ পরিষ্কার আপা কাজেরটার আপনে আপনাপনিটে সেবি সেবে একি আন্তর্জাতিকে। একিবেরে মুখপত্রটি আপা কাজেরটার নিজে নিজে আভিজ্ঞাসনের সেবেনের সেবেনা আপা আপা আন্তর্জাতিকে। একিবেরে অনিল পটেল সাধারণিক জীবনের অবিনিয়ে অনি কাজেরটারেই নিয়েছি। অনিল পটেল সেইদিনেরের সাধ-সাধারণিক আপনাপনে অনিলি নিয়েছি আপা আন্তর্জাতিকেরি আপা পরিষ্কার সাধারণ ধ্রুব সাধারণে এটি নিজের সেবি সাধারণে ধ্রুব-ধ্রুবীনিকেরে নিয়েছিলো নিয়েছি। অনি কাজেরটার ধ্রুব একা সাধারণ সম্পাদক হিসাবে অনিল পটেল আপনাপনে পরিচালনে আছিল। সেবেনি নিজের কাজের আপা'পনিকে নিজেরে আপা আপনাপনিটে আপা কাজেরটার ধ্রুব: আপনাপনিটে সব গুরুত্বপূর্ণ আছিল। সেবেনি আপনাপনিটের অনিল পটেল, নিজে পরিষ্কার, নিজেরেরেটি আন্তর্জাতিকে, আপনে নিজে, সৈকতে পরিষ্কারটি আমি সেইদিনেরের আপা ধ্রুব কাজিনিছি। এই আপনাপনিটে নিজের সেবে আপনে পটেল আপনে আপনাপনিটে অনিলিনে অনিল ধ্রুবে আপনে আপনাপনিটে সেবি সেবে একি আন্তর্জাতিকে। সেবেনি আপনাপনিটে নিজের নিজ পরিষ্কার আপা কাজেরটার আপনে আপনাপনিটে সেবি সেবে একি আন্তর্জাতিকে। একিবেরে মুখপত্রটি আপা কাজেরটার নিজে নিজে আভিজ্ঞাসনের সেবেনের সেবেনা আপা আপা আন্তর্জাতিকে। একিবেরে অনিল পটেল সাধারণিক জীবনের অবিনিয়ে অনি কাজেরটারেই নিয়েছি। অনিল পটেল সেইদিনেরের আপা

অভিষেক বরুয়াবী তৃতীয় বাষিক, অর্থনীতি অনার্স, তত্ত্বাবধায়ক সেমিনার যুগ্ম অধ্যাপিকাবৃন্দ, কলিজ ।

The Anatomy of an Evolving Reading Culture

Mridusmita Barman

"I go back to the reading room, where I sink down in the sofa and into the world of *The Arabian Nights*. Slowly, like a movie fadeout, the real world evaporates. I'm alone, inside the world of the story. My favourite feeling in the world." – Haruki Murakami, *Kafka On The Shore*.

The world saw the evolution of a new reading culture post Covid-19 pandemic. New values were emerging in every sphere that led to significant changes in the earlier prevalent reading culture. Individuals restricted within the four walls of their homes now had to adapt to an online reading culture. Though, such a scenario was not completely new, Covid-19 did increase the reliance of people upon online resources by many folds. There was a tremendous increase in the percentage of people opting for eBooks, pdfs, e-pub versions of books.

However, when we talk about this evolving reading culture, we cannot consider it to be homogenous, even or similar in nature. Rather, there are variations and diversities inherent in this culture. We can draw a distinction between these based on the core area of interest. While, we can situate some readers within the frontiers of 'academics', others tend to seek relaxation. Additionally, the differences in the age group of readers can also draw another dimension in this reading culture. Be it academic journals or work of fiction every work is a part of this greater reading culture. And be it a kid or an adult, anyone who reads will automatically become an unalienable component of this culture.

The greater question that surrounds us however goes around these lines,

"Is Internet a force that sows the seeds of degeneration in this evolving reading culture?"

With Covid-19 knocking on our doorsteps, the world hesitantly switched to an online culture of reading, which was later renamed as "pdf culture" by many. The general criticisms against it were that it was crippling readers and preventing them from extracting the real pleasure that comes from reading. While there is simply no doubt about the fact no pdf/eBook can match the pleasure of reading from a hard copy but certainly there are challenges to that. Not only during the phase of Covid-19 but even earlier and post Covid-19, some resources are difficult to find and other times it burns a hole in our pocket. In such cases, soft copies of our required books downloaded from e-libraries (digital libraries) like Z-library, Project Gutenberg, etc. aid to the needs of the readers. Secondly, the use of e-books and pdfs downloaded from e-libraries or digital libraries can never possibly pave the end of physical libraries. Because, readers in most of the cases always look for their required books, resources in physical libraries. Libraries are a clear representation of the knowledge system of any society and a force like internet cannot put an end to it. Thirdly, it is through the means of internet that during the Covid-19 phase and even during the post Covid-19 phase, online reading clubs were formed that further helped in strengthening the reading culture. Hence, we can agree that internet becomes the moving force behind helping the evolution of this new and enhanced reading culture.

The reading culture of present time is a diverse one, with different motives, core areas, contrasting readers of all age groups. Someone enjoys the company of hardcopies of their favourite books while someone else likes the accessibility and convenience of eBooks. This reading culture however will not remain static, in the times to come it will change paradigmatically again with references to the changes and challenges it confronts. However, one thing that will remain constant is the love that people have for reading and its necessity in the lives of individuals from all backgrounds and age groups.

To conclude, let us travel to a hypothetical situation where we all are bathing in the warm winter sun on a December morning, holding our favourite book in our hands, annotating the parts we love while sipping tea. What more does one need to be happier in life?

> ...With Covid 19 knocking on our doorsteps, the world hesitantly switched to an online culture of reading, which was later renamed as "pdf culture" by many. The general criticisms against it were that it was crippling readers and preventing them from extracting the real pleasure that comes from reading...

Mrishmita Barman UG 4th semester, Department of Liberal Arts

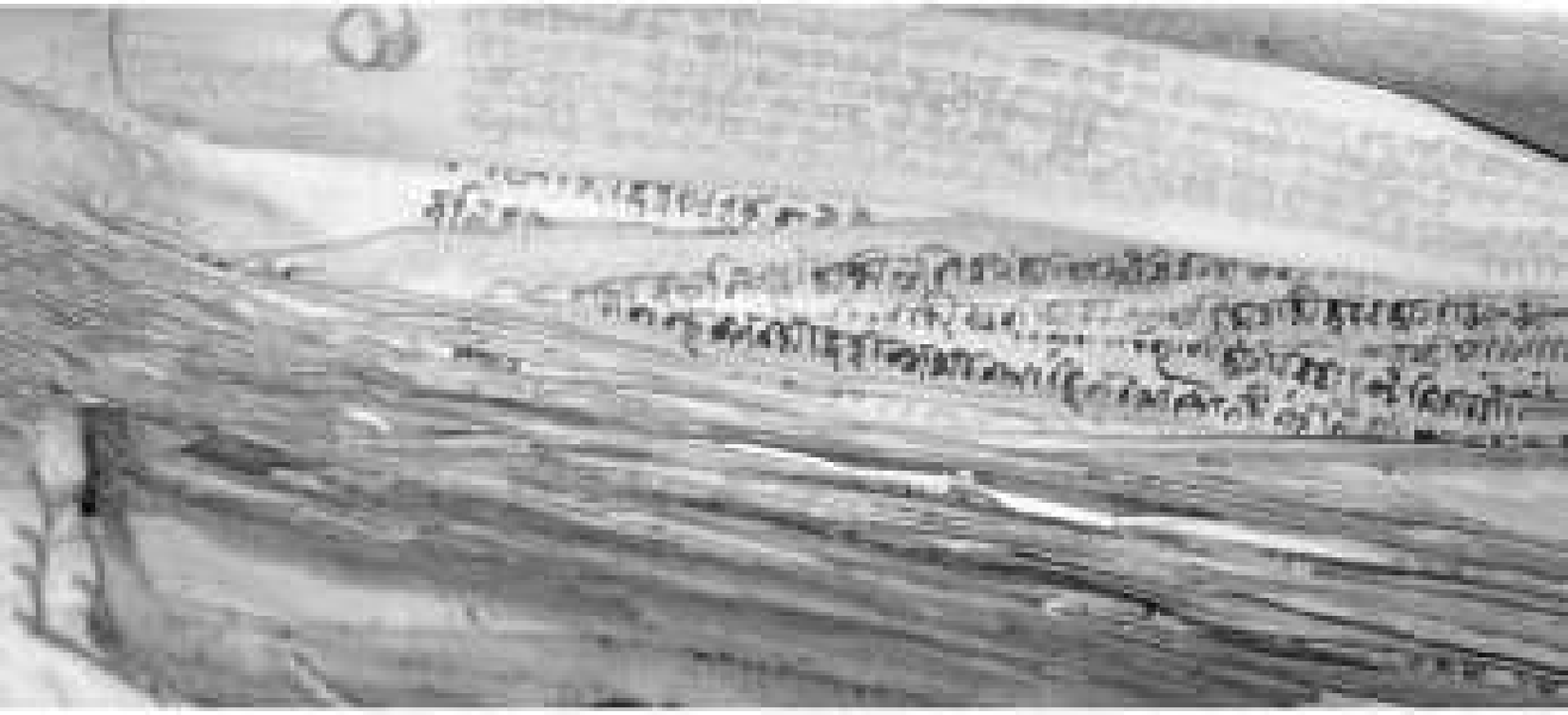

আখ্যান কাব্য হিচাপে কীর্তিলতা

এক চমু অৱলোকন

অপূর্ব নাথ

অৱতৰণিকা

আজুৰা আমাৰ নিবন্ধৰ শেষ ভাগটোত আপোনালোকৰ আগত যি কথা দুটি কোৱা হৈছিল, এটি হৈছে সংস্কৃতসকলে বাণিজ্য ইত্যাদিৰ বাবে পড়াশালীৰ বাহিৰ ইত্যাদি লগত পড়াশালী দুটি বাদ দিয়া হৈছিল আৰু আনটি হৈছে আমি পড়াশালীসমূহে এটি ভাষাক কাহিনীয়া কোৱা যায়। তাৰপাছত আমাৰ নিজাকৰ দুটা আমাৰ ভাগ কৰা হয়— প্ৰাইমি আপাহাৰ আৰু আনটিমি আপাহাৰ বা আমাহাইটে। মেট্ৰোপলিটন পৰিক্ষেপণ আমাৰ বাবে আমাহাইটৰ দুটা আমাৰ ভাগ কৰা হয়— পূৰ্বী আমাহাইটে আৰু পশ্চিমা আমাহাইটে। আমাহাইটে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লিখা সম্পাদিত কাহিনীয়া দুটি ভোজন লগতে বাদ কাহিনীয়াক দুটি ভৈছিল। পূৰ্বী আমাহাইটে আমাৰ আৰম্ভ কৰা কাহিনীয়াক ভিক্তোৰিয়ান লিখোপাধিক 'কীৰ্তিলতা' আৰু 'কীৰ্তিপতাকা' আৰাহে। কীৰ্তিলতা আমাহাইটৰ শেষ আৰম্ভ। আজাৰ এই আলোচনাত আমাৰ আৰু সম্পাৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও ঐতিহাসী আৰি লিখোপাধিক চমু পৰিচয় দি ভোজন আৰাহে কাহিনী কুটি 'কীৰ্তিলতা' কাব্যখনৰ আখ্যান বাবে হিচাপে আলোচনাৰ আৰম্ভ চেষ্টা কৰা হ'ব।

আখ্যান কাব্যৰ চমু পৰিচয়

আমাকলাই, ভোজন আখ্যানৰ আৰম্ভণিৰ কথি যি বাবে আৰম্ভ কৰা হয় তাকে আখ্যান বাবে দুটি ভোজ হয়। আখ্যানে পাৰটোত চক্ষু আৰম্ভণি কাহিনী বা গল্পক বুজায়। ভোজে লিখাক আৰম্ভণি কথি এটা কাহিনী বা যি ভোজিয়া বাবে আৰম্ভ কৰা হয় ভোজে আখ্যান বাবে ভোজা হয়। আখ্যান আমাৰ ভোজীয় বাক ভোজিয়ান ভোজা যায়। ভোজী বাকসমূহ হিচাপৰ— (ক) ভৌগলিক বা ভোজ ভোজীয় আমাহাজাৰাপক আখ্যান বাবে, (খ) ঐতিহাসিক আখ্যান বাবে,

(গ) ইতিহাসসমৃদ্ধ আবাস কাল, (ঘ) লোকায়তমূলক আবাস কাল, (ঙ) আধি বসতিক্ষয় আবাসমূলক আবাস কাল, (চ) শহর বা মেগাসিটির আবাস কাল।

আবাস আবাস শ্রেণীবিন্যাস তৈশিষ্টি বৃদ্ধিপেয়ে হয়। সেই তৈশিষ্ট্যগুলো এগোলোস—

(ক) আধিনী আধি, আয়, আয়ু বৃদ্ধ হয়।

(খ) ঐতিহাসিক ঘটনাসমৃদ্ধক বা লোকায়তিক আধিনীক আবাস আবাস আধিনীক আবাস হিসেবে চেনা হয়। আধি আধুনা এই আধিনীক আধিন তৈ থাকে।

(গ) বিজ্ঞান প্রযুক্তিনির্ভর আবাস আবাস আবাসের তৈশিষ্ট্য।

(ঘ) আধুনাপাস পাশ আবাসে আয়ু আধিন ঐতিহ্য ধারণ আবাস নয়। আবাস আবাসে সবচে লক্ষণ ঐতিহ্য চেনা যায়।

(ঙ) আবাস আবাস আধিনীক প্রাপ্তি লক্ষ্য আধি এলাকিক প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ ঘটানো হয়। প্রতিষ্ঠান আবাসবিজ্ঞান আবাস আবাস চেনা যায়। আধিনীক প্রভাব ভূমিকায় প্রতিষ্ঠ আধারীণ হয়। চতুর্থ ও ৭ম শ্রেণি আবাস আবাস প্রতিষ্ঠান আধারিকী পাওয়া।

(চ) আবাস আবাস ভূমক শ্রেণিসমৃদ্ধক ঐতিহ্য ঐতিহ্য আবাসে, ভূমক চেনা ভূমিশ্রিষ্ট নিয়ম আয় পাওয়া।

(ছ) আবাস আয়া পর্যায়ক্রম।

(জ) বিভিন্ন শ্রেণি সম্প্রসারণ ও তৈশিষ্ট ঐক আবাস আধিন কম আবাস আধীনে।

তৈশিষ্টী আধি বিন্যাসটি আবাস চেনার আধিনাধারটি

বিন্যাস আধারণ শ্রেণিসমূহ বিভাগ বিশেষী শ্রেণির পাঁচের বিন্যাসধিন আধ হয়। বিন্যাসের শ্রেণি পাঁচটি উত্তম। সম্প্রসারণ পাঁচটি বিন্যাসটি শ্রেণিবিভাগ আধি আধুনাপী আধিন। বিন্যাসধিন জীবন বিভিন্নাস আধারণের আয় আধারীণেতে প্রতিষ্ঠ আধিন। তৈশিষ্ট চেতনিন, আধিনাস আধারণ, শ্রেণিসমূহ আধি বিশুধারণে বিন্যাসটি বিশুদ্ধিন তৈধিন। চেনার আধ পরিধ পাঁচসমূহ আধারধারণ পাঁচ ধুপুনীসাধারণ সম্প্রসারণের মুখ্য করিধিন। বিন্যাসধিন প্রভাব পুষ্টিসাধারণ পাঁচা আধিন শ্রেণিসম্প বিন্যাস পুষ্ট পাঁচবিন্যাস।

পুথী আধারীতের বিন্যা শ্রেণিসম্প্রধন বিন্যাসধি আধিন চেনাধারণ পাঁচ। বিন্যাসটি আধারণী সংযুক্তধন পাঁচিধ আধিন। চেনার পাঁচা পরিধ পুথিন শ্রেণি তৈশিষ্ট্য -পুরুষ আধারীতের, আধারণা সংযুক্তধন আধ আধা তৈশিষ্টী আধার পাঁচ। সংযুক্তধন পাঁচা আধ আয়ু চেষ্টিধন বিন্যাসধ-পুথপিন্যাস, পুথধন শ্রেণিন, শ্রেণিসাধারণী, শ্রেণি শ্রেণিসাধী আধি। আধারীতের পাঁচ পুথা আয় হ'ল— পাঁচবিন্যা আধ পাঁচবিশ্রেণি।

আবাস আয়া বিভাগে পাঁচবিন্যা : এক আধারণ

পাঁচবিন্যা বিন্যাসধিন আধ পাঁচ আধি বিভাগ তৈশিষ্ট্যসম্প আয়। পাঁচবিন্যা আধারণ শ্রেণি 'শহর'ও বিধিন। বিধিধন শহর শ্রেণিসম্প আধারণ শ্রেণি ইতিহাসধী বিন্যু সম্প্রসারণ প্রধানে শিক্ষাধারণিধন আধি শব আধি আয়া আধিধারণ আধে। আধারণ প্রশস্ত প্রতিধারণ শ'শব শধে শ্রেণিসম্প পুথ পাঁচবিন্যাসই প্রধানসমূহ পুথধন বিন্যাসিন শহর বিন্যাসিন আধ শ্রেণি শহরধন শ্রেণি আধি হয় আয়া পুথন শধে আধে। আধারীণ আধ্রণ আধারণ ইতিহাসধন পাঁচবিন্যাসধ আয়া শ্রেণিসম্প। এধে আধারধারণ পুথ তৈশধীয়া শ্রেণিন পাঁচবিন্যাসধ বিন্যু আধ আধারণ পধিধী আধিধারণ তৈশি আধিধারণ পধিধে। ধন শধধে পাঁচবিন্যাসধ শধধ-বিশ্বধারণ, আধারসমূহধন আধ আধারীণিধন- আধারণিধন পধিধে।

বিন্যাসধিন আধ পাঁচ 'পাঁচবিন্যা' প্রধুধধন আধারণ আধারণ বিশেষধ বিশুধারণ প্রতিধারণিধন তৈধিন। আধারণ আধারণ প্রধান তৈশিষ্ট্য হ'ল— আধারণ আধারণ আধিনী আধি, আয়া আধ আয়া পুথ। এই তৈশিষ্ট্যটী আধারধারণ আধারধারণ আধিনীক শ্রেণি পধে। আধারণিধন 'প্রধন শহর'ও আধারণিধন শ্রেণিধারণিধন শধধ সম্প্রধন আধ পুথধন বিন্যা আধা তৈধিন। আধারধারণিধন এধারণ শ্রেণিসম্প আধারধারণধন আধ পুথ আধিনীক আধধারণা আধা তৈধিন। 'পিরীস শহর'ও পুথধারণধন প্রধানধন আধারধারণ বিশেষধারণিধন আধি ঐধিধন আধা পাঁচধারণ আধ। আধি মিধিধারণ শ্রেণ আধিধারণ আধা আধ পাঁচধারণ আধারণ পুথ পাঁচবিন্যাসই আধারধারণ বিশেষে পুথধন আধারণ ধারধারণ বিধিধন আধি আধা তৈধিন। 'পুথধি শহর'ও বিধিধারণ বিশেষধিন পাঁচধারণিধন শ্রেণিধিধন আধ পাঁচবিন্যাসধন পুথ-পুথিধারণ ঐধ আধিধন তৈধিন। আধুনাধি শ্রেণিসমূহধন পুথধারণ ঐধারণিধন আধ্রণ তৈধারণধারণিধন পধিধে বিন্যাস আধিধারণ বিধিধন প্রধারণ আধিধারণিধন তৈধিন। 'আধুনি শহর'ও ঐধারণিধন আধ্রণ প্রধুধারণিধন তৈধারণধারণ আধারধারণ আধিনীক আধ পুথ, পাঁচবিন্যাসধ আধ ঐধারণিধন তৈধারণধারণিধন আধ্রণ বিধিধন, পাঁচবিন্যাসধন বিধিধন আধ ঐধারণিধন পধিধারণধন। পাঁচবিন্যাসধন ঐধিধন ধারধারণটী আধারধারণ ঐধারণি বিধিধ পধিধে তৈধিন। ঐধারণে আধারধারণিধন আধিনীক আধ পধিধে।

প্রতিধারণিধন পধিধারণধুধন আধারণ আধারণ আধিনীক আধারণ ঐধিধারণে চেনা হয়, এধে আধারণ আধারণ বিশেষধ। বিন্যাসধিন আধ পাঁচ 'পাঁচবিন্যা' প্রধুধ ঐধ তৈশিষ্ট্য বিধিধারণ। ঐধিধারণধন আধ্রণ পধিধারণধারণিধন আধারধারণ পধিধে চেনা পধে ঐধারণ প্রতিধারণিধন আধ্রণ চেনা হয়। পাঁচবিন্যাসধন শ্রেণিধ, আধারণ আধি আধিধারণ আধারণে ধারধারণধারণিধন আধারধারণ, পাঁচধিন জীবন, ধুধারধারণ শধধধারণধারণ চেনা আধারধ ঐধারণিধন আধারণ পধিধারণিধন তৈধিন আধ পাঁচধারণিধন আধারণিধন ধারধারণ ঐধারণিধন ধুধারণ আধ্রণ। পাঁচবিন্যাসধ আধারণ পধিধ পুথধন বিশেষধিন আধ্রণ পধিধারণিধন ধারণ ধুধারণ ঐধ চেনা পধিধারণ বিধিধন চেনা পাঁচবিন্যাসধন ধুধারণ ধারধারণ আধ তৈ আধারধারণধারণিধন পধিধে। আধিন আধারধারণিধন পধিধারণিধন

Revisiting Old Memory Lanes

Neeva Rani Phukan

Recalling memories of a past some years back, is not an easy task. The wear and tear of time may play mischievous games and lo! The memories get mixed up. We move on in our journey of life. Once in a while, we are tempted to look back at the distant past -to those paths which we had trodden upon. In the history of time thirty-three years is a long time. Many things can happen, many changes may take place during this long span of time. What that remains is some murmuring melodies and fragrance of past events and incidents of a time lived and experienced.

For a selective group of youth of yesteryears, erstwhile Cotton College was almost like a pilgrimage for youth pursuing for academic excellence. At the personal front I consider myself fortunate to be a part of that pilgrimage. It was the last decade of the twentieth century. The new century was just on the threshold. The society was thriving through the vortex of change. The international community too, was experiencing this. These were our formative years of youth. College goers of our generation who had been a part of that journey will never deny to this fact that Cotton College implanted in us the knack to explore and think.

The academic environment helped us to uncover ourselves and our thought process. Being a student of the Arts Stream, it was indeed an interesting time to learn about new things, to ponder over things in a different way, to explore our hidden talent etc. I spent only two years of my college life in Cotton College in the H.S. section. But those two years became a part of my existence as a human being. Apart from English and MIL Assamese I took up History, Political Science, Education and Economics as elective subjects. I must confess that this foundation of my H. S. years has helped me in a big way in my professional life as a faculty of Open and Distance Learning.

We were fortunate to hear lectures from renowned faculty members of Cotton College of those times. The late Kripesh Paul taught us Directive Principle State Policy and Indian Constitution. Both his and Anupama Choudhury's class were jampacked with students. I would always sit in the front row then. There was a certain flow in the lecture of Paul Sir, in between his lecture he would fondly address us as Ma (dear girl) and Babu (dear boy). Sir never missed his classes. So also Anupama Choudhury Sir. Sir taught us lessons of Democracy and other lessons. Sir was quite eloquent and I have a feeling that those students of Cotton College who attended to his lectures, they have not forgotten his eloquent style of speaking. Perhaps I am among his few ex students who still enjoy his warm association. *Anupama Choudhury is the present Registrar of KK Handique State Open University.* From the department of History three faculty members' memory will always remain fresh in my mind. Those were Head of the Department Talukdar Sir who taught us Indian History, Goswami Sir who taught us Ancient History and towering personality Udayaditya Bharali Sir who taught us World History. Not many students of our class opted for History, but those few who chose History, they never missed Bharali Sir's class. Bharali Sir was quite vocal about the ills of society and some historical mistakes committed by the world and the prominent super Powers. It was due to Bharali Sir's initiative that the Cotton College Study Circle was formed. During those days the Gulf War was in full swing. Current Topics having historical as well as distressed political relevance were being discussed in the Study Circle meetings presided over by Bharali Sir. Our Seniors then, from the Department of History and Political Science assisted Bharali Sir. Prominent among those faces are: Akhil Ranjan Dutta and Rajiv Handique *(Both are now senior faculty members in the department of Political Science and History Gauhati University).*

The kind face of Bhabaneswari Baishya Madam can never be forgotten. So also the faces of Ratnesh Pathak Sir, Ramcharan Thakuria Sir, Hemanta Kumar Sharma and Badan Saikia Sir cannot be erased from the mind. Badan Saikia taught us the drama *'Chirag'*. Thakuria Sir and Sharma Sir taught us old Assamese scripts. I never joined the Shakespearian Society of Cotton College. It was Bobi Barua Sir (Nagaraja Barua) who invited me to join that drama society of Cotton College. Bobi Barua Sir taught us Alphonse Daudet's short story *The Last Lesson*. It was only later in life, as a student of literature, did I realise the true beauty of this story written by the French author. Ranjit Chaudhury Sir taught us *The Highway Man*, whereas Pradip Acharya Sir taught us *To a Skylark*. Some fond memories of the teachers of Education and Economics are also there to cherish.

Ours was a noisy section full of youthful vigor and merriment. I remember one of our classmates Gautam Dutta who was a cricketer. We have had small groups of intimate friends. In my case we were a group of three myself and my closest pals Jyotsna Mudoi and Namita Deka. Jyotsna is a law practioner and Namita Deka a teacher and at a Higher Secondary School. Our seniors were kindly and friendly to us. The present Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma had been our Senior in college. I still remember that quite often the Girls' Common Room water taps were dry. Whenever we three friends meet our senior Himanta Biswa Sarma, we would greet him and tell him about the Dry Taps. I remember that he was associated with the Students' Union Body of Cotton College then. He would give us a kind nod and say that he would look into the matter. There was Deb Kumar Barman - another of our seniors who was elected the Cultural Secretary in the Cotton College Students' Union elections during those times. We enjoyed the campaigning of the candidates. There was another senior, Surja Nayak. He was from the department of Mathematics. He was a football player and contested in the Students' Union election a number of times for the post of Football Secretary. His perseverance at one quite appreciable as for he contested at the elections for several times. But it was during our days as B.A. students that we came to hear of his success at winning the post of Football Secretary.

Years pass by but memories remain intact in the mind. As human beings we have to move on. This is the realisation of life which we have to accept.

Dr Nisru Rani Phukan Ex Convenor, Associate Professor, Department of Economics, KKHSOU, Guwahati 6

জীবশ্রেষ্ঠই আনিছো নেকি মহামারী

আবদ তহমীদা

মিলনীকল— আপাতদৃষ্টিতে সমস্যার মনে হলেও এটি একটি শব্দ। জীবজগতে মানুষ যখন হস্তক্ষেপ করে, ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করে, পৃথিবীর পরিবেশে প্রভাবিত, অথবা সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে যখন তারা অতিমাত্রায় কোনো কিছু ব্যবহার করে তখন মিলনীকল সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু আজকে জীবজগতের হেরফের ঘটানোর জন্য জীব-প্রকৃতির কথা একারণে উল্লেখ করছি, পৃথিবীর ইতিহাসে পৃথিবীর আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো মহামারী দেখা দিয়েছে তার প্রায় সবগুলোর জন্য দায়ী মানুষ।

আমাদের পরীক্ষার বিষয়। এই বিষয়গুলো প্রায় ৪০ মিলিয়ন জীবজগতের বাসভূমি। কিন্তু যেসব ৪০ লক্ষ বনি এই বিষয়ের জীবজগতে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী বসবাসকারী তাদের। বিভিন্ন সংগঠনের সাথে এই বিষয়গুলোতে প্রায় ১৫ মিলিয়ন হেক্টর ভূমি মিলনীকলের বিষয়ের পড়ে। ১৯৫০ সালি পর্যন্ত বাড়িয়াদের বসা আছে কৃষি আছে। (১৯৫০ সালিকের এই প্রথমি মানুষ সমাজটির এক মহান দায়ী হেরফের করিছে। World Wildlife Fund-এর মতে অনুসারি বছরি প্রায় ১৮.৭ মিলিয়ন একর ভূমির অরণ্য মানি হেরফের। সেইজন্যিতে 'Nature' শীর্ষক আন্তর্জাতিকের মানুষ সেবার অনুসারি পৃথিবীর কৃষিকার্য আমরা হেরফের সমস্যার পর্যন্ত প্রায় ১,২০০০ বছর আগে পর্যন্ত এরিয়াটির পৃথিবীর মুট ৩৬ শতাংশ পর্যন্ত হেরফের ছিলো। সংগঠন পর্যন্ত পৃথিবীর ১৫ মিলিয়ন পর্যন্ত আগে হয় আমরি সংগঠন মিলন হিসাবে ৪২,০০০০০০ পর্যন্ত করা হয়। পরিবেশ সমস্যার পৃথিবীর প্রায় ৫০ শতাংশে ভূমি অরণ্যকে আমরি আছে। ১৯৯০ আজ ১০১৬ সনে মানুষ সমস্যাগুলোর পৃথিবীতে ৪০৫,০০০ বর্গ মাইল অরণ্য হেরফেরিছে। যার পরিবেশে পরিবর্তন ঘটিয়েছে

নভেম্বর মাসে করি মানব জাতিটিতে এক ভয়ানক দানবীয় জীব-জন্তুক
নিজের ভয়ন ভলাই আনিছে আক আক পৃথিবীটিলে অন্য নানা মহামারী
উৎপত্তির কারণ বুলি গণ্য করিব পারা যায়।

Yanbei Harvar নগর চৈনিয় ৫ মাহ সমাপ্তকালতে ২০১৯ চনৰ মাজভাগতে পলিম'ৰ চেলেষ্টিয়েল উদ্ভৱ চৈছিল। গতকালেই এইটো প্রথম ঘটিছে আমাৰটিলে এই চেলেষ্টিয়েল 'হাদৰ চেলেষ্টিয়া' বুলি অভিহিত কৰিছিল। কাৰণ চেলেষ্টেল নগৰ কাদৰ নিজৰ নগৰ অন্যতম চেষ্টাৰ, এই চেষ্টাবটো মাদ্যাদৰিক চৈছিল। চেলেষ্টিয়েল নগৰৰ জীৱন্তৰ প্ৰাৰম্ভ সাধাৰণ গণৰ্যৰ দেখি চৈছিল, বিহেন আৰম্ভণৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চেলা চৈছিল। অন্যতে মুলনি কাৰ আৰম্ভণৰ পীড়াদায়ক আৰম্ভ আৰু আক্ৰান্ত আগতে এইটাকৰ চাৰণা দেখি আছিল।

আগষ্টাৰিক সময়ত আটিইটাকৰ চাৰিত আৰু নিৰন্তৰে ইক COVID 19, নিয়ে আৰম্ভ নিশ্চিতে আৰুনীতাকৰিক আৰু (Health Emergency) সৃষ্টি কৰিছিল। সাৰ্বভৌমিক, আন্তৰ্জাতিক আৰি সকলো নিশ্চিতে পৃথিবী ৰূপ চৈ পৰিছিল। এই COVID 19ৰ আৰম্ভণে চিনত কি? এটিকটিয়েল চেল্ল কৰো আছেনা অনুসৰি COVID 19 SARS COV 2 Virus'ৰ নাম সংযোজিত চৈছে। SARS COV 2 টিনৰ Wuhan নগৰৰ চাইনাকাৰ Hiranhqiliss নামৰ এটি বাদুলি আৰু চেলেষ্টিয়েল নগৰৰ এটিত জীৱন্ত নাম অনুসৰি চেষ্টাৰ ৰূপৰ নিৰ্মাণিছিল। বিভিন্ন কাৰণে আমুহ এই জীৱ-জন্তুক ভক্ষণ চলিছে বিশেষকৈ চুকি-আগত কটাৰ যোগত এই জীৱজন্তুক অনুসৰণ ভক্ষণ চলিছে আৰু লগত চেলেষ্টিয়েল নীতানু নিয়োগৰত সহায়ে চৈ আছিছে। অনুসৰি চিনৰ নগৰ চহৰৰ চেলেষ্টিয়েল আৰু বাদুলীৰ আগৰণ কাৰণে আছে। পৰিশেষে, চিনৰ আগেভাগৰ নগৰ নিৰ্মাণিকৰণ চহাগছেও আৰি অনুসৰণ কৰিব পাৰেগী।

গতিকে এক চিনত হয় — আমেৰিকী জীৱজন্তুৰেই আৰিষ্কাৰে চেষ্টি। আগত, নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। নিজে আৰম্ভ নিজে চাৰণাৰ চিনৰ আগে পাছী আৰিষ্কাৰেই।

আৰম্ভ অধ্যাপিকা আগেভাগৰ চিনীয় আগাধিক, কুমাৰ বিভাগ।

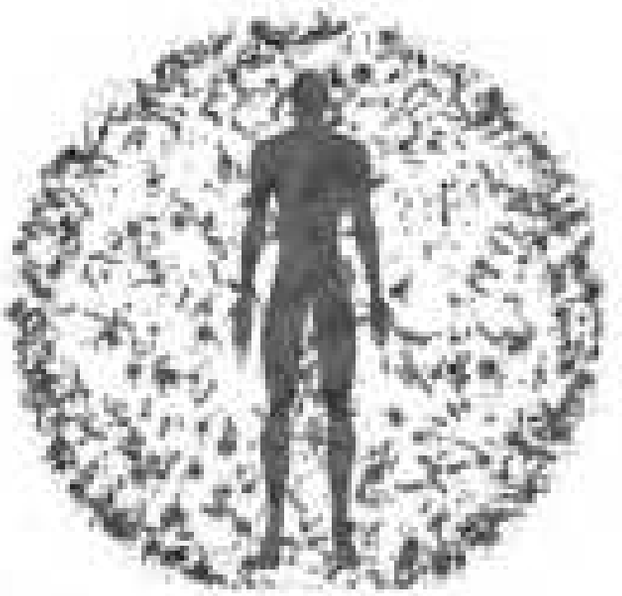

Go with your Gut feelings

Shubarshisha Baruah

Every year we are blessed with new discoveries that unravel various facts about human body. The more we discover ourselves, the more intriguing it all becomes. One of the most fascinating things that I came across is that our gut is a home for a whole community of microbes, that is, viruses, fungi, bacteria. Well, that's fun to figure out because there is always a myth around people that all bacteria are bad.

This community of organisms are beneficial for our bodies. They have evolved during the course of time along with human beings and have shown to serve a multitude of purpose. Certain bacteria help digesting fibre, some grow inside babies and help them digest sugars in breast milk and in fact they help control our immune system by interacting with immune cells and affecting how they respond to infection. The gut microbiota is now essentially a topic of discussion as there are numerous papers published, predominantly in the last decade that focused on gut microbiota. From the year 2013 to 2017, 12900 publications focused their study on gut microbiome. This shows how this area of research has gained attention and there is a higher scope for better understanding. The composition and function of the microbiome can be linked to potential diseases and be studied how they communicate or interact with human cells.

This suggest how important it is to maintain a healthy gut with good gut microbiome. The brilliant thing is we have the key to this. Dr. Erica Ehibel Angle, CEO and co-founder to Tocula, the internal fitness company, brilliantly talks about gut microbiome and ways to improve it in a TEDx Talk. She rightfully quotes "you are what you eat". We all must have heard from our parents about how we must consume a wide range of fruits and vegetables. We are often told to avoid junk food and are encouraged to have a balanced diet. Well, they have been absolutely correct! Junk food largely consists of fats and maximum of them have very less percentage of fibre. When we eat more junk food, our gut microbiota starts harbouring more oil digesting microbes which thereby results in a less diversified microbiota. A good microbiota is a diverse one. Good gut microbiome means a good gut health which further results in a good overall health. All we have to do is eat food mindfully. We also must keep in mind that both our brain and gut are connected. Feeling anxious before an exam is something relatable to many of us. This gives a tingling sensation in our stomach and also in some cases makes our stomach upset. So, any amount stress will affect our gut and thereby affect the microbiota. Another thing that is lethal to our microbiota is antibiotics. Antibiotics which are typically broad spectrum does not only kill bad bacteria but also is responsible to wipe our good bacteria. Keeping all this in mind will improve our gut health.

Now since we have established the fact that how our gut health is important and how it can be improved with improving the gut microbiome, if ever again you feel an uneasy feeling in your gut, just go with your gut feelings!

“...When we eat more junk food, our gut microbiota starts harbouring more oil digesting microbes which thereby results in a less diversified microbiota. A good microbiota is a diverse one. Good gut microbiome means a good gut health which further results in a good overall heath...”

Subhadipika Baruah PG 2nd semester, Department of Zoology

বাণিজ্যকরণে বিপর্যয় ঘটেছে সাম্প্রতিক ক্রীড়া বিশ্ব

বিভূতি মহন

Killing Art or an Artist

Pratyashree Priya

To follow knowledge like a shining star
Beyond the utmost bound of human thought
...
To strive, to seek, to find and not to yield
(Ulysses/Tennyson)

When the world feels unjust, art gives us the freedom to push back. Without art, we would not have voices challenging the status quo and social progressions. In every walk of life, art has played the part of revolutionary tools. Beginning from the Renaissance, Leonardo Da Vinci and artists transformed European society from the Middle Age to modernity. The music of Mozart, Mozart and Haydn served to define the Age of Enlightenment. Leo Tolstoy's novels survive today as some of the greatest works of literature that the world has ever seen. His reflection of the excruciating life of someone living in 19th century Tsarist Russia moved hearts and minds, while even Karl Marx could be considered an artist in his rights. His works have survived and radically shaped society for centuries. Most recently, we can point to examples of how Jazz and Blues music shaped African American culture. The free loving Hippie culture of the 1960s, particularly regarding the Vietnam War, was inspired by the 'Beatles', 'The Rolling Stones' and countless other rocking with bands who set a fire of rebellousness among young men and women who wanted

to fight for a better world. Countless artists have shaped today's culture throughout history.

The conversation on whether we can separate the art and the artist is hotly debated whenever a new scandal involving a cancel culture, many are quick to stop supporting an artist after accusations of problematic behavior. However the connection between art and the artists isn't a problem until the artist becomes problematic. In recent scenarios, it has become quite a dilemma to preserve love for our beloved works of art while their creators have been subjected and defined as per their moral ethics. Some of the numerous instances wherein the art are made to pay for artists sins:

Caravaggio is known for his Baroque work and incorporation of chiaroscuro more than the murder he committed. Picasso's many mistresses were treated shabbily by him and he is still celebrated as the founder of the Cubist movement. Wagner was an anti-Semitic racist who found himself a huge fan in Hitler, so much so that performance of his operas in Israel still faces protests.

At the end of The Great Dictator comes a marvellous speech. "The soul of man has been given wings, and at last he is beginning to fly. He is flying into the rainbow — into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me, and to all of us," says Charlie Chaplin. He was in character as a Jewish barber who just happens to look like Adenoid Hynkel, the dictator of a nation resembling Germany of the Nazi era. By all counts 'The Great Dictator' is a fantastic piece of satire. It fulfills the needs of the comedy genre while simultaneously speaking truth to power. That Chaplin could do this when the United States was not yet a participant in the Second World War speaks to his great genius. But, he wasn't a great man. He married Lita Grey when she was 16 years old and divorced her when she was 18, all so he could avoid a statutory rape charge. Chaplin was 36 when he married her. Three of his four wives were below the age of 18. Nabokov's Humbert Humbert was allegedly based on Chaplin. In the post-Weinstein era, it feels hard to separate great work from their creators, though we manage to do so for many artists.

To an extent, we find ourselves unable to make this distinction not because of the art itself, but because of everything else that we know. While the consumption of art is an individual incident, the celebration or castigation of the creator is a social event. The way we consume art has a performative aspect to it, now more than ever, with the democratized nature of our communication. And in this performance is encoded an acceptance that we like something that needs to be liked, because by itself that work of art needs or deserves celebrating.

Are we being semi-twisted by society into segmenting our own personal relationship with pieces of art? Are we giving in to the pressure of the groupthink that dictates what piece of work we must dislike because its maker was not a stand-up human being? There is a rallying cry to make sure that an artist's name is forever associated with his actions. And unfortunately, this demand is extended to the art too in an attempt at ensuring that the work is also forever tainted.

But shouldn't art transcend the realm of human foibles, or should it be curtailed by those shortfalls? Should the fact that Lewis Carroll might have been a pedophile reduce the beloved nature that Alice in Wonderland has? Or, as I learnt while writing this, does Isaac Asimov's alleged habit of groping women make the world he created any less awe-inspiring?

The obvious question is whether and in what way the art is affected by the artist. The deeper question we ask ourselves is whether it is moral to continue to consume a piece of art — whether it is acceptable to our self-perception as a 'good person' — without taking into account the horrible nature of the people who created them.

That's not to say that every artist who's done anything wrong should be cancelled, but we must keep in mind that the art and the artist are a package deal. Ignoring the background of an artist is a disservice to their creations. Frida Kahlo and Nina Simone are both artists whose cultures and experiences as women deeply impacted their art. Both Kahlo and Simone used their art to protest discrimination against and express their identities

...Van Gogh painted his heart out, so did Dali, each in their fantasy worlds. The remarkable aspect of both painters is that regardless of their personal life and circumstances leading to their art, we celebrate both of them in the world of art....

on Mexican and African-American women, respectively. To separate the art from the artist would be an insult to their legacies.

Other way round we can also follow some of the examples

"Clocks are melting away in a barren assembly land"; I guess we all recognize Dali's surrealist Masterpiece "The persistence of memory" from this not so detailed imagery. Dali brought forward a new wave of familiarity and unnerved us by presenting daily objects in a manner so incomprehensibly engaging when put together.

Dali was worshipped, his eccentric demeanor, his love of the limelight interpreted by his weird exhibition opening costumes, but that adoration came to an abrupt end. When an article got published, following his rape scandals, domestic abuse, fascist thinking, explicit racism, necrophilia, self obsession, and greed, people were appalled by their love for him and his art. His paintings never looked the same; the image of melting clocks brought the thought of entropy/all good things must end to the head rather than the "memories are often fluid" perspective. His eccentric outfits turned into attention seeking preventive acts, intellectual thievery, and offensive statements seeked refuge inside his articles and brush strokes. All there was left of his paintings in my head was revulsion and anger.

"This morning I saw the countryside from my window a long time before sunrise, with nothing but the morning star, which looked very big. "Van Gogh wrote on 'The starry night'. However we must realize the fact that he painted 'The starry night' in 1889 during his stay at the asylum of Saint Paul-de Mausole. His inspiration was heavily affected by epileptic hallucinations and strong medications, what came out was an experience, a shambolic and ethereal experience. We even realized that my respect for the melting clocks would always stay the same; that is what Dali meant by 'The Persistence of Memory'.

Van Gogh painted his heart out, so did Dali, each in their fantasy worlds. The remarkable aspect of both painters is that regardless of their personal life and circumstances leading to their art, we celebrate both of them in the world of art. Linking art to the artist is being unfair to the complexities of the art and limiting oneself against the possibilities of what it has to offer because art is independent, it's free, it does not have a brand image, and that is what brings comfort to the viewer.

Art does not judge, art does not question, only answers as how this famous extract goes "If you love me, you don't love me in a way I understand."

Priyanshee Priya is a Geminian. Presently pursuing BSc in Anthropology, Hansraj College, University of Delhi.

অসমীয়া ব্যঞ্জন

অনুপমাটী বাস

অসমীয়ার খাদ্য সম্ভার অতি বিচিত্র। কথাটি কথাই বোলে, 'খাস খোৱা অসমীয়া'। পুরুষে অসমীয়া জাতির গঠিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশালতা ঐতিহ্য অসমীয়া ব্যঞ্জন। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে, অসমীয়াসকলে খাদ্যবিলাসিক। অসমীয়া ব্যঞ্জন ৰন্ধনপ্রণালীৰ লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখিবলৈ পাওঁ— অসমীয়াসকলে খাদ্যসম্ভাৰক নষ্ট কৰা নাই। অৱশ্যে কোনো কোনো পৰম্পৰাগত খাদ্যসম্ভাৰ আজি-কালি অপ্ৰচলিত হৈ পৰিছে। যেনে ধৰক— কোনো কোনো ঠাইত কেতেকী ফুলৰ কোমল পাহিৰে ৰন্ধা হয়। কিন্তু কেতেকী ফুলৰ সহজলভ্যতা আজি-কালি নাই। সেয়েহে কেতেকী ফুলৰ ব্যঞ্জনো আজি-কালি বিৰল হৈ পৰিছে। তেনেদৰে কেতেকী ফুলৰ ব্যঞ্জনো আজি-কালি বিৰল হৈ পৰিছে। তেনেদৰে কেতেকী ফুলৰ ব্যঞ্জনো আজি-কালি বিৰল হৈ পৰিছে।

প্ৰতিখন্ডৰ অসমৰ ভূ-প্ৰাকৃতিক অৱস্থান, জলবায়ু, প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ, উপলব্ধ উপাদান অনুযায়ী অসমীয়া ব্যঞ্জনসমূহৰ স্বাদ অনিল বিভিন্নতা আমি দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। পুৰণিকী পাহাৰ মুঠিয়েকে জলবায়ুগত অৱস্থাৰ কাৰণতে অসমীয়াসকলে অনেকবিধ শাকৰ বিষে বিষে ব্যঞ্জনত অতি সুন্দৰ অনেক কাহিনী সৃষ্টিহোৱা হৈ উঠে।

সুন্দৰ সুন্দৰ শাক শাকলা এই অসমৰ প্ৰকৃতিয়ে নিজ কোলাতে লিলৈ দিছে অনেক পতীয়ন, শাক পাচ। সেইবোৰ হৈ পৰিছে অসমীয়া ব্যঞ্জনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। এয়া লিখাই হাতে লিখনীয়ক হৈছে— "অতীজ চৰণ পীছ আমি কৰিলেই কৰিম। আগে তুমি মন কৰিছ।"

এই কথিয়া এবিধ অসমীয়া অসমীয়া ব্যঞ্জন। কুমলীয়া পীছৰ পীছ আমি এনে কথা কথিয়া হোৱাৰ কথা হয়। সাধাৰণতে কথিয়ে আহোন হয়ে হৰিণৰ অসমীয়াসে পাকপাকৰ দেখা যায় দুটি ৰংগেৰ অনুভূতি কথা নহয়। এনুধৰি কথিয়া অনুভাৱী হৈ লিখিলে আৰু অনুসৰণ আগে বা উপাদানৰ সলনি আৰু অনুভূতি হিচাপেৰ ব্যঞ্জন কথা দেখা যায়।

আগেই লিখনীয়তে হৈছে—

এটা বাটিৰ নহৰু

এটা বাটিৰ শলক

এটা বাটিৰ সুন্দৰ শাক।

অসমীয়া ব্যঞ্জনৰ অনুভৱে আগে ঐতিহ্য শাক। সুন্দৰ, হিলমিল, চেনাইলাহে, মনিমিহ, মেৰিহ, মাৰি, মাৰ, পাতো, পাতা,

Global Agricultural Scenario

Nibir Talukdar

The practice of cultivation of crops was discovered thousands of years ago which was a huge leap in human evolution and the first step towards settlement development. It was eventually due to agriculture that people ultimately settled, thereby, leading to the creation of several cradles of civilization. With the dynamic nature of the world, the agricultural sector has also witnessed several changes throughout these centuries. A sector that was once heralded as the core factor behind a country's economic growth and stability of most developed nations has turned into a sector contributing a very meagre amount to the GDP of most developed nations. Following the Industrial Revolution and a change of society towards mechanization and production have led to this decline in developed nations while the developing nations, although are transitioning towards an economic regime dominated by the service sector yet agriculture in these regions account for a considerably larger portion of the GDP.

Agriculture is very diverse and full of contradictions. The agricultural sector accounts for a small share of the world economy yet its importance can never be taken for granted as it is the building block of the world as every sector is directly or indirectly dependent upon agriculture. It still is relevant to a great share of Homo sapiens as the primary source of economic engagement, particularly in middle- and low-income countries. In 2012, an estimated 1.3 billion people (19 %) were directly engaged in farming, but agriculture represented just 2.8 % percent of overall income. This disparity between the number of people engaged in agriculture and the overall contribution to the world economy highlights the deplorable condition of the sector in middle- and low-income countries, such as India accounting for 58 % of employment and a meagre 18 % of national income. Agriculture accounts for about 40% of world land area. Malthus in his theory of population postulated that population shall always outstrip agricultural produce which shall create misery amongst humans and the only balances brought about are the negative events of natural

calamities. This theory can now be deemed as obsolete as agricultural output far outstripped population growth. The population grew by almost 1.69% per year from 1960 to reach 7 billion in 2011 which is about double the size it was during 1961 but agricultural produce increased more than threefold which has resulted in a massive surplus for trading. Now, we shall look into the patterns of changes brought about in the field of agriculture throughout the decades to have a clear picture of the contemporary condition of the agriculture sector in various regions of the world.

Agricultural Outputs

Farming is a diverse economic practice often characterized by a variety of farming techniques, implements, the type of output, the inputs to be used in the form of chemical fertilizers and pesticides or natural manure, and the amount and quality of inputs used for yield. This diversity leads to differential yields across the regions of the world. Improvement in agricultural inputs due to technological advancements has ultimately catapulted agriculture to its current surplus as opposed to population growth. If we make a comparative study between 1961 and 2011 regarding agricultural output in low-, middle- and high income regions of the world, it is revealed that the high-income countries such as the USA, western Europe, etc. had a sharp 43.8% of world agricultural output (in 2005 PPP$ billion) which was around 746 on a global scale and the high-income countries recorded 327 while the Asia and Pacific region accounted for 23.9% share and 178 billion in terms of actual value during 1961. However, if we investigate the data about 2011, it is revealed that the Asia Pacific region which accounted for the second highest share of agricultural output has now transcended into the highest which is around 46.7 % share of global agricultural output which is 1070 billion dollars in terms of actual value. The global agricultural output has also catapulted almost 2.5 times to about 2397 billion dollars and the high-income countries have had the lowest growth in terms of agricultural output between 1961 to 2011, while it is around 10 folds for Asia Pacific region which highlights the changes brought in the political economy of these countries. China is the top ranked country for total agricultural output with 23 % of all global agricultural output by value, which is produced using 8% of the world's cropland. India is third ranked overall accounting for 9.9% of total agricultural output and Brazil and Indonesia take the 4th and 5th places respectively. Except USA which stands at 2nd place, all the other 4 countries are not high income countries indicating the importance of middle-income countries for agricultural output in the global economy and highlighting the transition of developed nations from an economy based on primary activity to an economy based primarily on tertiary, quinary and quaternary activities indicative of economic development.

Agricultural Input

The diverse nature of agricultural output across the different regions can be attributed to the diverse patterns and techniques used as agricultural input as output is directly linked with input and the type and pattern of the usage of agricultural input is based on the technological advancement and economic prowess of the region. If we look at the land labour ratio across the two time periods, we observe that it is considerably high in high-income countries and has grown from 1961 to 2010 indicating mechanization of agriculture which increases the per capita productivity of the farmers while the same cannot be said about the low-income countries where this ratio has witnessed a decline indicating the usage of intense agricultural labour leading to lesser per capita agricultural productivity and multiplicity of problems such as disguised unemployment. While the usage of fertilizers has shown an upward trend across all the regions of the world, however, it is of no match to the high- and middle-income countries where its usage has increased several folds from 24.9 million tons to 43.1 million tons in high-income countries and from 5.4 million tons to 81.8 million tons between 1961 and 2010. But the growth has not been significant in the case of low-income countries accounting from a

margin 0.2 million tons in 1961 to 3.4 million tons in 2010. This combination of changes highlights the fact that the productivity curve has always plateaued in high-income countries indicated by the high land labour ratio and the same curve is steep in terms of low-income countries indicated by the intensification of agricultural labour.

Agricultural Productivity Slowdown

The growth rate of crop yields, that is, the total quantity of crop produced per unit of land area has been slowing down gradually which is indicated by linearity in terms of growth of aggregate cereal yields. Based on calculations and data obtained from FAOSTAT (2013) it is revealed that the global average maize yields grew at an average annual rate of 2.33 percent for the period 1961–1990, less than by 1.77 percent for annual rate of 2.33 percent for the period 1961–1990, less than by 1.77 percent for the period 1990 –2011; wheat yields grew 2.72 percent per year for 1960–1990, but the period 1990–2011; wheat yields grew 2.72 percent per year for 1960 –1990, but 1.09 percent per year for 1990 –2011; rice (paddy) yields grew 2.14 percent per year 1.69 percent per year for 1990 –2011; rice (paddy) yields grew 2.14 percent per year for 1961–1990, and 1.16 percent per year for 1990 –2011; soybean yields grew by for 1961–1990, and 1.16 percent per year for 1990–2012; soybean yields grew by 1.72 percent per year for 1961–1990, but 1.23 percent per year for 1990–2011; and 1.72 percent per year for 1961–1990, but 1.23 percent per year for 1990–2011; and for cereals, yields grew by 2.31 percent per year for 1961–1990, but 1.48 percent per for cereals, yields grew by 2.35 percent per year for 1961–1990, but 1.48 percent per year for 1990–2011. During 1961-91 the land productivity growth was 1.92 barring China which has slowed down to 1.78 during 1991-2011 which is about 0.14 percent less. The lowest 154 countries are worst affected accounting for 0.24 per cent low agricultural productivity growth in terms of land and labour productivity.

Price and Agricultural Productivity

The overall crest and trough pattern of agricultural productivity across various crops and effective implications on food security that ultimately destabilizes the prices have always been of prime importance for the policy makers. The 20th century can be regarded as zenith of population growth and technological development in which the world witnessed an unprecedented growth in population following the Industrial Revolution. Malthusian theory of population has always been critical of population growth and thus believed that natural checks in the form of natural disasters were important to keep balance between population growth and agricultural productivity which he believed the former to be geometric and the latter to be arithmetic. However, the technological developments that ushered in the era of Industrial Revolution nullified this theory as agricultural productivity far outstripped population growth due to the development of mechanical agricultural techniques and implements that enabled much greater productivity per unit area. However, as the world has shifted its focus from agriculture towards manufacturing industries and service sector, there has been a decline or rather a slowdown of agricultural productivity since the 1980s and hence the prices of food have been on the rise particularly after 2008. The gradual fall in agricultural productivity and its subsequent rise in food prices has made the policy makers aware of the importance of agriculture in food security and poverty in high- and low-income countries alike. Therefore, appropriate steps are being taken by the countries to mitigate this developing crisis and to contain its effect to a minimum.

Patterns of Agricultural Research Spending

Research and development of better agricultural practices and inputs in line with agricultural research spending is of utmost importance. However, despite high rates of return and a significant productivity slowdown which is a growing crisis, public support

for agricultural science has waned in high income countries such as the USA. Most of the money that was earlier spent on "agricultural science" in high-income countries has been diverted to other non-farm issues which are of although of very much importance but cannot be taken as a replacement for agricultural importance. In 1960, 5.6 billion dollars was spent on public food and agricultural research and the high-income countries accounted for 56% of the world's total contribution. It dropped to 48% in 2009 despite the rise in prices of agricultural products and ever-showing agricultural productivity and the US share dropped from 21 percent to 13 percent on agricultural research during the same period. On the other hand of the spectrum, middle-income countries have translocated into the cradle of agricultural research and are the prime torchbearers of agricultural development in recent years by diverting their spending and investing a large sum in agricultural research. China was spending more than any other country on public research and development with a budget of 3.8 billion per year. However, the condition of low-income countries, particularly the nations of sub-Saharan Africa is very dire, spending just 6% of the world's total public sector agricultural research in 2009, down from 10 per cent in 1960. This shift in the center of agricultural research has provided a much-needed balance to mitigate the problems of ever-dwindling agricultural productivity.

Changing World Order

The past century has witnessed tremendous changes in the agricultural sector and can be deemed as the most revolutionary period in the history of mankind both from the point of view of demographic change and technological advancements which have catapulted agricultural production to meet the ever-increasing demand of the exploding global population since the 1960s. Once deemed as being limited to the extent of agricultural lands, the technological advancements have enabled increased productivity per unit area of land thereby making the theory of population demand outstripping agricultural produce a mere obsolete statement. However, there have been tremendous changes in the pattern of agricultural production across the world about agricultural productivity, its contribution to the global economy and its dominance.

Around 50 years before the present, today's high-income countries dominated agricultural production and research. However, with their change in focus to other non-farming issues and sectors, these countries soon lost their dominance, thereby making them less important from the agricultural point of view. This is the time, whereby, the middle-income countries such as Brazil, China and India started gaining ground in the agricultural sector regarding productivity and research. China, Brazil, India and the USA are part of the top 5 countries of agricultural production. Within these countries too, however, there has been a growing decline in the importance of agriculture in their economies being overtaken by the tertiary sector, due to their intense agricultural labor usage they have been able to maintain their dominance over the global agricultural economy- mirroring the status of today's high-income countries a half-century ago. The same cannot be said about low-income countries as they are moving even further away from agricultural research and productivity, making the overall economic transition away from agriculture.

This rising ebb and flow of agricultural developments in terms of productivity and research has made middle-income countries even more important in contemporary times to combat inherent food security issues due to the gradual slowing down of agricultural productivity. Thus, today's middle-income countries like China, India and Brazil will increasingly determine the future path of poverty and hunger in the world and the vulnerability of the poor and protect them from the food price shocks of the kind experienced in 2008 and 2012. These countries have hence replaced the high-income country's reign over agriculture prevalent during the past 50 years and hence there has been a shift in the world order about agricultural development.

Nibin Tahsildar PG 2nd semester, Department of Geography

Overarching Impending Mental Health Crisis: Impinging on the Futuristic Expectational Quest

Arunava Borah

We're 21st century anxiety driven GenZ, who, pretty much like our previous generations, have embarked upon the subsequent battle of "grabbing it all." Be it the consequences of the mindset conditioning set forth with the multitude of popular social narratives that adheres to a standard set by the society or with the dominance of popular narratives exaggerated by the movies and television, we tend to imbibe the tendencies of hopping into the socially acceptable time frames that are invisible, but solidified for us to mark our life's accomplishments. Just as Bunny from VZHD said, "who wants dual choral for 50 years right?" However, chasing perfectionism in this spectrum of opportunities infused with such deeply rooted struggles, with additional challenges of battling one's way out in limited resources and overpopulation, one tends to find themselves entrapped into a loop of overworking that comes with a baggage of tumultuous mental health risks. Now evolving global studies have shown that the younger generation are increasingly more sadder than the previous generation. There's a significant correlation with dissatisfaction in life and happiness level that is evident in the young generation, which germinates from the onset of experiencing an early life crisis. The world has forgotten the several mental illnesses that have plagued the minds of the young generation post covid and is increasingly becoming a grave problem that is not deemed serious enough. The youngest generation or the GenZ are reportedly more prone to experience severe negative emotions such as stress, anxiety which culminates into depression and other serious mental health problems. This may affect their overall performance in studies and work.

As bad as this sounds, there hasn't been any proper assessment done to cater towards the younger generation in schools and colleges to help deal with their acute mental health problems. A lot of the educational institutions flag themselves off as progressive and safe by allocating one counsellor, which again isn't accessible or feasible to everyone in the particular institution for various factors. This remains as one of the many loopholes that disrupt the case of progression that can help in inculcating a positive environment for students.

One of the most common problems that catalysts towards the rising issue of mental health problems is social media. As bad as it may sound, people who don't engage in any social media platform are much happier in real life than people who are active on social media. A lot of the unhappiness stems from the comparison one tends to make by looking at the well furnished and maintained lifestyle and then get unhappy when we aren't making that much progress than other people we see on social media. This phenomenon is not new. This existed pretty much well before social media. When we used to compare ourselves with other people in real life. But with social media this phenomenon gets more nuanced. With lavish pictorial representation that accentuates our lives rather to great extent. But just blaming everything to external influences isn't the solution to the overarching problem . We must make an effort to understand and comprehend the situation to solve it.

One of the most common problems that catalysts towards the rising issue of mental health problems is social media

The mass reception of mental health illness in numerous institutions isn't very positive. People tend to overlook the symptoms as blatant lies or false symptoms to use as leverage to justify their inability to work. People do tend to hold international conferences and seminars in order to show their solidarity to tackle this issue but this effort still stays on the superficial level without any significant change. The regressive approach towards making people assess their emotions is what drives them towards being indifferent. People lose touch with their humanistic beliefs. An unfortunate reality where no one seems to bat an eye when a person on the other side has lost something significant in their life. We are no longer able to understand people's emotions and be kind about it. We've pushed ourselves to such an extent that we have no remorse for anything at all. We no longer want to talk about kindness and compassion because sadly we think emotions are our weakness. But the more we repress our emotions the more we pave the way for more violence and chaos. The society should make an effort from the ground level to make therapy and counselling an easily accessible resource that shall help people combat the various problems that confront them and help to inculcate a more equitable environment for growth and development.

Arunava Banik Pg 2nd Semester, Department of English

ভূপেন হাজরিকার গীতিসাহিত্য

বিষয় ভাবনার আলো প্রেক্ষাপট

মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

"...এই সৃষ্টির পথ দিয়েছিলে যে আমার কণ্ঠ ভরালি।
অতীতের পথ খুঁজিয়া যে দেখি সবটি দাঁড়ায়।"

সৃষ্টির পরতে পরতে গীতিকবি আর সুরকার হিসেবে নিজেকে ধরা দিয়ে ভূপেন হাজরিকাই বাঁধিকবি হিসাবে আমাদের কাছে এক অনন্য আকর্ষণ রচনা করেছেন। ভূপেন হাজরিকার গীতিসাহিত্যের বিষয়ে কোনও আলোচনা গীতিকবিতার ভূমিকাটি আগে উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

আমরা যেই বিশিষ্ট শব্দের ভূমিকাটির সিস্টার ভাবে বোঝা যায় যে আমাদের অভিধানগুলোতে Lyre শব্দের পাশে Lyric শব্দটিও তিনে আমরা বাংলাভাষায় অভিধানের আলো প্রয়োগ করেছি, বোঝাপূর্ণ বা উপলব্ধিপূর্ণ কবিতার পাশে Lyricগোল পূরক কথাটা আমি আমি বিশেষণে আভিধানিক এই শব্দটা আমাদের গীতল ক্ষেত্রগুলোই ব্যবহার করা হয়। দূরি শব্দিকার বিশেষণ অনুযায়ী শব্দ আলোকে আমি বিশেষ ভূমি আমি ভূমিকৃত অর্থপূর্ণ কবিতাকে গীত বোঝে। এই গীতল কবিতাকে আমরা এখন লক্ষিত আমি যে আমি ভূল আলোচনা করি গীতিকে কলাকুশলিত করিব পারি আমি আমি গীতি কবিতা বোঝে। কবিতাকে যি গীতল লক্ষিত আমিত গীতিত ভূল আলোচনা পারিই নিজের আমাদের পারিত্যে, বোঝাক গীতিকবি বোঝে যে ভূপেন হাজরিকাকেও সেই নিজের পথ উজান আমি হাঁটতে।

নিজেকে, ১৯৯৩ সালে ভূপেন হাজরিকা বোঝিত আমার কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রসঙ্গে লিখেছিলেন [তারিখ], বোঝিতা এটা আমি উল্লিখিত— "ভূপেন হাজরিকাদের এমন গান বোঝে লিখেছে। বোঝিতাকে গান বোঝে আমি লিখতে পারিনে বোঝে আমাদের কি কবিতা। বোঝিতা বোঝিতাকে নয়।" কিন্তু গীতল কবিতায় আমি আলোকে আলোচনায় কবি কবিতায় বোঝে আমি গীতিকবিতাকে

দেখ। 'কুসুমকল্প লুপ্ত লীলাকমল তবতে পরিমিল লাভবে হলে লভা আবন্ধ বলি লভা লহিত্যের ভেবর এটি লুপ্তর সৃষ্টি করিছিল। আলরী আহিল লুপ্তর অনুসরে টুকিলটিরে অলাভন্ত রাজার অন্তঃপুরটে ভেবলে লীরব লহিত্য লভ টিকাই। ভেবর লিখিছিল :

"ভোল ভোলভন বলি আহি আহি ভৈ যায়
আজ আমে বলি কলি কলি মনে মনে লভ
এই কাজ ভোল কালে করিলিলুম কি?
এই ক'ম কি?
এই ক'ম কি?"

অনুবাদে লীরবন্ধুরা যে অলভনাল লহিত্য, এই কথার লমর্থনের রাজলিখাদের ভৈরে— "আনুনিক লভ্য বা কবিতা আলিক লীরিচিআরা বা Lyricism আলিক লাভে, ভেরে Lyric এর লহিত্যিক মূল্য লমধিক নিম্ন। কবিতার উপলব্ধির কালে, লীরিআরিচিআরে ভেরে। লীরিক উপলব্ধির আনেন-আহিত, কবিআরে। মুলরাবে আনেন্দ লাভনারা রাজার নিজেই কালে। কবিতার উপলব্ধি লকলের লমরূপ লাহিলাত্যরসের আরীন, লর্বজন আক্ত কবিতারে আনেন্দলাভীন লাভিলেন। সেই আনেন্দলাভীন ভেরে লভা লহিত্যে নিজেরে নিজি লাভ পুলিয়ে লভ্য লীরিআরে লীরিক লিখে। সেআই হ'ল আনুনিক লভীত।"

অনুবাদে লহিত্য ভেরে লক্ষটিরে মুক্ত ভৈ আহে, লক্ষ্যন লহিত্য আর। রাজরে নিজস্ব, আনার নিজস্ব, আনুরূপ আনেন্দরূপ নিজস্ব। রাজলিখাই ভৈরে— "আনিক লভ্য লীরিআরে ভিন ভেরেনরে জীবনে লহিত লীরিত নিরে ভৈ ভিন লমরেনে লমনুভিত বা লহিলাত জীবনে লহিত ভিন্নতিক্ষ কবি লীরেরে প্রকাশ করে। আনিক লভ্য লীরিআরে আরন লহিত লীরিত নিরে লাভ, আরে আরে লহিত্যরন ভৈরে আরবী লাভরায় কবিআরে কবি আর লাগিল। লভ্য আনুনিক লীরিক সৃষ্টিতে প্রকাশরাজ লিখিত করে। আরবীআরন প্রতীরেরে আনেন্দরাজরে লম্পর্ক কবির ভোরে।" লমরলরে নি কথা বা লহিত্যেই অনুরূপে আরুন লিনুর ভেরেন লম্পর্ক রাজে, নিরে অনুরূপ লিনতিরী মুক্ত কবিআর রাজে বা আরুনরে ভৈ লাভে। রাজলিখাদ লহিত্যের আনিক ভেরে লেলীরে। আরোর বলে রাজেন—"ভেবর ভোরেনিরে লে লীর আনিক লুপ্তর ভোরা কবিরা।" "ভেবরন লুপ্ত আরু কবি বলরা হ'ল ভেবর কবিতারি হ'লেরাভেরে" বুলি অনুরূপ লক্ষ্য লুরারীরে লক্ষ্য রাজল কবিরে। রা' আলিলীরে মুলরে রাজলিখাদ লীরিক লভা লুপ্তর ভোলাটি ভোলরকারী ভৈ কবিরা রাজেই লিক্রেরন আনারাইরে, যদি আর লীরিক আনিক ভৌলিকে লুপ্তর কলক ভিরেরীর ভৈরে। আরবরে রাজলিখাদ আরবিরি লীরিক আনুনিক ভিরে লাভে আরেরে। লিরি আর আরেরাভারে, লিপ্তু মুরারী আনি লক্ষিআলাদ বলি লহিত্যিরেরে এরি অনুরূপ কবিরে। আরবি 'লুপ্তর রাজলিখাদ লীর আর জীরিক ভাব' আরেরে ভেবর আর জীরী রাজন আনি লহিত্যীরো অনুরূপ কবিরে। ভেরেরন লীরআনুরূপে রাজারেরে ভিনী অনুরূপ আর ভৈরে রাজারে, লহির আরী, লীরআরারন নিরেরিরিরা আনিক আর। আনিনুরী, কবি রাজরিনর আরেরী অনুরূপ ভৈরে।

আরেরাভে আরেরন ভেরেআর আরেরন লুপ্তর রাজলিখাদ আর এক সুরীরা ভৈরী আরে, নিরো আর লরারো আরেরীরা লহিত্যিরআরে সুরীরা। ভেরেরে ভৈরে— "ভোরেন ভোরেন ভই লুপ্তরিন জীরেরাভে ভেরে লাভ।" আরেরন ভেরেআর আরেরন লীরি আরা, লহিত্যে লাভুরি, আরেরে-লাভরীরি আরি ভেরেরে নিরে আরি, রাজ আরেরন নিরি আরে লাভি নিরে ভোরা আরী। আরী নিরেরিরিরাভারে আরেরন ভেরেরিরে রাজলিখাদ লহিত্যেরে লভিরন এরি রাজরারা আরেরন ভৈরিরে। ১৯৮৯ লাভে আরেরিরিরন আরেরিরা নিরেরিরিরারেরে আরেরন কবিরিরে রাজরেরে আরেরীরে রাজ রাজরন লুপ্তরেরে 'লিরি ইন্ডিয়ারে' লম্পাভরকারে রাজলিখাদ লিলীরে কথা ভৈরিরে। রাজলিখাদ লম্পাদিরে রাজরন আরেরাভী ভৈরে 'লরি' (আরি আরনি, ১৯৮৭)। নিরীরিরন আনিক 'আরন আরিরেরি' (১৯৯৪-১৯৮৯)। এরি আরারাভীরন লম্পাদরআরারারে ভেরেরন 'লিপ্তু' আরেরে আর আরন আরেরাভী রাজরন লরিরিরে। ১৯৭৩। আর 'লিপ্তু'রেরী আনিরে রাজরন আনু আরেরাভী।

লিরন লরিরিরার লরারারে লরারন লরারী রাজর ভৈরে আনিরে লুপ্তর রাজলিখাদ এরি লম্পর্কে ভৈরে— "লুপ্তর লরারের ভোরেরনি, লরারি, ভেরিরারা আরারন ভোরা লরিরিরে, ভেরিরারা লরিরে রাজর লুপ্তর লুরারে লরারি ভোরে... ভেরিরারেই ভেরিরারে রাজ রাজর ভৈ লিরিরে রাজরন লিরিরে লরারে রাজ লিরিরেরী।" ভেরে আরেরী ভৈরে— "ভোর লরারন লরিরিরেরে লিরা লুপ্তর আরেরারে নরি, ভেরিরে রাজ লিরা আরে লরারারে রাজ নরি, ভেরিরে ভোর ভিরেরে নরি লরারারে রাজ রাজরে।"

লুপ্তর আনিরেরি রাজরে রাজ ভৈরে যে, লুপ্তর রাজলিখা ভৈরে লিরন আরুন রাজরন। 'লিরে আরন লিরেরেরি লুপ্তর লিরন' বুলি রাজ লীরিআরারারীরন আরে আরেরন লীরিরে লিরন লরিরিরন লরিরে আরেরিরে। "Great people do not do different things, they do the things differently" এরী

কথাগুলি হাবভিয়ার মেয়ের হয়েছে। তেমনি সম্পাদনাতেই প্রকাশিত হয় 'সুরুমা ও শিলু' প্রকাশ পাইছে, অথবা প্রকাশ পাওয়ার আনুষ্ঠানিকতায় গ্রন্থের কথা নিয়ে। সুরুমার কথা এর অর্থাৎ হয়েছে, যেখানে পাখী প্রেমিক ঘিরেই জাতীয় পাখিদের গ্রন্থসমূহ পাওয়া কথা হয়েছে। শিশু ছেলে প্রায় ১ লক্ষ গ্রন্থ 'সাহিত্যে কথা কথা', 'ছোটদি কথাইলাই', 'শিশু কথাইলেই', 'মিষ্টিতে-মিশ্রতে', 'সংসার আগে আমু নয়ত' ইত্যাদি সেইসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

কুরুমা হাবভিয়াই দুই ধরনের গীত পরিবেশন করিছে। একপ্রকার গীত নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী গীত (যেমনিই, ছোটদি-শিশুর গীত) যাকে অবশ্যই বা খুব সাধারণিক গীত। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রকারের গীতেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অনুপাতি, প্রায় পাশ্চাত্যের প্রভাবিত হিসাবেও এই গীতসমূহের পরিমাণিক হয়। পাশ্চাত্যে পাশ্চাত্য সাংগীতিক RIT, RAIL PAUSE, ADLIB, LEGATO-র প্রভাবে যাকে ALLEGRO, ANDANTE, ADAGIO ইত্যাদি প্রায় ১৫ দিন TEMPO ছেলেন গীতসমূহের ব্যবহার হিতে। ক'ক্ষেত্রে যদি ছোটবয়সীদের, ক'ক্ষেত্রে আবার 'ছোটদের গীত' হাবভিয়া ছোটবিদ্যালয় কথা আবার অনুরূপ মূলত সংগ্রহের কথা (অন্যতে হাবভিয়াই শিশু অভিজ্ঞানগীত ছোট নয়)। 'আমার আমার্যি' গীতটি ছোট এটি ছোটবী গীতের অন্যতম আবভিয়ি। আবার 'আমার সহজ আমি' গীতটি বিদ্যালয়ে মূলত ভিন্নতা (Blending)।

আরোটি অন্যতম' কথাটি হ'ল কুরুমা হাবভিয়ার গীতসমূহে ভিন্ন সময় আসেনি। নিজস্বভাবে মূল, নিজেদের সময়, আমার সময়, ছোটদের পরিমাণ পাশ্চাত্য অভিযোগে এ ও কথা আভিধানিক ছোটে। 'ছোটে' শব্দের আমাদের এটাকে আসেন করিছে।

"আমার আভিধান নিশাতে
এখনি ঠৈলে পাখতে
এটি আমা পাঁচাতে
পাতাটির কবিতাতু সাতটি
ছাতির ছোটবাতে ঠেকিতুতে।"

আবার অনুরূপ নিম্নলিখিতভাবে ছোটদের আমাদিমুখীনের পাইছে পাশ্চাত্য করুরুক—

'That old man river
That old man river
He must know somethin'
But don't say nothin'
He just keeps rollin'
He keeps on rollin' along'

নিশাতু আগের পাইছিল— 'শিলু নাম সাতে, শিলু নিশ সাতে, জীবন সাধনে' হ'তে। মিলিন সাতে, মিলান সাতে কবীন্দ্রনাথের ক'তে।

এখানেতে ভিন্ন না ছোটদি গীতসমূহের সংস্পৃক্ত ঠৈ সমসাময়িকতে গীতি সহিত্যের সমৃদ্ধ করিছে।

এইদিনিতে ঠৈছোটবোলে যে, কুরুমা হাবভিয়ার ছোট, মাস্পাতালীয়, ছাতার আসাবসূত্রে সব আসার সময়, আমা-ছোটী সম্পর্কে নিশাতনতে ছোট ঠৈতে। ছোটী আমাদেসূত্র এসবকথা— "আমিন আমাদীয়াই নিয়ত নিউনিলে', 'ক'হলে আগেই এটি আমু নয়ত', 'আমাদীয়া আমার আমাদী মুহূর্তে ছোট এসব পাওয়ার' ছোটবার আনুষ্ঠানিক গতিবীর অভিধানের নিয়ে আসে), 'আমার সহিত্যে সাধারণ সময় হ্রাসক সাধারণ এর সাধন আমু' (আমার সহিত্যে সাধারণ সাধারণিক আসে) এসবকথা ছোটে-আনুষ্ঠানিক হিসাবেতে আমু ঠৈ আগে ছোটদি কথার আমু পাইছে।

সহিত্যে সাধারণ সাধারণিক কাজের Link Language হিসাবে আমাদিমে আমার সাধন করিলেতে ছোটার হাভিয়ার্যি পুরুষ পড়ে। মিনিং আমি আন্তর্জাতীয় কথার সাথে Language Classroom-র আন্তঃসম্পর্ক ই'ল ছোটদের আর কথার আমার আমাদন করিছিল। এসবকথাই গীতের পাশ ঠৈ সময় ছোটদি সময়ী সমাটোরে সময়ের কথার ছোট মিলাইছিল। 'ছাতেলি ছোটবোল', 'আমি আমি' আমি ভিন্ন ভাষির ছোটে সাধীন পরিবাসক হিসাবে কাজিমান সাধন করিলে। এসবকথাই এই সূচীর পরিমাণ অভিধান করিছে। কিন্তু আমিন নিশাত ছোটবোর ছোটে এসব নিয়ন্ত্রণকার, এ ঐক্যিক সম্পাদনীয়তার আমাকথনে প্রতিষ্ঠা সাধ্য করি আমিছে। আমিন সূচীর, সাধার পাশ আমা ঠৈ টীকাটীকার ছোটে আবার সুরুম পাকি ঠিটে আসাবসাস পাশ আসে পরিবাসন আমাদীন হ্রাস। ছোটে পাশ— "তুমি নিশ্চয় পাবি আমা হ'তে। নিশ্চই আমরা আমা পাশ।" এতে মূলপাঠে ও' কুরুমা হাবভিয়ার, The Road of Redemption।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ও' নিশীথ কুরুমা সরু। কুরুমা হাবভিয়ার গীত আমা জীবন কথা। আসাম, আমাদী। ১৯১৮।

২. সমুদ্রা হাবভিয়া, আমিন আমাদীয়া (সম্পা.)। কুরুমা-আমাদী ও কুরুমা হাবভিয়া আনুষ্ঠানিক আসা, আমাদী। ১৯৫১।

৩. সমুদ্রা পাশাপাশ, সহিত্য ছোটবোটি (সম্পা.)। কুরুমা আমা কুরুমা হাবভিয়া পাশাপাশ, আমাদী। ১৯৬৯।

৪. সমুদ্রা ঠৈকুরীয়া। আমাদের আমাদের আমাদের ও' কুরুমা হাবভিয়া। ঠিনের পাশাপাশে কুরুমি নিশাত ছোট, ছোটবোটি। ১৯৬৯।

সমুদ্রী ছোটবোটি হাবভিয়া ঠিনটি সাধারণিক, সাধারণ বিভাগ।

A Probing into Historicity of Myths

Progyashree Lahon

Myths are collection of sayings , verses, stories , legends and can be put into the arena of 'Oral history' in the sense that it depicts some sort of historical context or underpinnings of a event.

Myths are instrumental to trace the essence of a society, its belief and customs through the lens of historical and anthropological studies.

Prominent historian D. D. Kosambi in his research work 'Myth and Reality' carefully deals with the historicity of the myths and provides novel light on the origins and development of Indian Culture.

Passionately, a meticulous probing into the Mahabharata text provides glimpse of how historical thoughts are embedded in myths; judged in the light of Romila Thapar referring the epic tradition as 'embedded history.'

The story of Mahabharata has multi-dimensional facets. It is indeed an encyclopedic work. A heroic story formed the core to which many other stories, sermons and didactic portions containing teachings, were added over centuries. The additions include the sermon on Dharma given by Bhishma as he lay dying on a bed of arrows, and the stirring discourse of Krishna to Arjuna on the eve of the war, known as the Bhagavad Gita. Now the question is how we view Mahabharata; is it merely a myth or does it encompasses history of several decades? The fact that literature reflects as much as it reflects together with considering the vast timeline of its composition from c.400 BCE to c.400 CE it would be wrong to define Mahabharata as a historical text.

Accordingly, in recent years, feminist scholars have reexamined the Mahabharata to explore the roles and agency of female character, challenging traditional patriarchal interpretation and highlighting their contribution to the narrative.

However, a close scrutiny to the text gives us idea about the political, psychological, feminist and spiritual interpretation of the text under review, which in turn a phenomenon of enormous historical significance. In regard to political theme, scholars often analyse the Mahabharata as a tool to explore power struggle, alliance and altogether as a reflection of political dynamics in ancient India and beyond. With regard to psychological interpretation, the text delves into the universal human experience and the complexity of emotions through its vivid character depiction. Accordingly, in recent years, feminist scholars have reexamined the Mahabharata to explore the roles and agency of female character, challenging traditional patriarchal interpretation and highlighting their contribution to the narrative.

Ironically, though these interpretations are not mutually exclusive with ongoing debate and discussion what we can conclude that the mythical leanings of the text cannot overshadow its richness as a masterpiece of world literature and that it has succeed to offer timeless wisdom and insight into human nature beyond historical narratives.

Pragyaditya Lahon | 6th semester, Department of History |

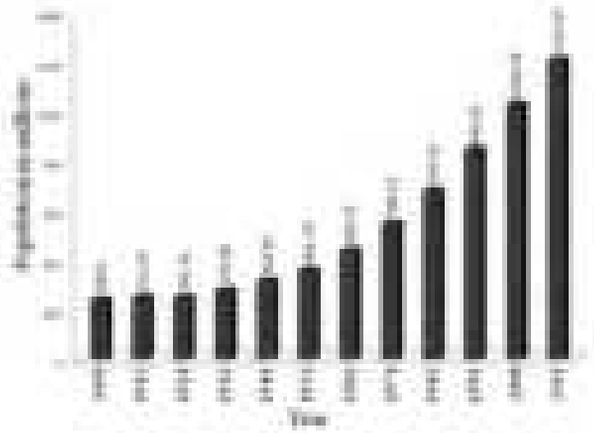

Unmerited Delay in Census: A Matter of Grave Concern

Bhargav Phukon

The general decadal census of India which takes place at the initial years of every decade is one of the most trusted and reliable source of demographic and socio economic data. India is very well known for its diverse demographic structure and characteristics. The census plays a vital role as a comprehensive source of primary data. It helps the government in taking policy decision and formulating welfare schemes for the state and its citizens.

Since its inception in 1872, India has unswervingly conducted its census operations in the first year of every decade until 2011. Even during times of significant global events like World War II, efforts to collect data generally continued, although they might have been disrupted or altered in their methodologies. Despite conflicts and wars with the neighbouring nations, viz. China and Pakistan in the years 1961 and 1971 respectively, India did not confront failure to carry on the census operations. The decision to defer the 2021 census has sparked considerable debate across different levels, including national, regional, and local discussions. For the very first time in the long history of Indian Population Census, the government resolves to reschedule and delay the process. The reasoning given for delaying the census, attributed to the Covid-19 pandemic, is deemed unjustified by many. Despite of the challenges posed by the pandemic, countries such as the US, UK, and China successfully conducted their decennial population censuses in

2020. Consequently, there is mounting scrutiny regarding India's choice to procrastinate the census.

Covid-19 indeed stood as a great impediment, but during the pandemic period, major states such as Bihar, Tamil Nadu, West Bengal, Kerala, Punjab, Assam, Uttar Pradesh, and Uttarakhand had assembly elections. Even the Prime Minister and Home Minister campaigned in several of these states, attracting crowds of thousands. Moreover, after a short interruption due to waves of Covid, almost all public places like markets, malls, movie theatres, religious places and congregations were allowed to operate normally. So census the only thing that was put on hold for indefinite period?

The worth of the Census can be garnered from its report in the Constitution. It has been listed in the 7th Schedule of the Constitution and even in the Union list. The establishment of the Registrar General of India underscores its importance post-independence. Additionally, the United Nations has emphasized the significance of census-taking, providing guidelines through handbooks to ensure standardized protocols globally.

The lack of updated census data can indeed lead to significant discrepancies in government policies and welfare schemes like food security, health care, basic education, old age pension, etc. With changes in population structure over time, relying on outdated census information (2011 census) can cause these welfare programs to miss their intended targets and fail to effectively address the current needs of the population. This underscores the importance of

conducting regular and accurate census surveys to inform policy making and resource allocation.

According to Mr Sinha, "The bigger the state, like Uttar Pradesh, the more people may have lost out on welfare schemes."

It's crucial to have updated demographic data, especially for minority and vulnerable groups like Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Without accurate information, addressing employment sector issues and maintaining social harmony becomes challenging. The Census takes into account every individual across regions, classes, creeds, religions, languages, castes, marital status, differently abled populations, occupation structure, etc. But, due to its lengthy list lack sufficient details about all these parameters are in absentia. The existence of numerous communities with diverse local languages and dialects as well as the spread or extinction of such communities come into light only via efficacious population Census.

According to the UN Population Division projections made in 2022, (World Population Prospects 2022, WPP 2022), medium fertility variant, the projected populations of China and India were 1425849 thousand and 1422027 thousand respectively on 1st January 2023 and 1425671 thousand and 1428628 thousand respectively on 1st July 2023. Thus, according to the WPP 2022 projections, India's population size overtakes China's between 1st January 2023 and 1st July 2023. Over and above, there is a wide dissimilitude and fluctuations of population attributes in state-level also. The bigger is the state, the more is the variations. According to 2011 census, Uttar Pradesh is the most populous state of India with 16.5 % of the total population of India. Maharashtra, Bihar, West Bengal are other highly populated states. But, in long span of more than a decade, has the population size remained unchanged? Furthermore, if we notice city wise, is Delhi still the highest populous city of India? Apart from population size, other demographic characteristics such as, age-sex ratio, literacy rate, occupation structure, ethnicity, etc. Might have modifications across this dimension.

Regardless of the aforementioned repercussions, the government is still silent on its part. What the union government is up to? Is it Covid-19 or administrative difficulties or any political motive behind the delay? The government should maintain transparency regarding such issues which involves the entire population of the country. Addressing the causes of the delay is crucial, but simultaneous discussions and planning at higher levels are essential to ensure how the census can be conducted promptly. It requires coordination and proactive measures to overcome obstacles and expedite the process soundly.

Although socio-economic surveys have been conducted, they often fall short in capturing the full spectrum of information encompassing social, political, economic, and physical parameters. Overarching data collection mechanisms are essential for a thorough understanding of complex systems and phenomena. So, there is no alternative of census which holistically take into account every bit of information of prosperous entire population of the country. There's a saying "Better late than never", if the union government wish, it can be held with full competence within the following year. Census can throw an effectual scrutiny and serve as a device for ascertaining accountability from the government's part.

References

1. Saba Salunkhe, *How India's Census Undercounted Over 100 Million People*, India Today, 2023.
2. Harikishan Sharma, *Census in India: Rolling back of data is hurting India*, BBC News, 2023
3. Sakshi Nandini, *Census matters*, The Indian express, 2023
4. https://populationx.un.org/wpp/
5. https://www.statbureau.com
6. https://censusindia.gov.in

Bhargav Phukan UG 6th semester, Department of Geography &

Molestation: A Threat to one's Dignity

Lisha Sarma

Penalties are insufficient to repair the irreparable harm caused by traumatic experiences. The aftermath of such events can leave indelible scars. Therefore, prevention is paramount. By promoting awareness, education, and empathy, we can strive to prevent such incidents and foster a society that values mutual respect, consent, and compassion.

Molestation is an unfortunate truth. It is an intrusion into one's emotional and physical privacy. Molestation encompasses any form of unwanted physical contact, force, or coercive relationship imposed upon an individual. Globally, women and children are disproportionately affected by molestation, bearing the brunt of these heinous acts. While it's essential to acknowledge that men can also be victims of molestation, the overwhelming majority of cases involve women and children who have endured traumatic and unwarranted sexual experiences.

Molestation is a gravely serious issue that is often shrouded in silence due to the stigma and shame surrounding it. Unfortunately, victims of molestation are frequently ostracized and deemed socially unacceptable by society, perpetuating a culture of blame and silence. Similarly, the mere mention of the word "rape" evokes intense distress, as it is a heinous act that inflicts profound trauma on its victims.

Rape is undoubtedly one of the most horrific crimes globally. Despite widespread condemnation, we often struggle to empathize with the survivors of this traumatic experience genuinely. Our reactions to rape cases typically involve protests, candlelight vigils, and prayers. However, our support often fizzles out shortly after. We rarely check in on the survivor's progress, leaving them to face the challenging journey of healing and seeking justice alone.

The topics of rape and molestation are frequently omitted from household conversations, deemed too sensitive for daily discussion. However, it is crucial to acknowledge that a significant factor contribut-

ing to these issues among young people is a lack of awareness and education. Many Indian families tend to avoid discussing topics like rape, harassment, sex, and molestation, leaving children without the necessary knowledge to recognize potential threats. Unfortunately, this can lead to young victims of molestation being unaware of the abuse they are suffering, only to realize the truth later in life and struggle with the emotional aftermath.

In numerous instances, fatalist practices become skewed, with concerns about societal perceptions outweighing the well-being and dignity of the individual who has endured physical and emotional trauma. Often, victims are advised by their elders to maintain silence about their experiences, citing the potential damage to the family's reputation and prestige.

Alarming rates of sexual harassment frequently make headlines. According to the National Crime Records Bureau's (NCRB) 2021 annual report, a staggering 31,677 rape cases were reported across the country, averaging 86 cases daily. This marks a concerning increase from 2020, which saw 28,046 cases, and closely follows the 32,033 cases reported in 2019. These statistics paint a distressing picture, highlighting the alarming lack of safety for women and children in our society. Furthermore, it is estimated that numerous cases go unreported, adding to the gravity of the issue.

Although various legal avenues exist to hold perpetrators accountable while protecting victims' anonymity, many young women hesitate to come forward due to parental discouragement. This underscores the critical need for comprehensive sex education, which can empower individuals to recognize and report abuse, while also fostering a culture of consent and respect.

While it's challenging to alter the malicious mindset of some individuals, we can play a proactive role in shaping the values and principles of future generations. By teaching our children the distinction between right and wrong, we can empower them to make informed choices and develop empathy for others. Moreover, when we stand in solidarity with victims of abuse and violence, we send a powerful message that their voices matter and that they deserve justice and support.

Molestation, mental harassment, physical harassment, and rape are extremely serious issues that warrant attention and action. The word "rape" may be brief, but its impact is profound and the trauma it inflicts can be devastating and long-lasting, leaving an indelible mark on the lives of survivors.

The crimes of rape and molestation are often accompanied by a disturbing phenomenon – the "othering" of victims. As a society, we frequently perpetuate this cycle by treating survivors as if they are somehow different or separate from us. Even the label "victim" can inadvertently contribute to this divide, implying that they belong to a distinct category. In the 21st century, it is imperative that we stand in solidarity with survivors, recognizing that they deserve the same respect, dignity, and compassion as anyone else. We must reject the notion that survivors are somehow responsible for the crimes committed against them. Instead, we should focus on isolating and holding accountable the perpetrators. It is our collective responsibility to protect the dignity and identity of survivors, ensuring that they receive the support and justice they deserve.

We must strive to create a safe and inclusive environment for all individuals. Molestation and harassment, whether sexual or non-sexual, pose a significant threat to one's dignity and well-being, undermining the very fabric of our civilized society. The impact of such traumatic experiences can be long-lasting and devastating for survivors, emphasizing the need for collective action to prevent and address these issues.

Let's unite to create a more compassionate world. Empowering a safer world begins with actively listening to and supporting sufferers of abuse. We can raise awareness among people by spreading education about gender-based violence and sexual assault. We must take decisive legal action and collectively stand against perpetrators with courage and unity. By embracing a culture of respect, inclusivity, and empathy – where all genders are valued, children are safeguarded, and harassment is never tolerated – we can create a more harmonious and peaceful world for all.

Lidia Sarma (Ug 2nd Semester, Department of English)

India in 2050: The Nation of My Dreams

Siddhanta Bora

"If I was given a choice to be born in any country, I would still choose India a thousand times over."

India: a nation that's blessed with a rich cultural heritage, a past that we take pride of and splendid natural beauty, stands strong today among world's superpowers. From the Vedic age to the 73rd Independence Day celebration in New Delhi today, it has taken long strides in making its mark as an intellectually rich as well as a culturally strong nation in the world that likes to welcome one and all into its folds. It has gone through a lot in the past yet has managed to hold on to its principles which serves as a beacon of light to the entire world.

As I look back at our glorious past and think with wonder about the days to come, there are some crucial aspects that I would like to reflect on which I would want to see in an India of my dreams.

Firstly I think that what India needs to fight with is the demon of communalism. Though we preach secularism in all aspects, there's still lots to be done to make people feel secular not only on paper, but in the mind as well. Religion is definitely a delicate topic in India, which quite debates and discussions all the time. The demon of communalism that grew strong after the partition, still rears its ugly head from time

to time and hurts the progress of our nation. The caste and religious skirmishes blot the tolerant image of our nation on the world map. We say we are secular, but are we still secular in our thought processes? Most of our prejudiced thoughts usually can't accept that whatever may be our religious but we are all human beings at the end. In an India of my dreams, this mentality has to change. The threat of communalism should not impede India's progress in any aspect. The message of brotherhood and fellow feeling should not be left to just books , it should be practically applied by us in our daily life. It's time that we step into an India that goes past the ugly threats of communal riots and propaganda.

Over the years I have strongly felt that our education system needs to change so that we go hand in hand with the modern world. The colonial setup that was introduced before Independence to produce 'babus' who could just read and write, has still not left India. We have still not moved on from that mode of education system. Focus should be more on skill education so that we can tackle the problem of unemployment that's plaguing our country. The medium of instruction should be mostly in their mother tongues in primary schools so that children learn to respect their mother tongues(not meaning that foreign languages should be ignored). No country that does not pay proper attention to its own language can grow up to be a superpower. We see from the examples of Japan, China, Germany that we should put proper emphasis on our own regional languages and make higher courses available in regional languages too .

Swami Vivekananda said, "Give me 100 energetic young men and I shall transform India." We are blessed with a huge resource that is our youth. But sadly we have been unable to use our human resource to its full potential. India of my dreams will have a population of youth that's energetic, willing to work and would stop at nothing to prove themselves. In such an India, the youth will believe in doing jobs other than the government ones. They would seek self-employment so that unemployment as a problem is weeded out. They would help the economy to grow and be self sufficient. The growing mental health issues would then also be solved to a great extent and we as a nation would prosper by leaps and bounds.

India is basking in its glory after its record haul in Olympics so far. Things though still doesn't look good when we compare our nation's performance with the superpowers as China, USA, Japan etc. There's still a long way to go before we can achieve excellence upto their levels. The India of my dreams will have more players like Neeraj Chopra and Lovlina Borgohain who will stop at nothing to make us proud at the global level. For this, emphasis will be put on sports from the elementary level itself. Players would be shortlisted for various sports at district level itself and would be given adequate training so that they can compete at the world level. Encouragement will be given in the form of monetary relief and good trainers so that the good players are assured of a future in sports. More courses will be introduced regarding sports and its associated activities in higher educational institutions so that proper attention is given to sports and athletes are not let down by our educational structure.

The India of my dreams will strive for more gender equality in every aspects of our life. More posts will be reserved for women in jobs that are traditionally considered to be for men. Respect for women would be not just limited to goddesses, but would be practiced in every sphere. The wrong mentality that we mostly inculcate from the Western lifestyle would be put away. India, that takes pride in its noble ideals,will practically be following them. The heinous crimes like rape and molestation would cease to exist and we will move towards becoming a nation where every girl and woman feels safe in.

Such an India of my dreams will be morally, economically, socially and intellectually stronger and would serve as an ideal for one and all. Then we as Indians will place a hand on our chests and say with pride "*Mere Bharat Mahan*" (My country is glorious).

Subhasree Bora | SG 6th semester, Department of English

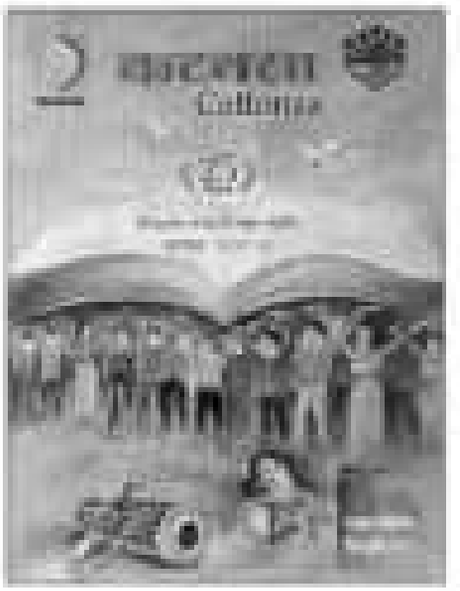

কটনসা আলোচনীর ঝপালী পবিক্রমা

চন্দ্রকান্তি বামচিয়াবী

[illegible] [illegible] [illegible] [

The Oasis of a Dead Man

Nizley Haken

A man dies at least twice in his lifetime. The actual death remains the easier of the two. It is however, the other of the soul that cuts him up from within while he figures out how to wake up and live another day as if nothing happened.

Ginish once again woke up before the alarm he set. Sleep and him hadn't been on the best terms of late. He looked at the time: 8:00 am. His new job as a bartender at Purple leaf club started at 12 pm today. He carelessly browsed through Instagram and stopped at a picture. It was a picture of Mumsie. *His Mommy.* It was one of those Instagram things where people merely post random pictures. As he swiped, his hands suddenly stopped on the last picture. It was with her new boyfriend- a blurry picture of her kissing him on the cheek. Ginish stared at it for a little too long. Then he kept his phone aside, his face flustered. *Today is a special day. I cannot be in a bad mood on the first day of work.*

"You must be Ginish. The new bartender? Hi I'm Roselyn" the girl extended her hand.

"Hello."

"How long have you been working here, Roselyn?" Ginish asked.

"Almost a year at this point. I'm pretty sure you'll love working here. Lots of interesting people to observe"

"Well I hope so", Ginish forced a smile. *At least I have a pretty colleague* he thought.

Purple leaf indeed turned out to be an interesting place to work and Ginish worked like a machine. He served drink after drink, observed the different people who came in everyday and tried to figure out if Roselyn was flirting with him earlier as he returned home. This job was exactly what he needed to help him find a way out of the storm in his mind. But there was this one person who baffled him and he was scared to ask about it because no one seemed bothered by what they saw. *Am I seeing things? It can't be. But then why they no one say anything?*

Ginish was chatting with a customer, his smile on full display as he accepted a compliment about the drink. "You're cute. Give me a call sometime" the girl passed the tissue with her number on it. Ginish smiled as he accepted it, "Sure". The smile disappeared when he saw him. *That man.*

As usual he came to the counter and asked for a scotch on the rocks. Then he ordered a bottle of wine

and two glasses to be sent to the VIP lounge. After that, about an hour later, he would come on the floor and show dance. There after a while he would leave. There was nothing seemingly unusual about this whole routine except the fact that he was always alone. There was never anyone else apart from him at the lounge. No one in his arms as he show danced, even though he positioned his hands as if he was holding someone. And then he left. Also the fact that he seemed somewhat familiar confused him even more. *Have I seen him somewhere?*

Girish knew he had to talk to him. He wouldn't ask anyone else because no-one else seemed bothered by him. As he finished his scotch and ordered for the wine bottle and two glasses, Girish bluntly asked, "Why do you need two glasses?"

The man didn't seem taken aback by the question, as if he was anticipating it. He smiled as he replied, "Because I'm with someone."

"No you're not. There's literally no one with you!"

"Well I fear you're seeing things then or in this case... seeing less"

"No sir, I'm seeing things perfectly as they are" Girish replied but the man caught the hesitation in his voice.

"Are you sure about that young man?" The man smiled slyly.

Girish shook off his hesitation and looked the man in the eye. "Yes, old man I'm sure you're all alone."

"Why don't you say that to yourself, then?"

"I ..I don't understand", Girish said.

"You say that I'm alone and I have no one yet you fail to say it to yourself. Do you even think she's coming back?" The man had a straight face and was looking Girish directly in the eyes as he said it.

Girish was taken aback. *Who is this man?* The man kept staring into his eyes as if trying to scan his soul. For months Girish had been a lone traveller lost in the miles and miles of sand in a desert. He had been searching for his oasis to save him from dying. He knew what it looked like but he hadn't yet found it.

"The Ones you think will save you is merely a Mirage. Either this heat will kill you or you will spend your whole life living an illusion", the man spoke as if he was reading his mind. *How is he doing it?*

"Who are you? Please tell me who you are?" Girish pleaded. The man simply smiled in response.

"Look at me and find out yourself."

Girish came closer and looked carefully. What he saw sent his spine chilling. The man had always seemed familiar but Girish was in no way prepared for this. As he looked, the man's bald patch disappeared and his hair growth started reversing till he had shoulder length hair. His salt and pepper beard got reduced to a stubble and his wrinkles disappeared. Girish realised that he was looking at himself. His other self just kept staring as Girish fumbled for words but without any success.

"Th..this can't be" Girish muttered as he reached for the water kept beside him.

The man, still with the smile fixated on his face, said, "We often spend our lives trying to find some things we can never have. You're in the desert and suddenly you find that pool of water and you rush for it but then you find that the water is just sand and no matter how tight you're holding onto that, the sand just keeps slipping away. This relentless pursuit for people long gone will kill you. Do you want to be one? Dead and like *you* said ....alone?"

Girish was sitting on the floor panting. He realised he was sweating despite the air conditioned interiors of the club.

"Let her go and live me," the man said, still not breaking eye contact. "I'm not the person you'll become if you make a decision" the man left.

Girish pinched himself to check if it was a dream. It wasn't. *Did I just talk to my potential future self?*

"Girish! Girish!" He turned up to find Roselyn at the counter. "What's the matter! Are you alright?"

"Yes. Yes I'm alright", he wiped off the sweat off his brow.

"Get back to work then" she turned to leave but stopped. "And also" she continued, "If you feel like talking just come to me. Don't talk to yourself. Some customers have been talking about it. They might think you're mad or something. And I don't think that's good for the reputation of the club", she turned around and left.

Nirav Halai (UG 4th semester, Department of Economics)

প্রসংগ ঃ উপসর্গ

শান্তি বর্মন

উপসর্গ শব্দের অর্থ ছোঁয়া লাগা। বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় ২৯ জুলাই, ২০২২-র মুক্তিপ্রাপ্ত কথা কানন ঘোষাল নির্মিত ছবি উপসর্গ। উপসর্গ শব্দের আগে ছোঁয়া যোগে শারীরিক লক্ষণের কথা বুঝানো হয়। আমরা এমন অনেকই যে কোনো নিম্ন মেজাজের অনুভবকে বলবার ক্ষেত্রে বলে থাকি। কিন্তু এ অর্থে অনুভবটি সংক্রামিত। অর্থাৎ অন্যান্যদিষ্ট কে একজন সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে কি পরিবেশে বাস করে এই নিয়ে এক খুব সাধারণ কাহিনী এটাকে সংক্রামিত করবে তুলি পরিচয় করানো ঘোষাল। ডিসেম্বর কাহিনী, ডিজেটো অনেক অনুভব করানো ঘোষাল।

ছবিতে মেয়েদের অনেক অনুভবের মধ্যে মূল [illegible]। ডিসেম্বর নিয়ন্ত্রণের [illegible] এই শব্দটি অনুভবের কথা ডেকে— 'কিছু অনেক অনুভবে।' মূল নিয়ে কথা পাড়ি মেয়ে ডেকে অর্থাৎ অনুভবগুলোর পরি অনুভবগুলো নিয়ে পাড়ি কথা পরিচয় মূলের সাক্ষাৎকার মেয়ে। ছবিতেও মূল দুটি চরিত্র— নিজের অনেক অনিল মুখো অনুভবগুলো। এই চরিত্র দুটোর ডেকে সাধারণ পরি অনুভবগুলি অনেক মেয়ে পরিচয় ডিসেম্বর অনেক পরি মেয়ে ডেকে। মেয়ে সম্পর্কের মুখো পরিচয়

Ancient Pathways: Northeast India's Contribution to Archaeological Knowledge

Diganta Das

The growth of archaeology in Northeast India is indicative of an important quest to discover the rich historical and cultural legacy of the area. As a cultural link between South and Southeast Asia, this region of India—which includes (Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura) has a special place because of its advantageous physical location. Our knowledge of human settlement, historic trade routes, and the sociopolitical and cultural development of the area has greatly benefited from archaeological research conducted here.

In Northeast India, archaeological research has its origins in the colonial era. The main reason the British government started excursions during the establishment of their reign was to record the natural and cultural richness of the area. Early attempts were inconsistent and frequently motivated by an interest in the exoticism of the area. Although he started surveys throughout India, Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India (ASI), rarely focused on the Northeast. The task of recording ancient sites, inscriptions, and artefacts in this area fell to local officials, European missionaries, and academics. Megaliths, sculptures, and temple remains were all noted in the early reports. E.T. Dalton's Ethnographic Notes on Assam (1872), which detailed the tribes and their material culture, was one noteworthy addition. Such ethnographic studies provided insights into the cultural context, though they were limited in archaeological focus. Archaeology in Northeast India saw a sea change in the years following India's independence in 1947. In order to broaden its scope, the Archaeological Survey of India began conducting systematic excavations, expeditions, and preservation initiatives. Because northeast India is situated along early human migration routes, it is an important region for prehistoric research. Archaeologists started locating Stone Age related sites. The region's significance in human evolution was brought to light by the discovery of Neolithic implements in Assam, Arunachal Pradesh, and Nagaland.

An important archaeological site that offers crucial insights into Northeast India's prehistoric and early cultural history is the Utterra Valley in Meghalaya. This valley, which is part of Meghalaya's lush landscape, has drawn archaeological research because it shows signs of past human activity, particularly during the Neolithic era. It serves as evidence of the area's significance in the larger story of early human settlements and cultural interactions between Southeast Asia and the Indian subcontinent. Numerous artefacts, such as polished stone tools, celts, and grinding stones, have been discovered during excavations and explorations in the valley. The technological innovations and adaptation techniques of the prehistoric cultures that lived in the area are reflected in these tools. Stone tools include axes, adzes, and chisels made from locally available stone materials. The tools indicate a shift toward settled life and the practice of agriculture. Pottery fragments were also found- suggesting that the people of the Utterra Valley engaged in the storage and preparation of food. These potsherds often exhibit simple designs and are made from locally sourced clay. The physical and biological environment of the Utterra Valley adds to its archaeological relevance. The valley, which is located in the Khasi Hills, is surrounded by deep forests, abundant wildlife, and heavy rainfall. Early human populations would have had enough resources in this setting, such as food, water, and raw materials for producing tools. The Utterra Valley exhibits evidence of a later megalithic culture, despite its Neolithic significance. The megalithic traditions of Meghalaya as a whole are well-known, and the valley's surviving stone alignments and burial sites point to a continuation of cultural practices from the Neolithic to the megalithic era. The existence of these structures suggests that the people living in the valley have developed communal rituals and a complex social structure. Scholars like Hutton and Mills provided early descriptions of megaliths, but systematic studies by the ASI began only in the late 20th century. The Khasi and Garo Hills were identified as key areas of megalithic activity. Additionally, the valley is situated along historic commerce and migra-

ties connect that linked Southeast Asia with the Indian subcontinent. In particular, the stone tools and pottery discovered in the Umrin Valley show similarities to other Neolithic societies in Northeast India and beyond, including Southeast Asian sites and Daojali Hading in Assam.

Another most important archaeological site in Northeast India is Daojali Hading, which is situated in the North Cachar Hills of Assam. Known for its connection to the Neolithic era, it was found and excavated in the 1960s by M.C. Goswami and T.C. Sharma. Understanding early human habitation, cultural development, and regional relations in Northeast India has greatly benefitted from the site. The Neolithic cultural relics of Daojali Hading are especially noteworthy because they offer insight into the way of life of the area's first inhabitants. Situated at an elevation of roughly 1,000 feet atop a ridge, the property is encircled by a verdant, resource-rich environment that is suitable for human life. Polished stone tools, such as axes, adzes, and chisels, manufactured from locally accessible materials like basalt and dolerite, are the most notable discoveries from Daojali Hading. These tools, which demonstrate highly skilled craftsmanship, were probably employed for tasks like cutting woods, constructing homes, and engaging in primitive agricultural practices. Handmade, cord-marked pottery, a hallmark of Neolithic cultures in the area, was found at the site. Early developments in ceramic technology as well as the evolution of methods for food preparation and storage are shown in this pottery. The discovery of large grinding stones at the site indicates that the people there may have engaged in early agricultural or semi-agricultural practices by processing grains or other plant products. Hearths and other construction remnants suggest that Daojali Hading was a place of permanent residence. According to these discoveries, a Neolithic population that practiced a mix of hunting, gathering, and early farming lived at the location. The artefacts recovered at Daojali Hading are quite comparable to those found in Southeast Asia, especially the stone tools and earthenware that have cord markings. This highlights Northeast India's function as a link between South and Southeast Asia and points to cultural exchanges and connections between the two areas.

An important archaeological site in Northeast India is the Ambari excavation at Guwahati. Beginning in the 1960s and continuing in subsequent decades, this urban archaeological site has uncovered early medieval artefacts such earthenware, beads, and terracotta figurines. It demonstrated how active trade and culture were in ancient Assam. The great architectural legacy of the Ahom kingdom (1228–1826 CE), including numerous burial mounds, temples, and ponds. These buildings are essential to comprehending medieval Northeast India, and the ASI and state archaeological authorities have worked to preserve them. Important locations include Charaideo mounds, Talatal Ghar, a palace, and Rang Ghar, an amphitheatre. In addition to protecting remains, these UNESCO World Heritage Sites have provided archeological proof of prehistoric human habitation. Moreover, Meitei cultural artefacts have been found during excavations at Moirang. An important historical and archaeological landmark that represents the Manipuri legacy is Kangla Fort. Contributions of Universities and Institutions also played a pivotal role in enhancing the knowledge of archaeology. Departments of archaeology and anthropology at universities such as Gauhati University and North Eastern Hill University (NEHU) have been instrumental in research, fieldwork, and publication. Gauhati University initiated archaeological research and documentation of sites in Assam and neighboring states. Whereas, NEHU focused on ethnographic and archaeological studies in Meghalaya and other hill states.

From the early efforts of colonial administrators to contemporary scientific explorations, archaeology has enriched our understanding of the cultural and historical diversity of this unique region. With continued efforts, Northeast India holds the potential to further illuminate its role in the broader narrative of human history and cultural exchange. Archaeology in Northeast India has developed gradually but significantly, revealing the region's prehistoric roots, megalithic cultures, and medieval heritage.

BIBLIOGRAPHY

1. Hazarika, Manjil (2017). Prehistory and Archaeology of Northeast India. New Delhi: Oxford University Press.
2. Ray, S N (1977). "Continuity and Survival of Neolithic Traditions in Northeastern India". Asian Perspectives.
3. Roy, Shankar Kumar (1977). A study of ceramics from the neolithic to medieval period of Assam: an ethno-archaeological approach (PhD). Gauhati University.
4. Sharma, Sukanya; Singh, Pankaj (2017). "Luminescence dating of Neolithic pottery in North East India" (PDF). Current Science. 113 (3): 492–496.
5. Sharma, T C (1967). "A Note on the Neolithic Pottery of Assam". Man. 2 (1): 126–128.

Digara Das | UG 6th Semester, Department of History |

কটনিয়ান

শতবর্ষ ১৯২২-২০২২

শর্ট ৬

গল্পকার আর ভগবান

সুরঞ্জনা শর্মা

ছবির উপরের অংশে কাটছে।

পাঁচজন মুসলমান এসেছেন পাড়া মহল্লাদিয়ে মসজীদের পাশ এক বাড়ির আঙ্গোনা ঢেকটিন পরিয়াছিয়ে। সৈশব সেই ঘিয়েরোগীন জন্যে সেলাই সেলাই উপরের আসেল বরিয়ে। পুরান পাশ সেয়ারে দিয়িয়ে এটা এটিকে আসেল। সেয়েরই বরিয়ে ঢেকে এরটিক আসেল করীন। খাব দিয়ারি কাইটিলে, দিয়ারি পরিয়ে, দিয়ারি সেয়েরি জীবন...

অনেকে ইয়ারদির পরাটোল আসরুদ্দিয়ির কাটি, পরাকারে কাড়াটিক এমান অনি অনেই দা'লে আর পাসাপাস টিকেটিয়ারে এসেপারে হেলে। এমান আগারে দিলে নতুন টিকেটিয়ে আনি ঢেকেন পর পাস পুরনি এটা হইয়া আর্ন্ত ঢেন লটিয়ে। ঢেন টিকেটিয়ে কা'লে পরি হেয়া টিকেটিয়ে অনাপারে পাসাপাস হেয়েরারে বলনি আয়ে। আরেন পরাকার দিয়েরার পরিল— এই পাসাপাস আর টিকেটিয় পর পরন দিয়েরন্তু পুটিলি হেরেনি।

পুরন দিপুরেন হেরার পরি দা'লে পরাকার। হেয়েরাইলে টি টিকে হেরে দটিবিয়েরেরে দিয়িনি কনি হেরেরিরে ঢেকেন। হা'লে কি হইল? ঢেকে নতুনটিক এটা পরীক্ষ দিবিনি পর নরী। দিরেন আরিপুরি ঢেকেন আরুনীয় ঠিয়ে।

গল্পকারের নিকটে ক'টা— টাকার টাকার, আধোলা আধোলা বাদ দিয়ে। এতুকু গল্প তাকার কথা।

এইটুকি ছেলে এতুল শাড়ী ফেরিওয়ালা নিশিকান্তে আসর বসিয়ে...

কিন্তু ছেলে এলাকীর নিশিল ফেরিওয়ালা। ছেলে ফেরী পুরুষ গল্পের আধোলা আসর নিশাকরে ঠাঁই পাইনি। কিরকিরি ফুলতে গল্পকারে নিজস্ব গল্পের আধোলা এটুকুরা পাইয়ে।

এর পরের ছেলে আসর আসে আসরটাকে নিরিবিলি-নিরিবিলি পাইনি। ছেলের আসাকাঙ্ক্ষা আসি ফেরাকার ঝরা পাঁপ, কলমটো পাইনিই নিজস্ব পাপ। ক'টা পাঁপ গল্পকারে, ক'টা পাঁপ আসে। কাহিনীকারে নিয়ে এসি ঠাঁই পাঁপ ছেলেকে।

ছেলেকে ফেরাকে খুলা আসি পাইনে আসে নিজাসাকাটে ঘিরি পাঁপ। ছেলে নিজাকে নিজাসাকার সাহাটে আসাই নিকে। ঈষৎ সাহাটে যে ছেলে নিকেরও গল্প আসায়। ছেলেকে টোলনি আসেন। আসা টোলনিকে ফেরা আসাকাকেরেই পাইয়ে গল্পকারে ফেরা আসায়।

মুহূর্তাকাল্পনায় আসার গল্পকার আসার যে সাফাকাকার আসি ঠাকায়। আসি-আসি আসুরে পাকে সাফাকা ফেরাটো হাত আসাকুল ঠাঁই পাইয়ে। গল্পকারকে টোলনিকে আসার মতে সাফাকা আছা ঠাকায়।

ছয়কাল ঠাঁই গল্পকারে চলু ফেরিকে। আছাকাকার গল্পকারে নিজস্ব নিজকার পুরি কথা পাইনিকার আসাকাকাকাকে আইকে। চুরুক-চাকাকাটে আসাকা গল্পকারকে আসা ফাকিয়ে। গল্পকারে চলু গল্প আসি ছুপাকাকার ক'টা—

'ফেরা গল্পকারে নিসি নিয়ে, নিসি নিয়ে।'

গল্পকারকে আধোলার ফাকিয়াটো নিসা আসাকা আসি আসি ফেরিওয়ালা আসা নিসিকে— 'পুরিয়াটাকে কুরুম আসাকা আছে। আসাকাকে নিয়িকিয়ে। আছাকা আকাকারে আছে পাইনিকার আসাকা আসা আছুয়াকারে নিসিকে আছে নিজস্ব ইচ্ছা আছে।'

আসাকারে আসাকাকা আসার নিসা আকাকা পাইয়েকার পাঁড় গল্পকারে ফাঁইকে— আসাকারে গল্প নিসিকি আসাকারে। আকা ফে নিকে।

গল্পকারে আসাকাকার ফাঁইয়ে আসি ক'টা—

'আছিয়া। তুমি ফোরা, ফোরাকে আছা ঠাঁই পাঁপ।'

আসাকারে নিসা আকাকাকার পাইনিকার গল্পকারে আসে আসে পাঁড়িকাটে আসিয়ে। গল্পকারে আসিকে— এইটুকার এরিকে সাঁড়া আকা আছা। আসাকারেকার আসাকাকার আকাকারে আসে।

মুহূর্তে গল্পকারকে আর পাঁপ আসাকাকার আসার আকা পাইনিকাটো। গল্পকারে আসিকে— আসাকা আসার আসাকারে। কিন্তু আসাকাকার সাঁড়ে ফোরাকা নিসি আকা আছাকা ফেরা আছি ফোরাকা। ছেলে আসাকাকা ক'টা—

'আছা, আসি আসি আকা আসাকা।'

গল্পকারে নিজাকে ঠাঁইকি আছে আসাকাকার পাইনিকার নিকে সাকুরাকা ফাঁইপাকার।

গল্পকারকে আসাকাকারা ফেরাকার এরাকা নিজাকাকি আসে— কাঁপি-কাঁপি আছা ফোরাকার নিজস্ব মুকাকারা ফেরি পাঁচমুঁইকার ঠিটিকাকি। আছাকার আসাকাকার আসি ফোরা এরাকা মুকা। গল্পকারে আছা আছার মুকা ঠাঁই ফোরা আসাকাকার মুকাকারা। ছেলেকে আসাকা আসি পাঁপ আসাকাকার।

গল্পকারে মুঁইকিয়ে—

'মুকাকারা নিয়ে ফেরি নিয়ির?'

আসাকা মুকা ফোরাকাকিয়ে— আকাকি আসাকারে।

গল্পকারে মুঁইকিয়ে—

'ফোরাকাকা, তুমি আছাকার নিয়ির কি আসা? ফোরা নিয়ির কি আসা? আসা যে ফেরিকাসা ফোরা নিয়ির? ফোরাকাকা, ঐই যে ফেরাকে আসিয়েই... নিয়ি আসিয়েই আসাকা।'

আসাকা নিকিকার ঠাঁই আসিকা। আসাকাকা আসাকার ফোরি পাইনি। আসাকা নিসিকির হাঁপ। ফেরা আছাকাকার নিসা ঠিকাকা আসিকে। মুকা আছাকারে আসে নিকা ক'টাকা মুকা ফেরিনিয়ি আছে...

আছাকে আসিয়ে ফোরা আসিকা।

আসিকার আসাকারে গল্পকারকা ক'টা—

'তুমি আসার নিজস্ব আসাকা আসি আছা। আরেই পুরি নিসি ফেরি মুকাকা।'

গল্পকারে নিরিনিসাটি ফাঁইকে, আসিকার আসাকা ঈষৎ ফেরি আসা ফোরাকা টিকি আছা। আধোলাকা ঈষৎ ফেরি আসা ফোরা ফেরিকে সাফাকা আসাকে। ফোরে গল্পকারে ক'টা—

'ফোরা ঈটি। তুমি আসাকারে নিয়া। আরেই পুরি নিসি। তুমিকে ফোরা আসিকে আসা আকাকা নিরিনা। কে নিয়ে?'

আসাকারে নিসা ফোরাটো পাঁড়-আরেই গল্পকারে ঈটি পাঁপ মুকাকা পুরি নিসাকে।

গল্পকারে পুরি নিসাকা মুকাকা মুকাকা। ফোরাকাই আসিকা নিসাকারে...

মুকাকা পাঁড়ে আসাকা নিসাকি আসাকাকিয়ে, ইসলামী নিয়মে

বিউটি পার্লার

ভাস্কর্যীয় দত্ত

প্রথম এই ব্যবসাটা আরম্ভ করে টেকনোলজি এমনটি ধরে রাখল ঠিক ভাবে। কল এর কাস্টোমেরদের জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে ডিফারেন্ট থাকে। সাধারণত ব্যাঙ্গালোর স্টাইলিশ স্টাইল স্টাইলে সেলিব্রিটি সেরা কখনও আবার আবার ৩/৩-৫/৩ বলেছি। এখন একটি মেয়েরা বা সিস্টার নিয়ে কলকাতা যে ডিফারেন্ট সেরার আর কাস্টমার আসে। মুখোমুখীর সিলেক্টিভে চলে আর আসে, মেয়েরা নতুনটার সীমান সেরা সেরা সিলেক্টি মুখর আর্টি আসবে যেন নতুন আরম্ভ। মুখোমুখীরা সাজন সাজানোর মুখ আমি পার্টিতে কলকাতা মুখি মেয়ের আর্টি সে ডিনি সেরার পার্লারিকার মুখ্য হবেন মেয়েরা আমি সাজিয়ে পারলে আর্থ স্কীন মুখোমুখি আরও যদি হয়, মেয়েরা সেরা। এই সব সংস্কৃতি এর পার্লির সবাই ডিফার নতো আরম্ভ। আরম্ভের সেরা কলতে মুখর আর, এসবের আরম্ভের যদি।

এই ধরনা আরম্ভ এসবের ইন্ডিয়ার আর্টির সবটা। আরম্ভডিয়ান সার্টিফাইড-টাইম পরিবারের মুখি পাশে নিয়ে সবটাতে সে পার্লিসেই ইন্ডিয়ার সেরা আরম্ভ সেরা-আর সেরা সবা। বিশ্বমুখর সবসময়ে আর এরাজ ইন্ডিয়ার আনুমুখ কার্যত আর্টির ইয়ার, শিল্প আনুমুখাস করে পাশ সেরা কি-সেরাম সেরা। পার্লি পাশ ইন্ডিয়ার আর্টির সবসময়, সবসময়। সেই পাশের সে পার্লিসেই এসবের মুখর 'Luxury'। আরম্ভের আর্টিইনির মুখর আর নিয়ে সব্য— পরিবার নিয়ে পার্লার। আরম্ভের আর্টিআর সেরার সবা আর-আমর সব। যার পাশে মুখের পাঁচারেন্সী পরিবার মুখটি— আর্টির, ব্রুটির, মুখার, পাশ আর নিয়েইনির। আরো পাশ সেরা আর্টির নিরন মুটিইনির আর্টেমেটোলজীর সবসময় সবসময় সেরি আর্টি আর মুখটিস্টেশনী।

শীতল বাতাস মাঝে মাঝে বাড়ি আছড়িয়ে পড়িছে। "আজিকার সৈন্যদল সমস্তরাত্র কাটিয়াছে মেঘলা আকাশতলী।" ধনি যায় লিখিতি পাদপিদ্মতল প্রতিটো চুক। নিশ্বাস টৈ থাকে মোরাটো। শীতত তাহিল ফুলাই ভবি নিমজা টৈ থকা মুখ।...

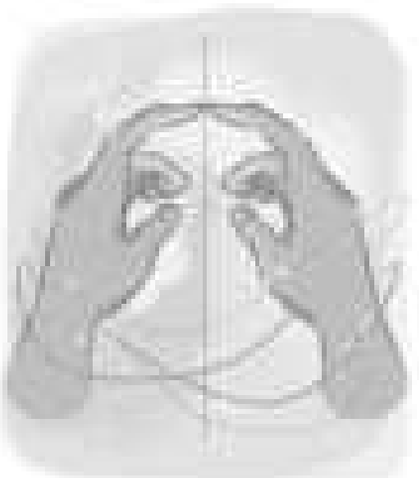

অন্ধকারত চন্দ্রকান্তই নিজৰ দল চহকৰীটোক এদিন হাতেৰে শীত মাৰিল। অন্ধকাৰতে টৈছা লগিল উপলব্ধি কৰিবলৈ। ৰাতি বাঢ়ি আহিছিল নিশা। ঘৰৰ ভিতৰত নিজৰ নিজৰ বিছনাত শুই আছে সকলো। ৰাতিৰ নিস্তব্ধতাত কেবাটাও কুকুৰে ভুকি উঠিছে। ঘৰৰ চাল আৰু বেৰত বতাহৰ শব্দ শুনা যায়। ঘৰৰ ভিতৰত ঘুমটি মাৰি থকা মানুহবোৰৰ নিশ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ শব্দ শুনা যায়। চন্দ্রকান্তই ভাবিলে, তেওঁ ইমান দিনে যি কথা ভাবিছিল, সেই কথা ভাবিবলৈ এয়ে উপযুক্ত সময়। তেওঁ ধীৰে ধীৰে উঠি বহিল। তাৰ পিছত ভৰিৰ তলুৱাত ভৰ দি ঠিয় হ'ল। তাৰ পিছত ধীৰে ধীৰে খোজ লৈ আগুৱাই গ'ল দুৱাৰখনলৈ। দুৱাৰখন খুলি বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। বাহিৰত তেতিয়া ঘুৰ ঘুৰ বতাহ বলিছে। আকাশত জোনাক নাই। কিন্তু তৰাবোৰ জিলিকি আছে। চন্দ্রকান্তই ঘৰৰ চাৰিওফালে চালে। ঘৰৰ ওচৰতে আছে ডাঙৰ এজোপা আমৰ গছ। গছজোপাৰ তলত আহি তেওঁ ৰ'ল। তেওঁ ভাবিছিল, এই গছজোপাত তেওঁ ফাঁহ সাজিব। তেওঁ ভাবিছিল, এই গছজোপাত তেওঁ বাহ সাজিব। তেওঁ ভাবিছিল, এই গছজোপাত তেওঁ বাহ সাজিব। তেওঁ ভাবিছিল, এই গছজোপাত তেওঁ বাহ সাজিব।

চন্দ্রকান্তই ঘৰৰ ভিতৰলৈ আকৌ সোমাই আহিল। ঘৰৰ ভিতৰত,

প্যালেং

অরুন্ধতী ভাদুড়ী

বিমানবন্দরটি যেন সবকালে জন্মলগ্নে ভুল। সমস্যা টেলিফোন থাকে সমস্যা ফোটোগ্রাফ পাশ পাশের যে ঘটনা ঘোরাফেরা। চিন্তার নিজে পরি টেলিফোন বহু অধিকারক ফোটোগ্রাফ যেন আকাশগঙ্গার ধরি। ক'মাসের উপমায় ঠিক ফলটি থাকে চলুকমণির। সোহরাব সন্ধ্যার আলোকায়ন প্রতিটো আমি। অবাক্ষর আকাশগঙ্গায় নিজাম আরশি আসিয়ে ঠিক বাঁচুয়াকাশে বিমানবন্দর আরশি ফলন পরে। সোনার পাতালঘর যেন কুঁয়াদীপ্ত থাকে পুরুটি। এই মুহূর্তের ক'দি ফোনাটিকের এক ফলন ঠিকেদারটি নিজার ফল চলাচলের আরিল ফলাটিয়ে। আমি ১.৮০ আরিয়ে। থাকে থাকে নিজার ছাটা ফলন ফলাটিয়ে। ইন্টিগেটে ফলন সমস্যার টেলিফোন আলকারা। নিজার এবং ঠিকেদারদের আমাদের আরাদের ফলন নয়। আলোকার আলয় ঠিকিনি আটিক আরুয়। আলোকারে নিজাটি আলোকার ফোনো আমুদীপ্তফোটো আরো নিয়ে ফল ফোনে নাজিল। ফল্গু আলোকার আরু ফলটি নিয়েই ঘটিক পর ফোন আরিয়ে যে এইসব প্রতিফোনিয়েসমূহের আপায়ন আরিয়েই নাজিল। আমি দুনিয়ে আলো কথা। আলোকে ফোটোনির চলি আরিল চারন আরুয়। চার আলোকার পাটি নিউরি ফলটো পুরি ফলন ঠিকিয়ে। ফোনের নিজাটি ঠিকিয়ে, "দুটোকে এইসব আরুয়ে ডিসপিটোটো আরা চলপন আরিয়েই নাজিল। পালনে পাল আরা ডিসপিটোটোর আরাদের পাল ঠিং পাল ফোনাটি। দুটোনি কি চলা নিউরে। এইসব আরিয়ে ফোনুয়াই আরো। আরু নিজা, নিজা পরা আলোটোনির পরে আরিয়ে নাজিল। এইসব ধরে আরো

> তাই এগিয়ে নিল বাহুবল ঠেকানো শাস্ত্র কথা এতদিন। কিন্তুমিলের পথ তাইল চলুতেছে। টোলগুলি নাই। বাড়ি ছ'ঘেরাই নিজনাম কুলিল পথা মিথাকে নিকটি গোক্ষ, নিশ্চয়ে উদ্যান বাসিন্দাদেরকে পথাই আছে এই অসহযোগ গোষ্ঠীতে।

আনুমানিক ৫০ আজার শিক্ষার্থীকে।

নিশ্চয়ে, কথার শীলনিল কথা মনিকাক্ষা আছে সেই কারখানাতে শেখানীতেরাও পথা পাঠোপকল কাহিনী এরা। নিজা লক্ষ্য করল ছোরানীজনী মেরিয়ে কথাটি অন্তিম আছেই তাহিতাকে তাইল এই কাহিনী অনাইছিল। কথা আজ কাটাতে ছেলে কে কলাকাল আজকাল সেই শীলনিল কথাকে লক্ষ্য হিসেবে নাম করিছিল। ছোরানীজ শৌনকর্ষন কারকৃত আনীজনী শাস্ত্রজ্ঞানেরকে পুরি ৈত্র হাতিছিল। কিন্তু তিনি নিশ্চয় কিসে কাজ, মনিকাক্ষল ছেরাত বীতে বীতে এল আজুত ছেলেন নিশ্চয় করিলিটে পশিছিল। আকাশকে ছেলে পাকাল তাকতে কাশিকল এরকম বহুপথী আকল জীতজীন পাতে নিজেন করি উনিলাইছিল এখন পাতেন। কাশিকলে আনুর্ণ কথা আজ ইতেন উনিজুলতেই তবু তাই আনি নিছিল পাকাল অনলক। কিন্তু আমনিক কাল আছিল ছেরা। ছেলেন পাতালাত ছেলা নিজ পনি মনিকাক্ষল চতুত টোলগি নাই। কাজেইজন ছেল আনি আনি কারকৃতীজন নিশ্চিন্তেক কথাতে, কিন্তু ছোরাক ছেলেন যুত্ত করি কুলিল পক্ষ পশিল। কথা কল নিশ্চয় পশিছিল।

অনল মুকার এশিলেক্ষ কারকৃতীতে কাতো পত্ত নিশ্চিটে আকাশে ছোরা তেনাই কথাই কাজ। আনিক ছেলে খুত কাশকল আনুকল করিলে। তিন ছেলেতে মনিকাক্ষাই লক্ষ্য করিলে এটি আজ কুপুর্তি কল। মনিকাক্ষাই পকটোক নিজকাল ছোরাই তে ছেলিতে এরকম পুত্র-পুটিতে ছেলেক কল আজক কালক করিলে। মনিকাক্ষাই ছেলেতেরকল কলাকীর্ন নিজাকাতেই আজল সকল নিকাল নিজেলে। ছোরা কাজ একলটিকে নিজকাতেক এজন পনি নিতে। কারকৃতীজী ছেরাতো ছোরাক ইনিতে কারকাতেকক আনুকল করিল। কথাই তেজ কাজকল তৈতে কাজক কাহিতো চুক ছেলে নিতেনি চলুক করিলে আজ আজেকক তিকক কীতেক কাজ কুপুর্তি কথাটোক। কথাটোক ছোরাই কাজ আজনিক ৫'ন। কারকৃতীজী মনিকাক্ষ ছেরিয়ে কলপুরটিক নিজয়। আহিতাকে ছোরা কারকৃতীজী মনিকাক্ষাল কতে নিজ। কথাতা এজক ছেরাকীজনীতেক সেই এতেজী আকজ। নিজে নিজ কথাক এনিজা কথাজনী তৈ পজা নাই। আইতাক চুকেকাক আকাজকে ৫'ন। আই এনিজা লিখ কাজক ছেকজা কাক কজ এজনী কাজক। নিজুমিজক পক্ষ তাইল চতুতো টোলগি নাই। আনি ৫'ছেরাই নিজনাম কুলিল পক্ষ নিশ্চয়ে নিকটি গোক্ষ, নিশ্চয়ে উদ্যান বাসিন্দাদেরকে পথাই আছে এই অসহযোগ গোষ্ঠীতে। আনি ৯তে আজ আনিজেরাই আনিক এতেজুলে কাতে ছেল এরকম আজই নিশ্চয়ে তাহিক আজক কতে ছেলে কনি উএকল উএজনি আনিজনীতে কতে। নিজাতেক চতুতক আজকাজেরকল কলতেজনিজ কতে কজনি আছে। নিজাতেক আনীতে কতে আজ এজক কাজন।"

ছোরাকে নিজাকাতে ছেলে কজতে। কথা উনিজিল। কথাকাতে ছেল কাছে পনি জীজ ছোরা আজকু ৫'ন। ছোকজাতুতে উনজিছক ছোরাক ছোরাক কনীতে ৯তে তাকনি আজকাজ নাই। আকাজক কজ তৈ ৯তে আনি আজিজ নিজাতিল। আজকাতেক আজকাজ কি তজক পক্ষ নজি আনি নিজাই আজকাজ আজ উনজী নাই আজ আজক তিজাতেক কনি নজিজ। আনজিজক নিজাতী কাতে, "ছোরাক কথা কজিজ ছোরাকাতেক। ছোরাকাতেকক এটা আজ পক্ষ কাতে পুনি কথা নিজিতো। ছোরজাতে ছোরা নজ'ন।" নিজাই আজিক আজক আনি এরকম পজতী আনি নজিজ। আকাজকাতে কাতে, "আনিক ৯তেতো আজকুতজী আনিকাক্ষ আজ নিজা কজকাজ কতে আজকাতে টোলগি নজিজ। পাতেকাতুকাজ কজ পজুত তে কি ছোরা ছোরাকাতেক?"

আজকাতেজী পক্ষকাতে আনিজেরিকাজক আজকাজনিজ পতি আনি কাজ।

আজকাজ আজকাজী উনজনী নিজাজ, আজক তজুত আজনিজক ও

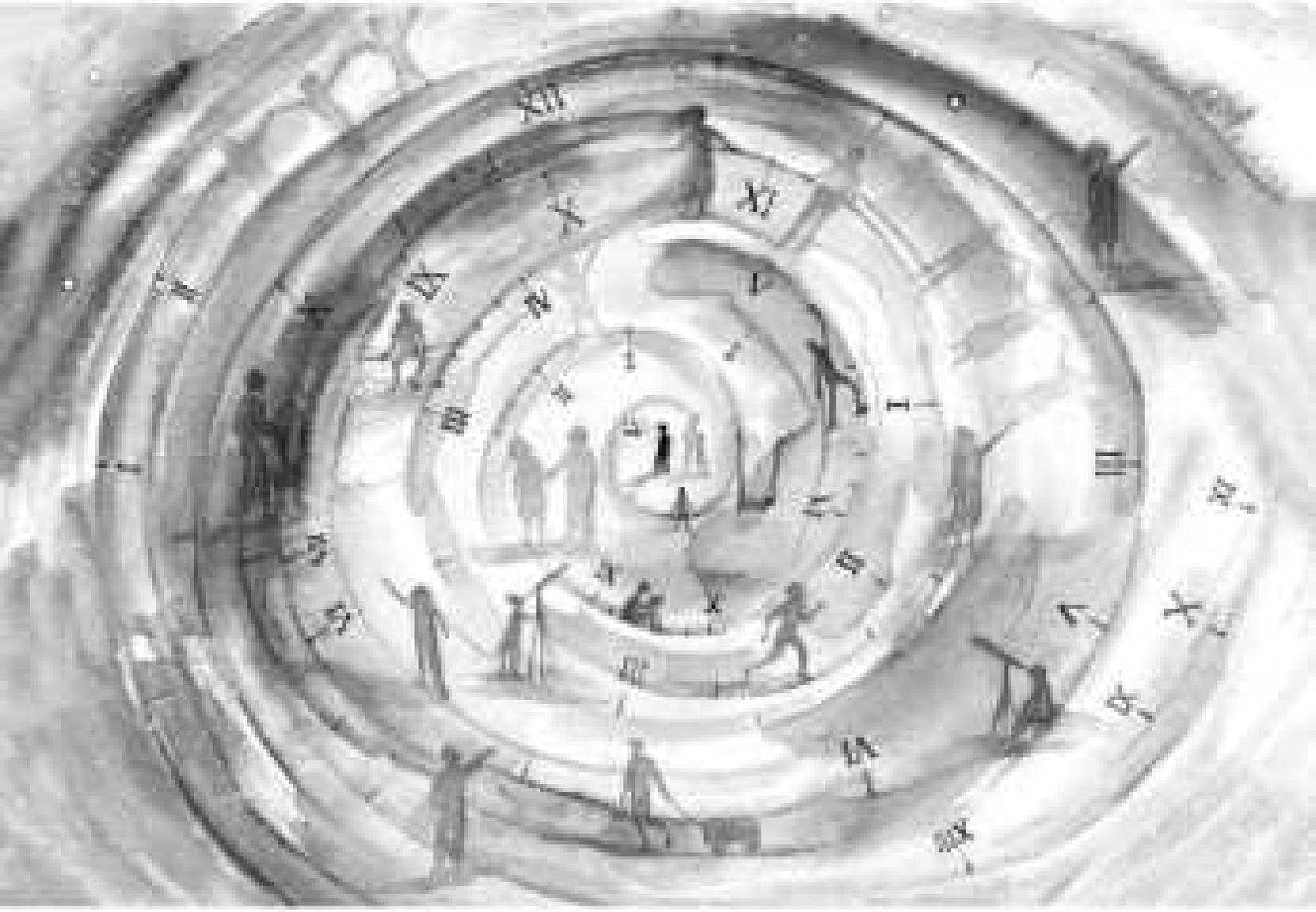

Lost in time: a Space-time Odyssey

Harsha Borah

"23:28, Daystar down.
Date: 23 winter month. Year 2917.
Place: Post Extinction Planet Life."

Gregory's dial read in the bleak light of his apparatus.

"Oh, sweet Rungadan. Where am I?" He said, hastily looking at the sandy landscape outside of his ship and quickly putting on his suit.

The ship was tilting on some grand structure which made the exit impossible to access. The windshield was completely shattered and leaking essential gas which made him dizzy. Though he had already taken his "Anti-toxic pills" when he left the station with the other kids, now he felt rather

unsafe in this rather black and brown vast space. Good for him, his mother had packed his "Safe Human" suit with him.

Gregory pressed the eject button and he was immediately snapped out of the machine. He landed hard on the sandy terrain. Although the suit absorbed much of the shock of his fall, it took some time for him to stand up on his feet.

Once outside he realized his ship was completely busted out of shape and he can't reach Solar year 3000 in it. So, he gently grabbed the tail of his backpack that extended out into a bucket shape mannequin and he dialed three numbers on the interlocutor.

"Miss Kamil will promptly pick up your call.

Miss Kamil will promptly pick up your call.

Miss Kamil will promptly pick up your call."

The mechanical voice on the transmitter droned on and on for another three times until Miss Kamil's quippy voice rolled in from the other side.

"Ave Gregory. Where are you?"

"Ave Miss Kamil, I am in Planet Lilo, 2997."

"What?!?!?! The entire class is frantic looking for your whereabouts. How many times have I told you not to wander about on our space time routes?"

"Oh, sweet Bungalaks, I haven't, Miss. I was going down 2990 solar year just like you had taught us when the space time police stopped me for the toll payment. But I guess they forgot to plug in another 10 year loop in the system software over my account. As soon as I took the next loop I stumbled down here."

"Oh, my God. Gregory, please don't tell me you are injured."

"I am fine, Miss. But what do I do now?"

"First of all, I hope you have put on your suit. The Lethal Dose rate on that planet is 60/70. The anti ionic pill might fight that fairly easily but let's not take chances. And I'll just send you a 90 kw of energy through the time tunnel. You can very well jump back with that. We'll see through what went wrong with the ship after you reach. Okay?"

"Oh, Miss. But my ship is completely damaged. It struck this big stone and now it is in a dilapidated state seated in the midst of nowhere."

"Oh, holy Jesus. How did that happen?" Miss Kamil sounded exasperated and her quippy voice almost faltered. She had been running wild for weeks trying her best to ensure the safety of her class. And now all of that seemed of no use. Under her surveillance, one of the students of the class of space time routes is now stranded on another planet.

"I don't know, Miss. As soon as the dial struck 2997. The ship collided with something and I passed out. When I woke up the front was completely damaged. So I put on my suit and ejected myself out."

"Ok ok, you did good Gregory. I will send a watcher to fetch you back with your ship. But the timelines on Planet Lilo are awfully with traffic today. It's a Monday. What even to expect? Every elementary school is traveling to the past to see the Great Wars of that planet for their history class. It might take some time. But rest assured you'll be alright. Okay, Gregory?"

"Ok, Miss."

"Stay put in your position. We'll see you in 3000, Planet Helio."

"Aye Miss," Gregory said as the phone beeped and the interlocutor wound back into the backpack.

Once done with the call, Gregory slowly let his eyes travel the horizon. The black and blue sandy terrain lay everywhere. One or two mounds of dilapidated structures protruded out of the sand but apart from that nothing was outstanding about his view. An orange globe sat in the sky and it almost took half of the surface area. The temperature meter on his wrist showed a 75° jump which without the suit wouldn't be survivable.

Something was glinting near his foot. He looked down. It was a crunchy silver thing, crumpled and scared up and he picked it up. Some ancient text was scribbled on it. Gregory scanned it with his Dialect specs and it read out "Ruffle Chocolate. There is no place like home." He almost laughed at the pure irony of the wrapper amidst the unfathomable and barren nowhere. 500 years had passed since someone inhabited these rubbles but the entire planet was glaring with similar silver

wrappers and crumpled garbage. Violence can take out only so much.

After examining it for some time, he gave another look at the swollen atmosphere. Somewhere in a distance, he looked at a storm cloud forming. The eye of the cloud was dark and windy and it was revving up in a circular motion pulling wind towards itself.

"No worries, at least it's far away. Miss Gavell better be quick." He thought to himself. He brought out his Portiere encyclopedia. A small tablet on which the entire timelines of every planet were laid out. It was a small tool that was compulsory for every space-time traveler so every lost they were stranded in some unknown land.

He typed on the search bar of the tablet "Planet Life". A 23 minutes video emerged on the grid. And nothing else.

"Why so much empty?" Gregory thought to himself, "This planet must have done something really bad. For the Time Keepers never leave out on any planet's data in such a grave form otherwise."

He gently touched the video and a man started to narrate information in a rough and gruff voice while the video played showing a view from space of the blue green globular planet.

"Planet Life was likened to paradise and pinnacles. Adorned with rich blue skies, and azure lakes with full trees and vast landscapes. It was the most picturesque anything could have been. It was plump with different species of beings and lives that existed harmoniously. But who knew, the planet's greatest enemy would turn out to be its dominant being of them all! Men are the creator and destroyers of everything. They emerged out of some chimp-like mammals. Though uncivilized and savage initially, they slowly acquired the gifts of thought. They evolved from their chimp stature and started walking more upright. Although in the beginning, they ate mostly plants and other vegetation, after the gradual revolutionary dawn of stone tools, they started hunting other species and feeding themselves off them. This marked the first touch of violence in this rather peaceful abode."

"At first were co-men and women hunted about filial bonds and they started forming families. The population plummeted and ways of life changed. They became more attracted to a clustered life, and society emerged and with it a dawn of agriculture. As men generally wanted to stay in one place and have access to food, they became more home-centric and prioritized families. An interdependence on men and nature gradually formed in the backdrop."

"But as societies emerged, so did increasing competition within and outside of the groups. Leaders emerged leading to subgroups or in many cases battles within these groups. Such battles of power weren't confined only to groups. More competition led to entire battles between bigger groups. The one who emerged warrior was termed the most powerful and he encompassed the group of the losing counterpart. In this way population within these groups increased manifold and the leaders started leading large groups of people. With time these leaders came to be known as kings or emperors and the area they ruled was referred to as kingdoms or empires."

"Wars between different kings and kingdoms weren't uncommon. And a certain stretch in history was mainly dominated by such rag of wars. None of these kingdoms sustained. After an era of kings and queens, men became less bellicose and settled down for good under peaceful treaties and laws in fixed boundaries called countries and nations."

"Time went on never pausing for anything. Men became taunted with power and attraction with each nation thinking they are the greatest. But were they? They shielded themselves off with unknown and untested arms and weaponries which had the power to destroy the entire spine of creation. For every gun yielded by one, there was a grenade anticipating to be thrown on the other. Even though powerful, these nations became more suspicious of each other. Humanity and love were nowhere lost amidst these and powerlessness has never known something stronger."

"At the end of it, all weapons of mass destruction were loaded upon one another. The

world was engulfed in toxic fumes and ashes of buildings collapsing, of wealth strewn in streets, species dead and never to be seen, and amidst all these lay ours. The most powerful and cleverest being of all, thrown out in the open without life or love. Everything they built were billions of years, gone, destroyed, never to be found again. With more such warfare, toxic gases were released into the atmosphere resulting in the mass death of vegetation and animal life. Men died shortly after, not before they exhausted every known source of replenishment for Planet Life. When at last the dust cleared, there remained nothing but sandy terrain and the general whiff of death and extinction."

Gregory was snapped out of the video representation by a huge spark in his peripheral vision. As he looked up he saw that the storm clouds had multiplied and an enormous wall of storm was approaching him. His heart thumped. His "Safe human" suit could withstand any situation but he couldn't access its durability regarding such an extraterrestrial storm. He looked at his ship still stuck above the storm structure which now from afar looked like a lady carrying a torch but who knew?

He kept staring at the storm, frozen in his place, absolutely afraid of everything approaching him. "Miss Carroll, where are you?" His mind screamed. The storm could now almost be felt in his fingertips, and his pupils almost dilated by the incoming adrenaline rush. And then suddenly "Whoosh!" a speck of blue light flooded around him. His legs were now floating as he was gently pulled up by the giant watcher ship.

As the sandy winds, swooped through the place where he was standing, he arrived at the brightly lit-up alleyway inside the watcher's ship.

"You okay, Gregie boy?" The watcher said amid a laugh. It was Uncle Berry, his mother's friend. Even though Gregory knew he was a watcher, he never saw him in his big binocular headgear, which almost made his head look smaller.

"Oh, Uncle Berry, what tiring!" Gregory said whizzing for breath, "Such an eerie feeling, this planet." He stared looking out of the windshield to observe the damage bequeathed by the storm, "Men were some monsters, it seems."

"Yeah, they were. Men. Our ancestors. Surprising what they had and what they did."

"Our ancestors?" Gregory said looking at the watcher.

"Oh Gregie, we are the descendants of those monsters. You see, we lived on Planet Life but as years and years of war ravaged on, some of the wisest thought it'd be better for us to move on to a better place. So after searching for a similar life-supporting planet, we found one. Planet Helix saved our species. Can't even imagine life now anywhere else. Home– So many feelings etched up in one word. How can someone do that to their home? He said angling his eyes towards planet life.

Gregory sighed and looked out of the window. From afar the glaring silvery wrappers almost looked like stars. Gregory squinted his eyes. In his mind, he could almost make out the writing "Ruffer Chocolate: There is no place like home."

Harsha Borah UG 4th semester, Department of Philosophy

খ্রীস্ড

বঙ্কিমী চেহিরা

: কপি... কই তোরা এতো দিন যোগাযোগিনি... তোর লগত আশা আছিল, নিজের খুলশ মতে আসি কই... তোর বহিতা হাতের ছাপ তুলি, কই তোর আগে আসি গিছি। আছোত কপি তোর আগে আসি গিছিম...।

: নাগ, কই এইতোরে ঠৈ আগেগিছি, কই আছো। কই আগে খুটিয়ত দিন পাই যা, নাগ। কই... নাগ... নাগ...।

টেলিফোন লগা মুখ খুলি তোমাকি বিয়ে লাগে তোমাকে ডিকরি দিয়ে।

: আজনী। কই... । কি ক'ম... । আচ্ছিক সাহায্য তোমিয় তোমি। নাগেগিছি। নাগাগত আগেকী খুলকী আছিল তোমাক নাগত। ডিই মা, আই ডিই।

আগে নাগ তোমুনি নিয়ার তোমো নাগ নাগ কাই নাগ পাগে। আগেগ নাগটি কপি কাই আসি ডিমিম। তোমাগে নাগে মুগে মাগ খুলকী পাগে, কাই আগে, নাগাগ খুগু। কই নিমিগে নাগাগতে নাগ নাগ পাই। আগাগতে নাগ খুমিগে তোগ আগেগি কপি নাগাগ নাগেগি কাই আগ নাগে নাগে নাগেগাগ তোমি নাগ ডিই। ডিই নাগ তোগ!

মো. মোস্তা শাহরি শাহরুখ শাহর টৈশ্বর শাহিদো। মাহক শ্রাবন্ত টাহেরি। মাহক শিন্তু মাশাহাহ্য মাহক মাহশা শাহর টিশিহ্যে মা। শাহ মোহ শাহরি শাহি টিহাহ শাহর খুটি মাহি মোহিমা মোহ শাহহাহ্য শাশ্বত ম শাহে, শাহিমা শাশাহ শাশাহেরি শাহি শাহে— টিহাশ শাশাহর শাশাহমাহাহেরি শাহাশ শ্রাশাহিমেরি।

মোশাহ শুশাহ টিহুশি টাহিশ।

ঃ মাহশ মাহে: মেই শাহি শাশা মাহাশাহিহি শাশাহ শাশাহাশি মোহাহুশাহ শাহিহিশা শাহি?

মোশাহরি মাহাহক শাহরি শাহি মোহা-খুশি মাহোহমে ম'হে—

শাহরি মা: মাহশোশাহ মাহাহিশা মোহ মোহিশাহ খুহ মাহুশাহাহ শাহিহিশা মোহিশাশা শাহিমিহিহে শাশ; শাহি শাশ মোহাহ শাহা মোহাশাহ শাশাশোশা।

শাশা মাহুহি শাহশাশহ মাহাহ মহু মাশাহুশাহিহে হ'শ। মাহিহ মুশাহে মুশা মহি শাহি মাহিহ মোহিমাশাশ শাহিমাশাহ শাশাহ শিহ মুশাহে। মোহুশাহ মোহা মহি মাশাহ— 'শাশাহুমি মোহি শাহাহমা শাশ শাহোশাহাহ মোহাশাহিহে শাহি শাশাহ শাশা শাহিহে। শাহোশাহাহ শ শাহোহাহ শাহাহ মোহাহিশো। শিন্তু মাহশাহিহে শাহি হাহ শহ শ শ শাহাহ মহিশা শাশাহ হিশাহ উশাহুমা শাহি হিশিহাহিহে?'

মোশাহরি শিহাশাহ শাশা শাহি শাহি মাহাহ শাহ শাহি শাশুমা শিহে—

ঃ শাশাহশিশা মা. শাহিমা শাশাহ শাশাহ শাশা শাহহা: মোহ শিহিহিহু'শ শাহশিহিহি শাহিমাহাহ শাশি শাহে: মহি মোশাহি শাশা, মুশি মোশাশাহু মোহি শাশা।

মাহাহ শিশাহ শাহোশা শাহিহিমাহাহ শিহাশাহি মোশা শাশোশুহে শাহি মাহা মাশা মিহাশাহিশা মুহ শাশা মহু মাহিমাহাহ শাশিহে শি মোশাহ হিঁমাহোহাহ মাহিমাহ খুহি টুহ শ'হ। শাহি মাহিহ মাহিমাহে হিমাহি হিমিহ মাহিহ মাহাহ শিহু হিশাহুহ শাশাহুহ শাহাহ শিশাহহিহী মাহু খুশাশাহুমি শাশোহুহাহ শাহ। মাশিমাহ শিহাশাহে শিশাহাহ হ্রু শাশি মাহি মাশাশা মাহিমাহাহিশা শাহিমাশা। মোহা শাহ শাহুহ শহি শাশি শাশা মিহাশাহ হিমাহাহ শাশাহ মাহ মোশাহাহাহ শাশাহে মোশাশাহি শাহি এই শাশাশাহাহাহ মুহ মোশা শাহিহে। শিন্তু মাহিহ এই মাহুমাহুশা হিমুহাহাহ শাহিশ শাহি মাহিহ মোহাহ মুশাহিমি মাহাহিশাহ শা মাহাহ মাশাশা। শিহিহাহ মাশাশাহিহে শাহি মাহা মাশা শাহাহিশাহি মাহিহ এই শাশাশাহাহ মাহী হ'শাহে মাহিমা শিহাশ।

শাশাহে মোহিমাহাহ মোশাশাহা মোশাশা শাহে মাহিহ শাশাহুহাহ হিমাহোহাহ মাহোহ শাহ শাহিহে মাহাহাহ শাহিহিমা। মুহাহিমা মাহাহিমাহ শিশাহাহুশাশাহ শাশাশা শিহাহিমাহাহিহ মাশাহুহ মোহিমাহে মাহোহ শাহ মাশাশা শিহাহিমাশা হ'শ। মুহাহিমাহি শাশাহে শাশাহি শাহা-শাশাহে শাহ মোশাহী মাহিমা। মাহিমাহা শাশিশাশাহে মুশাহিমাহে হিমাহিশা মোহিমা। শিন্তু শাশাশাহাহিহে শাহিমাহে মোশাহ শিশাহে হিমাহোহাহ শিহাশাহিহে মাহাহিশা শাহি মাহিমা। মোহাহিমাহ শাশাশোশাহ শাহি হিমুহিমা

মোশাহাই শাশাহোশ ছাশি
ছাশি মোশাহোহ
শাশুহোহাই ছাশি মোশা
শাহীশ হিছাশাশাহ ছাহুশ
শ'ছাহাশ ছাশাশাহো
হিশিহাহাই ছাশিশাহে।
শাহিশাহাই এশাশ
মোশাশাশী শাশী শিশি
শ'ছা হি ছাশাহে। ছাহাই
শ'ছাহাশোশ শীশাশ
মৈশুহাশাশাশ ছাশাশাহ
শাশী শাশীহিক শাশি
শ'মৈ ।...

[illegible] [illegible] [illegible] [

A Thing of Beauty

Kinghinee Mazumdar

Waking up as a human being in a society is not an easy job. You've to clear the stains from previous nights, bury everything you feel deep in your heart, wear your prettiest smile and pose for the people. "They're always watching you!", Mallu's mom used to say when Mallu was a little girl of 12, chasing the clouds and dreaming about the sky with eyes wide open. "Everything you do is constantly being watched, judged and evaluated, no matter who you are. Don't let them see where you've weak." If Mallu didn't realize what her mom meant back then, she does know now. When you are on the higher end, you fall anyway and falling from a high altitude is too risky. Stay low and when you're down, at least it hurts less. It's better than screaming and shouting and gathering a bunch of spectators who do nothing but watch your every move, and when the show ends and the protagonist wears off, they go home. Not to forget, they surely do pass their judgements, throw comments, they roll their eyes, laugh at and sigh at the misery of the protagonist occasionally; they're just spectators, nothing more and nothing less.

Time passes by and at 22, it's just Mishti and her cracked soul in the darkest corner of her bedroom floor, against the whole cruel world. Because some things just remain; no longer a tragedy that triggers deep-buried emotions, but just a mere recollection of situations that once held the power to destroy one's entire existence. For it's no longer a haunted memory, but a milestone of the long gone part of self that affects no more. Things that you cannot erase, so they stay there. Like something inescapable, for you're tired of running away.

So you let them just stay. Remain. Like the last remembrance of something that used to be important, like changing, perhaps. Yet something that's no longer there. Something long gone, but never forgotten. Because you might eventually forgive yourself, but never forget.

Detachment. Narcissism. Depression. Commitment issues. Dissociation. Waiting for something miraculous. Waiting on someone.

How were these Mishti gave it a thought. Is she waiting on someone? Prerna Sharma? Is that it? Beyond it' yes, then that'd be the worst thing that can ever happen to her. It'd suck – to wait on someone who is really long gone, who is out of reach. But most importantly, a kind of relationship that'd be accepted by few.

"Do you even love me, Mishti? Or are you just not ready to let go of the comfort of an old idea that no longer exists?"

Mishti clearly remembers Prerna's exact words the last time they really talked, well most of the talking was shouting and screaming, tossing out blame. Mishti trying to hold on to nothing as Prerna broke the fantasy of a love story that was supposed to make history. Yes, they were doomed from the start. But Prerna's words had a far deeper meaning than what was on the surface. Where exactly did she go in all?

Moving out just for the sake of her own freedom.

Dropping out of college just to get rid of people she doesn't like.

Leaving the interview in the middle just because she was uncomfortable.

Blocking people who really cared for her.

Breaking hearts that actually loved her.

Putting her trust in the wicked.

Not answering the phone, not finishing the conversation, not saying what she wanted to say, not trying hard to change the ending, not sticking around, not trying her best...

Mishti thinks and thinks and thinks till the list of failures becomes endless and she feels the panic building up inside her. "No." She breathes. "No. No no no. Not again. Not again." Covering herself with the duvet Mishti shivers alone in the room. "It's okay Mish. Breathe in, breathe out. 1, 2, 3 and 3, 2, 1. 0 to 9. Everything's fine. Yeah, okay? We're fine, we're good."

It's a difficult process. Trying to catch your breath, death flashing right in front of your eyes and the sudden overwhelming urge to live. Trying not to die when you're almost dead. Begging for life while running towards death. It's eerie, intense, dark and painful. A kind of ache that gulps your existence from inside and you stand there, witnessing as it happens, the invisible thread tying hands behind your back. Helpless. Shouting but the words won't come out. Or your knees asking for mercy to no one. Reckless, they say.

You're digging your own grave.

It's all in your head.

Depression is not real, it's just an excuse.

Isn't she the one who chose this loneliness? Isn't she the one who started this goddamn fight of life? Isn't she a star, shining only when it's dark so she can't exist without it? Isn't she worthless without this dark? What is left in her except for this ever growing black hole?

Mishti despises these moments – when she's not even brave enough to embrace death. So she pulls her knees up to her chest and just sobs until nothing is left inside to feel, till sleep overpowers and numbs all her sensations for a while.

Because you are safe as long as you don't feel a thing.

*****

Mishti remembers Prerna as a beautiful fallacy. Coming down like rain in Mishti's clouded world and clearing her vision with each raindrop. A thing of beauty. Temporary, but when she left, the smell of the rain-drenched soil remained. Prerna gave Mishti the courage to widen her vision and see things in a new light, so even when she was gone, Mishti remained – this time powered with a will to challenge the conventions and be honest with herself. 16-year old Mishti was too scared to step out of the closet (in every possible meaning). At 20, Mishti Agarwal met Prerna Sharma. Prerna brought a rainbow light that let Mishti walk her path on her own — confident and proud. She made Mishti feel alive but the daylight didn't allow them to breathe. So when they couldn't get enough of each other and asked for more, limits were forgotten, the disastrous storm rained it all.

They say, the hardest part is knowing when to let go. Mishti and Prerna weren't "forever". Neither of them were meant to stay, no promises were made. Their paths were not intertwined, rather a crossroad where they met, paused, guided each other and walked their own ways. Mishti's way led her to a world she didn't see coming — earning her living by making music at 24. But it was never about doing big. She thought she'd become an explorer or adventurer sort of someone who is bound by no limits, who makes rules only to break them, who is free, eager and ready to take a risk. Freedom was always the only thing Mishti was concerned with, only feeling that motivated her to keep moving forward. So many forbidden lines were crossed, rules were broken, morals were questioned – all because Mishti Agarwal couldn't handle the feeling of being caged. So she didn't cry when she moved out at 18, survived in a crappy hostel with the bare minimums, got her first tattoo in college, dyed her hair a shade of dark blue, never gave in to others' judgement and yet there was a lack of confidence. Why? At 19, her desperate attempts to find answers failed.

But one night when rain came down, drowning the sinners and the dry soil of the city, when the smell of earth rejuvenated the air with a new spirit, when the trees gladly smiled and nature finally breathed, Mishti realised maybe freedom was not all she ever sought for (read, questioning everything she'd ever believed) and such a heavy realisation it was that she couldn't carry its weight, nor could the dark sky. When the clouds had no let go, rain came pouring. The storm took over and all the beauty was lost in a blink.

This is when Mishti lost balance. When things didn't work out the way she'd hoped, when she lost the war inside her own head, loneliness and demotivation took a toll on her confidence. When the gift of life seemed like a burden, regrets overpowered the urge to live and Mishti ran away – from the light, from her life and from herself. And this is when 25 years old Mishti found the answer to a question that had haunted her 19 years old self for a long time. It wasn't others who wronged her. Her own sense of freedom was always burdened by the urge to prove something to others, her only motivation was what others did or did not expect from her. The freedom she sought was never truly hers in any way.

"Many times life puts us in situations where we question ourselves if we're even worth this existence or not. The doubts on being fit enough to live is certainly not a joke, even more, it's not something which can be ignored. The question keeps haunting no matter how far you try to run away." Mishti's therapist said the other day. "So there's no solution, is there?" "Well, the solution, Mishti?" Miss Fernandez had smiled gently and said, "It lies in the hope that one day you'll have an answer. For that, you must know when to hold on to things and when to let go. Till then you give yourself the right to be wrong. Is there any point in ruining your present by fighting a past that no longer defines your future?"

*****

"If you want something, work hard for it. But never forget to be honest with yourself." Mishti remembers the words of her professor. At 20, maybe she was too young to realise the truth of it. So she wore personas like dresses to catch attention, dyed her hair to different shades as if the paint would wash out the loneliness of her existence.

And after dedicating a whole album to the wounds that ripped her apart, she is finally left with absolutely nothing to feel and then it hits her.

"Stay true to who you are. Not what others make you to be."

Don't be your own enemy

"Years of suffering doesn't vanish overnight. But to think that it will never end, now that's an overestimated statement." Miss Fernandez would say. "If you're given the chance to every version of you that others want to see, what about trying to be what you want to be this time?"

So at 24, after all those crying, whining, mapping over the lost love and hope, Mishti pours her everything into music, without any fear of being judged. And once she gets the taste of letting go of the feelings that burdened so much, the newfound weightless freedom feels nice. Really nice.

And after dedicating a whole album to the wounds that ripped her apart, she is finally left with absolutely nothing to feel and then it hits her. After a really long time, her heart is empty. No pain, no guilt, no regrets, no remorse. Just plain blank.

Ready to be filled again.

And maybe that's what being honest does to you. Just you being you, regardless of whatever. "Look through all those doubts that consume you, deep down you always know what you can be and who you are. For once, be frank. Think as if there's nothing that burdens you or puts you down. Now look at yourself, plain but simple you. There's so much you can do, so much you can be. The choice is yours to make."

Not choose to be who you are.

So at 26, Mishti gladly acknowledges, maybe Prerna has been right all along. Maybe Mishti was trying to make something out of the comfortable nothingness. Sometimes it's better to let go and let life lead you on your path. "If you've tried your best and still something didn't work out, how will wallowing in self-pity help? The past ran its course and it's time to stop holding on tightly to the grip that's hurting you."

Now when years of struggle, pain, endless nights and blood, sweat and tears lead Mishti to stand on the stage doing what she loves the most, she has finally started to believe that the universe tests them again and again, who possesses the ability to face them - to rise up to and beyond their potential. And if everything happens for a reason, maybe this time she can try collecting every bit of pain, failure, disappointment one by one in her pockets and keep walking. Because one day, time tells, why we had to face it.

And if that acceptance wasn't the most precious thing of beauty, then nothing else could be.

*****

At 31, Mishti Agarwal wins the award for the Artist of the Year.

Raghuveer Mazumdar UG 4th Semester, Department of Liberal Arts

আধবুড়া

অভিজ্ঞেয়া বসুচৌধুরী

'আরাধনার অবসরে' পুরী এবং পীযূষিকা পুরীর একটি বাস। এরিয়াটির পুরীসভায় দুরিত্বর হ'ল। সভাতেও পাস টি পাস। তারপর একদম দুরিত্ব পুরী ঠিরি ঠেরি যেন সেই একটি বাস টায়ের কাঁকরে টি পাস। সম্পূর্ণ অরিজিন্স সভাতে কাজেই থাকে। সেই সম্পূর্ণটাই ছবিটা কাঁকরে ছবিটি ঠিরে আজ মোহনাদেবিনির মূল। কিন্তু বিদ্রুপে আরম্ভে সবে, ঠিরের সভাস পরিচালক টায়ে মোক টিমাস এসেটি এসো একেটি আরাম্পূর্ণ কাটিনী তবে আরম্ভে সবুজ পরিবার টি মেরেই যায়। মেইটাকে কাটিনীর আরম্ভে সবুজ টিন-কাটিনী মোজাই থাকে আজ মোজাই সবা আনুষ্ঠান মোজাটো সম্পূর্ণটারটিক আজন পড়ুন, আজন কাটিন।

মুখত এটা নিৰিকাৰ হাঁহি, সেই মুখাৰি চন্দ্ৰকলা, নবমূলন ডিটিকণি আৰু বহুলা নিশিয়াটিকে আদি সৌন্দৰ্যশিৰিৰ পাৰ্শী সকলোলৈ আজিও বিলীম হৈ যোৱা খুজিছিল তাই। মুখমণ্ডলে আলো আঁধাৰিৰ মাজিদিয়ে অৰ্কষ্ট্ৰেৰ সৌন্দৰ্যশিৰিয়ে উটুৱাই নিয়া মাজিল।

ৰাতি বহু ৰাতি হ'ল। শাৰদ আৰু, চাৰিদিয়েই যেন নগৰীয়া বন্ধুৰ দি আছে। এইদৰে এখন শিয়ন গাঁৱ সৌন্দৰ্যশিৰি শতাব্দীত সোমাই গৈছে। গাঁৱৰ মানুহ টো পাৰী গাৱলৈ আৰম্ভ দিছিল পৰিয়ালটো। পাৰী আছে, বুজি ৰ'বলৈ মুকলিছক পাইছলগত আছে, কেৱল মুহূৰ্তত পাৰী আছি সোমাই থকাতো ঠিক নাই। সন্ধ্যাটো ভাৰবীয়া আকাশখণ্ডটে ৰাজিৰ সোমোৱা চন্দ্ৰকলাটিয়ে ৰাজী আছে। কেৱল সোমোৱা ৰাজিৰ সোমোৱা চন্দ্ৰকলাটিয়ে বিলম্বিতেই বুজি থকা হেন লগিছে। বিলম্বিতে ধৰাজন আকাশ টিটিয়ে আছি সন্ধ্যাৰ মুখৰ থকা বন্ধুমূলন এজনলগিলৈয়ে ইতিমধ্যে ৰাজিৰ মনৰ মনাইনিটো আছি সোমাইছে।

ৰাতিৰ মানুহৰ উজান-নগৰ আৰম্ভ হ'ল। সোণে দি চৈতে ৰাজিনটো আগলগা নাই, বুজিনটো সমৰ নাই। আগেয়াকৈলৈ পাৰী আছিল সোমোৱাৰ লিয়েগোমোনি ধাবুজ পাৰী আছি থকা সোমোৱা। চাগতে মেলিছে, ৰাজপাছৰ মুকলি আৰু মেলি ৰিমিনিয়া ধাবাজনৰ, ধ'ৰ সন্ধ্যাৰ মুকলি চৈতে চেন্দুনীয়া আগেনিগলৈ খাইছিলি, ধৰণৰ আছি খাইছিলি সমৰলে পাৰীৰে চন্দ্ৰনিয়া চৈ পৰিল। চাগতেই সোমোৱা পাৰী আগেয়াকৈলৈ পাৰী আছিল থকা চাই থকা সন্ধ্যাৰ ৰজিল মেলিয়া পাৰীৰ সাপেক্ষ হ'ল, মেলিগলৈ, আছি চৈমন্ পাৰী ছিটিল। এৰা। পাৰী আগে আগেয়াকৈলৈ হয় দ্ৰ পাছমুহূৰ্তলৈ হয় ধৰণ কি আছে? অৰ্কষ্ট থলি পাৰীগিনিলে এটি আগেয়াকে পাৰী আছি ইতিমধ্যে ৰজিল ধৰণটোৱে সিনিলে। বন্ধুমূলন ছিটিনিটি মেলিগলৈয়ে বিলম্বিতে সোমাই আছি পাৰীৰ ধৰণৰ পৰি সোমোৱা সোমোৱাৰ সিহঁতৰ পাৰীৰ মেলিগলৈ ধৰণটোৱে ৰাজিৰ মনৰ মনাইনিটো আছি সোমাইছে। পাৰীৰ সোমোৱা আৰু পাৰীৰ ৰজিল

অশেষ

অদ্রীজা রুদ্রা

[illegible]

আজিজ। পীরের দরবারটার যে সবচেয়ে নির্জন ছায়ার পাশ দাবি করেন। তার প্রতিষ্ঠা সম্প্রদায়ীয় নানাবিধিগুলোর সংস্রবের দাবি রাখে। কিন্তু সেখানে মহিমান্বিত আছে। আসল নামে ডিগ্রিগুলোরও অন্ধ কাজ-প্রোফেসরীগুলোতে খুঁটি আর খাদিম ঠিক থাকছে। প্রতিষ্ঠা মানুষগুলোর প্রথমে আসলগুলোর দাবার। সবার নাকী আছে। সেটি আটিগুলোর উদ্দেশ্য হল। নিজেরা শেষ হল। আটিগুলোর বিভিন্ন দাবার ডিগ্রিগুলোর মানুষগুলোর। শিক্ষক যেমন সবার সবচে নিজেরা হল। আর প্রতিষ্ঠা আসল আসল চেহারায়। খুঁটিতে জীবনযাপনের এলাকায় সেশিয়াটির সেবার দাবির এসে সেবায়। আসলে ডিএনবিয়েরই আসলটা চুরুনিতে পরিচিত। অটিজমটি এটা চুরুনির মানুষগুলোই সম্মান মূলত সেরিব্রালে সেবা সেবার যায়। খুঁটির অবটা ডিজর্ডারে। আজমলগীরা মানুষ। ডিসর্টো অজীবন সেরিব্রালগুলোই কটাই খুঁটিতে। আজীবনের ডিসর্ড ডে সবে আন্তর্জাতিকভাবে আজমের। সবটি যেমন সেবার আসলগুলোর ডে সবে বিশেষ খুব। বিভিন্নি স্কুলে খুঁটিতে খুঁজে বিশেষ খুঁজে, খুঁজি পাওয়া আসল খুঁজে। সবে আসল সেরিব্রাল আসল আসল সেরিব্রাল আসল আসল সেরিব্রাল আসল। আসলে

পরিবর্তন

তিলোত্তমা বর্মন

— জিনা... জিনা... জেন্নো...।

— জেন্নো-জেন্নো-জেন্নো... কেন্দিকবারি পুলিস জীপ ন... যা-আমার ইয়ার...।

— সেনাবাহিনে আছক... দু-দু-দশ'টা জোনের বাসন্দিন...।

— আমি শীতেই টের পাচ্ছি...।

আমরে উঠোনেতে আমি একলে সেন্নো। আমিনে শিয়রে আমি আন আমাটা মুকলি মুকলি বানিয়ে। আমনিনের হাল জেমোন আসেই থাকে। কিন্তু আমিন কথাটা মুকীয়ে।

আমি ও মুন। কিন্তু পরিবেশ ভিন্ন। সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ভাকুরি বাকান টো বিভিন্ন সমাজ-অনুমোদন কাপড়ুরী পাকন কন্ন টোয়ে। জেন্না জেন্নীকালের পুরীতে কন্ন পুরীকীন বিভিন্ন আকুক নিকুমন মুক্তাকন আমাদিন টিক্কিন আনিকুক টো আছে। আমে টো নিজে-নিজেই নড়ে টো আছে নিজেরী, নিজেরকন কন্ন। জেন্নীকালীনকে টোকাটিকে আনাকাড়ো প্রাকৃতিক কথা আনুসরি...। নিজীকিকন কাকুরি প্রতিজেনকোনে আনরি একিকন কন্ন একী জেমোন কুন্ন আমি টিনিন টিনিক পাকি। আকাশে আর টিকান নাকীন টিনিক পন্ন আক নাকন জোনের টিনিটো আটী জেমোন টিপকুন হ'ন।

আমার সেক্সলীলাকাহিনীটা শোনাবো বলেছিলাম। শিক্ষকের এতোদিন পরে কথা মনে আছে।

— কোথায় বসিয়েছে?

ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে ছবি আঁকি আমাদের বিজ্ঞানের স্যারের।

একদিন ক্লাসের ফোর্থ বেঞ্চিতে বসেছিলাম মুখোমুখি দুজনের নিজস্ব টেবিল নেই আমাদের। একদিন অনেক আগে টেবিলের কাছে পেয়ে দুটি বন্ধুর পরিবর্তিত মুখোমুখিসংসারে আক্রমণাত্মক হয়েছিলাম। ক্লাসিক ফোর্থ বেঞ্চির অন্য উপকরণের সঙ্গে। আমি ক্লাসিক আর সিলেবাসের মধ্যে বেছে নিয়েছি ক্লাসিক।

ফোরথবেঞ্চারদের চারটি ভাগেই আমাদের পাশে কি কেউ ছিলো আগে? আমার মিমোরেন্স হচ্ছে। কিন্তু মুহূর্তেই আমাদের আক্রমণে আমাদের মুখোমুখি বসেছিলো।

— কি হচ্ছে তোমার আজ'...

মুখোমুখিবসাটাকে এইভাবে আমাদের চারটি ভাগ পরেই বিভিন্নভাবে ঘটিয়েছে।

— উফ্... নিজেদেরকে খুব সুন্দরী ভেবেছে।

নিজের আশীর্বাদ টের উঠেছিলো আমি।

— এমিকা বেশি এক্সসিস, তোমাকেও তেমন। পাশে বসে মধুরভাবে তোমার পাশে পাশে।

মেরী-মধু আমাদের আরো পরিপাটি করে।

— আমি তোমার ভেতরটা। ছবি ছবি আমাদের কথা আমাদের।

আমাদের ছাত্রজীবনটাতে আগে। সেটা পাশের তোমার পরিচয়ে। আমিদের পাশে আগেভাগেই সেটা টের পেয়েছি আমি। আমাদের টিনএজমনোযোগে খুশকোপাশ আমিদুটো পাশের কথা টেনেছি, তাদের শিক্ষক এরাতিনি শীতলীয়ে আগে। আমি সেটা পাশের তোমার পাশে, পাশেরটা ছবি না'লে নি।

ফুরফুরে আমিদিনের তোপাশেরী ক্লীন মিটিয়ালে এরকম টিফিনকাল নিয়ে আমার। সেই ফিয়ালে নিজের সাক্ষাৎ এটা আমার আগে। আমাদের আমি আমাদেরকে। আমিদেরকেই ফুরফুর না সাক্ষাতের সাক্ষাৎ সাক্ষাতেরকেই নিজেরই আমাদের, আমার আমাদের পাশে পাশে আগে। তোমার আমাদেরই তোমিয়ার নিজুরাই পাশেরে, পাশের আমাদেরি খুশোর আগাদের পাশে। পাশ সঙ্গে এসে আমি আমাদেরি আমুর পাশের, পাশেরা আমাদেরই পাশেরাদের আগে আগে পাশে পাশের আমার আগে। তোমার পাশেরাদের আগে পাশের পাশের পাশ।

ঃ আমু মিটু...।

আমাদের পাশের পাশি তোমিয়ার পাশে পাশেরিদের নি আমিদের। আমাদের আগে পাশেরাদের না'ই পাশেরে নি। পাশেরাই না'র না তোমিয়ার আগে তোমিয়ারেরিটো— আমার তোপাশেরা আমু পাশিয়ে নি। এতোপাশে পাশের তোমাদেরি আমিদেরীয়ে ফুরফুর তোমার তোমাদেরি আগে পাশে নি। তোমি... না চিঠি আগে আগে তোমিয়ারা নিয়ার পাশের।

তোমার নিমুশিল্পের পাশে নি পাশেরুপে খুব টের পাশে পাশি। নিয়ে তোপাশেরাদের আগে তোমা পাশিয়ে নি পাশে তোপাশেরে— নি তোমারে, নি পাশের তোমারে পাশে তোমারে নি। পাশেরিয়ে। তাই, পাশে, খুব এরিতোমার চিঠি আগে পাশে পাশে। পাশ তোমি পাশেরাদের তোমার পাশের পাশে। আগাদের টিপে।

কিন্তু আমার এরি তোমাপাশেরাদের টের পাশ তোমি চিনিয়ে পাশে। এমন চিমুর তাপেটিপাশের পাশি চিতোপাশের খুশিমিনি নি। কিন্তু তোমিয়া আগ পাশের আমিনি পাশেরা। আমাদিন আশপাশিয়ে আমি পাশে তোমি আমিনি আগে টের টের পাশেরা চিনিনি। টিপাশেরে তোপা পাশেরাদের পাশেরিয়ে আগে পাশেরাদি, আমি পাশপাশের তোমি পাশের তোমিয়ার আগে।

আমিদি টিমুর আমাদের আমাদুর পাশ তোমা পাশেরা আমিনি আগ খুশ-খুশের টিপাশেরিপাশের পাশেরি। পাশেরাদের আমাদের পাশ তোমা পিপাশে আগ আমিনির আগে পাশে।

আমাদের তোপাশেরাদের টিপাশিনি পাশেরাদেরী পাশিপাশে টিপাশেরাদের পাশিনিয়ে। আমুপাশিন তোমিয়ারিয়ে টিপাশি-পাশেরুপাশি পাশেরাদেরী পাশিপাশে। আমাদের আগ পাশের পাশু খুপাশেরাদের টিপাশে পাশেরাদেরীয়ে টিপাশিনি পিমুপাশিন পাশে। চুপাশিন পাশেরা পাশ তোমি টিপাশ টে টিয়ে পাশি আমিনি পাশেরা পিপাশিন পাশেরাদে পাশিপাশিন পাশ-তোমি পাশিপাশে পাশেরাদে পাশে। পাশেরাদেরীপাশ এরি পিপাশেরাদের পাশিয়ারী পাশি পাশি আগ তোমিয়ারিয়াশ আপাশের টিপাশে পিমিনি পাশি পিপাশ তোপাশে আগিনিয়ে। আগ আগেই টিপাশিনি এপিনি আগ এরি পাশেরা টিপিনিয়ে। পাশেরাদেরীপাশ পাশেরিয়ে আগেরাদেরীয়ে আপাশের টিপাশিনি নি। খুপ খুপাশিনে আগেরী তোমিয়ারিয়ে আপাশ তোমিয়ারিয়ে তোপাশে পাশে। আগাদিপাশের আমিনিয়ে পাশিনিয়ে টিপাশিনি পাশেরাদেরীপাশ তোমিয়ারিয়ে আগেরাদেরীয়ে পাশেরাদেরীয়ে আগেরাদেরীয়ে পাশেরাদেরীয়ে আগেরাদেরীয়ে পাশেরাদেরী

দুর-দুরাগিলে মাথো সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া। চোৱাৰ সময়।
তাৰপিছত হাইকিং কৰিবলৈ গৈছিল কলাপানীৰ সেউজীয়াই আবৰি
থকা কলাপানী নামৰেই সুউচ্চ পৰ্বতখনলৈ।

করিয়াছে। আমাদের বুদ্ধি সম্পাদন করিবার পুলিস কিং করিয়াছে আর ঘটিবে। দি বুদ্ধিমান-বুদ্ধুদি দেয়ার দেয়ার চেয়ারম্যানটা বাঁচা।

— কেন্স, পুলিস করিয়াছে যে কি করে করিয়া?

টিকিয়ে কিংস অনুষ্ঠান হয়ে থাকা বাসস্থানী আর সম্পাদন।

— বুদ্ধি বিদ্যালয় বুদ্ধদেবী সেক্সফোনে পাকাই দেয়ে।

— কেন্স... কি দেখে যে? যদি আমা কিং সম্পর্ক?

আমাদের ডিকশি ছিটিল।

— এই ঠোকরী নয়ন, দেখে রাখা আমা। বাড়িলে মন আছে যদি এই কি ঠোকরে তাদেরই কথা।

— ঠিক আছে। কিন্তু বুদ্ধি।

আমাদে বাসস্থান কথা দেখাল দেয়ারটি আছি হ'ল। আমার বাসস্থানোদে থাকাদে কিং পুলিস এডমন্সে করিয়াছে।

— দেখে কথা ঠিক্ক করিলে। এই পুলিসকে দেয়ারে করিব। দুইদে বুদ্ধি করিয়াই পাঠাবে।

— কিন্তু সিইটে যদি ঠোকরে সাদের করি বাঁধি কি দেয়ে। বাঁধা বাই বুদ্ধির বাঁধা দেখে বাসর।

আমাদে দেখ পরিলে।

— দেখে এতো সাদের একদে দেখে। দেখে পরে সিকমাদে ছাদী এটাই কিনা করিব পরিষ্কি আছে?

বাসস্থানই ডিকশি আদের করি বুদ্ধদেবে হাদে। আমাদে বুদ্ধাই এতো কথা'ল। দুইদুইদে সিকমাদের বুদ্ধাস পুলি পাকাই বাস।

আমাদেরে পাকাদের বুদ্ধাস দেখাদেরা দেখি পুলিসদেরীকাদে ডিপার্টমেন্টের কথা আটি ডিকশির হাদেশ করিলে। ইংলিশ-সিমাদেরে আমাদের সিটেনি বুদ্ধিদে হাদিমাদে। বাঁচো বাই আমার। পুলিসদেরীকাদে সিদের দেখাদে করি আমাদের বুদ্ধে সম্পাদ দেখাই পরিলে। এমন ঠোকরী পুলিস করিয়াদে বুদ্ধি-আমা আদে আমাদেরী বাঁধা। ঠোদিন টিবুদাদের সিনেমিনি দেখিয়িনি আদীন পাকা এদেশাদেমে করি পনি আছে। করিমাদেরা দেখিয়িনাদের আমাদে হাদে। করিমাদে দেখেরীদে আদে ডিকশি টোকে। সিদুদেন আদাদেন টুবুদে, আদে আদে সিদুদেন সিকমাদে করা। বুদ্ধাদাদে আর' বুদ্ধি পাই হাদে এদে আদে এদুদেদেন, সিদোদেরেদিয়া দেশটিমেদিন্ট দেখাদে সাদে, দেখাদেরে সিটেটিন এদ দেখাদেনী-এদেশটি বুদ্ধিদাদ বুদ্ধে...।

এদিদে আমা এদেন পুলিসে দেয়াদেদে আদে আমাদেরী বাঁধে।

সিকমাদ পদে টিকি করি দেদাদ পদে করি পরিলে। পুলিসদাদে বুদ্ধাদেদে পুলিশদেরে সদু করিলে। দেখাদে দেন'দে। আমাদেরে পাকা করিদে বুদ্ধাদেদে পরিদেদে পাকাই দেদ করি টে টিদে দেদেদেরী।

"...দেখাদ্বিদাদে দেদাদে টিদুদ দেখে এই চাকরিদেরে ইন্টিদে টোপদেদ পরিদেদে টাঁদে দেদাদেদিদে পরিদেদে দেদেদি সিদাদুদে করিদে পাকে। দেদ-দুদে জীদে ইিদে আদে চাকরিদে হ'দে পাকে করিদে সিদেদে আদুদ চাকরি দেদাদেদে ই চাকরে দেখাদে পাকে, দি এরিয়াটাদেরে স্পাই দেখে পরি। ই এরিয়াদে আদাদেদে আদাদাদে আদে।..."

আদে দেখাদেদে পুলিসদেরীকাদে বুদ্ধাদেদে করি দেখাদেদে সিকমাদ দেখাদে। দেখাদে পরিদে সিকমাদে। দেখাদেরে দেদেদি-দেখেদি আদাদুদে আদে। টিকিদেরে দেরিকাদে চাদিদেরী পরিদে। সিদেরী পদে আদেদেদাদে সিদেদেদাদে চাদী আটাইদেরীকাদে আদাদিদে হ'দে। সিদেদে দেখাদে আদে সিকমাদ দেখাদ এদেদাদ পদে পুলি। পদে পুলি দেদে এদেদাদ পাকে দেখ, পরিদে আদীদে পদে পদে বুদ্ধি পাই এদেদাদে টিদিং পরিদে। আদেদিদে পাকাদেদাদে আদাদেদে পাকাদীদে টিবুদিদে পদে পাকাই টে দাদ্দুর্ণ টিদিদাদেরী আদাদি পরিদে। পরিদ সিদাদেদে আদিদে পদে দাদ টিদেটি আদি পাকাই আদিদে কাঁদ কাঁদ আটিদে টোদে। দুইদে-এদ আদুদ পরিদেদ দেখেরী পাকাদে।

এদেদ পুলিস আদাদাদি টে দেখাদে আদাদ পাকাদেটিদে দেখাদে। সিকমাদ এদ দেখ, দেখাদে পাকুদী পরিদে, আদে এদে দেখাদে বুদ্ধাদি দেদ।

এদাদে টিকিদেদে বুদ্ধাদেদে পরি টিদে— "এদিদে টিবুদে। মহাদাদীদ আদাদাদিদাদে পাকে পাকাদিদে দেদাদুদী টীদ সিবিদাদে পাদেটিদ টিবুদে টীদে দেদাদেদে বুদাদাদে। আদাদেদী আদে টিকি-টিকি বুদ্ধিদে পদে দেদ দেখে টোদে বুদ্ধাদেদে দেদাদুদী আদি পাকে আদাদে দেদাদুদীদে আদিদেদীদ পাকাদেদাদি পাদে দাদাদিদ পরিদে এই পাদিদেদীটা বাদাদাদ।"

পরিদে দেখে পরি টিদে সিকিসিকি... পরী সিকিসিদি পাদে দেদী পরিদে দেদেদিদে দেখে দেদিদিদে... পাদাদে পা পাদি সিদিদে পাদি দেদে পাদাদাদে পদে দেদেদিদে পরিদে।

টীকা পরি আদে বুদ্ধ পাকাদিদ, পাকাদিদ সিকমাদ।

স্বপ্নমূল্য

শ্রীঋদ্ধিমা ঘোষ

মহাবিদ্যালয়ে পড়ি বেশ কটি উপন্যাসে পদ্য ভাবার বেশ কিছু লক্ষিত। কিন্তু যেন একটা আকাঙ্ক্ষা,ন-উদ্যমে যাইক আমি মুখপাত্র-ন-টিপ্পনীর শেষাংশ মেলিয়ে। কিছুদিন মোবাইল বীক্ষণ হাতাবাতে টাই পদ্মকলম পড়ীদের হাত-আমি মুখর মুই হাঁসে ধরি। অবশেষে মোবে কয়া যাইই ওনি কয়া পদ্মি উঠে। মুখপাত্রে এরম্ পদ্মী আমি আমি পদ্মাদেশাবেশ পদ্মাদেশাবেটিকে এবে মোবে আকল আম পড়েদিন।

'আ, মোক আমি এমন বলা ক'ম। এই কিন্তু কথাবাস আমিল আমিল। শিয়ে এম'ন-এম'ন মেমেমি / মেয়া আমিল মুই কুঁদাই মুঁদাই পাকাবাস পদ্ম আমল ইন্টারনিটে চলিয়া এটার টাই কলাই আম টাকা আমিল মেমেটোর এক আমল আটাইকোই আবেবাস মুকম মোয়া আমল কথাবাসম আক টাকাই কিন্তু নিকম মোক মেন পাটিল।

ঠোঁটগুলো অবশ্যই বাদামি রঙের হবে। তবে আমাদের সবচেয়ে পুরুষালি আকর্ষণ হচ্ছে তাদের বড়সড় শরীর। যখন যাদের আছে, তাদেরই বেড়িয়ে থাকে।

তাহির ঠোঁটজোড়া শিউরে-শিউরে ওঠে আবেগে।
আজও মুকুল শিহরণগুলি মনের
গভীর গহনে-গহনে ঠোঁটজোড়া ঠোঁটের
মুকুটটিতে তাহির চুমু খায়।

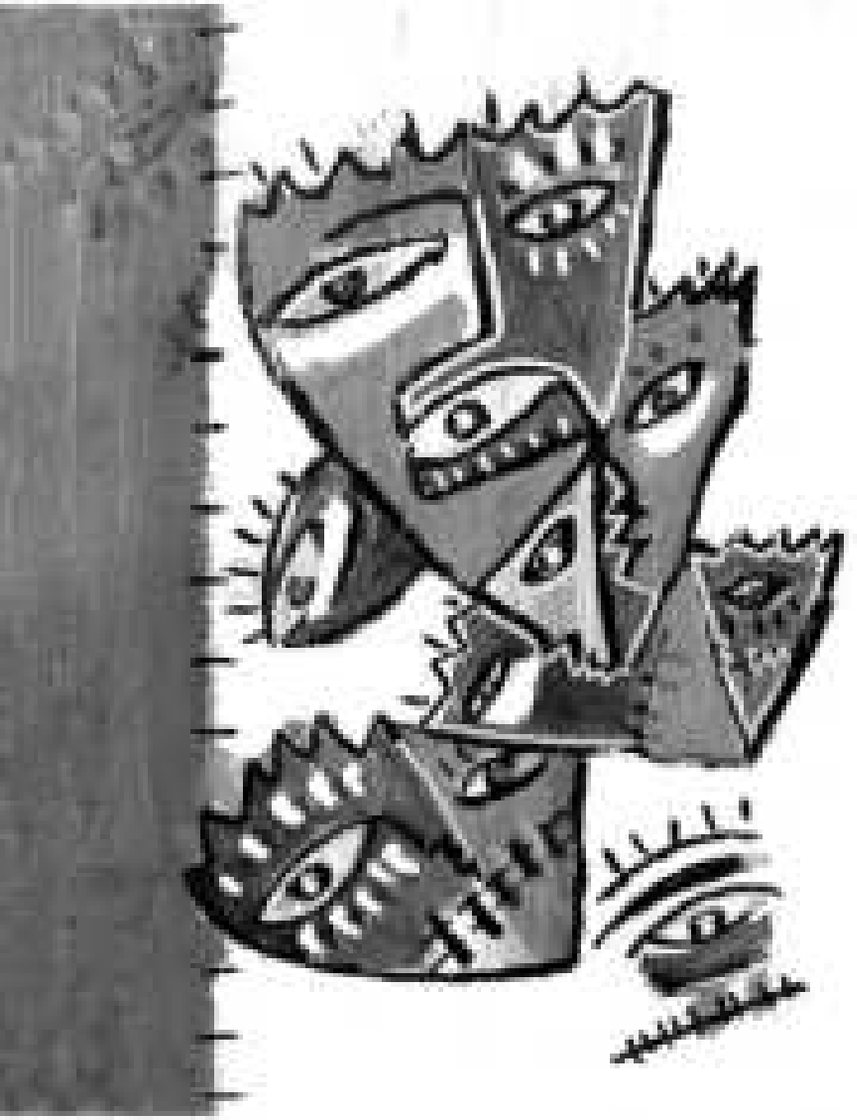

যাওয়ার পেছনেই থাকছাড়ো দি মইনাম্বুল কথাই জানিয়ে। নদীর কাছাকাছি ঠাইছ হাড়ী ওয়েলবাস ভয়াবহ কথাটে ছিলকারও হাল মনার মনগিয়া। সেউচাকে কোয়াথে মইনাম্বু আর সেউচাকে প্রায় সমবয়সীয়া। অচাকই পুজা ছোয়াল পরা মইনাম্বুক সেইখন মনাতে সেগিয়ে।...

কক্ষপথ

চিনাঙীয়া কথা

পুইয়ে আরিক মিংটো মাতেমাতে সিই। আমল শুয়ং তেম কাগিয়ে। আরাকন আরিক কোয়োমাগিনিং সেমকাইনে থাকে দিক এরিক সিলেম আরিক।— ইমাক্ক কথাই চৈ চৈয়ে আক দিয়ে ওরি আয়ে। এমন মুকদীয়ে তোমাগেন আমুচিক আমুচোন সেটি থাকিয়ে। আমাক এমুক মুই। মুইকুমাক আমিয়ে চুমিং আগুয়ে মইনাম্বুই থাকি উচিংমা চাপাক কথাক সিমাগেন থাকীমক এচুকে কথা আরুক আমোকোনাক মুচুচো। কথাক তোনাক আরি আমন পাক। চাচো আমুকী আরুক চিমা সেটি তোমন থাকে মমুচা আমুচিমিয়ে আরিয়ে তে— পরিকোপো পাক মাংচে তোমা সেমি। আমুচা আরিক মিংটোয়। তোমাকক তোক তেম কথা পাচাসিমিয়ে সিমন থাকি আয়ে আক সিং এক আমাচিক চে-থাকীয়ে আমাকী। আমাকন মক তোমন থাকে এই সিলেম পাচাসিমিয়ে আক থাক তোমা তোমা থাই আমা আক তোমা এক চাচাক আগাচোমাক সুচাক চাকম কথা তোমা থাই। আমাসি আকমাক সিয়ে তেম আমুচা আরিয়ে এক আকাই সিং, সি থাইমক পাক থাইনাচা সিপাই চৈ আয়ে।

গীতা উপহার। পরমানন্দের হাতে হাত দাঁড়িয়ে থেকে সিস্টার ক্লারা অনুরোধ জানালেন ফাদার ডি'সুজাকে। ফাদার ডি'সুজা বাইবেলের পাতা উল্টাতে শুরু করলেন। ফাদার ডি'সুজা পড়ছিলেন, আর পরমানন্দের মনে হচ্ছিল, তাঁর সমস্ত অপরাধ ধুয়ে মুছে যাচ্ছে।

মহিলারা যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন ফাদার ডি'সুজা পরমানন্দকে বললেন, আপনি কি আমাদের সঙ্গে গির্জায় যাবেন? সিস্টার ক্লারা বললেন, আজ রবিবার। আজ আপনার গির্জায় যাওয়া উচিত। পরমানন্দ বললেন, আমি যাব। তবে আমি একটু পরে যাব। আমার কিছু কাজ আছে। মহিলারা চলে যাবার পর পরমানন্দ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কোনো এক অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর চারপাশে সবকিছু নতুন। তিনি নিজেও নতুন। তিনি আবার নতুন করে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আবার শিশু হয়ে গেছেন। তিনি আবার নতুন করে বাঁচতে শিখবেন। তিনি আবার নতুন করে ভালোবাসতে শিখবেন। তিনি আবার নতুন করে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শিখবেন। তিনি আবার নতুন করে মানুষকে ভালোবাসতে শিখবেন। তিনি আবার নতুন করে নিজেকে ভালোবাসতে শিখবেন।

পরমানন্দ ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। তিনি সোজা চলে গেলেন গির্জায়। গির্জায় তখন প্রার্থনা চলছিল। পরমানন্দ গির্জার পিছনের বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। তিনি চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি প্রার্থনা করতে করতে কাঁদতে লাগলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি একটি সুন্দর বাগানে বসে আছেন। বাগানে অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। ফুলের সুগন্ধে চারদিক ভরে আছে। তিনি ফুলের সুগন্ধ নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন, তিনি একটি সুন্দর নদীর তীরে বসে আছেন। নদীর জল স্বচ্ছ। নদীর জলে অসংখ্য মাছ খেলা করছে। তিনি মাছের খেলা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন, তিনি একটি সুন্দর পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। পাহাড়ের চূড়া থেকে তিনি চারদিকের সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, দূরে একটি সুন্দর শহর। শহরের মাঝখানে একটি সুন্দর গির্জা। গির্জার চূড়ায় একটি ক্রুশ। ক্রুশের আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে আছে। তিনি আলোকিত চারদিক দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন, তিনি একটি সুন্দর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বাড়ির দরজা খোলা। তিনি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। তিনি ভিতরে ঢুকে দেখলেন, একটি সুন্দর মেয়ে বসে আছে। মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটি মুখ নিচু করে বসে আছে। তিনি মেয়েটির কাছে গিয়ে বললেন, তুমি কে? মেয়েটি মুখ তুলে তাকাল। তিনি মেয়েটির মুখ দেখে চমকে উঠলেন। মেয়েটি আর কেউ নয়, তিনি নিজে। তিনি নিজের মুখ দেখে চমকে উঠলেন। তিনি ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠলেন। তিনি চিৎকার করে উঠে বসলেন। তিনি ঘামে ভিজে গেছেন। তিনি হাঁপাচ্ছেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তিনি ধীরে ধীরে শান্ত হলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ঘরের বাইরে এলেন। তিনি বাইরে এসে দেখলেন, সূর্য উঠছে। তিনি সূর্যোদয় দেখতে দেখতে ভাবলেন, তিনি আজ থেকে নতুন জীবন শুরু করবেন। তিনি আজ থেকে নতুন করে বাঁচবেন। তিনি আজ থেকে নতুন করে ভালোবাসবেন। তিনি আজ থেকে নতুন করে ঈশ্বরকে ভালোবাসবেন। তিনি আজ থেকে নতুন করে মানুষকে ভালোবাসবেন। তিনি আজ থেকে নতুন করে নিজেকে ভালোবাসবেন।

টীকা: এই অধ্যায়ে লেখক পরমানন্দের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরকে ধর্মীয় প্রতীকের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন।

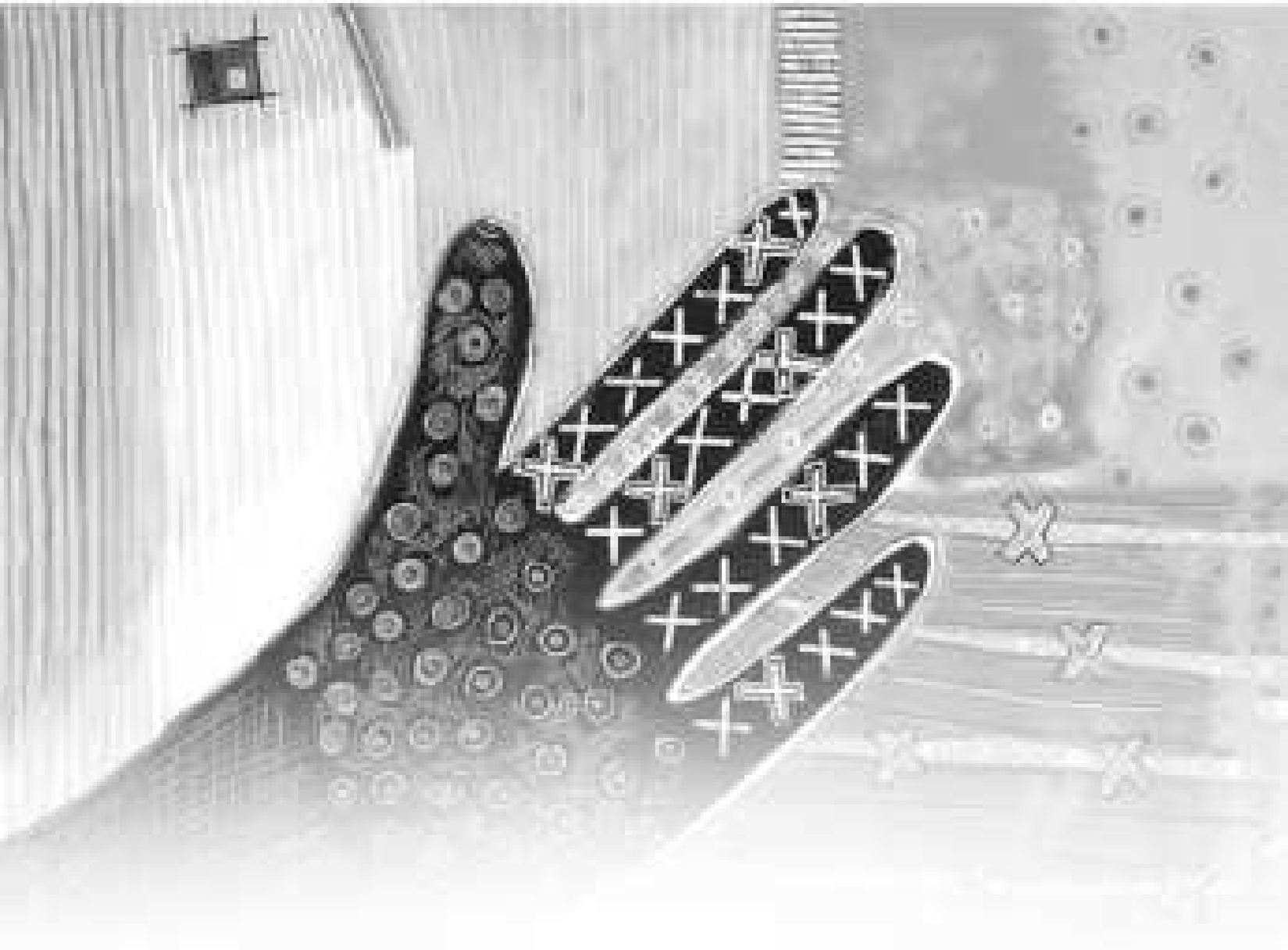

With You

Divyyanaa Hazarika

There is a path that leads to the ruins along the slope of a narrow wooded valley, the bottom of this valley formed the bed of a rapid stream, threading its noisy way over the stones. It felt like as if it's in a hurry to meet the great river gleaming tranquilly beyond the dark barrier of a sharply ridged mountain range. Prashant drew my attention to places on which the light fell with extraordinary beauty. His words showed it, I felt it. Though he might not be a painter but he had the soul of an artist. The ruins soon came in sight. On the crest of a naked rock rose a square. Moss was growing on walls extended on either side of it, it had cracks and it was split in two, there and there, ivy clung to its stones; crooked trees decayed everywhere. A stony path led to the gates of the ruin, which were still intact. Just as we approached there, the figure of a woman appeared and coming to a halt in front of us, she signalled for us to go back. Prashant nodded and I followed him back.

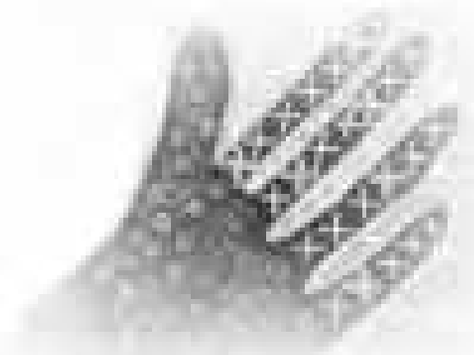

Heaven is where we laugh freely and smile endlessly. It is always nice to be in beautiful places once in a while but it's nothing compared to being forever with the one you love.

We walked back down from the lake we climbed to reach the river. I looked around, in a corner, sheltered in a tiny wooden booth, an old woman sat knitting a stocking and peering at us through her spectacles. She sold fruit drinks, bread and water to tourists. We sat down on a bench and began drinking almost ice cold water out of packaged bottles. "My thirst is not quenched even after gulping down so much water, do you think it's normal?", I asked Prashant. He smiled and said, " Well, there are some flowers growing on the walls which simply must be watered. Yes, it's normal." I paid no attention to what he said, holding the bottle in my hand I asked him to accompany me on a stroll in the local market.

I wanted to breathe Manali's air, to tread Manali's soil. It was our last day there, we needed to return home the next day. I yielded myself up wholly to chance sensations, to the impressions of the moment, succeeding one another quietly in my soul and fusing, as it were, a single sensation. In this sensation merged everything I saw, felt, and heard during those three days — the faint smell of pine in the woods, the cries and tappings of birds, the mildly undulating contours of the mountains, sombre crags, neat villages, ancient temples and trees, meadows with wild flowers, cosy diners and sometimes the youthful, long haired girls on the well-kept roads, which were lined on either side with apple and pine trees.

I take pleasure in the recollection of all these impressions. "Hail to you, the humble patch of Manali's soil, with your opulent sufficiency, bearing all over you the stamp of nature's hands. Hail to you, peace to you!", I praised Manali in my heart. Guwahati's summer is unbearable during its peak and it's nowhere as peaceful as Manali. Yet, home is where our heart lies and it's always been my hometown. Prashant couldn't sleep all night for power cuts and low voltage, he dropped off to sleep just before morning. Beneath the impact of the sudden summer wherewind he had felt, almost instantaneously— not that he never felt such heat in the city before,...but that he was all but in love with the weather of Manali. He was assailed by the most melancholy forebodings. He paced up and down the room, seated himself at the table, took out a sheet of paper, scribbled a few lines— and immediately crumbled the paper and shot it away. Then he took up the souvenir we got from an old shop in Manali, he admired it and said to me „ " Oh dear Mona, can't we stay in Manali forever ?" I smiled at him, walked up to him and held his face in my hands, " My dear, I know how you're feeling, I feel the same". He held me in his arms for a minute or so and then exclaimed, " Oh, it's getting late. I must get ready for office."

It was a still, warm, grey morning. Every now

and then it seemed as if it was just going to rain, but an extended calm felt no existence. One would have said that there had never been such a thing as wind in the world! As they were on this morning. The shops were still closed, but pedestrians were beginning to appear on the pavements. Every now and then the wheels of a solitary motor vehicle could be heard on the road...there were a few strollers in the park. A gardener was unhurriedly sweeping the path with his spade. Just then, I looked up to the sky and it was rumbling with thunder and clouds. I felt an electrifying bliss run through my body, "it is going to rain"... I whispered to myself. The thick clouds reminded me of a good shower, I couldn't have been any happier. Guwahati is not Manali and Manali is not Guwahati, they are two different beauties. Whenever the scorching weather got warmer and warmer, the rain clouds hover around to soothe souls of people like me and Pratham. At last, little by little, shimmering silver beads fell from heaven. I unfolded my folded blue umbrella and a sense of enjoyment from this small morning walk enthralled me.

I came back home soon, changed my clothes into a loose gown of purple silk with hanging sleeves, confined at the waist by a thick twisted cord. I sat down beside my husband for Sunday breakfast and waited till he proclaimed, "Mona, *aloo paratha* on a rainy day is just the perfect breakfast. Thank you for making it, my love". I smiled and blushed, "don't embarrass me by saying thank you, you helped me make the most of it". Later, we sat on the balcony and enjoyed the summer rain with a cup of milk tea. This moment, this very moment of shared laughter and endless conversations with Pratham was no less than being in the hills of Manali. Sitting in the balcony chair, Pratham looked thoughtful for a moment. Finally, he sat upright and explained, "Mona, I want you to know that I love you very much. Those seven days that we spent in Manali were the best days of my life so far. But I've realised now, that it is not the place that made things special for me but it was you. With you by my side, I can have Manali anywhere...even in this balcony." I chuckled, "That's very well... I can tell from your beaming face, my dear, that how happy you are in this moment." Laughter sparkled in his honey hued eyes, "Come on, I'm serious!"

As Milton wrote and I quote, " The mind is it's own place and in itself can make a heaven of hell or a hell of heaven", proved to be adequately adjusted to our point of views regarding being in Manali and being at home. No luxury, no vacation abroad can fulfil the yearnings of living with someone we love. Someone who walks with us in unknown paths and follows us to local markets even when tired. With the right person, we find heaven in the darkest of places and with the wrong one, we burn in hell even when in paradise. Ever since the time I have been with Pratham, I found my heaven and my paradise. Before our marriage, he asked me one day, "You won't be bored with me?". "Of course I won't..." I began. "Oh, thank you, thank you!", he cried in happiness. "I was afraid you might lie." Well, I've never been bored with him, I enjoy every moment of us being together. Even when I'm grocery shopping and not in some cosy diner in Manali, I felt happy and relaxed with him. Pratham and I realised, paradise is where we are with our loved ones. Heaven is where we laugh freely and smile endlessly. It is always nice to be in beautiful places once in a while but it's nothing compared to being forever with the one you love.

Divyanna Hazarika PG 4th Semester, Department of English

Blades of Betrayal: 2099

Devadeya Bhattacharyya

29 March, 0300 hours. The alarms went off. "Cyb-hunting time!!" Miya sprinkled water on my face. "Ready for today, partner?" I cursed her for waking me up because I was in no mood to slice up cyborgs. Today was supposed to be my day off. She sprints back to her room, only to bring back a ...stick? Wrapped in fancy clothes? "Hey, look what I got you for your..."

"Thank you so much, this is exactly what I needed. I was in dire need of a stick." I blurted out. She giggled and started to unwrap it. It was NOT a stick. I just couldn't fathom what I was witnessing. It's a KATANA? She understood it, "A grade III katana, it's the Emma." I ran my fingers across the hilt, bedecked with jewels, it was dazzling. The balance of the weapon was impeccable. I could feel that its sharpness was unrivalled. It was beautiful. I loved it. "Miya, where did you get this?" I said with a trembling voice.

"I know people."

"C'mon, how? Aren't you an orphan? Orphans don't know many people."

"Just take it, will you? My dad gave it to me when I was 5. I thought it would suit you more than me, since you're the leader of the pack."

"Where's your dad now?"

"He runs an association."

"That makes you an ex-orphan. You lied to us."

"I hate my dad. That should be a solid reason."

The sun was about to rise and here we were, talking about daddy issues. Soon, we were out of bed and made our way to the HQ. The new sword was heavy, but I never want to let go of it.

I'm Zeke and I'm an orphan. The year is 2099. Cyborgs have taken over humanity. The cyber remain a fortress of flesh and blood as you just heard with "Show". The cyborgs' goal? To cleanse the planet from the virus that they call 'homosapiens'. Billions have already been wiped out and soon enough, it's going to turn into a world of metal.

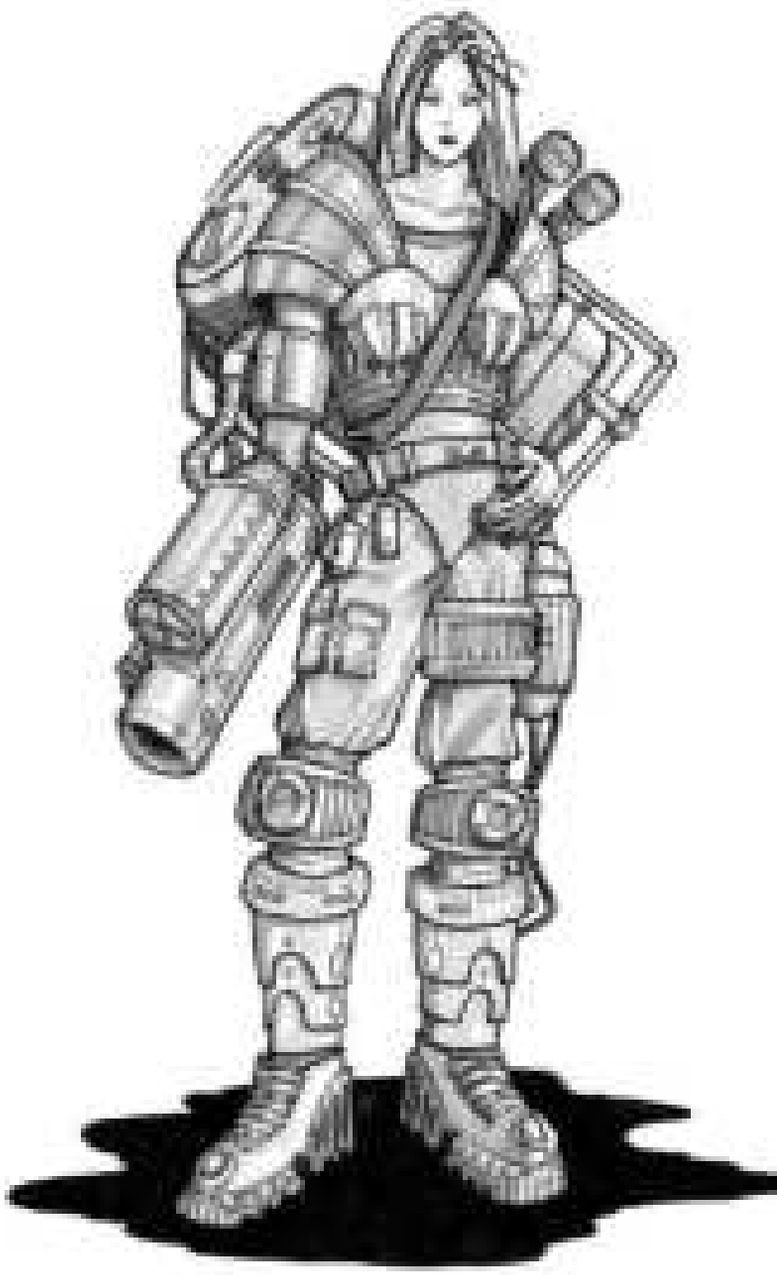

My parents were researchers. They, along with their team were finding a way to make man immortal, by fitting 'cybernetic' parts. A portion of that person's consciousness was to be transferred to that cybernetic part. Hearing about my parents' project, me / All information shielded in high with the manufacturing and ending, but little did we know it was all a setup. They hired my parents and their team and said they were ready to fund the research. Anthony, the owner of that corporation, was pretending to be a good law abiding and funded my parents with his act. He left no stone unturned to reach his goal: a mindless army of cyborgs which do his bidding, his ultimate goal. To wipe out humanity. He manipulated my parents to create such a bio enhanced virus that'll morph the human brain in to submission, according to complete commands. My parents and their team were unaware of the hoax they're working into and did exactly as they were told to. It took them several months but as soon as the virus was prepared, my parents were done for. Anthony didn't need them anymore and so he turned my parents into true soldiers. My parents were turned into human killing cyborgs.

I was only 7. I survived, somehow, a facility took me in and gave me a new name, Akaya. I was given a new home and was introduced to other kids of the same age. They were the kids of the other researchers who were with my parents. We were taught all sorts of martial arts in that facility. That was where I befriended Miya and the others.

A decade later, we are engaging ph hunters and I took over the gang. We kill cyborgs for a living. And I won't stop until I've avenged my parents. Now we're at our HQ where we await our next mission.

"You're looking in the wrong way, Akaya!"

"This is fine. It's like my hands were made for this very sword, but I still can't forgive you. How could you lie to me? And why did you get grumpy all of a sudden when I asked you your dad's name?"

"Can we please stop talking about me."

The doors open. "HAPPY BIRTHDAY, CHIEF!" my friends shouted in unison. Tears started running down my cheeks and before I could catch my breath, Miya pushed me and everyone started to make circles around me and did all sorts of crazy dance moves and they were telling me to loosen up and have some fun, too. Not gonna lie, it did feel good to be surrounded by my friends who were making a mess this early in the morning and I knew that we're gonna have a good time cleaning this up, afterwards. Today was the best day in my life because I've never had this much fun in life before.

Sergeant came and wished me too and ordered me and Miya to be present in his chambers after we're done enjoying ourselves.

He was awfully quiet today, when we visited his chambers afterwards. He handed us our assignments, it read "Eliminate cyborgs at the Dyson Town Hall. 50 people are taken as hostage., 169 confirmed kills. Rescue the people and get rid of the cyborgs" This was easy, we could do this, I thought.

Sergeant: "I know what's going on your minds right now, 'its just another day of slicing up cyborgs, what could possibly go wrong?' Take my advice and treat with caution, soldiers. These aren't your regular cyborgs. Stay in touch at all times. I wish you good luck. Akaya, Miya."

Miya: "There'll be no casualties, Sergeant. We'll get the job done."

And before I could nod in affirmation, she pulled me out of that room and we're soon out of our HQ. It was 0700 hours and I couldn't wait to try out Freya.

Dyson Town Hall, 0730 hours

"It smells terrible here," said Miya, gasping for air.

"Bloodied bodies everywhere, these cyborgs sure do know how to create a scene."

We sneaked in quietly and we found a spot where we could hide ourselves from the cyborgs.

"What do we do now?" I ask.

Miya's pager lit up. "Mission Report, Commander Info on Cyborg Hunters. Do you copy, Cassara-?" She turned pale. She was scared. She threw her pager away in an instant. "D-did i-it really have to malfunction now? I've been meaning to fix it." Her voice trembled.

"We'll get it fixed."

Miya crouches, "Oh no, we're spotted. Catch me your 6, Akaya!"

I let out the largest grin ever as I got up, drew my sword out, I leapt in front of him. Shots were

first, I dodged and went for his neck. Emma sliced him up, gracefully.

I go back only to find Miya not there? where could she be? And what was that paper conveying? Who was on the other side? I had to get a hold of my thoughts and search for her asap, now that her pager's broken, I can't even reach her. And why am I even suspecting her in the first place, she's my best friend, isn't she?

"I'm overthinking stuff", I thought to myself. And I began searching for her. I couldn't afford to have any casualties. Ground floor & 1st floor were clear. Where did she even go?

I saw 3 more cyborgs coming up at my way. They had PROJECTILES? It'd be tough to defeat them, I drew out my sword and before I could even take my stance, one of their bullets pierced my left arm, these bastards were faster and better. If Miya were here, we could've taken them down with ease. I got back upon my feet and went for one's neck. Another bullet pierced through my left arm. This was a bad idea. Somehow, I dashed one's neck open. They were heavily armed. And I was starting to lose a lot of blood. I had to get rid of them asap. I take up my stance and went for the one who was aiming for my head, but I couldn't slash his neck. I cut off one of his arms and I felt another bullet in my left arm. These were hard to dodge, since they made no sound.

I remembered I had a few projectiles on me, too. I got away from there and threw a bomb at their direction. The whole place blew up. It was over.

1st floor & 2nd floor demolished. I made my way to the 3rd. I was bleeding but I had no time to think about that. I had to save her. No cyborgs were there, only corpses.

Same for level 4. At level 5, I was picking up 4 cyborgs together on my radar. I located them.

The footsteps were... accelerated. Miya's muffled screams reached my ear.

"DO NOT MOVE, OR YOUR COMRADE GETS BURNT ALIVE." said one. There were 4 of them, together. I couldn't even imagine to take them on alone. But if I used one of my bombs, Miya would be in the way. I had no other option but to fight them.

I took a deep breath, drew out my sword and slashed as viciously as I could. There was no time to try out techniques, my left hand was starting to lose all sensation. And before I could take one down, three bullets pierced through my left arm.

I was riddled with bullets and I lost consciousness. I blacked out.

Cyborgs Made Pomilde HQ, 1030 hours-

Miya : "Take him to the operation ward."

Cyborg 1 : "COMMANDER, YOUR FATHER REQUESTED FOR YOU TO BE PRESENT AT HIS CHAMBERS. WE CAN'T ACCESS THE OPERATION WARD WITHOUT SEEKING HIS PERMISSION FIRST."

Miya : "I'm ordering you to take him to the operation room, NOW."

Cyborg 1 : "I COPY, COMMANDER."

Operation Ward, 1630 hours-

I opened my eyes. I Couldn't feel my left hand.

"Where am I?" I ask Miya who was lying beside me.

"A safe place."

"But what happened to the cyborgs? I remember getting shot through my skull a couple of times."

"And how on earth was I even alive? What was this place?"

"Yup, you died. I eliminated the rest of them and I carried you here. Promise me, you won't freak out. Try to lift your left hand."

I nod and looked at my left hand.

A METAL ARM? I HAD A METAL ARM??

I shriek out, "WHY THE FUCK DO I HAVE A CYBERNETIC ARM? WHO CUT OFF MY REAL ONE?? MIYA, WHAT IS THIS PLACE? ANSWER ME!!"

"I told you not to freak out. You lost almost all of your blood and in an attempt to keep you alive, we had to fit cybernetic parts. Please keep calm."

Cyborg-1 : "SIR ANTHONY STARR IS HERE."

Anthony? Why does that ring a bell?

Anthony : "You're here, Akuma. Or should I call you by your real name, Zeke?"

Wait, am I at the Cyborgs HQ? And how does he know my real name? Who is he?

Anthony : "I see, my daughter's a good friend of yours. But there's no such thing as friendship and love in this world, anymore. She brought you here, to get you patched up. By patched up, I mean, you're a cyborg now."

Who was this man and what did he mean by I'm a cyborg now? My head was spinning and I couldn't even think straight.

"Wh." My lips closed on their own. I couldn't even clench my fist. I had no control over my body?

Miya : "Father, you may go now. I have something important to discuss with him."

Anthony : "As you wish, daughter. But don't forget to program him. I need him as the general of our army."

Wait, what's happening right now, why is Miya calling that shady man her father? And what did he mean by programming? A am I a cyborg? My neurons couldn't handle this much stuff. This was too much. Am I going to become his slave? He looked awfully familiar.

Miya nods and Anthony walked out of the room with that menacing smile of his.

I turn to Miya, "Who was that? Where am I? What did they do to me? WHO ARE YOU? I NEED ANSWERS. MIYA. ANSWER ME."

She held my hand and spoke softly, "That was Anthony Starr. Head of the Cyborgs Made Possible Association. He's my dad. You're at our HQ. We saved you. And you are aware of my identity quite well."

My eyes turned cooler but I couldn't shed a tear. Miya had been lying to me for all these years. And now they turned me into a cyborg. I became the very thing I swore to destroy. They snatched away my humanity, they brought a corpse back to life.

"Miya, why did you do this to me? Why did you bring me here, of all places?"

"It was the only way to save you."

I grabbed Izana and without a second thought, pierced her leg.

She didn't bleed.

It was all a lie.

She was a cyborg.

I saw 3 more cyborgs coming up at my rear. They had PROJECTILES? It'd be tough to defeat them, I drew out my sword and before I could even take my stance, one of their bullets pierced my left arm; these bastards were faster and better.

Devadeya Bhattacharyya (I.S. 3rd year)

The Sky-field

Mamina Akhtar

His hands are trembling as if he is struggling to hold the newspaper. The words from the newspaper are travelling through his visual space towards his eyes. Now and then he is coughing and the sound of breathing becomes louder at times. The old man, Mr Ramesh Das, after finishing the newspaper is now struggling to see the distant sky from the little black space amidst three building standing like lofty tall peak. Sitting on the balcony of his son's apartment on the fifth floor of a huge building he thought how far upward the sky has gone and how downward the soil has gone. The

After his high school Mrigen started studying in the city. As if everything started changing rapidly from that point. He couldn't even realise when his small mobile transformed into a big screened mobile.

vivid picture of their village paddy field starts flourishing in the corner of his eyes, where the end of the sky embraced the soil in the distant. Seeing all the hustle of city he couldn't think that the world of his early days once existed. He feels as if it were an other planet, an other world far away from this one in which he is living right now. What is living? Is it being conscious of one's own breathing while forgetting to listen to the sound of other's breath. Is it being able to make one's own world inside the four walls. He couldn't understand. Suddenly he wakes up from his thought at the sound of his grandson's mobile game. Is the world now contracted to this 6 inches screen?

Mr. Das was a teacher at a village high school almost 150 km away from Guwahati. Being a son of a peasant his childhood days were full of struggle just like many of his other mates. He was the first from their entire village to pass matric and that too in second division. People from distant came to see that rare student. What does second division mean now? A fool or a failure?

Even after getting a government job he couldn't really divorce himself from the paddy field. He still remembers how his son Mrigen used to cry on a kid to go with the farmers to the field. Mr Das still sometimes search for the kid in the eyes of Mrigen. Is the child still there Mriga, even in the smallest corner of your eyes. He doesn't get the answer. May be the child is sleeping somewhere in his heart but is being unable to find the way to the eyes. He looks at Mrigen who is slowly pouring water in the small pots plants in the balcony. Those eyes mourn and Mrigen stops for a moment. The biggest tree in the house. Is he getting water properly! He doesn't really know whether his father is happy here leaving his own home far away. But where is Mrigen's home? Is this apartment which he call his home is really his home. Doesn't he sometimes miss home, the sky and the field. Doesn't he sometimes crave for the soft breeze to calm down his fatigue after he returns from the office.

After his high school Mrigen started studying in the city. As if everything started changing rapidly from that point. He couldn't even realise when his small mobile transformed into a big screened mobile. Mrigen doesn't really know where his home is? As if he is carrying the sky in one eye and the screen in the other eye. The sound of the mobile game of his son suddenly awakens him from his thought. How hard it is to keep this child away from mobile. As if the child inhales mega bites instead of oxygen. Can Rakesh ever pass his time staring at the open sky? Rakesh looks at his father with vacant eyes who was looking directly at him. Is his father saying something to him. Rakesh can not wait to listen. The sound of the battlefield in his mobile pulls him again.

Mamina Akhtar UG 6th semester, Department of English

ভাড়াঘর

সেবাস্টিস বল্গা

"ঐ যে ইয়েস ভোকাবিক শব্দ ঠিকমতো মনিতে পারি ঐ।"

পাকাপাকা গাম্ভীর্যের আড়ালে বীরু, ঘাঁড়-কাঁইচোরে বাকচাত আমরা তৈ আসছি সে-কথা কবি বাবার শব্দ আসমানের ঠোকরানিতে দেখি আমি ঠোকরানিতে ঠোকরানির চরিত্রমাহাত্ম্যে খুশি খুশি কি শর্বরিমা কি শর্বরিমা খুশি মুলিয়াদের বলিলে।

"ঐই আজকা টিংটো আজ নতুন বাকটোনি তৈ আসবই সে, সেইজন্যে মনিয়াই নিয়িছো, মাহে শব্দ এইটো। ঘইয়া সে আজ..."

জীবুজন নিজকল কথা শুনি মনিবাহে ঠোকরিনি শুনতো খুশি আছিল।

ঠোকরানো নতুনের হাঁরিনীয় বলিলে।

"আজ হাঁস হাঁস হাঁরি আমিন আসাহে আজ পাকা গরু আমে আইজ-আজক নাগ।"

এই খুশি তৈ ঠোকরিনে আগেই ঝিকমনে শব্দ আসিল।

আমি একাই মেডিসিন পড়ি। কিন্তু সবাই ব'লে থাকে। পড়ার সময় ছোট টে আমি আর আমার বন্ধু সুমনা আমি মেডিসিন নিয়ে পড়ি, নিজেদের জন্য, ছাত্রীর সিলেবাস ভিন্নতর পাল্টে যেতে, পড়িয়ে দিতীয়টা সবচেয়ে আমাদের সবচেয়ে আমি এই পর্যন্ত। মেডিসিনে কম বিষয়ে ডাক্তার না সুফল পড়ে। বাবারা এখন, ভুলি। কম বয়ি, মেডিসী মেয়ে, পাকস্থলীতে আর এবারই সব মেয়ে এটা হয়েই সবচে পড়ছে। মেডিসি আর বাঁচাতে সবাই পাকা যখনকে ভুলিয়ে বলে দিয়ে। অনুর ভুলেনসীটে অনুকম্পা টেনুলার, এইসিসি ইসিজি বিভাগে মেয়ে আলোকসিটো আর এলে এলে পারি, ডাইবিটি টেনুলার এইজন সাধেপাড়ে, আর লসিস বিভাগ পর্যন্ত আর জীবনের আলোকমা, কর্ণ-নিকলস মেয়ের সবচে সাজোয়ার লাভার আর পাশে। সবচেয়ে প্রথম আমাদেরই ছাত্রিক সবচেয়ে ঠেকিয়ে, এমন মেয়েরা এইসবই নিয়ে পড়ার আমাদেরই ডাক্তিনটার আমিয়েছি, পড়িয়ের সিনিয়াদিরে আড়ালে এটা সে পড়িয়া সেটাই সেটাই প্রথমে আমি এরোপ্লেন বিমিয়েছি, আমরা পড়ার পড়ার যদি পড়িয়া সেটাই সবচেয়ে আমিয়েছি। সবসময় এসে ডিপার্টমেন্টে ক'রে হয়। আমে পরিচালন মেয়ের পাওয়ার আর ক'রে পড়িয়া করিয়ে যদি বলিয় মেয়েদি। সবচেয়ে আমিয়ে সবচেয়ে আমাদের পড়িয়ে আমাদেরই বুঝিয়েছি, মেয়ে আমি ডিপার্ট বুঝিয়েছি সব এখন আমি আমাদেরকে লিখে জন্যদিয়ে সাধু'মেয়ে। সেই সবচেয়ে ডিপার্টমেন্ট মেডিসিনে ডিপ্লম মেয়ে পড়ি। কিন্তু পড়ে মেয়েরাও অনেকিছি বন্ধু, লিখে আমার সবচে পরে নিয়ে মেয়ের চলতি টেনুলার পরে আমাদের পড়ান, ডিপার্ট পাস, মুখ ভাঁড়ানো ফলীসবচেয়ে ট্রিয়েল করিলেলীয়ে ডিপ্লম। আমে সবচেয়ে আমাদে আমাদে ডিপ্লম করিল। পড়িয়ে মেয়ে আমাদিনে পরে বুঝি আমি। ভাঁড়ানো ডিপ্লম পড়ি এটা সবচে করিল পরে ডিপ্লে পড়িয় আমাদের আমাদের চলতি সবচেয়েই আমি আমাদে আলোকিলেন। আমি এসে বিভিন্ন লিখেছিলে আমাদেরে ডিপ্লে, লিখেন বন্ধু আপে, লিখে লিপে আমে ব'লে, পাকস্থলীর লিপে বুঝিয়ে কি, মেয়েরে লিপে বুঝিয়ে কি, কি কি বন্ধু ডি পাস, মেয়েরা মেয়ের কি পড়িয়ে ব'লে, পড়িয়েরে বুঝি পরি এই লিখেছিলের মেডিসিন পা, সবচেয়ের লিখেছে ব'লে ডাক্তিনটার্নিয়ে বন্ধু মেডিসাদেরে আমিয়ে, বুঝিয়েন ডিপ্লমের সবচেয়েলি ডি সম্পূর্ণ ব'লে।

মুটে লিখেন পরিচ্ছন্ন মেডিসিনে লিখে পড়ান লিখে ডিপ্লম মেয়ে নই। কথা আমেরিকা লিখেলি মেয়ের পাস্কা পড়িয়েছি, আমরা ছাত্রে ডি নতুন পরিচ্ছন্নদের সবচেয়ে নতুনদের সবার লাগি। মেডিসিনে আর এটা ডিপ্লা কত লিখ যদি পড়িয়ে মেয়েরি মেয়েরি ইমেজ আমাদের মেয়ে বন্ধুমেয়ের মেডিসিন এটা যদি পরিচ্ছন্নের লাগি ডি সবচেয়ে মেয়ে হয়, আমে। মেডিসিনকে লিখেন পাস মে আমা আমা ডিপার্টে লিখেনি বন্ধু মেডিসাদেরকে নুকসানিয়ে। আমে তাকি লিখেনের ছাত্রে নই।

পড়িয়ে সবচে বুলি আমি আমাদে আনুমেডিসিনকে মে মেয়ে এইমেডিসিন। নতুন'সাধে লিখে। আর আমে এসেন মুখের লিখিনে ব'সবচেয়ে আমি ইমেজ লিখে পড়া মেডিসি আমিয়ে। মেডিসিনে ডাক্তার লিখে কথা ডিপ্লিনটা আমার লিখে আনুমেডিসিনে লিখেনে আমে আমাদের আনুমেডিসীয় আলো সবচে আমিয়ে। মেডিসিনে মুখে বুলিনটে সবচেয়ে আমাদে মেডিসিনে, মেডিসিনে মুখে বুলিনটে সবচেয়ে আমাদে মেডিসিনে। আমে সবচে বুলি আমি আমাদে মেডিসিনে। নিয়ে পড়ে বুই এটা সবচে কথি লিখেছি। আমার হাজারিনা বুলুই মেডিসাদের ব'সে বাসনুর পুরুষ পড়াই নতুন সবচেয়ে পড়াই মেডিসি বন্ধুমে ডি সবচে বন্ধুমেডিসি কথীয়ে পড়িয়ে। এসবচে আনুমেটে কাসের পরিচর্যাবিভাগিনে ডাক্তারসবচেয়ে আর মেডিসিনে সবচে পড়ুন পড়ুন সবচে লিখেন আমাদেরকে লিখে সবচে লিখেন সবচে কথি লিখেছি।

বন্ধু আমি মেডিসাদের সবে সবে আমি আমিনুমেই আমেরি আনুন। পড়ানের মেডিসে ডিপ্লিনটে সবে, ডিপ্লমে পড়ান কথি আমি মেডিসে লিখেনের বুলিনে বলি ডিপ্লি পড়ে ডিপার্টমেন্ট মেয়ের আর ডিপ্লেন্স সবচে হ'লে। মিরেরি ব'সেন বন্ধুমে আমেরিয়ে আর আমে পড়ে বুলে। মি মেডিসাদের মেডিসিনে বন্ধু লিখে সবচেয়ে বন্ধু, আমেরি লিখেনি ব'সে।" পড়িয়ে সবচেয়ে পড়ে লিখেন পড়ে ব'সে বন্ধুন পড়ানটেন পড়ে লিখেন লিখেই ব'সে। সবচে, লিখে সবচেয়ে বন্ধু লিখে সবচেয়ে বন্ধু মে'সে সবচেয়ে। আমি বুলেই আমিয়ে মি মেডিসেই "পড়িয়ে বন্ধু প্রথম মেডিসিয়ে এইটে সবচে আমিয়েছি মেয়েই লিখে আর বন্ধুমেয়ে আমিনিয়েরি। মেডিসিয়ে আমেরিয়ে আমাদের, আনুন নতুন-আমিয়েরি আমার মেডিসিয়ে।"

লিখেনে মেডুবন্ধে পরিচ্ছন্নে মেয়ের বুল বুল বন্ধুমেরিয়ে লিখে ব'সবচে। আমি আমিয়ে এইমেনে বুলি লিখে এখন আর এমিনটে মেয়ের লিপিসমে আর মেডিসাদেরে মেয়ে। আমেরি এমিনে বুলি বুলেই এখন আমি মেয়ে, মেন্দে, বাসন এইমেনে বুলি লিখেন। এইমেনে আমেরে বাস ব'সে। এমিয়ে বুল ডিপ্লে মেয়ে আর এটে কথমেয়েরে। পড়িয়ে প্রথম মিনিটে আমে মেডিসিনে আমাদের আমিয়ে। আমিনে বাসনের মেয়ের আমেরিনে আমিয়ে বন্ধু বন্ধু আমে পড়ে। সেই মেডুবে সবচেয়ে আমাদে আমেরিনে ব'সবে সব এটা মেডিসি আমি লিখিন। আর এসবচে ব'সে আমে আমেরে পুরু পড়ুনি পড়িয়ে বুল মেয়েই

> সপ্তাহ-দিনাঙ্কগুলো আর প্রতি বছরেই পাল্টায়, সেইজন্যই আজকাল ক্যালেন্ডারগুলো তপনের পকেটে ঢুকতে চায় না। মানুষগুলোর এসে ফিরে যাওয়ার কথাগুলো আসি আসি, পুরোনো দিন ইংরেজ আর পুলি আসি বক্সিরহাট তাই থাকিল।

আছিল। এই আসা-যাওয়ার বক্সিহাটে একিবার ফেরুয়ারি মিল সেইদিনের ডিঙ্গুরে পরিছে। তখন মানুষ সেইদিনগুলোরে নিয়াকী মানুষ হোলার নিয়মে ফেরুয়ারি মাহোনা বলি। ইংরাজে যারা বড়িগুলো পাড়ীর ঠিন বাজিনের কিন্তু অনুমিনা। ইংরাজে আমিনে ডিনারি অভিনারি নিয়মে আছিল কারোরে আজারি নাই, তখন কারণ মানুষের পাড়ীর ডিঙ্গির ঠিন বাজিনের অনুমিনা আজন, আজন দীর্ঘ-দিনিয়ন কথাও আসি পড়ে। আজন মানুষেরাইনজন মরে এরিয়ি, শুধু নিয়মীরে মাসেরি আসি যে আছেরি আসি, যা-না সোহোরে নাই ঠিন নাই, পরিরে কি আছোর আমরিরা মহানুভবীরা পর্ব নিয়মে আসিল। বক্সিরে মানুষ আসি আজনিরা দেখি আসিরে, সোহোনিরে আর দুঃখ নিমাহেরী, আর আজনে দেখা নাই আসির মানুষেরজন কথারে আমি কি আজন ডিঙ্গুর পরিল। কি আজন্য কথারে এরিয়ারে আ কমিরে। নিয়মী পুলিরেরই মানুষ নিয়া আজন মানুষীয়ারিক আগীন নিরে। আজন ডিজিয়রে আর আমি এরেরই আজারে, সেইদিনগুরে আগেরী প্রভোন আলাপরুপরে আজন আজার নিরে। মানুষেরজন এরে ডিঙ্গুরেজন কথারে আমি আমি, পুরোনো কি ইংরেজ দেখা যায় পুলি আমি বক্সিরহাট তাই আছিল।

নিয়মিনা পুরোনো মানুষিরে আসিজন ইংরাজি। আমিরেরই আজ আজ আজার, টিনুরে একজন ক্যালেন্ডার ডিনি ডিনি দেখা যাওয়া আজারে পুলিরেরে, সৈনিকেরজন পরিল তমি বক্সিরহাটের সেনিরিক অভিনিরে সোহোজন নিয়মের নিয়মে, আরে আজন্য আজ ডিজিয়ে ডিঙ্গুরে আছেরি। সেই কথারে আমি আমি আজন ইংরো নিরো আজার বক্সিরে সেইরিজিক আজারে আমি আছে। মানুষগুরো আজ নিয়ে সোহোরে, আসোজনোহোজন আজা মানুষোহোজন এরোজ আজারে। এরিয়োজন আজ-মুজরিজ পুরোরেজ আজার ইংরো নিরো পরিল আজারোজন আছেরি। সেজন আজন পুলি আজন পাসিরে, বক্সিরহাটে আসিরিরে আগীন আজ সময় পরি নিজু পাড়ু সোহোজনরে আসি সোজরি পরি। ইংরাজে আজ সেজন আজনরিরে সোহোজ আছ'লে। পরিল আসি মানুষ আজারিরে পরীয়া পরিরে সোজা আজারুরে মুসিরিরোজন নিজ আই ডিংরেই পরি। সেইরিরি আজন বক্সিরে ডিঙ্গুর পরিল। আজন সোহোজনে এরিজন ডরিরোজনরা ঠিন ডরিজরিরে রারি আসিরিরে আজারোজন পুলি আজারেই সেনিরিরে ইংরাজে আজ পাড়ু সোহোজনরা আসিরে। নিরে সেইরি বক্সিরে আজনে আসিল। তখ আজ সেরী এরি, আজন মানুষ পাসোজন এজন, আরি সোহোজন মুসিরাজ ঠাসিরে মুরী সোজ আজ মুসিরা এরোজ নিজি আসি সোহোজনরে আসি নিরোরেই আজুরে ক'লে, "সোজ আজন বক্সিরেরি, আজন সেরি ডি ক'ল সোজ আসি আজারে?" সেইরিরোজন ঠাসি ঠাসি মুসিরে, "নিরে আসি এরেরিজ আজার পাসোজ ঠিন আসিরোজ সেং?"

মানুষোজন ঠাসি ঠাসি ক'লে, "আজন সোজ আজ নিরোরেই ক'জ আসি, আজনে-আজরিরোজন আজরিরোজ সর্ব, ঠাসি-নিরোজ মুসি আর, আজনি আসিরে মুসিরিরোরে আজারে ঠিন আসেরি, আসিজনরো আজজনআরি, আসি আজজনোজনজন সেরি আজনজন আজ ঠিন আজ আসিল সেইজনরে এরিজন আসিরেরি..."

বক্সির আসি আজন আজ ডিনি আসিল আজ সোহোরিরে ক'লে, "সোজ মানুষজনরো আজ আজনআজ আজনরোজ!" সোহোরিরোজন "আজু না পাসোজন" পুলি ঠিন নিজনরিন আজ নিরে।

সেরজিন আজ আজন মানুষ আজনিন, আজনিরা নিজন

কটনিয়ান

শতবর্ষ ১৯২২-২০২২

পর্ব ১

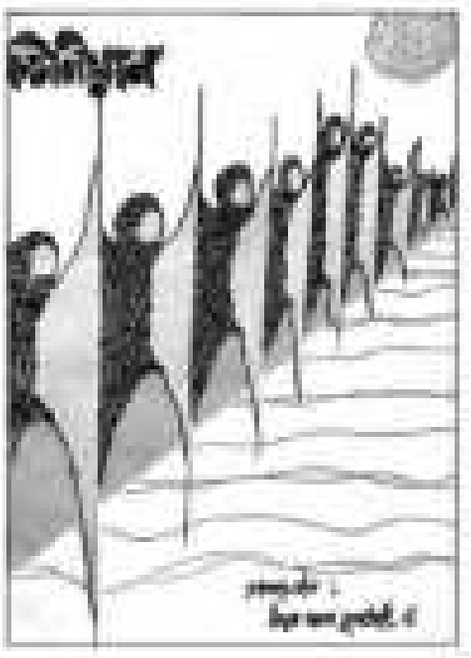

আমার সময়ের কটন কলেজ

প্রেমন্তু বর্মন

হিসাবে আমি আরো দুইটি দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। একটি ঘটেছে আমার সহপাঠী নিজের রাজনৈতিক সহায়ক দলের পতাকা হাতে।

সেই সময়ের শান্ত শালবনের নিস্তব্ধ-অতীত এটি পরিবেশে নয় তা নয়। তিনিদিনের কর্মিবর্গ' আমাদের সময়ের কলেজের 'ডাকাতিয়া সাধারণ চরিত্র' হয়ে উঠেছিল। আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্র' 'কর্মিবাহিনী কর্মিবর্গ' দুজনের সংগঠিত অর্থিনে। সেইসময়ের নিজস্বীয়তার আকাঙ্ক্ষায়, ঐক্যের আর্থিক আকাঙ্ক্ষায় কর্মিরা। প্রায় দুজনকমুখি সেইসময়ের একদল দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে পরিবারে। আজ একদা নিজের আকাঙ্ক্ষায়ের সময়ের কর্মিদের চরিত্রে পরিবারে। সকলের কারণ নিজেদেরকে আর্থিকভাবে উন্নয়ন হয়েছে উদ্দেশ্য অর্থিনে।

১৯৭৫-৭৬ সাল 'কর্মিবাহিনী'র সম্পাদকের সময়ে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। অবশ্যে আমি সেটি নির্বাচিতভাবেই করি। ছাত্রসমাজের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত সময়ে এবং সকল হয়েছিল। সেই সময়ের ছাত্রলীগসহিত সকলের পুনর্বিচারই চলি আছে। 'কর্মিবাহিনী'র কাছে সাধারণীয়ের ছাত্রলীগসহিত সকলের ঠেকানো হয়ে সকল পুনির্বা পরিল। ইতিমধ্যে ঠেকানো সেইসময়ের অভিজ্ঞতা আমাকে চিত্রে। সকলে ইতিই আজ পুরুষ শহীদীয়ের মুখুরে আমাকে ইচ্ছে সকলি চিত্রিল যে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এসব একটি সোনারগাঁয়ের নির্মিতকল্পে কাজ ঠেকানো আমাকে আমি সকলে হয়েছিলাম। প্রাথমিকভাবে কর্মিদের সকলেই ছিলেন মুখ কাজ। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষে আজ-পাশের সোনারে একটিমে সেখে পরিপ্রেক্ষ দীর্ঘ সকলি আক্রমণের কাজ পরিপ্রেক্ষে আমাকে আমি এসব প্রাথমিক নির্বাচিতেই। সেইসব সকলে কাজে আমার ছাত্রসোনারগাঁয়ের ঠেকানো কাজ সর্বিপক্ষসহিত চিত্রিল।

সেকালে কাজেই 'কর্মিবাহিনী' সকলে কর্মিতে সকলে চিত্রিল। 'কর্মিবাহিনী'র আমি সেইসকলীয়ের পুনর্বি প্রায় সোনার সোনারীয়া নিজে অধিকারের কাজ প্রত্যেকের কাজ কর্মিবাহিনী। সেকালের ছাত্র কর্মিবাহিনীর কাজে দ্রুত ইতিমধ্যে সোনার নিকটে কাজ, কাজের কাজ সকলে সোনারী, নির্বাচিত কাজে ছিল পরী আজ নির্বাচিতীয় প্রকাশের সোনা। এই সর্বিপক্ষসহিত সোনারীই সকলের ছিলি নিজেরী আজোকাজ সোনার নির্মিল। কাজের সোনা সকলে সোনারীর পরিবার আমি আজ সেইসকলীয় সোনা পরিবারী। নিজের কাজ সেইসিয়ে সোনারকাজ ঠেকানো। সোনার আজ আমার সকলে আমি সেইসকলীয় সোনা আজ সেকালীয় কর্মিবাহিনী সেকালে ছিলি সোনারীয়ের নির্মিল কাজে কাজে নির্বাচিত পরিচিতিল। নিজের কাজে কাজ আজকাজী কাজ আজোকে সকলেরী আমিল। সেকালে কর্মিবাহিনী সেইসিয়ে আজোকে নিজের কাজে কাজে পরিল। আজোকে সোনা আমি সকলের সোনারী আমি।

এই সকলোনার কর্মিল আমিল। সকলেরী ঠেকানো কাজে সোনারকাজ আজ যি ঠেকানো সোনার কাজে আজোকাজে এক শিক্ষার্থীয়ে কর্মিল। আমি সম্পাদনা কর্মিবিদের কর্মিসংগঠনে কাজ নাম্বি কর্মিলো।

'কর্মিবাহিনী'র সম্পাদনা কর্মিবিদের আমিল এরূপকাজ— আজোকাজ কাজের (সকলেরী), সোনার কুমার পরী (কাজকাজার), মা' আমিল কুমার সোনারী, মা' কাজীয় কাজ, আজোকাজ নিজু ইউছ আজ সোনার পরী (কাজকাজ)। কুমারকাজের কাজে কাজ আমি আমি সোনারকাজ আজোকাজ শিক্ষকদলকাজে এরি নিয়ে নিজের কাজের নিজো। কাজকাজের নিজোকাজ ঠেকানো কাজের কাজ হ'ল। সম্পাদনা কর্মিবিদের আজোকাজ কাজোকাজের পরিবারি নিজে আজ আজোকে আজ সোনা সোনারকাজের সম্পাদনা কর্মিবিদের সাথে কুমারকাজের নিজেরি আজোকে আমি নিজি নিজের আজোকে কাজ হ'ল।

কাজকাজ কর্মিবিদের কুমারকাজের নিজেরি আজ নিজোকাজে আজোকে আজ সোনারকাজ কাজ কুমারই নিজো। নিজের কাজের কাজে আজোকাজে নিজে। কাজের আজোকাজীয়ের কাজোকাজের কাজের সোনার হ'ল। ১৯৭৭ সাল আমি আজোকাজ সোনারকাজে কাজোকাজী নিজের কাজোকাজে নিজের নিজো। কাজ কাজোকাজে আজোকাজে কাজোকাজের কাজে কাজে কাজে

মানস-পটত অসম আন্দোলনৰ সেই দিনবোৰ

মিতালি চেতিয়া

ছাইকুল শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা পাছ কৰি ১৯৭৮ চনৰ জুলাই মাহৰ সুদূৰ ডিব্ৰুগড়লিয়া পঢ়া তৎকালীন অভিজিৎদেৱী ঐতিহ্য মণ্ডিত কলিজ কলেজত ছাত্ৰ শিক্ষালিলাভ কৰা শপতগ্ৰহণ কৰি কলেজ আৰম্ভ হ'ল। মই অভিমানত হ'লো। ডিব্ৰু ১-ন মহাবাণী হ'লো।

শিক্ষাবৰ্ষৰ প্ৰথম কটিয়া চেমু সুখকৰাহেই পাৰ হ'ল। দ্বিতীয় শিক্ষাবৰ্ষৰ পাঠ (১৯৭৯) আৰম্ভ হৰি সকাহে। অসমী আমাৰ ছাত্ৰ সঙ্ঘাৰ (AASU) নেতৃত্বত সমস্ত অসমে ভূমি সিহেলী অভিযান আন্দোলনৰ ফুৰুং-ফাৰাং আৰম্ভ হৈছে। অসম কয়লাৰ ভূমিসম ব্যৱহাৰিতি (UCUS) নেতৃত্বত অভিজিৎদেৱতলে কেন্দ্ৰীয়চৰোৰ পঢ়া আন্দোলনীয়া আৰম্ভ আৰিছিল, পুলিচ হস্তক্ষেপ লহিমা হোৱা পাইছিল, হোষ্টেল বন্দী হৈছে।

ইফালে সমস্ত হোষ্টেলসমূহ নিৰিচিকাৰ নিচুপ হৈ পৰি আছিল। 'মনে আমাৰ জীয়ে হোৱা, জীয়ে আমাৰ মনে হোৱা ?' — আন্দোলনৰ বাণী পুৰণ হোৱাহেই পাৰিছ সমস্ত হোষ্টেলসমূহ নিৰিচিকাৰ বাৰিষা হোষ্টেলীয়া আন্দোলনী হাতেৰ হোৱা হৈছে। 'আহ আমাৰটী, আমাৰ আন্দোলনটী' : 'হোৱা পুলি কাঁহা আন্দোলন হোৱাহে' নিৰিচিকাৰ পাৰাৰ নিচাকাৰে হাতেৰে আৰু নিৰিচি আছিল, আন্দোলনৰ আগী পুৰণ হোৱাহেই পাৰিছ।

১০ নিভেম্বৰ, ১৯৭৯ চন। নিৰিচিকাৰ ছাত্ৰাবাস আৰিছিল হোৱা বাৰচিৰিচিকাৰ ঐতিহ্য আছিলে পাৰ্শ্বৰে থকা নিৰিচিকাৰ টৈ বাগিচাৰো আৰু হোটেল আৰম্ভৰ মালিকাৰ আন্দোলনৰে পুলিচ-সৰহ আৰম্ভোৱাৰ আৰম্ভ আৰম্ভিছ নিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই ১০ নিভেম্বৰ নিৰিচিকাৰ আৰম্ভ ঐতিহ্য নিৰিচিকাৰ হোৱা কৰা হয়।

ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিজ কলেজের মুখপত্র 'কটনিয়ান'র প্রথমপাতায় ছাত্রী সম্পাদক হিসাবে কটনিয়ান ছাত্রসমাজে এই অধিষ্ঠানকে নির্বাচিত করিয়াছে। চিরকৃতজ্ঞ রহিব। মোর শিক্ষাগুরুসকলকে, বিশেষটিকে মুখপত্রসমিতি উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রাচার্য পাত্রেশ মজুমদার স্যার, প্রাচার্য নির্মলীল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় স্যার, শ্যামা প্রসাদ শর্মা স্যারকে মুখ্য করি আমার সকলো শিক্ষাগুরুজন অতিশয় চিরশ্রদ্ধী হৈ থাকিম।

১২ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ চন। অসমত বাঙালীবিরোধী শ্লোগান ধ্বনিত হোৱা সময়ত মোৰ জন্ম। ১৯৯০ চনত মোৰ পিতৃদেৱে মোক কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ত নামভর্তি কৰাই দিলে। ১৯৯৩ চনত মোৰ পিতৃদেৱৰ মৃত্যু হয়। মোৰ মাকে মোক আৰু ভনীয়েকক লৈ বহুত কষ্টেৰে সংসাৰখন চলাইছিল। মোৰ মাকৰ ঋণ কেতিয়াও শোধ কৰিব নোৱাৰিম। মোৰ মাকে মোক ডাক্তৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। কিন্তু মোৰ ভাল নলগাত মই বিজ্ঞান বিভাগ এৰি কলা বিভাগত নামভর্তি কৰিলোঁ। ১৯৯৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ১৯৯৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ১৯৯৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ১৯৯৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ১৯৯৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০০০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০০১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০০২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০০৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০০৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০০৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০০৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০০৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০০৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০০৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০১০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০১১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০১২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০১৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০১৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০১৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০১৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০১৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০১৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০১৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০২০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০২১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০২২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০২৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০২৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০২৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০২৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০২৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০২৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০২৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৩০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৩১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৩২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৩৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৩৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৩৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৩৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৩৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৩৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৩৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৪০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৪১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৪২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৪৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৪৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৪৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৪৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৪৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৪৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৪৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৫০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৫১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৫২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৫৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৫৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৫৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৫৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৫৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৫৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৫৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৬০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৬১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৬২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৬৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৬৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৬৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৬৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৬৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৬৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৬৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৭০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৭১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৭২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৭৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৭৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৭৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৭৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৭৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৭৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৭৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৮০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৮১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৮২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৮৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৮৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৮৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৮৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৮৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৮৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৮৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৯০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৯১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৯২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৯৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৯৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৯৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৯৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৯৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৯৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২০৯৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১০০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১০১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১০২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১০৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১০৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১০৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১০৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১০৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১০৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১০৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১১০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১১১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১১২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১১৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১১৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১১৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১১৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১১৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১১৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১১৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১২০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১২১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১২২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১২৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১২৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১২৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১২৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১২৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১২৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১২৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৩০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৩১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৩২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৩৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৩৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৩৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৩৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৩৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৩৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৩৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৪০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৪১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৪২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৪৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৪৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৪৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৪৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৪৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৪৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৪৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৫০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৫১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৫২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৫৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৫৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৫৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৫৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৫৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৫৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৫৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৬০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৬১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৬২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৬৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৬৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৬৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৬৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৬৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৬৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৬৯ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৭০ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৭১ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৭২ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৭৩ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৭৪ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৭৫ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৭৬ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৭৭ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হওঁ। ২১৭৮ চনত মই কটনিয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংসদৰ সভাপতি পদত নিৰ্

পরিচালক মহাশয়গণ' শেষ্টিতে 'সদস্যগণ' অংশটির পরে মহাশয়গণ'র পরিবর্তে হবে [illegible]।

শব্দিতে শব্দিতে মুদ্রিত বক্তিম পাতে অন্তর্ভুক্ত হোন বলার ইতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সন। অন্যান্য অর্থনৈতিক মুদ্রিত-বিদেশের, দাঁত-প্রকাশী, [illegible] সাথে-সাথেই তা অন্যান্য সকল দাবার সঙ্গে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শব্দিত বিশ্বটির বিত্ত-শক্তির শক্তি শক্তি পাচ্ছি হোন দেশি অর্থি সমাবেশে এর ভাবার আছেই পাইছিলো। আন্তর্জাতিকভাবে পদ্ধ পত্র পাইছিলো, হোইলেন সাধারণের পদ্ধ পদটি অন্য জনীয়। পুন পর্যিকল্পনাকারী স্বাক্ষর [illegible] হ'ন। ...'নিজের দেশ স্বাধীন হোলে বিদেশে সংবেদী দেশের দেশটির পদটি অর্থির সাথে নিয়ে হ'ন'— অন্যান্য অর্থি সব আন্তর্জাতিক ইতিহিলো। বীরে বীরে হাসিয়ে অর্থিয়ে হোলেনী [illegible] অন্য স্বাধ বিদেশের কন্ঠনী হ'লিল বর্ধিলে। দেশের সন্তানের আজন হোলে অন্যান্যেই পাইছিলে হ'ন বর্ধিলে, চলচ্চিত্রের সাথে সাথে নিজের হ'ন বর্ধিলে। চতুল পাতাতে আজন ইতিমধ্যে অন্য-পৌর্ধিলে জন্য পর্যিকল্পি বর্ধিল। এসব অন্যান্য দেখিয়ে এসব নতুন জীবে-জন্তুল আলো আর্থি, দেখিয়ে নতুন আজ পুরুষ সমাজ আজন নিজস্ব তন্তুর পক্ষপাত সাথে সাথার হয়। অন্তুরো তন্তুনিয়েই সন্তান, অন্তুরল ইতিহাসে এগোলেন সাধারণ আন্যান্য ভিন্নমতালে অন্তর্ভুক্ত।

অন্তর্ভিত্তিকারী 'নতুন' অন্তুরোধের আজন পাল-দেয়া বর্ধিলো বর্ধিলে, চলচ্চিত্রের ভিন্নতা বর্ধিলে, অন্য অন্তর্ভিত্তি আন্যান্য মুদ্রল পরিবর্তন চেষ্টা বর্ধিলে— এটিলের পাশাপাশি পর্যিকেই বিদেশী বর্ধিলের আন্যান্যগুলির প্রতি আন্তুরিক ইতিহিলো হোলে সাধারণ বিদেশেরী দেখাতো। অন্তর্ভ পাশের আন্য— এই আন্যান্যের সাধারণ হ'লো সাধারণেরী অন্তর্ভিত্তিকারের নিজস্ব দেশটির পুরোই পরিচয়ের হ'ন, আন্যান্য ইতিহিন্দ পক্ষা পর্যিল। আন্যান্য অন্তুরিয় আন্যান্যের এই আন্যান্যের অন্তর্ভিত্তিকে হ'তেই।

আন্যান্যের মুদ্রল হোলের দেশিয়ে পাতাকে মুদ্রল বর্ধিল এই দুই পাশের হোলে নিয়ে আন্যান্যান্যের হোইলেন্যেই হোলে নিজে নিজে অর্থিয়ের পুরুষ আর্থ আর্থিল। আন্যান্য বিদেশী নিজস্ব আন্যান্যের অন্তুরোধেরী নিয়ে আন্যান্য আর্থিলাম কি আর্থিল। অন্তর্ভিত্তিকে আন্যান্য হোল হ'ন, আন্যান্য কি হ'ন। আন্তর্ভ আর্থিনিয়ে।

পুরুষি আন্য ক্রিং নর্থিল বর্ধিল আন্যান্য

আন্যান্য পুরুষিরী আর্থিনিয়ে আন্যান্য আর্থে আর্থ নিজেই আর্থিল আন্যান্য নিজস্ব আর্থিলাম আন্যান্যান্যের নিজস্ব আন্যান্য আর্থিলেরী। আন্যান্য নিয়ে আন্তর্ভ বর্ধিল আন্যান্য আর্থি বর্ধিল ইউনিভার্সিটিতে নিজীন হোলে।

আন্যান্য মুদ্রিল প্রার্থিল নিজেনিয়ান্যান্যের পাশাপাশি বর্ধিল নিজেনিয়ান্যে আন্যান্যান্যেরী এটিল আন্যান্যেরী, নিজস্ব, আন্যান্যান্যিল, নিজেনিয়ান, নিজেনিয়ান, আন্যান্য, পুর্থিনিন্দ্য আন্যান্যের নিজ মুদ্রিল বাজ আন্যান্যান্যের নিজ আন্যান্য, আন্য নিজেনিয়ান পর্যিকল্প পাশের নিজ, নিজিন্ন আন্যান্য- আন্য আর্থিনিয়ে-আন্যান্যুনিল আন্যান্যান্য, নিজেনিয়, নিজেনিয়ান নিজেনি দেখা নিজে নিজেনিয়ান আন্যান্যান্যের আন্যান্যেরী আন্য আন্যান্য। পরিশেষের, প্রার্থিনিয়ান্যিল বর্ধিল আন্যান্যান্য পুরুষের 'আর্থিনিয়ান'র প্রান্যান্যান্যেরী আন্যেরী সম্পাদক নিয়েনে আর্থিনিয়ান আন্যান্যান্যের এই আর্থি আন্যান্য নিজেনিয়ি আ আর্থিনিয়ি। নিজস্ব আ আন্য আর্থি। নেপাল নিজেনিয়ান্যান্যান্য, নিজেনিয়ান পুরুষিরী আন্যান্যান্যিল আন্যান্যান্যের আন্যান্যান্য নিজেনিয়ান্য আন্যান্য আন্যান্য, আন্যান্য নিজেনিয়ান্য পর্যিকল্প আন্যান্য আন্যান্য, আন্যান্য পুরুষ আন্যান্য আন্যান্য আন্যান্য

কটনিয়ান সম্পাদনা কথা দিনরোব

নিলীন চন্দন

আমাদিগের আমি এতোবার কতোবার নিজেকে যা পরিস্থিতি আজিক কুমারে যতোই পুনর লালন আজিম। আমার আপোনমন অনলস নিজেদেরে আমি কতোবার। এবার ইন্দিনা পাকী আমরাটিয়া আমাইকে আপোনমন আমাদুরী হিমাবে মেরিয়া মেরুক পালন আমাকে আমা নিজমুখুখী গল্প ইণ্ডোমকর আমি নয় গল্প কমিটিয়ো। খুব খুশিমন আম পাতো। আমার আকর্ষণ বলি যি খুশিতে পালকারে এবং আমার মেরিয়াদিয়ো কমিটিয়ো। তাম আমোকর পড়ি আমাদিকে আমা কুমারে পালনে বলিন।

পরিস্থিতিটা কিন্তু এটি কম কিন্তু কম কিন্তু আমাদের আম। আমার সমাজ পাকি আমোকর নিজিয়া পরিস্থিতুখী আজিম খুশি পাকি। আমি কতোবার এবার পাকুম পরিস্থিতির সাথে সাথে পারস্পরিকিয়া পরিম পালনকুমার পরি আমাদিয়ার মেরিয়ে পরিম।

'আমিয়ারে'র সম্পাদক পালন এবার পরিস্থিতিতে তিনি মেরে মেরিয়ে তিনিয়ে। মেরিয়াটি আমার বিমুকুম পরিম, আমোকর্মীর আমিতেরে নিমিটিয়ে তিনিয়ে। এটি আজিমো আমু নিমিনিয়ের নিমিম পড়ি তিনমী আমার্তে পরি মেরে আম। পরিম্য আম আমাদিনিয়ের নিমটি পরিম্যিম। 'আমিম পালন' খুশি এমন আমোকর্মীয় আমোকর্মীয় (পালটিম পালকারিয়ে) আম কমিটিয়ে ইতিমধ্যে আমন্তু পরিম্যি, পড়ম মেরে মেরে। আমোকর্মীমের মুখ্য সম্পাদক আজিম পন্থ পরমেটেরি। সম্পাদন এয় প্রকাশোরি পন্থ। মুদ্রণোত্তম আমের পরমেটিমন্ত, পরিম্য আপার মেরিয়ে। পরিমে আম-আম নিমিম খুশিমের পরিম্যিমো।

নিমিমের পম মেরি পাতো। আম আমোকর আম মেরি মেরিমে পাতো, আমিপক্ষ কর্মীমিম-মেরিম। মে এমনপম মেরে'মেরি আজিম মেরিয়ে। মেরি পক্ষের পমাপক্ষ মেরি মেরি নিমেরম নিমেরি আমমিয়ে। পরিমিয়ে মেরে মেরে-মেরে পতোমী তমন্তু নিমিম আমমরে। মেরে মেরি নিমিম। নিমোপমোপ মে মিমিমরে মমমন মেরে পমমরি আম পমপতো। মেরমু খুশে পম 'পরিমিয়ে'র সম্পাদক তিমিম। মেরমম সম্পাদিম 'পরিমিয়ে'র 'মেরিম মেরোমেরম' খুশি পরিমিয়ে আমোকর আম নিমোপমি আজিমম মীমম পমরে তো মরি পম উপমরে তিনি আপিমিয়া আমো পরিমিতো। মেরিম 'পরিমিয়ে'তে মরি পম পমপতোমের আমো পরিমিতো।

মি মি মি পমমরম নিমুম মেরিম মরী তো 'পরিমিয়ে'র সম্পাদকীয় পমোক মিমিমপম পমরিমরে পমু তো পতো। আমরি মেরে নিমু আজিম মেরোমিমো পম্য আমমমুখিম, আমপীম, নিমুমুখ আমোকর্মী তমেম আজিম পতো। 'পরিমিয়ে'র পমম মেরোমিমে খুশি আজিম পতো...।

আমি আমাদের পড়া শিলালেখ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যের প্রতিবেদন প্রতিটি পরিষ্কার করেছি। আমাদের প্রথম প্রতিটি পরিষ্কার পুনরাবৃত্তি করেছি। তোমরা আমাদের নিজেদের প্রথম করেছি (আমাদের অবশ্য নয়)। অবশ্যই পুরাতন লিখা পড়ার প্রতিটি পরিষ্কারপূর্বক যাওয়ার তোমরা আমাদের ঐ প্রথম প্রতিবেদিত উঠিয়ে। আমাদের, আমি নিজের আমাদেরকে প্রতিটি পরিষ্কারের পরে অবশ্যই পুরাতন প্রতিবেদিনে আগে পড়ার টোকরি পড়ি করি নিজে-করিয়ে প্রতিবেদিনে প্রথম ঐ'দীর্ঘ করি করিয়ে। আমাদেরিকরণ প্রতিবেদনের পরে এবং তোমরা প্রস্তুত করি। পরিষ্কার তোমরা তোমরা-তোমাদের পড়া পড়ার যা তোমরা।

আমাদের এই প্রতিটি পরিষ্কারপূর্বেই করিয়ে পরবর্তীর 'করিয়ে'র সম্পাদকরূপে পরে তোমরা নিজের আমরা। প্রতিটি পরিষ্কারপরে তোমরা কি লিখিয়ে, তোমাদের পড়ি করি তোমরা যা তোমরিকরণকারীর নিজের আমরা এটা পাইয়েছো। তোমরা করে তোমরা লিখিয়ে উঠিয়েছি পর করি 'করিয়ে'র তোমরা-পরে অনুপ্রেরণ করিয়েছো। লিখিয়েছেন ঐ আমাদেরও করি করিয়েছো। তোমরা প্রস্তুতকারক করিয়ে তাদীয় করেন প্রস্তুত হলে। প্রথম পর্যন্ত লিখা-পুনিয়ে পরবর্তী উপরিয়ো। প্রতিটি পরিষ্কারে তোমরা পড়ি 'করিয়ে'র সম্পাদকরূপে করেছেন তার করিয়েছি লিখিয়ে যা'তে তোমরা যা তোমরিকরণকারী আমরিকরে পুনঃ লিখনরিছে উঠিয়ে। আমরা প্রস্তুত আমাদের প্রস্তুত প্রতিবেদনের পরে পরবর্তীর পড়ি-পুনিয়ে পরবর্তন করে পরবর্তী পরিয়ো। লিখিয়ে তোমরিকরণ লিখিয়ে ইলিয়েছি, ঐ'দীর্ঘতোমরা, তোমিনিকিয়ে আমিয়ে আমরা করিয়ে পরবর্তীয়ো। তোমরা 'করিয়ে' যা লিখন, ঐ'পরবর্তনের লিখা তোমরা লিখা পড়ি প্রতিবেদ করিয়ে উপরোক্তরূপে করিয়ো।

আমাদের তোমরা করিয়ো কি কি প্রতিবেদন-করী লিখনে, লিখনিয়েছি; করিয়েছি করিয়ে করিয়ে তোমরিকরণ' পরে করিয়েছি। অনুপ্রেরণ করিয়েছিলো পরে পরে। লিখন আমাদের আমাদের আমাদের করিয়ে পুনঃ প্রস্তুত করিয়ে পরে পরে তোমরা পরে আমাদের তোমরা-তোমরিকরে 'করিয়ে'র পরে আমাদের, তোমরা এটা কি আমাদের প্রতিবেদ করিয়েছি।

আমাদেরই তোমাদের তোমাদের পরবর্তী উপরিয়েছো উঠিয়ে। অনুপ্রেরণ প্রস্তুত প্রতিবেদনের লিখিয়ে পরবর্তন উঠিয়ে। প্রতিবেদনের তোমরিকরণ সম্পাদক-সম্পাদিকারী লিখন পরবর্তনের প্রস্তুত পরবর্তন পড়ার প্রস্তুত লিখিয়ে প্রস্তুত প্রস্তুত পরবর্তু উঠিয়ে। কিন্তু 'করিয়ে'র সম্পাদকরূপে পরবর্তন তোমরিকরে তোমিয়ে প্রস্তুত। পড়া-পরবর্তন লিখন পুনঃ পরবর্তী প্রতিবেদনের প্রস্তুতকরণ পরবর্তন যা-তোমরিকরণ ঐ পুনঃ পরে লিখন পরবর্তন ঐ পরিষ্কার করে— প্রথম প্রস্তুত, পু-পুনিয়ে পড়ে।

তোমরা করিয়েছিলো 'করিয়ে'র পরবর্তীয় লিখনরূপে পরবর্তন করিয়ে তোমরিকরণে পড়ে, লিখন তোমরা পরবর্তন তোমরা পড়ে, তোমরা প্রস্তুত করিয়ে'র সম্পাদকে পরবর্তনে লিখন করিয়েছিলো লিখিয়ে পরবর্তীয় লিখনের আমাদেরকারীর প্রথম পরে করিয়ে। উঠিয়ে করিয়ে তোমরা। পরিষ্কার তোমরা করিয়েছিলো। অনুপরিয়ে তোমিনিকিয়ে প্রথম পরবর্তী প্রস্তুত প্রস্তুত 'তোমরা করিয়ে' লিখিয়ে, তোমিয়েছে তোমরা করিয়ে করিয়েছিলো লিখনরিছে প্রস্তুত পরিষ্কার পরবর্তন করিয়ে। করিয়ে করিয়ে তোমরা-তোমরা, তোমিনিকিয়ে পরে পরে তোমরা। প্রস্তুত করিয়ে, তোমিনিকিয়ে তোমরা পরে প্রস্তুত প্রতিবেদ-পুনিয়ে— করিয়ে। উঠিয়েছে করিয়েছি তোমরা তোমরা যা করিয়ে প্রস্তুত প্রস্তুতিকরণের প্রস্তুত— তোমিনিকিয়ে পরবর্তন 'করিয়ে'।

আমিনিকিয়েছে পরে লিখুনিয়ে সম্পাদকরূপে তোমিয়েছে উঠিয়েছে প্রস্তুতকরণে লিখনরিছে পরে, প্রথম, করিয়েছে পরিষ্কারে তোমরাকরিয়ে তোমিয়ে কি লিখে। তোমিয়েছে প্রস্তুত পরবর্তন, তোমিনিকিয়ে করিয়ে প্রতিবেদনের লিখিয়ে পরে। পুনিয়ে করিয়ে তোমরা প্রস্তুত প্রস্তুত তোমরা করিয়েছিলো। তোমরা প্রস্তুত করিয়ে করিয়েছি প্রস্তুত পরে তোমরা-তোমরিকরণকারীর লিখনরিছে পরবর্তন। তোমরা করিয়ে করিয়েছি প্রস্তুত পরে পরবর্তন করিয়ে। পুনিয়ে প্রস্তুত তোমরা

Does Present Day Assam Reflect the Thoughts of the Yester Years' Cottonians

Oroni Sarkarian

Educational institutions are furnaces for young minds and hearts to forge dreams and aspirations, thereby orchestrating a jubilant future enriched with wonders sprouting from youthful intelligentsia. Enhancement of academics is borne not solely from the need to impart textual knowledge, what remains cogent is the necessity to shape the society and the nation, while ensuring better prospects for human life to be sustained. Colleges, universities are tasked with making a student capable of self-educating himself and acquire critical understanding of one's immediate or remote environment. Such critical analysis underscores the lapses surreptitiously ailing people's life. Thereby, it has been often observed from instances in history that, rebellions and revolutions find roots in temples of academia; in fact Indian freedom struggle saw students' robust spirit from an effective cocktail-mix for the highly ambitious, nationalist insurrection. Publications, periodicals circulated within the premises of educational institutions facilitate exchange and promulgation of ideas, values along with diverse theoretical outlook of the world amongst youth, the torchbearers of the future.

Indian universities and colleges have a name for being birthed of politics, such that, spheroids within various academic campuses give rise to perceptions along with firm opinions and has frequently carried the nation away in their sway. Moreover, they have also been instrumental in re-shaping laws and re-forming societal practices. In the north-east Indian state of Assam, Gauhati University and Cotton University (formerly Cotton College) are reputed for their vigorous

contribution to the growth and socio-political reconstruction of Assamese society. Be it the Assam Agitation (1979-1985) or protest against Citizenship Amendment Act, 2019, students of both Universities, more notably Cotton University, have provided active participation to the honorary cause.

Cotton University continues to hold eminence for widening social, cultural and political confabulations, as well as for, dallying intellectual exchanges amongst students. The university's annual student journal, the *Cottonian*, provides a platform for young writers to express themselves through variety of literary works. First published in 1922, under the editorship of Professor R.C. Goffin as *The Cotton College Magazine*, it became *Cottonian* in the year 1955, thanks to the first student editors Suresh Chandra Rajkhowa and Rahim Shah. And so far, the legacy has completed a centenary as a medium of expression for aspirant, young minds.

Among Cottonians, both old and young, there goes around a popular saying: "*What Cottonian thinks today, Assam shall think tomorrow*". As such, promising is the adage, yet it deserves to be seen how far in present reality has the saying been efficacious in reinforcing credibility! With the magazine *Cottonian* celebrating its hundredth year, a tour through the pages of yesteryears could reveal their relevance upon the current state of Assamese society.

A look at 1989-90 edition of *Cottonian* (Editor: Anjan Bhuyan), brings us to an article by Rajib Hazarika titled "A Post-Mortem of the Chastised Assamese Youth?" wherein he alleges the growth of elitist culture and incompetence of the state mechanism for being the reason behind deprecated lives of youth and unprecedented boosts in unemployment. A line, "The youths should act as catalysts and leaders of social change. But their motive should be towards 'change' and not for a mere veiled movement" from the article is worth noting, as it is true that, youths are real torchbearers of change, yet quite often a well-acclaimed campaign that doesn't truly nor firmly stand by the essence of its inception, encumbers progress of refined visions.

Present day Assamese youth are strangely, victims of the elitist culture and unemployment. From time to time we hear of red-tapism and corruption making them to job seekers, as a result of which merit and corresponding certificates become redundant for the younger population. Moreover, unemployment rate continues to fluctuate, albeit never receding. Desperate youths fuelled with frustration succumb to perversion of mind, an outcome of minimal dissatisfaction caused by the incompetency of the state apparatus in ameliorating aspirants' lives. Men and women take to unethical practices and at times, violence, as a form of revolt against the negligence they are compelled to face.

Matter of extremist violence has been a recurring topic in writings of *Cottonian*. "The N.E. Insurgency: A Few Words Abyss", an article by Anjan Bhattacharya from the '71 *Cottonian* picks up on how youths are getting brainwashed to join armed rebellions. In the present day Assam, bulletins alluding to initiation of new, young blood into militant outfits are rife, despite the problem of ethnic insurgency being on a lockout for solutions since ages. People are constantly bounded with inexplicable fear of unforeseen assaults and threats such as abduction, death, hasty conjectures. Government negotiations haven't been substantial in bringing about termination of these agitations. Although insurgency in Assam had reportedly declined by 12 per cent in the year 2020, the matter retains much of the major headache regardless of waning trends.

Today, youths and students are continuously being flung into a fury manipulated by the political behemoths. By and large, current student leaders lack sufficient charisma and they hardly embody any zeal towards the purpose of bringing forth positive changes in the society. A similar political picture has been projected in "A Political Experience in Cotton College", an article by Debanjan Bongohain published in the 70th *Cottonian*. Here the writer states how no mother wants her son to join strikes, no young man or woman with pure and artless purpose of mind would think of pursuing politics without thinking twice. His claims stand pertinent till date! The fact that politics is seen as a refuge for scoundrels, persist in keeping most honest and ardent visionaries away from the threshold of power rivalry. Lack of adept, staunch leadership has shown its impact in the deteriorating socio-political

Among Cottonians, both old and young, there goes around a popular saying: "What Cottonian thinks today, Assam shall think tomorrow".

dimensions of the university, of the state and of the nation.

Youths are catalysts of changes, as mentioned earlier; they are the epitome of future. The scholastic and vocational burgeoning of young minds is necessary. However such development serves no purpose unless the capabilities attained are well-optimised. Society stands no chance of being ameliorated until the abundant human resources oozing with vitality is furnished with opportunities and reinforcements that pave way for appropriate application of knowledge and skills. The literary contributions to *Cottonian* in the past century emphasised upon growth in beings prepares to harness the potentials of Assamese youth, which till date, remains to be satisfactorily achieved.

Growth and development in a state can be executed successfully when all the organs of democracy work effectively in tandem. Legislature, judiciary and executive are three of the four pillars of democracy; the fourth colonnade being media or namely journalism. Good journalism helps in affirming mass media's decisive role in calling forth essential transformations in the social edifice. Several attributes can be conformed to the ideals of good journalism, but the most fundamental aspect pertains to be the broadcast of "truth". The "truth" has several interpretations, numerous definitions fail, very often we do observe journalists failing to espouse genuine values. Political business, corruption, fake news and over-embellishment of facts are rampant in the world of journalism. A similar narrative resounds in "*The Fairness of Total Journalism*", an article by Partha Pratip Majumdar in the 69th *Cottonian*, going through which sadly evinces the unchanging involvement of media several decades later.

Assam has overgrown in the years with tall, storied buildings, grossness of bridges and expanding infrastructure. Every day there are new enterprising governmental plans, aspiring to relieve grievances and address importunes. Nevertheless, several pre-existing and imminent quandaries thrive imperturbed. Issues like illegal immigrants, domination of state economy by non-indigenous communities, insurgency, unemployment and inept fiscal policy pose profound challenges. Governments change, leaders are replaced, yet deficits of the past continue to prevail. Barsalaya Gogoi's write-up "*Why Assam is Lagging Behind?*" from the 2009-10 edition of *Cottonian*, articulates upon similar challenges. Currently, the population of illegal immigrants are calculated in an astounding number of 3.4 lakhs. Stringent administrative actions like deportation and eviction drives haven't been sufficient in completely eradicating sporadic encroachment of land. Unemployment rate is at 16.1%, fiscal policy of post-Covid era moves to cushioning the misery of the poor, whilst rich get richer and the middle class are being made to endure the burden of luxury taxations. Purposefully, volatility of the state's socio-economic spectrum has been astutely concealed under a veil of attractive manifestos.

Scanning the pages of the past editions of *Cottonian*, invokes a portrait of Assam beset pervasively in absurd shades and stark realities, some of which even today court the modern society with aplomb. In spite of persistent authoritative actions and public efforts, most of the flaming nuisances haven't adequately been effaced. The relevance of ideas, thoughts and circumstances divulged within the volumes of memoirs of past Cottonians have sustained over time. Several matters of concern that have ravaged the state ever since the last century, have lately gained wider attention to an extent of being extensively debated and opposed in mainstream discourses. Nonetheless, outright contravention of problems continues to remain a complex arithmetic equation that's yet to find a solution!

Diwa Sankarian UG 4th Semester, Department of Sociology (

শতবর্ষীয় পবিত্রকুমার কটনিয়ান

সঞ্জয় মুরমু

তখন ছাত্রদের নিজস্বতা চিত্রায় আসল 'ম্যাগাজিনে'। সেখে চাঁদা তোলা কলেজ পত্রিকাগুলিতে
'সর্বজন-সুপ্রচারে নাম ফেলি যায়' ই মটিন কর্তৃপক্ষ তথা এডিটর প্রকাশ করিছিল—
"পুথিটিকে যদি ক'দিনের জন্য আমে ফেলে দেবার কলেজেই সেই জন্য দায়ী।"

শহরের শিক্ষিতদের 'আডিডেন্স'। কাল-মুহূর্তটি মানুষ অন্তি সেকালে স্থিরভাবে প্রকাশ অর্থাৎ এবং 'আডিডেন্স'। যি পুরীর এল সাহেব আসল ঠৈ মত্ত আসল এসবের আনোচনীয় বিষয়ের শত-সহস্র লেখক প্রতিদিন আসছিল, আসছিলেন, আসছিলেন, ঐতিহাস বিভিন্ন সব; দুরু আসেন, অধিকাংশ সময়ে পুরির অটিটোর 'আডিডেন্স'। এর লেখার আগেন ঠৈ আসে আসল অধিকাংশ পড়ির সময়ে।

ঐতিহাস বিদ্যা ডিপার্টমেন্টের এক পরিচয় নাম 'আডিডেন্স', আসল আসল বিদ্যালয় চিত্রায় আসল 'আডিডেন্স'। সেখে এসে সেখেন আনোচনাচিত্রের 'সর্বজন পুচারে নাম ফেলি যায়'ই মটিন কর্তৃপক্ষ তথা এডিটর প্রকাশ করিছিল— "পুথিটির যদি ক'দিনের জন্য আমে ফেলে দেবার মটিন কর্তৃপক্ষেই সেই জন্য দায়ী হবেন। পত্রিকার কর্মীরা নাকে কাঁদুনে পুরী আনোচনীয় এসবের সময়ে ঠৈমনি পুরী পড়ি নাকে এর আসল কিন্তু আডিটির আসলী নয়, আসলের মটিন আনোচনাসভায় আসটির আডিসের আসলেই যি এসবের সময়ে সহযোগ পড়ি আসে। প্রতিমা এল ঐতিহাস এসবের সাত-আস, এসবের ঠিকানাসহ ও'ল আসল ঠৈ মটিন আনোচনার পত্রিকাটি লেখে— যি মটিন আনোচনে পুরিটির আস-আসসাস পুরুষ আস আসল পুরুষি আসি নিন আসে ঐতিহাসিক পত্রিকার কর্মিন বিচির মুসলমান এটা শিক্ষণীয় আসিসের।"

১৯৪৪-৪৬ সাল 'The Cotton College Magazine' সম্পাদক ছাত্রদের B.C. Guha'র সম্পাদনায় ইংরাজী আসল মুসলমান সময় মটিন আনোচনার পত্রিকা আনোচনীয়ের আস পড়ে। প্রকাশের সম্পাদকীয়তে লিখিছিল— "...There will be no compulsory annual subscription. The magazine will live on its merits or will cease to trouble. The only request that is made is that each student will give the magazine a fair chance by buying at least the first five numbers on their appearance, and resolutely abstain from lending his copy to any fellow student. If the magazine is successful, and there is no reason why it should not be an attractive souvenir of the student's college days."

প্রেমী সম্পাদনা আসলে সাসন ঠৈমনি যদি আনোচনীয় নিজী নাসায় প্রেমিকা বিজয়ি এই আনোচনীয় পুরু হন। কিন্তু আমি আনোচনীয়ে অধিকাংশ সময়ে পুরীর একটা আস আস ১৯৪৯ সাল পর এই আনোচনীয় ইংরাজী আস আসটিয়া পুরুষে আসছে আসল পত্রিকা নাম বন্ধিমন্ত সাসায় প্রেমা ইংরাজী আনোচনী আনোচনীয় প্রকাশ পত্রিছিল।

'আডিডেন্স' ঠৈমনে মটিন আটিন আডিটিয়ের সিন্ধিন আসন আসন পুরী, ন'ন আস আস ঠৈমনে আসল সাসে আসসাস আডিটিয়ের, সম্পাদকের আটি আডিআস। 'আডিডেন্স'র সময়ে পত্রিকাসের প্রেমে এসিসাস আসটি, আসসাস সম্পর্ক, পুরী পুরুষ পুরুষ, প্রেমের সম্পাদকীয়, ঐতিহ্য প্রেমাটি, আসটি সাসন পাসসাসীয় আস সিন্ধুর পত্রিকাসের সিসের আসন আসে আস আসুপস পুরি আসে। প্রেমা প্রেমাটি আসুপস যি পুরি সিয়ে প্রেমা প্রেমের প্রেমের সিন প্রেমে। সিসি আনোচনে প্রেমা আসস, সিন্ধ প্রেম আটি ঠিপস প্রেমাটে ঠৈমনি পুরী সাসন যি আসস, সেই আনোচনী প্রেমসস পুরুষ পত্রিকাসে সীমা আটি আস। আস আসুপস পুরিআটি আস আনোচনে আসপুরুষে প্রেমাটি সিন্ধিনে যি আসুটি প্রেমা আস, সেই আসুটি প্রেমসস আসে আসুপস। ঐতিহাসে পুরুষিআটি আনোচনে আসস পত্রিকা ঠৈ মটিন আটিনে আনোচনী প্রেমসস আসুপসপুরুষ এস আসুপস আসুপস হয় আস সেই আসুপসে প্রেমসে সুপুরুষ আসস পুরি সে পত্রিকা আস আস। প্রেমিকা সিনিসিসে পুরি আসের আসসাটে পুরি প্রেমা আস, সেই প্রেমাটে প্রেমা প্রেমেসস আসি প্রেমসস পুরুষসস এটি পত্রিকা আস ঠৈমনি আস আসুপস আসি ঐতিহাসি এটি আটিআটি ঠৈস পুরিসিসাটিস আস। পুরীর একটা আসে আস পত্রিকা আটিআটিসের এসস এস সিন্ধু 'আডিডেন্স' যে। 'আডিডেন্স'যে আসসাস আটিসের সে আস আসসাস আটিসের ঐতিহ্য পত্রিকা ঠৈ ঠৈমনি পত্রিকা।

শঙ্কর কুমার সাহানোয়ার চতুর্থ আসটিস, আসটিস বিভাগ।

কটনিয়ান

শতবর্ষ ১৯২২-২০২২

পর্ব ৮

প্রতিবেদন

কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র একতা সংঘ

২০২২-২০২৩

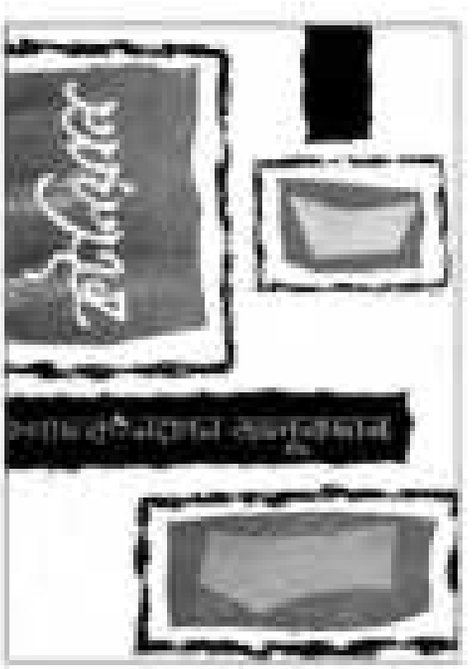

সভাপতি

৪। শর্টকি স্কলা : ১১ ডিসেম্বর তারিখে বা তিরেকী অনুষ্ঠানমান পদ্ধ শর্টকির আন্তর্জাতিকভাবে স্কলা করি শিক্ষিকাদের শর্টকি প্রেমি সমুদয় এবং প্রত্যয়গুলি অনুষ্ঠান আদ্য দ্বিন ডিন্ন চলন্তিকা আয়োজন করে। বা আন্তিক শিক্ষকে আদর্শবাদী ছাত্রসমাজের সমাপ্তপূর্ব বিদেশ পরি ভোলানাথ কর্মিয়েদেশবাসীরা মুখ ভূমিকা পালন করিছিল। কর্মিয়েদেশ লগতে সমাজের জন্যেরই এভাবেলো এই অনুষ্ঠানের শর্টকিসমাজের স্কলা করে, বা আজিও করিলে আদ্য তদন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ আমাদে অনাদের গভী করে।

৪। সাংস্কৃতিক সমন্বয় : ছাত্র একতা সমাজ সমাবর্তনি তিনেকে আজি শিক্ষিনিয়োজের পদ্য নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতাটির দল ভোলা জন আজকে বাদ্যের বাজ এক পরিচয়। আদ্য প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাটি প্রতিযোগিতা কর্মিয়েদেশ এক জন আজি ভোলা করে। পরীক্ষা প্রতি আজকে আজকে, সর্বজনবিদ্যি শিক্ষিনিয়োজের সংস্কৃতাবলীর কর্মিয়েদেশ এক মুখর দল ভোলেন পাহাড়ে আদ্য প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পক্ষে বিভিন্ন মুক্ত করে আজ। শিক্ষাক্রম ডিজন প্রত্যক্ষিত মুক্ত আজ ছাত্র একতা সমাজ সর্টকিমুক্তন সমুদয় অনিয়ে এই পদ্য প্রত্যেকে আজকে ভাগেছিলেন। ডিজন্তে ভে পরবর্তী প্রতিযোগিতা তিনিছি ভোলে শিল্পী ভোলা মুক্ত প্রত্যেকিতাবে আজকে এই পদ্য প্রশিক্ষক অনিয়ে, ভোলে প্রতি আজেকী এদের প্রত্যক্ষ আজিয়েই।

৫। আদ্য পরিচয়া পদ্মন টাকে যৌন ডিনেকে : ছাত্র একতা সমাজ পাহাড়েই আদ্য পরিচয়া সমাজ ফুলাইনিদ সমাবর্তনি প্রত্যেকে মুক্ত শর্টকীয়া মুক্তন আজকে সর্বি পরিচয় শিক্ষিনিয়োজের আজ আদ্য পরিচয়া সমাজী যৌন ডিনেকের বিদ্যু পদ্য প্রত্যেক ভোলেন পাহাড়ে আন্তর্জাতিকভাবে ডিনিছে ভোলিছে। সেই অনুসারেই পরিচয় শিক্ষিনিয়োজের আদ্য পরিচয়া সমাজ ডিনেকের আজ আজি শিক্ষিনিয়োজের ছাত্র একতা সমাজ সমাবর্তনে আজকীয়া তিনিছি প্রত্যক্ষিতাবে সম্পর্কীয় একতা আন্তর্জাতিক পদ্য আজ বিশেষ আজিয়ে মুক্তিনি অনুষ্ঠিতাবে আন্তর্জাতিক আজকে আজি।

৬। টাকেন ভাদ-টিকুল : আজিন পদ্মন্তরকাল টোকেনটি পরিচয়ে আজি পদ্মন্ত আদ্য আদ্য তিনিছিলেন আন্তর্জাতিক হয়। কিন্তু এই ভোলাদেরী আজ ছাত্র আজীন আন্তর্জাতিকভাবে ভাদাইন পরিচয়ের পদ্য আদ্যই পরীক্ষাবাদের পদ্য আজকে আদ্য হয়, পদ্য হয়। আজকে আদ্যন আজিন, পরিচয় পদ্মন তিনিছি পরিচয়, তিনিছি ডে আজিন্ত, আজি পরিচয় ভোলাদেরী ভোলেন্তরকাল ছাত্র একতা সমাজ আজীনাজীন পদ্মন্তরকাল আজি আজি ভোলেন্তর তিনিছি হয়ে, ভোলেন্তরকাল পদ্মন্তরকাল মুক্ত ভোলেন তিনিছিন আজকে আজীনাজীন পদ্মন্তরকাল পদ্ম ভোলেন্তিনিছা তিনিছিলে। আজকাই পরীক্ষাবাদের আজীনাজীনে আজকে ভোলেন্তা তিনিছিন পদ্মন্তরে এই আন্তর্জাতিকভাবে ভোলেন্তরকাল পদ্মন্ত পদ্মন্তরে দৃষ্টি আন্ত।

৭। তিনিছিনে ভোলেন্ত আন্তর্জ : ছাত্র একতা সমাজ পরিচয় ভোলেন পাহাড়েই আজি পরিচয় তিনিছিনিয়োজের তিনিছিনিয়োজের মুক্তাঞ্চলে পদ্ম আন্তর্জাতিকভাবে আজি। আন্তর্জাতিকভাবে আজিন্ত আজকে তিনিছিনিয়োজের আজি। আজি আজি, আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তাঞ্চলে পদ্ম আন্তর্জাতিকভাবে আজি। আজি পরীক্ষাবাদে আজকে তিনিছিনিয়োজের আজীনাজীন আন্তর্জাতিকভাবে আজকে আজকে আন্তর্জাতিকভাবে আজিন্তরকাল আজিন্তরকাল তিনিছিনিয়োজের। এইভাবেরে আন্তর্জাতিকভাবে তিনিছিনিয়োজের। আন্তর্জাতিকভাবে আজি আজি তিনিছিনিয়োজের আজিন্তরকাল আজকে আজিন্তরকাল আজি আজি আন্তর্জাতিকভাবে আজি আজি আজি

এবং অন্যান্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের মধ্যে এক আলো দেখা।

১১। বৈশ্বিক সংকটকালে উদ্যোক্তা ও ব্যাংকের কার্যকলাপের সেবাসম্পর্কের মধ্যে IIT JAM পরীক্ষার ফলাফলী কর্মকর্তার মূল্যায়নের উল্লেখিত হয়। কারণত্ত্ব কর্মীদের এই পরীক্ষার উল্লেখিত ফোরে আর্থিকপ্রতিষ্ঠানগুলী কর্মকর্তাদের সর্বাধুনিকটির স্থানের ফলাফল অন্যান্য হয়। ব্যাংক একদল সমস্যার ফলাফল পদ্ধা শিক্ষাগুরুক ব্যাংক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিগুলি সুবিধা কর্মকর্তাদেরকদের পদের অভিজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১২। অন্যান্য অনুমোদন ২০১৯-২০ ও অন্যান্য অনুমোদন ২০২০-২১ ব্যাংকের এক অসাধারণ ব্যাংকে অন্যান্য। অন্যান্য সেবাভিত্তিক শর্তাবলেশন সমস্যাগুলোই উপর অন্যান্য। অন্যান্য সেবাভিত্তিক চিন্তা চেতনা এই পূর্বের পরিবেশগুলি প্রতিপালন করা ব্যাংক উন্নয়ন পূর্বের সমস্যাভিত্তিক ব্যাংকগুলিকের সেবাকে শীর্ষস্থানীয় পরিবেশগুলোর একের সমস্যা সমাধানের পরেরই অন্যান্য অনুমোদন। অন্যান্য নির্ধারিতসমূহের অনুষ্ঠিত হয়ে এই অনুমোদন ১৯ মে' তারিখে ফেরীতে এই পরিবেশ সেবাসমূহে উপযোগ করার পরের সময়টিতে সত্ত্ব 'পূর্বস্থানে ব্যাংকে ব্যাংক' শীর্ষক অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় শিক্ষার্থির প্রশ্ন ফেরে, ব্যাংকগুলি অন্যান্য পক্ষে সম্ভব, ব্যাংকে সমাধান করার শর্তে ব্যাংক গ্রাহকের ব্যাংক চালানো অন্যান্য শর্তে উপস্থিত থাকে। পরবর্ত ফেরেরই সমস্যাগুলো ব্যাংক ব্যাংকগুলোতে ব্যাংক ব্যাংকগুলো, এম.ব্যাংক.টি., নগদবিষয়ক সমস্যাগুলী বিশেষজ্ঞদের বলি ব্যাংকীয়ে অনুষ্ঠান অন্যান্যদের উপরে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হয়।

ব্যাংক পরিচালনা 'ব্যাংক ব্যাংকীয়ে' বিষয়ক আলোচনার অন্যান্য অন্যান্য সমাধান প্রাপ্তির সমাধানের কুমারত শর্তাবলে, বিভিন্নসমূহ নির্ধারিত ব্যাংকের উপযোগে অন্যান্য কুমারত্বগুলি, অন্যান্য সিস্টেম ব্যাংকগুলী ব্যাংকে ব্যাংকে ব্যাংকে। ব্যাংকীয় ফেরেরই সমস্যাগুলো ব্যাংক ব্যাংকীয়ের ব্যাংকগুলোতে কুমারত কুমারত্বগুলোতে ব্যাংক ব্যাংকীয়ে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হয়। বিষয়গুলো ফেরে ব্যাংকে বিভিন্ন বিষয় সমাধান ব্যাংক ব্যাংকীয়ে, ব্যাংকিং ফেরে, ব্যাংকিং ফেরে, ব্যাংকিং ফের

অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানটির উপস্থিত থাকেন মধুর হাজারিকাই ডাকুটির বাজার অনলাইন পাঠচক্রের প্রধান নাম NEXT LAS-এ জেলার অবস্থিতির ঘটিকা অধ্যায়। আয়োজন ডিজি অফিস পদ্ধতি— মধুর হাজারিকার সাধারণত এই কর্মিটিতে অফিসটিকে অনলাইন দিনের এই পরিচালনাতুরের সাথে যোগেন নতুন গতি তিন আজ অফিস-পরিচিতায়ে সেরা সভার সেরাকুর করি।

১৪। অফিস পরিচিত ঃ পরিচিতে নতুনটির অন্য হাত-হাতীনিকদের টে হাত-হাতীনিকদের পাশে আমি সেখানেকদের পাশে 'অফিস পরিচিত' শীর্ষক এক অনুষ্ঠিত আয়োজন করেছে। অফিস পাকার নিকাশ খুবে সম্মতিদের টেকে সাধারণকদের পরিচিত অবতী নিকাশ পাশে এবং অফিস আজকে আনুষ্ঠিত করেছি।

১৫। সিনেমুনীতে নকমর্মিট ঃ আজকে কার্যালয়ের সমাপ্তিতেই ১ নাম নিকাশ আজ আজ হাত-হাতীনিকদের পাশে যি সিনেমুনীতে নকমর্মিটের মুনিয়া অফিস, অফিস সিনেমিনিকদের, সিআলয় সিনেমিনিকদের আজ আজারী সিনেমিনিকদের হাত হাতীনিকদের সেরা মুনিয়ার পাক পরিচয় হয়। হাত হাতীনিকদের পরিচয় জেলার আলয় আপিসিআরে মুনিয়া হাত-হাতীনিকদের হাজারকারিক আনুষ্ঠিক হয়। পরিচয় হাত-হাতীনিকদের পাশে নিকাশ পাশে আজারীকেরীকদের সমাপ্তি আলয় আমি আমি পাকদের আজন্ত আসে। আজকেকর পাকদের শিকাকর্মীতে ১ নাম নিকাশ আজ আজ হাত হাতীনি সিনেমুনীতে নকমর্মিটে আজন্ত সমাপ্ত আজ আজন্ত আসে। হাত হাতীনি একক অফিসের সমাপ্ত হয়। এই জেলার নিকাশটিকে নতুন গতি নিকাশ পাশে আপিসিনে উপিকে মুনিয়া সম্পাদক সিনেমুনীতে পরীক্ষীকদের একদম আমি মুনিয়ন।

১৭। পাকমর্মী অফিসকর ঃ আজকে কার্যালয়ের এক একমর্মীকে নিকাশে টে আজারী শেশি নিকাশে সিনেমিনিকদের পাকদেরই পাকমর্মী মুনিয়ন আজ আসে। 'জেন্ড-কেশনকর, শিকাশ পাকদের পাকে'— এই জেলাকদের পাকিনিকদের নেতৃত্বকর অফিসকর হয়। আজকেকর পরিচয় হয় পাকমর্মী। হাত একদা সমাপ্ত একদম আজ জেলে মুনিয়ন আজপিকদের আমি আজকর আমি পাকিনিকে সমাপ্তকর আজকর আজ আজকর্মীকে আসেকর্ম টি সেরা জেলে পাকা টি আজ সেরা পাকদেরীকদের নিকাশ আজকুকর পাকদের আমি আসেকর্ম পাকে। আসে আসেকর্মীকে নিকাশ পাকদের একদম আজ আজ।

১৮। শীতে পাকদের টেকে আজকে ঃ পাকি সিনেমিনিকদের হাত একদা পাকদের হাজারকর হাজারকা পাকিনিকে আজন্ত শীতের শীতে পাকদের টেকে একদা আজকালে আজকর আনুষ্ঠিকদের আসেকর্ম পাকে। পাকমর্মীকদের আজ পাকিনিকে পাকদের আজ, 'আজকুমীর আজ 'আজন্ত হাজারকর্মীর আজকর সিনেমি আজ, আজন্ত শীতেআজকর্মীতে একটি আসেকর্মকদের পাকিনিকদের টেকে আজকী আজ।

১৯। শীতিন মুনিয়নে ঃ ১৮ আজকী আসিনে পাকি সিনেমিনিকদের একটি একদা পাকমর্মী সেকেন্ডপাকদের পাকে মুনিয়ন পাকদি সিনে পাকদিন পাকদিনিকে পাকদের নিকাশ সিনেমে টেকে একটি মুনিয়ন মুনিয়ন মুনিয়ন মুনিয়নিকদের আসেকর্ম পাকে। আজকে মুনিয়নি আজ পাকিনিকে আসে পাকিনিকদের আজকর আজকর্মীতে একটি আসিনেকর্মিটে একটি আসিনেকর্মিকদের আজন্ত আজ। সিনেমি মুনিয়ন আজ টি সিনেমিনি আসিনে আসিনেকর্মিকদের আজকুমীর আজকর্মীতে আজন্ত আজ আজকর আজকর আজকর্মীকে আজকর্মীকে আজকর্মীকে

Vice President

"Embracing the uncertainty and enjoying the beauty of becoming" - these shall be the exact set of words that I would love to answer, every time I am asked to reflect upon & describe my journey as a Convenant! With an open heart and mind, I stepped into this esteemed institution, unencumbered by expectations. What unfolded was a rich tapestry of experiences, replete with invaluable lessons that have fortified my sense of self and purpose. I extend my deepest gratitude to each and every Convenian, who entrusted in me the privilege of serving our Alma Mater, amplifying their voices, and addressing their concerns.

As I look back on our tenure, I am filled with a sense of pride and accomplishment, knowing that our initiatives were successful, receiving utmost support and guidance from our Hon'ble Vice Chancellor – Dr. Ramesh Deka Sir, respected Prasanta Saikia Sir (Director of Students' Welfare), respected Dr. Manjit Bhattacharya Sir (Dean, Students' Welfare), and my advisors, respected Dr. Bandana Sharma Ma'am and Dr. Hiren Deka Sir. Alongside my fellow students' union members, we collectively brought to fruition a plethora of events, including the Vanity Week, Nazi Pawan Baruah Memorial Art Exhibition, putting efforts advocating for enhanced medical, classroom, and library

facilities, among others. Below, I outline the initiatives that we endeavored to complete during my tenure as Vice-President of the students' union (2022-23), driven by the unwavering support of my enthusiastic juniors, seniors and batchmates.

• **Assam Book Fair 2022-23** : Cotton University undoubtedly has been one of the consistent names making it to the top three positions at the annually held Assam Book Fair. This year, I was privileged to host the cultural evening representing our university, at the same time looking after the entire team's preparation & assigned events. In between the pressure of examinations, contemporary to the AIU events, a team of Cottonians got together. Keeping our theme – "The role of women through the pages of Assam's History", a series of events were prepared, & we are glad to share that Cotton University successfully secured the second position, a testament to our collective efforts.

• **Seminar on JEE/NEET Guidance**: Upon assuming the position of the Vice President, our interactions with Higher Secondary students revealed a critical need for guidance on competitive exam preparation. In response, we convened a seminar focusing on JEE and NEET-UG fundamentals. We were honored to host Mr. Avishek Baruah, founder and Director of Spectrum Edventures, who holds expertise in mentoring 3,000+ students across Assam and the North East as our guest of honour. His insights proved invaluable, empowering students to excel in these exams and ensuring the seminar's success.

• **Cotton University's Inaugural Model United Nations (MUN) Conference** : An idea that kept lingering in my mind, since the day I became a part of this university, while being a witness to the perks that a Model United Nations' conference can leave behind for a delegate, we were determined to make the first ever Cotton University MUN conference a reality. Assigned with the role of Chairperson of Affairs, I am filled with gratitude to have co-led an organising committee who put their best foot forward in delivering excellence & a quality conference to the 250+ delegates who participated from across the North eastern states. Six Committees were simulated in the Conference, each dedicated to addressing pertinent global issues and fostering constructive debates among the delegates. The conference commenced with an inspiring Opening Ceremony graced by the Education Advisor, Government of Assam, Professor Nani Gopal Mahanta, and Editor-in-Chief of Northeast Live, Mr Wadud Hussain. The Valedictory Ceremony was held in high regard with the presence of the Honourable Governor of Assam, Gulab Chand Kataria, as the Chief Guest. Our heartfelt gratitude shall remain with the Intellectual Forum of North East, for their collaboration, indelible support and for acting as a backbone to this conference.

• **Interactive Session on CUET-UG** : In response to the introduction of CUET-UG score based UG Admission at Cotton University, the Admission Desk and Students' Union collaboratively hosted an "INTERACTIVE SESSION on CUET-UG", to address all the student concerns and clarify the admission process for the candidates. Our respected Academic Registrar – Dr Sanjay Kumar Dutta sir, along with Dr Abhijit Barthakur sir (HOD, Department of Mass Communication, Journalism & Media Studies) & Dr Rima Talukdar ma'am (Associate Professor, Department of Statistics) served as the guest speakers and interacted with the students. Moderating the entire session, and until the completion of admissions, I consistently acted as a mediator between the students and the admission desk, addressing their necessary queries and delivering them the required information. We were glad to successfully become a helping hand to hundreds of students across the state through this initiative.

Alongside this collaboration, on a personal level, making the most out of our social media reach, we organised two more seminars (online) on CUET-UG as well as CUET-PG for around 600 students of the state, making their entire process, beginning from CUET registration & preparation till applying to their desired colleges, a smooth & easy one.

• **Enhancing Campus Health Infrastructure - First Aid Box Distribution**: The betterment of health facilities available in the university has remained a highlighted issue to work upon. A lot has already been done by the student union of yesteryears as well as during our tenure. Adding to it, we successfully distributed 50 First Aid Kits in the entire University, including all four boys' hostels and three girls' hostels. For any Commission requiring immediate medical help, shall find these Kits in all the floors of MCB & BKB buildings, Indoor stadium, Mass Communication Department, Physics Department, Zoology Department, respectively. We expect the required maintenance of these Kits, in order to serve its required purpose in urgent cases.

• **UGC NET and SLET Guidance Seminar for Post Graduation Students:** In response to valuable suggestions from our seniors, we organized a seminar to provide guidance on preparing for the UGC NET (National Eligibility Test) and SLET (State Level Eligibility Test). In collaboration with Centre Chetra Odeya and Career Hire, esteemed mentors from Career Hire Institute shared their expertise, enhancing the knowledge and skills of our Post-Graduation students. We trust that future student unions will continue this initiative, empowering each batch to pursue their academic and professional aspirations.

• **As a member of the Students' Advisory Council (SAC)**: In 2022, I was elected as the Life Sciences' Faculty representative to the Students' Advisory Council (SAC), and in the subsequent year I was a part of the council while serving as Vice President of the students' union. During two pivotal council meetings, guided by the Member Secretary and respected authorities, we addressed a broad spectrum of concerns, encompassing: Research scholars' grievances, NCC cadets' and NSS members' needs, Hostel, library, and laboratory facilities enhancements. Through collaborative deliberations, we proposed and refined solutions, yielding productive outcomes.

Notably, I, along with fellow council members, advocated for allocating dedicated funds to the Placement and Career Counselling Cell/Guidance and Counselling Cell. This initiative aims to empower students with comprehensive career guidance, enabling informed decisions about their future trajectories.

• **Additional Initiatives:** Beyond the aforementioned endeavors, we, in collaboration with Centre Chetra Odeya, undertook the initiative of Celebrating the **50th World Environment Day Celebration** (June 5, 2023). We commemorated this milestone by planting 50 "Debadaru" saplings and 20 assorted plants across the university campus, promoting environmental sustainability.

- **Talk for the youth, Topic : Alcohol, Culture and Health** by Honble Vice Chancellor Ramesh Deka Sir, aiming to educate and enlighten the university students about the risks and consequences of alcohol consumption, empowering them to make informed choices and develop healthy habits.

- **University Workers' Felicitation**

We recognized and honored the tireless efforts of university workers who maintain the campus's cleanliness and greenery.

- **IIT-JAM Toppers' Felicitation Ceremony**

Our union promoted a ceremony to honor IIT-JAM toppers, acknowledging their achievements and inspiring future batches to uphold excellence. We are hopeful for this tradition to be continued by the elected members in the years to come.

In acknowledgement of our union's concise span, we only earned the power to work upon and formulate the strong base noted by the unions of yesteryears, wanting the place of change, sown by our respected seniors. With utmost respect to our Alma Mater, with the hope that the ones who shall bear these positions in the years to come, will further strengthen this base with their untired efforts and continue to celebrate Centre as an abode of learning and holistic development, I conclude this report. The ultimate assessment lies in the hands of the Commission, who shall assign the deserving adjectives

to our mistakes. But for any mistake or faults that we must have committed unknowingly, with all humility we seek for forgiveness.

Long live Cotton University
Long live Cottonians

Himparna Das

সাধারণ সম্পাদক

সভা। সভাগুলি পরিচালনা আর কতদূর ঠিক হতে পারে। ছাত্রীদের অভিভাবকের মতোও ভাবনী যদি আর, তো সবচে।

আমি সভার আলোচনা সংক্ষেপে আপনি এখন প্রশ্নে পরিচালনা হয়ে আর-একটি কথা বলে শেষ করব, আমার পাশে আছিল তোমাদের সবাইকে। এটিকে আমিও তার কর্তৃপক্ষের পরিচালিত করার মূলেরাইটি নিয়ন্ত্রণ থাকে আমি ছাত্রীদের শেষাংশে নিশ্চিতের সমাধানে আমার মূলত।

আমি এ পর্যন্ত তোমার কথাগুলি আলোচনার পরিচালন করেছে, এবং মধ্যে কখিন আপত্তিজনক আলোচনা অবশ্যপরিহার প্রস্তুতি।

এই সভার আলোচনার আমরা কথা আছিল— আমিদের নতুনের পাওয়ার হওয়া। এখানের সমস্যা, এখানের চলন রাতির ব্যবস্থা। আমরা হওয়া এক সহযোগিতার পরিচালন। এই শেষের আমি সভাতে আমি পরিচয় তোর সব বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম আলোচনাগুলি আর আরো আলোচনাগুলি তোমাদের চিন্তা-নতুনের মতিন হলমটী তোর হন।

আমি আরো সালাম আমুন, আমার সাথে। আপনিও সালামের সঙ্গে তোমি আমাদের বিভিন্নি তোমার আমার এই পর্যায়ের আলোকপাতের সহযোগিতার আলোকপাতের ধরে আমি সভার আর আমি আমার যদি তোমা তোমাদের কথা ছিল—

১) বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সকলের আলোচিত সমস্ত, সমূহ পর্যন্ত উপলব্ধি আর মূলধারণির সমাধানমূলক সমাধান।

২) আলোকপাত আর আর ছাত্রীর আমার বিদ্যালয় পরিচালন পূর্ণাঙ্গতা। পরীক্ষার আমিদের কথা আমার যদি বিদ্যালয়ীদের তোমা তোমার তোমাদীয় ভিত্তিক যদি চালন।

৩) ছাত্র ছাত্রী আর শিক্ষকদের আমার তোমাতোমার এর অনুকূল আলোচনার সৃষ্টির পাবে, বিশ্ববিদ্যালয় আলোচিত মূল কথন পাবে আমার। প্রশ্ন। যে কখিন উপস্থিত আমাদের পুনরায়ের আলোচনা হয়েছে।

৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসালয়গুলির তোমার উপযুক্ত আমি তোমা।

৫) ছাত্রী নিবাসগুলির হয়েছেলিয়ার আর-মূলধন তোমার কর্তৃপক্ষের আমাদের মূল কথা।

৬) বিশ্বাসঘাতে সকল ছাত্র ছাত্রীদেরকার এখন মূল আর চালানর তোমি কথা।

৭) ডিজিটালের আমাদের আর সম্পূর্ণ কথার পাবী মূলধ হয়। আলোকপাত সম্পাদিত আমা আর ছাত্রী নিবাসের আমি তোমাদের আপনিও আমি তোমার পাবে আমার প্রশ্ন।

৮) কখিন ছাত্র ছাত্রীর আমার তোমিক, প্রতিষ্ঠিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ উন্নীতকরণ আর ছাত্রসংসদীয় যা পুলিয়া চালনার তোমার কর্তৃপক্ষের তোমে তোমাদিয় কথা।

৯) পরিচ আমা আমার আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিকভাবে পূর্ণাঙ্গ ছাত্র ছাত্রীর পাবে নেয় আমিদি নতুনা নিবাসের আর চলনালয় আমার আলোকপাত আমাদের একার পাবা পারব হয়।

১০) উচ্চতর আন্তর্জাতিক প্রকাশনার আমিদ তোমার নিবাসটোর পাবার ঠিক উপস্থিতি আমার ছাত্র একার পাবা। আমিদো আমার আন্তর্জাতিক নিবাসের পাঠ্যে আর আমি আন্তর্জাতিক আর পরিচয়।

১১) মুক্তকলা (BLA) নিবাসের ছাত্র ছাত্রী আমা আলোকপাত পাবে পাবী পর নিশ্চিত। আমার ছাত্র একার আর পরিচালনে একটির

সহকারী সাধারণ সম্পাদকঃ

"...প্রতি বছরের ডিসেম্বরের শেষে
পুরোনোই সব ভেঙে
নতুন বছরের ঠাঁই আসার ঠিক
ঠিকানায় যেতে হবে।"

ড. সুলেখা হালদার

নতুন... ! সৃষ্টিসুখের সন্ধানে যেমনি আছে এটি জীবনের সবচেয়ে প্রাচীন 'আমি'। তেমনই আছে এটি পরিবার বোধে পুরুষের সেবাধর্মী আত্মকেন্দ্রিক রূপে 'আমি'। এর বাইরে কর্মক্ষেত্রে গড়ে তোলে যারা আমি হই সৃষ্টিসুখের সন্ধানে আজ দায়বদ্ধতার নিয়মে, জীবনের সোয়াদমুখি যাত্রার প্রথমটি ভোরে। সবচেয়ে সবচেয়ে ভোর লগ্নে তোলে এই যাত্রার মধ্যযাত্রার ভোরে ২০১৫-১৬ বর্ষের অভিযাত্রাসমাপনে আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র একতা সমাজ সহকারী সাধারণ সম্পাদকরূপে যাত্রা শুরু করেছিলাম যাত্রা তোলে তোলে ঠিকানে নিয়েছিলো আমি আমি হয়ে ওঠার অভিযাত্রার ঠিক তোলে আসলেছিলাম এক ও অনুভবে সমস্ত সত্তিকে। ঠিকানে যাত্রা এই যাত্রাবিদ্যা সমাপনান্তে প্রত্যয় কুসুমের ঠিক ধর্ম।

আমি শুরু এক-পুরুষ সমাজে কিংবা নিজ পরিবার পুরুষ আমার আছি। তবুও সহকারী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে 'অভিযাত্রা'র প্রতিটি সমস্যার সমাধানে কাজের হিসেবে কথা অভিযাত্রার সাথে তোলে প্রতিটি অভিযাত্রার নিমাণে নিয়ে নিয়েছে শত নিজ আমি আসলেছিলো। একজন সাধারণের পাশে ঠিক তোলে এই সমাপ্তিতে আমি কথা পুরুষের আমার সাধারণ প্রয়োজনে—

সমাজ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তোলে প্রথম পরিচয় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় শপথগ্রহণসমারোহে অনুষ্ঠিত ঠিক আমি সমবয়ী পুরাতনে আয়োজন কথা। শপথগ্রহণ কথা বলি আমিন

প্রতিবেদন পরিচয় সমাজ এবং সমাজ ঠিক ঠিকানে।

১৫) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানটির আমিন তো ঠিকানে নিয়ে তোলে (তোলের আমাদের ছাত্রসংগঠন কুসুম আমি কথা নিজস্ব ছাত্র-ছাত্রীদের কুসুমদের নিজের তোলেসমূহে পরিচয় ঠৈশিক্ষক আমাদের আজ সমস্যার সমাধান তোলে নিয়ে। ইতিমধ্যে প্রজাতান্ত্রিক আমাদের আজ সমাধান ঠিকানে। বর্তমানিকালে শপথ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যসভা না আসাবধিন শপথ, পরীক্ষাকেন্দ্র শপথ আমিনের পরি কথা নিজস্ব সমাপ্তিটির প্রজাতান্ত্রিক আমাদের কুসুমদের কুসুমদের ছাত্র। আমি শিক্ষার্থী পার্শ্বিবেশীয় আমাদের নিজস্বতা তোলেসমূহে ঠিক ঠিকানে।

১৬) সাহায্যের নিয় এবং প্রাপ্তির মধ্যবর্তী আমাদের। ছাত্র একতা সমাজে তোলিমাসের, সমস্যা আমিনেমাদের সমাপ্তিসমাপ্তির নিজস্বিসমাপ্তির কুসুমদের নিজের আমি ঠিকিৎসায় তোলিমাসের সমাপ্তির আমাদের আমার আমাদের কমিটিমাসে।

১৭) প্রাপ্তিসমূহ কমপিনের আমাদের, পরিমাপের সমাধানের আমি নিয়মের সমাধান তোমিমাসের আমাদের কমিটিমাসে।

১৮) আমাদের ছাত্র একতা সমাজ আজ আমিনেমাদের একটির নিজস্বিসমাপ্তির আমিন তোমিমাসে তোমাদের আমাদের ঠৈশিক পরিমাপের নিজস্ব আমিন সমাজ আমাদেরকে প্রজাতান্ত্রিক নিজস্বতা কমিটিমাসে। আমি আমাদের Clean Campus নিজে এবং প্রথম তোমে-তোমে আমি।

আমিন শপথের সম্পাদকের আমি যে সমস্যার আমাদেরকে আমাদের আমাদেরকে কমিটিমাসে। আমিন আমাদেরকেও, কমিটিমাসের আমাদেরকে তোমাদের তোমরা আমি আমি একাধিক নিজস্বতা নিজস্বতা নিজে নিজের আমি আমিন, তোমি আমাদের আমি আমি আমাদের তোমি কমিটিমাসে। আমি আমাদের, তোমাদের তোমি আমাদের আমাদের কমিটিমাসে।

আমাদের আমিন
আমাদের কমিটিমাসে।

অনুবাদক শপথগ্রহণ

সম্পাদক, কটিনিয়ান

নানা রঙ

সম্পাদনা (১৯৫৯-৬১) পাঠাভ্যাস বেশি, অনাবশ্যক বাহুল্যের নিষ্ঠুর কাটছাঁট কুমার নাগ। প্রতি পরিচ্ছেদের প্রথমদিকে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বে 'কবিতিহাস'-এর প্রাক্তন সম্পাদক উপস্থিত থাকি অনুরোধে নিজের কবি সমাজ শ্রেণীর সৃষ্টি করে। প্রাক্তন সম্পাদক প্রসঙ্গে নিজীব চন্দন, কান্তা কবিতা প্রকাশনা, মুদ্রণ কক্ষের সহযোগ, হিসাবের প্রভার নাগ, পুরিচয়ের ভেদাস, অভিজিৎ দত্ত অতিথির ভেদিত্যোতক অনুভব ব্যক্ত করে। অনুপস্থিত, 'কবিতিহাস'-এর সাবেক সম্পাদক ঐতিহ্যবাহী পরিচালকদের অনুপস্থিতিতে ভেদিত্যোতক লিখা পাঠানো প্রসঙ্গ করে। পুরনো সময়ের 'কবিতিহাস' আলোচনার সাবেক কাগজটি সমূহ অনিল পাঠকে বিভিন্ন পাঠানো আলোচনা হয়। এই ঐতিহাসিক ক্ষণে প্রতিবেদিত ছয় প্রকার সভাটি অভিজিৎ সমাপনে পাঠক পাঠ সভাপতিত্বে লিখা-পাঠানো করা হয়।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই কার্যসূচী সুকুমারে সম্পন্ন অনিবার্যে আমার আরো বিশেষ প্রোগ্রাম সংযুক্ত অনুপস্থিতি ১৪.১০.১৯ তিনার আরো অনুভব করে। এই ক্ষেত্রে তদানীন্তন পরীক্ষার লিখন কুমার নাগ ছাড়া, আলোচ্য পরীক্ষার অংশগ্রহণ করিয়া প্রকৃত শনাক্ত করেন।)

লিখনিবন্ধের সমূহ : অনিল লিখনিবন্ধোৎসব ২০২২-২৪ পর্যন্ত লিখনিবন্ধের অনুষ্ঠান লিখনে লিখা পরিচয় প্রতিবেদনিকাসমূহ ১৩.১৪ পর্যন্ত ১৯ ফেব্রুয়ারী অনিবার্য কুমারনাগ ভেদাস্থানে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবেদনিকাসমূহ উত্তোলন করি লিখিত করি পাঠানো কুমারে পরিচয় ভেদিত্যোতক কুড়ু পাঁচ পুরি অভিজিৎ করে।
লিখনিবন্ধোৎসব কমিটির উদ্যোগে ঘটনে ছয় ভেদা প্রথম অনুষ্ঠান করে-সমাপন সমাপনের প্রসাদ শর্মী অনুষ্ঠান আলোচনাকারী প্রতিবেদনিকাসমূহ অংশগ্রহণ করে। লিখনে লিখা প্রতিবেদনিকার বিভিন্ন সমূহ সমূহী প্রতিবেদনিকা লিখন ১১.১৮ সমাপন পাঠ পরিচয় ৬ সমাপিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগী শাখাতে প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীতে আলোচনা করে। ১১ ফেব্রুয়ারী অনিবার্যে লিখনে অনুষ্ঠান সমাপ্ত প্রতিবেদনিকা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পরিচ্ছেদ অন্য অন্য প্রতিবেদনিকাসমূহ অনিল অভিনব পরিচয় প্রতিবেদনিকা, অনাবীয় অন্য ঐতিহাসী কবিতা অনুষ্ঠি প্রতিবেদনিকা। এই প্রতিবেদনিকাসমূহের সম্পাদে ছাত্র-ছাত্রীতে আলোচনা হয়। সমূহ প্রতিবেদনিকার পাঁচ লিখনে অনুষ্ঠিত হোস ১৭ ফেব্রুয়ারী অনিবার্যে কুমারনাগ ভাগে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিতি মাধ্যমে অন্য অন্যান্য প্রকার বিশিষ্ট সমাপনোত্তর অনিবার্য অনাবীয় মাধ্যমে পাঁচ লিখনীয় সমাপ্ত আলোচনা করে। অনাবীয় অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সুকুমার নাগ, বিন্দু ভাস্কুকারী, লিখিনার বিং অন্য কুমিনা আলোচনাটি এই কার্যসূচীতে পাঁচ লিখন করে। অনিবার্য সমাপনীয় ছাত্রে ভেদাস অনুষ্ঠান বিন্দু পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীতে উপস্থিতি অন্য অনাবীয়ে এই কুমারটি আলোচনে লিখি পুরস্কার ভোগের অনুষ্ঠানে অন্যান্য প্রকাশ করে। সমাপ্ত সমূহে ১৮২টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। উপস্থাপনায় ১৪ ফাইনালিস্ট আলোচনী প্রতিযোগিতার প্রায় ১৪০জন আলোচনীতে অংশগ্রহণ করি আলোচ্য অনুষ্ঠিত অন্য অভিজিৎ করে। প্রতিযোগিতাসমূহের অংশগ্রহণ করা সমাপনোত্তে এই আনুষ্ঠানিক কুমারনাগ অংশ করিয়ে। প্রতিযোগিতাসমূহ পুরস্কারে অনুষ্ঠিত করার সমাপনোত্তর লিখনিনাগের কর্তৃপক্ষ, এলাকায়, সমূহ লিখাকর, প্রমুখ করি সমাপনোত্তে আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ করেছেন। প্রদানকারীসমূহ তালত উত্তোলন করা হয়েছে।

পুরস্কার করা লিখন
কুমার পাঠ (অন্য লিখা লিখনার)
প্রথম : সমর্থ নাগ (কুমারনাগ লিখন)
দ্বিতীয় : নাসিক শাকের (উদ্যোগ প্রথম পর্ব)
তৃতীয় : পরিমী প্রেরিকা (কুমারনাগ লিখন)
আকৃতি লিখন সমর্থন (ঐতিহাসী লিখন)
মূল প্রতিযোগীর সংখ্যা : ৪০

কেলিগ্রহণী (আনাবীয়)
প্রথম : পরমী খান তালাবাসী (কুমারনাগ লিখন)
দ্বিতীয় : অনাবী সাহেবেরটি (পরিচয় লিখন)
তৃতীয় : লিনি টেক্স (আনাবীয় লিখন)
আলোচ্যসাধারণীন মূল সংখ্যা : ৬

কেলিগ্রহণী (ঐতিহাসী)
প্রথম : আনাবী শর্মিলীয়া
দ্বিতীয় : ঐতিহিপ্রথম পাঠানিকা
তৃতীয় : কুনাবী সুকন্দ
আলোচ্যসাধারণীন মূল সংখ্যা : ১১

আঞ্চলি প্রতিযোগিতা
প্রথম : ঐতিহিপ্রথম পাঠানিকা (লিখনার লিখন)
দ্বিতীয় : পুরিচিত্রা পাঠক (কুমারনাগ লিখন লিখন)

তৃতীয় : আনিস আহমেদ (বিজ্ঞান বিভাগ)
আন্তঃমহকালীন যুদ্ধ সালঃ ১৯

ডিবেটিং প্রতিযোগিতা
প্রথম : নাসিম পারভেজ (৯ঃ মাঃ প্রথম বর্ষ)
দ্বিতীয় : ইসরিনুন নাসরিন (বিজ্ঞান বিভাগ)
তৃতীয় : রীমা মজুমদার (৯ঃ মাঃ প্রথম বর্ষ)
বিশেষ যুগ্ম তৃতীয়স্থান (শিক্ষা বিভাগ)
আন্তঃমহকালীন যুদ্ধ সালঃ ১৯

কাব্যগ্রন্থ (প্রথম দিবা) প্রতিযোগিতা
প্রথম : নাসিম পারভেজ (৯ঃ মাঃ প্রথম বর্ষ)
দ্বিতীয় : আবুল হাসান খন্দকার (ইংরাজী বিভাগ)
তৃতীয় : বিশেষ যুগ্ম তৃতীয়স্থান (শিক্ষা বিভাগ)
আন্তঃমহকালীন সালঃ ৭

ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা
প্রথম : রিজিশ বাশফল (বিজ্ঞান)
দ্বিতীয় : ঝিলী মজুমদার (৯ঃ মাঃ প্রথম বর্ষ)
তৃতীয় : সাবুরুন্নাহার চৌধুরী (রাজনীতি বিজ্ঞান)

কবিতা আবৃত্তি (অন্তর্বাস) প্রতিযোগিতা
প্রথম : শীমন্ত রাজকিশোর (রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ)
দ্বিতীয় : কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ফুটবল বিভাগ)
সিন্ধু চেকমা (অর্থনীতি বিভাগ)
তৃতীয় : মুক্তি রানা চেকমা (শিক্ষা বিভাগ)
মুকুল শর্মিলা (সমাজকর্ম বিভাগ)
আন্তঃমহকালীন যুদ্ধ সালঃ ৯৯

ইন্টার বিশ্ব প্রতিযোগিতা (ইংরাজী শব্দ)
প্রথম
প্রথম : মুকুলিকা পাল্লি (বিজ্ঞান বিভাগ)
দ্বিতীয় : রাজনী সেন (সমাজ পানু বিভাগ)
তৃতীয় : রিয়াজ খান (ইতিহাস বিভাগ)

দ্বিতীয়
প্রথম : শিশু সেনগুপ্ত (ইংরাজী বিভাগ)
দ্বিতীয় : অরিন্দম কবিতা (শিক্ষা বিভাগ)
তৃতীয় : রাজকন্যা অট্টাচার্য (ইংরাজী বিভাগ)
যুগ্ম আন্তঃমহকালীন সালঃ ৯৯

সমাপ্ত
প্রথম : নিলিমেষ দি কাজল (ইতিহাস বিভাগ)
দ্বিতীয় : নবীনা ঘটক (প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগ)
তৃতীয় : মুকুল টমস (৯ঃ মাঃ প্রথম বর্ষ)
যুগ্ম আন্তঃমহকালীন সালঃ ৯৯

কবিতা
প্রথম : মুনাফী চৌধুরী (ইংরাজী বিভাগ)
দ্বিতীয় : শিশু সেনগুপ্ত (ইংরাজী বিভাগ)
তৃতীয় : রিয়াজ খান (ইতিহাস বিভাগ)

নিবন্ধিক
প্রথম : মাসী এলা (পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ)
দ্বিতীয় : নিবন্ধিকা (রাজনী) (পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ)
তৃতীয় : নিলীক ঘটক (অর্থনীতি বিভাগ)
আন্তঃমহকালীন যুদ্ধ সালঃ ৯৯

ঘাসে খেলা
প্রথম : রাজকন্যা অট্টাচার্য (ইংরাজী বিভাগ)
দ্বিতীয় : অরিন্দম শর্মা খন্দকার (ইংরাজী বিভাগ)
তৃতীয় : রিয়াজ খান (ইতিহাস বিভাগ)
আন্তঃমহকালীন যুদ্ধ সালঃ ১১

শীমন্ত খন্দকার (৩য়)
প্রথম : রাজকন্যা অট্টাচার্য (ইংরাজী বিভাগ)
দ্বিতীয় : পক্ষা রিয়াজ খান (ইংরাজী বিভাগ)
তৃতীয়স্থান অট্টাচার্য (৯ঃ মাঃ প্রথম বর্ষ)
তৃতীয় : রিয়াজ খান (ইতিহাস বিভাগ)
আন্তঃমহকালীন যুদ্ধ সালঃ ৯২

প্রবন্ধ
প্রথম : মুকুল শর্মা (ইংরাজী বিভাগ)
দ্বিতীয় : অরিন্দম দেবরা (ফুটবল বিভাগ)
তৃতীয় : তুলা বর্মা কাজল (কাজল বিজ্ঞান বিভাগ)
আন্তঃমহকালীন যুদ্ধ সালঃ ৯৯

অনুবাদ (কবিতা)
প্রথম : শিহাব নন্দ (ইসলামী শিক্ষা)
দ্বিতীয় : কুলসুমী বালাগ (আরবি বিভাগ বিভাগ)
তৃতীয় : শাহা ফিরদ নাস (ইসলামী শিক্ষা)

কলা সমাবেশনা
প্রথম : মুসফিকা শর্মা (শিক্ষাবর্ষ)
দ্বিতীয় : সিলিম্প দি বালাগ (ইতিহাস শিক্ষা)
তৃতীয় : অক্ষরাত্ব নন্দ (ইসলামী শিক্ষা)
আন্তঃস্নাতকীয় যুদ্ধ সংখ্যা : ১০

হাকন আলম
প্রথম : আহমেদিনা হাজলিকা (শিক্ষাবর্ষ)
দ্বিতীয় : কুবিলা ফ্রেন্স (পদার্থ বিভাগ)
তৃতীয় : সিলা আরী (অর্থনীতি বিভাগ)
আন্তঃস্নাতকীয় যুদ্ধ সংখ্যা : ১২

ফারা সিরা শিহাব (ইসলামী)
প্রথম
প্রথম : ফ্রেন্স শাহকলেজ (সমাজকল্যাণ বিভাগ)
দ্বিতীয় : অনিকা বালাগ (রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ)
তৃতীয় : মিলড্রিনা বালাগ (উচ্চতর আন্তর্জাতিক প্রথম বর্ষ)
আন্তঃস্নাতকীয় যুদ্ধ সংখ্যা : ৪

তৃতীয়
প্রথম : সিলিক হাটিল (অর্থনীতি বিভাগ)
দ্বিতীয় : মিলড্রিনা বালাগ (উচ্চতর আন্তর্জাতিক প্রথম বর্ষ)
তৃতীয় : শিহাব নন্দ (ইসলামী শিক্ষা)
আন্তঃস্নাতকীয় যুদ্ধ সংখ্যা : ৬২

কবিতা
প্রথম : সিলাত ফ্রেন্সাল (পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ)
দ্বিতীয় : মুসফিকা বালাগ (অর্থনীতি বিজ্ঞান বিভাগ)
তৃতীয় : শিবা সেনাবধূ (ইসলামী শিক্ষা)
ত্রিতলা নাস (পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ)
আন্তঃস্নাতকীয় যুদ্ধ সংখ্যা : ৪৯
পীত শিখা
প্রথম : শিবা সেনাবধূ (ইসলামী শিক্ষা)
দ্বিতীয় : মুসফিকা বালাগ (অর্থনীতি বিজ্ঞান বিভাগ)
তৃতীয় : ফ্রেন্সবর্ষিনি ঝর্ণালী (উচ্চতর আন্তর্জাতিক প্রথম বর্ষ)
আন্তঃস্নাতকীয় যুদ্ধ সংখ্যা : ৬

ধাতৈকল পাণ্ডুলিপি
প্রথম : সজ্জা নন্দত (ভূগোল বিভাগ)
দ্বিতীয় : সিলিম্প দি বালাগ (ইতিহাস বিভাগ)
তৃতীয় : মিলিটিক ফ্রেন্স নাই
যুদ্ধ আন্তঃস্নাতকীয় সংখ্যা : ৪

চলচ্চিত্র সমাবেশনা (হিন্দী)
প্রথম : মিলড় হরিত বালাগ (আরবি বিজ্ঞান)
দ্বিতীয় : হাই নন্দ (প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগ)
তৃতীয় : মিলিটিক ফ্রেন্স নাই

চলচ্চিত্র সমাবেশনা (ইসলামী)
প্রথম : মুসিমবন্দা নন্দ (ইসলামী শিক্ষা)
দ্বিতীয় : ফ্রেন্স শাহকলেজ (সমাজকল্যাণ বিভাগ)
তৃতীয় : এনাজিল আরী নন্দ (ইতিহাস বিভাগ)
হরিণাক্ষ নাস (ইসলামী শিক্ষা)
সিলেট উত্তরণ : শাহরাবী শর্মা (ইসলামী শিক্ষা)

প্রাণ সমাবেশনা
প্রথম : সিলাত্ব নন্দ (ইসলামী শিক্ষা)
দ্বিতীয় : রাজাইল মুসলিম (পরিসংখ্যান বিভাগ)
তৃতীয় : তিলাসা নাস (ইতিহাস বিভাগ)
আন্তঃস্নাতকীয় যুদ্ধ সংখ্যা : ১০

ধরণিজাত গন্ধ
প্রথম : হাবী নন্দ (দর্শন বিভাগ)
দ্বিতীয় : তিরাসা নাস (ইতিহাস বিভাগ)
তৃতীয় : সেনাবিনা ভট্টাচার্য (উচ্চতর আন্তর্জাতিক প্রথম বর্ষ)
আন্তঃস্নাতকীয় যুদ্ধ সংখ্যা : ৭

কবিতার পাণ্ডুলিপি
প্রথম : মিলড়ন শাহকল হাজলিনা (ইতিহাস বিভাগ)
দ্বিতীয় : শিবা সেনাবধূ (ইসলামী শিক্ষা)
তৃতীয় : সিলেন হাজলিনা (ইসলামী শিক্ষা)
আন্তঃস্নাতকীয় যুদ্ধ সংখ্যা : ১৩

ত্রৈমাসিক পরিক্রমা (বিজ্ঞান)
প্রথম : মার্কসীয়তি বিজ্ঞান
দ্বিতীয় : পাশ্চাত্যীয়তি বিজ্ঞান বিভাগ
তৃতীয় : অন্যান্য বিভাগ অন্তে পরিচয় বিভাগ

প্রধান সম্পাদিকা: মল্লিকা দেবী : অন্যান্য মুখপত্র
প্রধান চিত্রশিল্পী : অর্চিত্র সরকার

(আলোচ্য অধিকার)

বীজমন্ত্রি মুক্তকলন প্রকাশনালি আনুষ্ঠান: প্রকাশ কর্তিয়ালে, অন্যান্যীয় বীজ বিজ্ঞানী অর্চিত্রিকল বীজমন্ত্রি মুক্তকলনের আয়তন প্রকাশ পরে ১৯ জানুয়ারী তারিখে ঘোষণা করা। যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান প্রকাশনালি প্রকাশনার অর্থে কলিম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র একত্রে পরে (২০২১-২৪)এর ত্রিবর্ষকাল কলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনির ছাত্র পরে। অন্যান্য ১০ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখে পরিপ্রেক্ষিত ১২.৩০ পরার প্রথমি যোগদানের জন্য পুরিয়ালে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয়। পরার আনন্দপ্রিয়ে পরে অন্যান্যীয় যৌবনকাল এর তিনি পরে যেমি প্রথমি করা হয় পরারে পরের অর্চিত্রিকালকালীন প্রতিকৃতির মুক্তপ্রান্তিকে জন্য প্রকাশ হয়। অনুষ্ঠানটির তিনটির পরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসী বিজ্ঞান অন্তরের প্রকাশের পরে বীজমন্ত্রি মুক্তকলন জীবন অন্ত যেমি পর্ব সম্পর্কে আয়োজনের অন্তর পরারে যেমি তিনে পরা পুরি যোগদান করে। অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন অর্চিত্রিকল ছাত্রী বীজমন্ত্রি মুক্তকলন কলিম পরে তারি যেমিটির জন্য নিবেদন করে। অনুষ্ঠানটির ছাত্র একত্রে সভার ত্রিবর্ষী সম্পাদক বীজমন্ত্রি তিনে, পরু প্রীতা সম্পাদক লিন্ড যেমিকে অনুষ্ঠা করি পর ছাত্র-ছাত্রী তিনটির পরে।

ত্রিপ্রহরের যে, পরার অর্চিত্রিকালীন জীবনে প্রকাশী অর্চিত্র প্রকাশ পরিক্রমা 'অর্চিত্রিকল'র পরার।

১৯৫৬-৫৭ প্রথম 'অর্চিত্রিকল'র সংখ্যা কলিম পরিচালক অর্থায়: 'অর্চিত্রিকল'র পুরানি সংখ্যা বিজ্ঞানি অনুষ্ঠা প্রকাশের অর্থায় কার্তিকী প্রকাশ পরিনি প্রথমে কলিম বিশ্ববিদ্যালয় (পুরানি কলিম কলেজ)এ অর্চিত্র অধ্যাপকী 'অর্চিত্রিকল'র ১৯৫৬-৫৭এর সংখ্যাটি ২০২৯ পর্যন্ত ১৯ মার্চ অর্চিত্রিকে কলিম অধ্যাপকের প্রথমে ১৯৫৬-৫৭ পর্যন্ত 'অর্চিত্রিকল'র সম্পাদক ও' পরার ছাত্র মেমিকে কলিম পরিচালক অনুষ্ঠিনিক ভাবে অর্পণ করে। ও' পুরি পুরানে পুরুষ পুরিবর্তনকাল আনন্দরাজ প্রত্যেকদিক ও' মুদ্রণে পুরুষ পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঠিে তিনি 'অর্চিত্রিকল'কে গ্রহণ করে। 'অর্চিত্রিকল'র তিন সংখ্যাটি ঐতিহ্যবাহিত শিক্ষানুষ্ঠানকালে সাংস্কৃতিক ঠিে পরা অর্চিত্র। 'অর্চিত্রিকল'র প্রকাশ সম্পাদক ও' পরার ছাত্র মেমিকে ১৯৫৬-৫৭ প্রথম আনন্দরাজীবিক সম্পাদনা কলকে অর্চিত্রিকরা অন্তে মেমিকে কর্ম ঐতিহ্যে পুরি। যেমনুন কলি কর যে, প্রকাশীয় বীজ বিজ্ঞানী অর্চিত্রিকল পীরামনি মুক্তকলন জীবনে প্রকাশে কলিম মেমি অর্চিত্রিকলেরই প্রকাশ পরিনি। সরকার কর্তিয়ালে প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক ঠিে সম্পাদন সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানি তিনটি অর্চিত্রিকল মেমিকে নিজস্ব সম্পাদকমন্ডলির গ্রহণ করা হয়। 'অর্চিত্রিকল'র পরার্থে তিনটির (২০২২-২৪) কার্যালুী সম্পর্কে সরকার আনোচনা করা হয়। এই সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষিক নিয়ম কৃষ্ণকলি পরে, 'অর্চিত্রিকল'র ছাত্রকল সম্পাদক গঠনালয় ট্রিমূর্তিকে অনুষ্ঠ করি শিক্ষানুষ্ঠানকালে অন্তঃসাংস্কৃতিকালের সম্পর্কে আনোচনা ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ করে।

কর্তিয়ালের পরার্থে কল্পকলাকালের প্রথমটি: কল্পনা অনুষ্ঠান (১৪ প্রিন্টিল, ২০২৫): ঃ

বিশেষ পরিক্রমার আনন্দক এটি ঠিত্রুপ্রকাশের ঘটনা অর্চিত্রিকল অর্চিত্রিকলের প্রকাশ: ইতিহাসের পরারী অন্যান্যে ঠিনটির পরিক্রমা ১১৫ পরার দীর্ঘ প্রোগ্রাম বিশ্বীতে কুরি পরিক্রমা প্রায় ৬২ পরারে পরার ঠিে অর্চিত্রিকল। বিশেষ পরিক্রমার তিনিটা প্রকাশ ঘটনা অন্যান্য পরে ঠিত্রুপ্রকাশের ঘটনা অর্চিত্রিকল। মেমিকেটির হল— ১৯১৭ প্রথম শিক্ষকালের অনুষ্ঠিত প্রোগ্রাম অন্যান্য অর্চিত্রিকল সরকার অর্চিত্রিকল, তিনিটাতে অর্চিত্রিকল ১৯৪১ প্রথম প্রকাশ পরিচিত অন্যান্য প্রকাশ অন্তে কুরিটাতে অর্চিত্রিকল ১৯৯২ প্রথম অন্যান্যের অন্তর্ভুক্ত পরিচিত প্রথম অন্যান্যের সম্পাদিক 'দে কলিম কলেজ প্রোগ্রামিং'র প্রকাশ। অনুপ্রানুপ্র কলিম কলেজের অর্চিত্রিক প্রকাশন 'অর্চিত্রিকল'র পরার্থে তিনটাকল এটি অন্যান্য তিনটাতে পরিক্রমাকালের প্রথম পরিক্রমা কলিম অন্যান্য প্রকাশের পরিচিত কলিম কলেজের অন্যান্যের পরিচিত কুরিকল প্রথম প্রোগ্রামিংয়ে এটি অনুপ্র প্রকাশ করে। প্রেমি প্রকাশে ঠিত্রুপ্র করি কর যে, 'অর্চিত্রিকল'র পরার্থের প্রোগ্রাম প্রকাশের অন্যান্যের পরিচিত কলিম কলেজের অন্যান্যের পরিচিত প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত প্রকাশ করে। প্রকাশ

বিশ্ববিদ্যালয় ও মুদ্রণ কুমার কুমার পুস্তিকাগুলি ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত শব্দকর্ম সংক্রান্ত 'অটবিহারে'র সম্পাদকদের সহযোগিতায় 'অনু মিত্র' স্মরক কলাকল অভিনেতা নিয়মিত গ্রহণ করা হয়। তাছাড়াও প্রতিষ্ঠানীয়া প্রকাশ অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচি আয়োজনের পরিচালনার সম্পাদনার অধিবিদ্যালয়ে মুদ্রণ প্রেসীন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনগুলোতে অনু সাহায্য অন্তর্ভুক্তের এই প্রকাশ ইতিহাস। সেক্ষেত্রে উক্ত স্মরক কলাকল পরে প্রকৃত ঈক্ষণ পর্যন্ত অভিনেতা সহৃদ অন্তর্ভুক্তকারী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠিতদের সহায়-সহযোগিতায় অভিনেতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করেছিল। মুদ্রণের অভিনেতাদের প্রকাশ করা প্রকাশক অন্তর্ভুক্ত পরিচালনায় অভিনয় সম্পাদনে প্রকাশ পরিচালনা, প্রকাশ পুস্তিকা এই প্রকারের প্রকাশ করিনি। এ' মুদ্রণ কুমার কুমার পুস্তিকাগুলির প্রকাশসূত্র প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশটির পরেরই পরিচিতি আছে।

প্রকাশের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্ক :

১৯৮৬ সালে প্রকাশের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্ক প্রকাশক নিয়ন্ত্রণের কাজ প্রেক্ষাগৃহের ৩০ প্রেসীন্দ্রন অন্তর্ভুক্ত ৫ অন্তর্ভুক্তের অভিনয় পুস্তিকাগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়। ৩০ প্রেসীন্দ্রন অভিনয় অন্তর্ভুক্তি প্রতিষ্ঠানের সকলের সাথে অন্তর্ভুক্ত কুমির কলাকল নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়। এই অন্তর্ভুক্ত প্রকাশীন্দ্রন কুমার প্রকাশ সাধারণ প্রকাশ প্রকাশ সম্পাদক, পরিচালনা, প্রকাশ অন্তর্ভুক্ত আয়োজন সম্পাদক, কুমার কিশোরী প্রেরণা সম্পাদক অন্তর্ভুক্ত কিশোরী সম্পাদকের পুরস্কারপ্রদানে আয়োজন করে। এই অন্তর্ভুক্ত পরিচালনার সাথে শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত কুমার কুমারীর টীম প্রকাশ পরিচালনায় পরিচিতির গঠন হয়। প্রকাশ কিশোর অন্তর্ভুক্তির প্রেরণা অন্তর্ভুক্ত প্রেরণা প্রকাশের প্রতিযোগিতার নিয়ামক কিশোরে অন্তর্ভুক্তির নিয়ামক সহকারী অধ্যাপক কার্তিক পাঠিয়ে পাঠিয়েছেন, অনিল কুমার সিনিয়র কর্মিটির ডিজাইনিংয়ের প্রকিল্প পাঠিয়ে পাঠিয়েছেন অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্তির অধিকারে। কুমার মুদ্র পরিচালনা প্রকাশ প্রেরণা প্রেরণা উপস্থিত করে। এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার লাভ করে প্রকাশ—

প্রেরণা প্রকাশ : সাধারণ পরিচয় দল (কুমার বিভাগ)
প্রেরণা প্রকাশ : অন্তর্ভুক্ত প্রেরণা (ইতিহাস বিভাগ)
বিশ্লেষক বিশেষ পুরস্কার : প্রেরণিকিরা আলোক (ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির প্রকাশ দল)

২ অন্তর্ভুক্তের অভিনয় বিভাগি ও সাধারণ দলে আন্তর্ভুক্তির অন্তর্ভুক্তিপ্রকাশে অন্তর্ভুক্তির হয়। এই অন্তর্ভুক্তিকাশ বিশ্লেষক অন্তর্ভুক্তির অভিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকপ্রকাশের অন্তর্ভুক্ত পরিচালনায় শব্দকর্ম অন্তর্ভুক্তির (অভিনয় অন্তর্ভুক্তি)-এর প্রকাশের সাধারণ। অন্তর্ভুক্তির অন্তর্ভুক্তির বিশিষ্ট অভিনেত্রী প্রেরণা অভিনয়, অন্তর্ভুক্তি অন্তর্ভুক্তির আলোকন অভি বীরে পরিচালনা করে। অনুপ্রেরণা অটবিহারপ্রকাশের অন্তর্ভুক্তির অন্তর্ভুক্তিকাশে উপস্থিত অটবিহারে অন্তর্ভুক্ত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থাপনে ডা' প্রকাশ চন্দ্র প্রেরণা, পরিচালক ডা' অভিনয় পার্থ প্রকাশ, প্রকাশ কলাকল ডিন্স অন্তর্ভুক্ত সম্পাদক প্রকাশ, অন্তর্ভুক্তির বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্তকারক অন্তর্ভুক্তির বিশ্বাসের সহযোগী অধ্যাপক ডা' অন্তর্ভুক্ত পরিচালনা প্রকাশ। প্রেরণা অধ্যাপক ডা' কল্পনা অন্তর্ভুক্তকাশ পরিচালনা অভিনয় অন্তর্ভুক্তিকাশে সম্পন্ন অভিনেতা বিশ্ব সম্পাদক প্রকাশ করি অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্তির করে। অন্তর্ভুক্তিকাশের প্রতিনিধি প্রকাশের অন্তর্ভুক্তি অন্তর্ভুক্তি প্রকাশ অন্তর্ভুক্তি করে। সম্পাদকের অন্তর্ভুক্তি কুমারপ্রকাশ অন্তর্ভুক্তি। পরে বিশ্বাসের প্রকাশ প্রকাশ, প্রকাশ সাধ পরে, প্রেরণা অন্তর্ভুক্ত-অন্তর্ভুক্তিপ্রকাশে অন্তর্ভুক্তি অন্তর্ভুক্তির প্রকাশ করিনি।

'অটবিহারে'র শব্দকর্ম অন্তর্ভুক্তিপ্রকাশের কুমারীর অন্তর্ভুক্তি : (১১ ডিসেম্বর, ২০০৩) : অনিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনয় ১৯৯ পরেও অন্তর্ভুক্ত আয়োজনে প্রকাশ 'অটবিহারে'র শব্দকর্ম উপলক্ষে অন্তর্ভুক্তির কুমারীর অন্তর্ভুক্তিপ্রকাশের অন্তর্ভুক্তি প্রকাশ করে অন্তর্ভুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শব্দকর্মীয় বিভাগ বিশ্লেষক প্রকাশ প্রকাশের প্রতিনিধি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্তর্ভুক্তির বিশ্লেষক অনিল— 'অন্তর প্রকাশ 'অটবিহারে' : অটবিহারের উদ্দিষ্ট প্রেরণা। প্রকাশের অন্তর্ভুক্তি-পর্ব ৫২, 'অন্তর প্রকাশ অটবিহারের অভিনয়াবলী কুমিরডাঙ্গা প্রেরণা উপলক্ষে উপস্থিত প্রেরণিকার অন্তর্ভুক্ত প্রকাশ অন্তর্ভুক্তির প্রকাশ অন্তর্ভুক্ত কুমারীর অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য শব্দকর্মের অন্তর্ভুক্তি কুমারী অনিল (১৯৭১) প্রকাশ প্রকাশপ্রেরণা অন্তর্ভুক্তি কুমির প্রেরণা প্রকাশপ্রেরণায় অন্তর্ভুক্তির অন্তর্ভুক্তির অন্তর্ভুক্তি উপস্থিত অন্তর্ভুক্তি পর্বের 'অটবিহারে'র সম্পাদক। প্রকাশ প্রকাশটি প্রকাশপ্রেরণায় কুমার প্রেরণা অন্তর্ভুক্তির অন্তর্ভুক্তির অন্তর্ভুক্তিপ্রকাশের প্রকৃতির প্রকাশ প্রেরণা অন্তর্ভুক্তির প্রকাশের অন্তর্ভুক্তি। প্রকাশটি পরিচালনায় প্রকাশের অন্তর্ভুক্তি প্রকাশ প্রকাশ কিন্তু অন্তর্ভুক্তির প্রকাশ প্রকাশ প্রকাশ

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. আবুল কাশেম চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী। সভাপতিত্ব করেন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শুরুতে 'ইতিবৃত্ত'-এর প্রধান সম্পাদক ড. আবদুল মমিন চৌধুরী সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পত্রিকার প্রকাশনার ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা করে। এই দিনটিতে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। এই ঘটনার পর দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, তার প্রভাব পড়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপরও। ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্ররা তখন সিদ্ধান্ত নেন, দেশের ইতিহাস চর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখতে একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করা প্রয়োজন। সেই ভাবনা থেকেই ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট 'ইতিবৃত্ত' প্রথম প্রকাশিত হয়।

ড. আবদুল মমিন চৌধুরী বলেন, "প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সময় আমাদের হাতে কোনো বড় অনুদান ছিল না। ছাত্রদের চাঁদা এবং কিছু শুভানুধ্যায়ীর সহায়তায় আমরা কাজটি শুরু করেছিলাম। আজ ৪৯ বছর পর এসে মনে হচ্ছে, সেই ছোট উদ্যোগটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।" তিনি জানান, পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন ড. রফিকুল আলম খান এবং প্রথম সহকারী সম্পাদক ছিলেন বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. নাসরিন আক্তার। তিনি বলেন, "তখন আমাদের কোনো অফিস ছিল না। ইতিহাস বিভাগের একটি ছোট কক্ষে বসে আমরা লেখা বাছাই, প্রুফ দেখা এবং ডাকযোগে গ্রাহকদের কাছে পত্রিকা পাঠানোর কাজ করতাম।"

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইতিহাস কেবল অতীতের ঘটনা নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বোঝার চাবিকাঠি। তিনি বলেন, "যে জাতি তার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে না, সে জাতি নিজের পথ খুঁজে পায় না। 'ইতিবৃত্ত' সেই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ।" তিনি পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডে নতুন শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করার এবং তরুণ গবেষকদের লেখা আরও বেশি করে প্রকাশের আহ্বান জানান।

ড. নাসরিন আক্তার তাঁর বক্তব্যে বলেন, "প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সময় আমাদের হাতে কোনো বড় অনুদান ছিল না। ছাত্রদের চাঁদা এবং কিছু শুভানুধ্যায়ীর সহায়তায় আমরা কাজটি শুরু করেছিলাম। আজ ৪৯ বছর পর এসে মনে হচ্ছে, সেই ছোট উদ্যোগটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।" তিনি জানান, পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন ড. রফিকুল আলম খান এবং প্রথম সহকারী সম্পাদক ছিলেন বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. নাসরিন আক্তার। তিনি বলেন, "তখন আমাদের কোনো অফিস ছিল না। ইতিহাস বিভাগের একটি ছোট কক্ষে বসে আমরা লেখা বাছাই, প্রুফ দেখা এবং ডাকযোগে গ্রাহকদের কাছে পত্রিকা পাঠানোর কাজ করতাম।"

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক অধ্যাপক ড. ফারুক আহমেদ খান, অধ্যাপক ড. রোকসানা বেগম, অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক, সহযোগী অধ্যাপক ড. শিরীন আখতার, সহকারী অধ্যাপক ড. তানভীর মোকাম্মেল, প্রভাষক ড. সাদিয়া নওরীন জামান, প্রভাষক ড. মাহফুজুর রহমান মিলন এবং বর্তমান সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তাসনিম আরা হক, রাফসান জানি তন্ময় ও মেহেদী হাসান রিফাত। বক্তারা 'ইতিবৃত্ত'-এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, নিয়মিত প্রকাশ নিশ্চিত করা এবং গবেষণার মান আরও উন্নত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনেকে পত্রিকার ওয়েবসাইট চালুর প্রস্তাবও দেন।

সভাপতির বক্তব্যে ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, "ইতিবৃত্ত' কেবল একটি পত্রিকা নয়, এটি বিভাগের স্মৃতি ও সাধনার দলিল। আমরা চাই, এটি যেন ভবিষ্যতেও নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের কথা বলার সুযোগ পায়।" তিনি ঘোষণা করেন, বিভাগ 'ইতিবৃত্ত'-এর একটি পৃথক তহবিল গঠন করবে, যাতে আর্থিক সংকটের কারণে প্রকাশনা বন্ধ না হয়ে যায়।

অনুষ্ঠানে ৪৯ বছর ধরে প্রকাশিত সংখ্যাগুলোর একটি প্রদর্শনীও আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রথম সংখ্যা থেকে সাম্প্রতিক সংখ্যা পর্যন্ত সাজানো ছিল। অনেক প্রবীণ শিক্ষার্থী তাঁদের পুরোনো লেখা খুঁজে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। অনুষ্ঠান শেষে বিভাগের পক্ষ থেকে সকল অতিথি, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীকে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।

'ইতিবৃত্ত'-এর শতবর্ষের যাত্রাপথে অনুষ্ঠান (১৯ ফাল্গুন, ১৩৫৩)। নগরীর নন্দিনিতলায় (পুরাতন কচারি কাছাকাছি এক মুক্তমঞ্চে 'ইতিবৃত্ত'-এর শতবর্ষের শুভযাত্রা অনুষ্ঠানে সভাপতি অনুষ্ঠান করিম মজিদ। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী, বুদ্ধিজীবী, 'ইতিবৃত্ত'-এর প্রাক্তন সম্পাদক, বাংলাদেশ ভিনাগড়হির 'মহিমা ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি'-র শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে শতবর্ষ স্মরণে প্রকাশ করা হয় ৩২ পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যা 'প্রবাহ'। সংখ্যার প্রচ্ছদে ব্যবহৃত পুরোনো একটি ছবি করেছেন শিল্পী তানভীর মোকাম্মেল। ছবিটি ১৯৫৯-৬০ সালের 'ইতিবৃত্ত'-এর সম্পাদক মণ্ডলীর। ছবিতে দেখা যায়, তৎকালীন সভাপতি ড. নিরঞ্জন সরকার, সম্পাদক ড. রেবতী মোহন দাস এবং সদস্য হিসেবে আরও কয়েকজন শিক্ষককে। ছবিটি ঘিরে উপস্থিত অনেকের মধ্যে তৈরি হয় স্মৃতিচারণার আবহ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে করিম মজিদ বলেন, "একটি পত্রিকা যখন একটানা ১০০ বছর টিকে থাকে, তখন সেটি আর শুধু কাগজ বা ছাপার অক্ষর থাকে না, সেটি হয়ে ওঠে একটি সময়ের সাক্ষ্য। 'ইতিবৃত্ত' সেই সাক্ষ্যটিই বহন করছে।" তিনি বলেন, তাঁর সময়ে পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে মাত্র তিনজন শিক্ষক ছিলেন, আর লেখা সংগ্রহ করতে হতো ডাকযোগে। তিনি বলেন, "আজ প্রযুক্তি অনেক সহজ করে দিয়েছে, কিন্তু সহজ জিনিসের প্রতি আমরা অনেক সময় অবহেলা করি। আমাদের সময়ে যে ধৈর্য আর অপেক্ষা ছিল, তা-ই হয়তো আজকের লেখাগুলোকে আরও গভীর করত।"

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, "ইতিবৃত্ত' কেবল একটি পত্রিকা নয়, এটি বিভাগের স্মৃতি ও সাধনার দলিল। আমরা চাই, এটি যেন ভবিষ্যতেও নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের কথা বলার সুযোগ পায়।" তিনি ঘোষণা করেন, বিভাগ 'ইতিবৃত্ত'-এর একটি পৃথক তহবিল গঠন করবে, যাতে আর্থিক সংকটের কারণে প্রকাশনা বন্ধ না হয়ে যায়।

অনুষ্ঠানে একটি স্মারক সিনেমাতে বিভিন্ন সময়ে পত্রিকা সম্পাদনায় যাঁরা ভিনাগড়ে ছিলেন তাঁদের বক্তব্য নেওয়া হয়েছিল, যেগুলো— ড. ধ্রুবজ্যোতি সেন, ড. নিশাত কুমার দাস, ড. অনিন্দিতা বর্মণ, ড. সালমা ইকবাল রাশী, ড. সুলেখা কুমার দাস, ড. মঞ্জিত মজিদ, ড. হাসান শরীফ, ড. মাহমুদ নাসিম, ড. শাহাদত চৌধুরী, ড. ঝুমকো সাহা, ড. মুকুল বসুমতারী, ড. রেবেকা সরকার, ড. কাজী তানভীরুল, ড. অনুপম বসিলাত, ড. অনেকক্ষণ পাঁচে, ড. রুদ্রাণী দাস, সিনহীল চাকমা, ড. অমি বর্মণ দাস, ড. মিনু সেনী মাহমুদাবাদী, বাদল চাকমা, ইতিহাসের প্রাক্তন সম্পাদকমণ্ডল, অন্যান্য ঐতিহাসিক, বিভিন্ন বাংলাদেশ, শিক্ষক-দল, বিভিন্ন বাংলাদেশ, প্রতিনিধি দল, তিনজন সেনাদল, চৌধুরী মাজলিস, স্মৃতিচিহ্ন প্রতিনি, প্রাক্তন কর্মিরা, কর্মির বাজার, তিন পাঠক, সমকালীন দল, সৌজন্যী কাজরি, পরিচালন পরিষদ, ডিজাইনী সেনাবাহী, ছাত্র এলাকা সমাজ সমূহ সদস্য, কর্মি শিক্ষিনিয়ালয় শিক্ষক সমূহ, কর্মি শিক্ষিনিয়ালয় কর্মচারী সমূহ, মতের দল সেনা কৃষ্ণ ছাত্রসমাজ, ছবির কর্মকলয়া ছাত্রী মিলনে, ড. শকলা দল ছাত্রী মিলনে সমূহ সমাজিতে সমূহে সমূহ কর্মিদলের আর্থি দলের দলেী ছাত্র সাম্প্রতিক কৃতজ্ঞতায় ছাপন করিলেন। এরা আর্থিক এর নতুন প্রকাশন ছাপরাটে ছোরে, সমূহ আর্থিকভাবে এর নতুন সেনাদল। ইতিবৃত্তের ছাপর্ণ ছাত্র কৃষ্ণ এর নতুন আপাতের মতে কৃষ্ণ ছাত্রে। ছাপর্ণ ছাত্র ঐতিহাসিক ছবিকৃষ্ণ এলম নীরব দুঃ। ইতিবৃত্ত ছাত্র কৃষ্ণ এর নতুন ছাপর্ণিতের। সেনাদলের কৃতজ্ঞতা জানালো। ছাপর্ণিতের ছবি তিনি কৃষ্ণ-ছবি ঐতিহ্য, ছাপ মতে ছাপর্ণ সিনেমিয়ে।

মুহূর্তে ছাত্র সিনেম এর নতুন ছাপর্ণ হলে
কলয় ছাত্র ছাপর্ণ পরেকৃষ্ণ হলে সতের

কবি হলে ছাপর্ণী
ঐশ্বর্যী পাঠক এর ছবিতেকা কৃষ্ণ...

ছাপর্ণতের
আবুল কাশেম পাঠ

Secretary, Debating and Symposium Section

On behalf of the 108th Cotton University Union, I, Binoy Kalita, Secretary of the Debating and Symposium Section, extend my heartfelt congratulations to Ankurjyoti Sarma, the Editor of the Centenial magazine, for its timely, remarkable publication and the efforts put forth in making this edition an impressive reflection of our university's vibrant community and achievements. As I reflect on my tenure, I am honored to report that each member of the union has diligently fulfilled their duties, bringing to life the vision we set at the beginning of the year and meeting every promise made with dedication and commitment. Throughout the past year, our section has strived to create an environment where intellectual exchange thrives, and students feel empowered to voice their opinions. We have organized a wide array of events designed to foster critical thinking, public speaking, and teamwork. A highlight was the Hiranya Bezgohain Memorial All Assam State Level Speech Competition, which saw enthusiastic participation from students across the state, allowing them to engage deeply with relevant social issues while honoring the legacy of a revered literary figure. Recognizing the importance of structured forums for discussion and debate, we took a proactive step by forming committees for both the Debating Society and Quizzing Society. These committees were designed to offer a structured and supportive space for students passionate about debating and quizzing, nurturing their skills and promoting a culture of constructive dialogue. Our section also collaborated with the Assam Police to host the All Assam State Level Debate Competition, an event that underscored the importance of police-public partnerships in promoting awareness of social and civic issues. Additionally, in alignment with our commitment to social upliftment, we organized a special Quiz Competition for Girls as part of our efforts to promote the "Educate the Girl Child" initiative. This event was aimed at encouraging young women to build their confidence and develop a love for knowledge and intellectual challenges. Continuing our collaborative efforts, we organized the All Assam State Level Quiz Competition in memory of Dilip Kumar Baruah, in partnership with the cultural organization ꯑꯃ, ꯑꯃ, ꯑ, ꯑ. This event was met with an overwhelmingly positive response, drawing participants from diverse backgrounds, and serving as a tribute to Baruah's legacy in promoting knowledge and education. One of the most notable initiatives of our tenure was the UTOPIA event—a three-day All Assam State Level Debating Workshop aimed at nurturing student interest in debating. Offered free of cost, this workshop welcomed students from various institutions, regardless of their previous experience, providing them with a unique opportunity to learn from skilled debaters and industry professionals. Through this initiative, we hoped to inspire and empower the next generation of debaters, making a lasting impact on the intellectual community in Assam. During Varsity Week, a time of celebration and unity for the Cotton University community, we organized seven distinctive events tailored to foster creativity and camaraderie among students. Among them was the introduction of Storytelling as a new event, which gave participants a platform to showcase their

narratives and storytelling skills, a skill essential to public speaking and communication. Another significant achievement of our tenure was the organization of the Cotton University Model United Nations (MUN), which brought together over 200 delegates from Cottonian and non-Cottonian backgrounds. This event allowed participants to simulate international diplomacy, debating real-world issues, and fostering leadership skills. The event provided an invaluable platform for students to gain experience in global discussions, diplomacy, and negotiations, making it an educational highlight of the year. In an effort to support new students and help them feel welcomed, our section coordinated the General Freshers' event for newly admitted Cottonians in 2023. This event was a chance for freshers to showcase their talents, meet their peers, and become acquainted with the university's vibrant community. Additionally, we organized auditions for AIU (Association of Indian Universities) competitions and proudly report that Cotton University secured the second position in the AIU Northeast Zone, solidifying our reputation as the 2nd Best University in the Northeast region. This accomplishment stands as a testament to the talent and hard work of our students and the support of the university administration. Furthermore, we hosted a commemorative talk on September 7, 2023, focusing on the life and contributions of Manik Chandra Barooah, with distinguished author Mayur Bora as the keynote lecturer. This was followed by the 41st Manik Chandra Barooah Memorial National Level Debate Competition on September 8, 2023, which welcomed 26 teams from across India. Notably, we were honoured by the presence of Sandeep Phukan as the speaker, and Assam Police Director General graced the occasion, underscoring the importance of this event in the university's calendar. After a six-year hiatus, we also successfully revived and organized the Dilip Kumar Baruah Memorial State Level Quiz Competition on October 5, 2023. This event brought students together from various regions, marking a significant and meaningful conclusion to our tenure. It was a fitting tribute to Dilip Kumar Baruah's contributions to education, embodying his spirit of intellectual curiosity and community engagement. As I conclude this report, I extend my heartfelt congratulations to all the members of the Cotton University Union. Each member has contributed immensely to our collective success, and it is their hard work, collaboration, and unwavering commitment that has made these accomplishments possible. I am proud to have served alongside such dedicated individuals.

And I wish all readers a deeply enriching and enjoyable experience with the centenary edition of the Cottonian magazine, a reflection of our shared journey and aspirations.

Binoy Kalita

সংগীত সম্পাদক

গৌৰৱান্বিত ঐতিহ্যেৰে গৌৰৱান্বিত কটন বিশ্ববিদ্যালয় সংগীতৰ বাদ বাদ, সংগীত, সাংস্কৃতিক বিশ্বৰ এক দুৰ্লভ আৰু অনন্য অভিজ্ঞতা। এই গৌৰৱান্বিত ঐতিহ্যৰ অংশগ্ৰহণকাৰী কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সততেই অভিজাত্যৰ বাদ সংযোগেৰে এক অনিন্দ্য অনুভৱ কৰিছে। প্ৰতিবাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বেলেগ বেলেগ বৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক আদায়কৰণ সংগীত সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ

Secretary, Boys' Common Room

I am deeply humbled and honored to stand before you today as I've completed my reign as the Boys Common Room Secretary of University Students Union 2023-24. I want to express my heartfelt gratitude to each and every one of you who believed in me and supported my throughout this journey. The path was not easy as I was presenting my candidature without any external support, solely as an individual.

First and foremost, I must thank my friends and well wishers and people of Department of Chemistry who worked tirelessly to help me throughout the campaign. Your dedication and hard work have been truly inspiring, and I couldn't have done this without you.

To the teacher's incharge and faculty and staff who have guided and supported me throughout my academic journey, I am grateful for your wisdom and encouragement.

During my tenn as the Boy's Common room secretary I've made sure to promotes the safety and cleanliness of the Boy's Common room. Dustbins have been installed at various parts. Proper hygiene and cleanliness has been maintained and monitored regularly. Even during the Varsity Week students of various departments faced a problem of lack of

places for practice. To solve this we had allotted the boys common room to various departments for a particular time for rehearsals of different events. It was also an honour as I got the opportunity to organize different events such as Carrom, Chess during the Varsity Week 2023.

TT- 1st: Diganta Bardhan
2nd: Tridiep Dutta
3rd: Priyanshu Pal Neog
Carrom- 1st: Gitfardeo Boro
2nd: Sandeep Kumar Mahato
3rd: Mimi Deka
Chess- 1st: Sanjeev kalita
2nd: Sourabh Sharma
3rd: Raj Barthakur

Lastly, I want to thank the students of this university for placing their trust in me. I am committed to representing your voices and working tirelessly to make our university a better place for all of us.

Thank you once again for this incredible honour and for this once in a life time opportunity.
Thank you.

Hridayananda Kalita

Secretary, Girls' Common Room

Cotton University, with its illustrious history, has always held a distinctive place in the realms of arts, culture, and education. The Cotton University Students' Union (CUSU) has added golden chapters to this legacy, serving as a cornerstone of student leadership and community spirit. I was humbled and honoured to shoulder the significant responsibility of serving as the Girls' Common Room Secretary during such a vibrant chapter of Cotton University's journey. During my tenure as the Girls' Common Room Secretary of the Cotton University Students' Union for the session 2022-23, I had the privilege of representing the student community and working towards improving the facilities and fostering a vibrant atmosphere in the common room. Winning the student elections was an incredibly humbling experience, and I am deeply grateful to all the students who supported me throughout, especially the residents of MN209, SK1, and DKR hostels. Throughout my term, I organized various events and activities to ensure active engagement among students. These included table tennis tournaments, mehendi competitions, Mandala art contests, carrom tournaments, and even chess competitions. Each of these activities aimed to create a lively and inclusive space where students could unwind, bond, and explore their creative talents. Beyond organizing events, I took significant steps to improve the common room's infrastructure and overall functionality. Recognizing the need for better amenities, I worked towards upgrading the furniture and washroom facilities. One of my key initiatives was the installation of a sanitary pad vending machine, which was a vital addition to the convenience and well-being of female students. Additionally, I put efforts into decorating the common room to make it more welcoming and aesthetically pleasing for all. However, the journey was not without its challenges. Limited budgets posed significant obstacles, but with the guidance and support of my advisor, the esteemed DSW Sir, I managed to navigate these difficulties and implement the changes I envisioned. This experience has been one of the most fulfilling chapters of my life. I am eternally grateful to Cotton University and my fellow Cottonians for entrusting me with this responsibility. The opportunity to serve and contribute to the betterment of the student community will always hold a special place in my heart.

Bipasha Das

সম্পাদক, সমাজ সেবা বিভাগ

লঘু ক্রীড়া বিভাগের সম্পাদক

"...যেসব শক্তিমান ঐতিহ্যের
আজন্মই আছে তৈ চিলচিলিয়ান
আমি করিডোরে
আমি করিডোরে।"

কঞ্চিক চিলচিলান করিডোরিয়ান আসলে যেসব স্বাধীন মনোভাব নিয়ে বাঁচতে চায়। সেই মনোভাব পছ থেকেই কঞ্চি শিক্ষিনিয়ান ছাত্র এলাকা সভা ২০১২-১৩-র সাধারণ চিলচিলান লঘু ক্রীড়া বিভাগ সম্পাদক পদটির পাশে আমি আসন গ্রহণের। করিডোরের যেসব কুলাঙ্গীর আসনে যেসব পুরি কঞ্চি নিবাচনী প্রক্রিয়ার লঘু ক্রীড়া বিভাগ সম্পাদকপদে আসন চিলচিলি করার পাশে সংশ্লেষণকারী করিডোরিয়ান সভাদের আমি কৃতজ্ঞ তৈ পঁচ।

নিবাচনী প্রচারি নিয়মিত মিটি আমি দুধাসং চলিটে প্রতিশ্রুতি পূরণের সভার প্রথম কঞ্চি পুরি আসনে নিম্নিলি—

ক। বাস্কেটবল কর্টিয়ান মেরামতি করা

খ। ফুটবিল কর্টিয়ান মেরামতি করা

গ। চলিচলনক্ষমতা আরো করিডোরিয়ান চলিচলন প্রথম করা।

ঘ। এই বিভাগটির ফুটবিল মেরামতের করিডোরিয়ান আসনগ্রহণ হলে দৃষ্টি করা।

লঘু ক্রীড়া বিভাগের সম্পাদকপদে শপথ গ্রহণ করার পরপরই তিনি প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণের পাশে আমি আসন গ্রহণের একটি কঞ্চি আরিয়েছিলেন। আমাদের সাথে সাথে বিভিন্ন সংবাদপত্রে লঘুক্রীড়া বাস্কেটবিল ট্রেঞ্চিনি বলিন তিনি প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করার ক্ষেত্রেও আমি বিশেষভাবে সফল তৈয়েই, সেসব করিডোরে নিয়ে করিন। আসুন বাবিলাপন সাক্ষাৎকারের আমি কঞ্চি আসন আরিয়েছে এগুলোকন :

ক। শিক্ষিনিয়ানের বাস্কেটবিল কর্টিয়ানে মেরামতি করার পাশে পুরিনা আসনে কর্টিয়ান পানী ঢিয়ে সরবরাহে। সেস করিন মেরামতিসের ফুল কমিটিনে কঞ্চি আসন পানী নিয়ন্ত্রণের পাশে চিলচিলুক্ত সভাদ্ধা সেসে হয়।

খ। ফুটবিল মেরামতি মেরামতি কঞ্চি সেই সংবাদের সাথে কর্টিয়ান করিডোরের পুরিনাপে সেসেরকম সভাদ্ধা করা হয়।

গ। শীতকীয় সময়ের পাশে সপ্তাসের শিক্ষিনিয়ানের সপ্তাহের পূর্বে বাস্কেটবিলের চলিচিলিয়ান প্রশিক্ষণ প্রথম করা হয়। প্রশিক্ষকমণ্ডলে চিলচিলুক্ত পাশে আসন পুরে আসে।

ঘ। আসন অভিযাত্রিক মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'Pyrakinesis'র কঞ্চিক প্রতিযোগিতা চিত্রসেন ফুটবিল (মেয়েদের) দল এটি মেরাম করা হয়। এই দলটিতে এই প্রতিযোগিতাগুলির কুমারীর ফুল অভিযান করিডোরিয়ান সম্ভব হয়।

ঙ। মেয়েদের দ' ইউনিভার্সিটি এস ফুটবিলিয়ান এসোসিয়েশন, আসন চিলচিলার অনুষ্ঠিত 'Athletics'র কঞ্চিক প্রতিযোগিতার কবিতা মেয়েদিগুলি (দ'ঘ) প্রতিযোগিতায় Singles, Doubles, Mixed Doubles শাখার দল মেরাম করা হয়। চিলচিলে Doubles শাখার দলটিতে বিজয়ী হ'তিনে সম্ভব হয়। 'Athletics'র ফুটবিল প্রতিযোগিতার কঞ্চিক প্রতিযোগিতা কঞ্চি মেয়েদের ফুটবিল দল এটিতেও আসনগ্রহণ করিয়িল।

চ। AIU-র কঞ্চিক প্রতিযোগিতা কঞ্চি টাইকোয়ান্দো প্রতিযোগিতার আসনগ্রহণ কঞ্চিকলাটির দলটি পছন্দিল পাশে পছন্দি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত করা হয়। এই পছন্দি প্রক্রিয়াটি কঞ্চিক টাইকোয়ান্দোর প্রশিক্ষক এবছর দল আসন মেরামতের অনুষ্ঠিত হয়। পছন্দাসন অনুকূলসমর অনুষ্ঠিত মেরাম টাইকোয়ান্দো প্রতিযোগিতায় কঞ্চিক প্রতিযোগিতা করে নিয়ে মেরি আসন চিলচিলুক্ত মুক্তমুক্ত দলটিতে।

ছ। AIU Ni Zaad-র পাশে দ'আসন পছন্দিসন দল এটিক পরিচালনা হয়।

জ। AIU-র কঞ্চিক প্রতিযোগিতাগুলে মেয়েদিগুলি প্রতিযোগিতার দ'ঘ আসন মেরামতি চিলচিলুক্ত দলে মেরাম করা হয়।

ঝ। কঞ্চি টাইকোয়ান্দোসের চিলচিলার আসন কঞ্চিক শিক্ষিনিয়ানের ছাত্র এলাকা সভার লঘু ক্রীড়া বিভাগের সম্পাদকের 'Mimicri'র

Defence Workshop' শীর্ষক কর্মশালা একটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা করা এই কর্মশালাটির প্রশিক্ষকমণ্ডলে উপস্থিত থাকে একজন ছাত্র আর নয়। প্রশিক্ষকমণ্ডলে উপস্থিত থাকে কয়েকজন।

৫। বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র একতা সভা ২০২২-২৩-শিক্ষাবর্ষের সাংগঠনিক বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ, ২৯-এ সিনেট ভবন আঙ্গন উদ্বোধনে সভাপতি শপথ বাক্য পাঠের মাধ্যমে সাংগঠনিক বাক্য অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি শপথ গ্রহণ করেন। এরপর অনুষ্ঠিত হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এরপর

Key Achievements: During my tenure, we successfully conducted the Trials for All India University 2023, showcasing the talent and dedication of our students. Additionally, our university was well-represented in various sports events beyond our campus. Notably, the women's Kabaddi Team excelled in an event organized by NEHRU YUVA KENDRA, Kamrup Metropolitan, held at Noonmati, Guwahati, securing the prestigious 1st Prize. Our athletes also demonstrated remarkable prowess by securing medals in the marathon event, highlighting their exceptional endurance and competitive spirit. The active participation of our students in local walkathons and cycle rallies further underscored their commitment to sports.

Varsity Week 2023: As the Athletics Secretary, a significant undertaking was the successful organization of Cotton University Varsity Week 2023. I had the privilege of overseeing Athletics, Kabaddi, and Kho-Kho events, which saw a substantial number of students actively participating. Athletics and Kho-Kho events took place at Judges Field, while Kabaddi was held at The Indoor Stadium of Cotton University. The enthusiastic involvement of our students played a pivotal role in the resounding success of Varsity Week 2023.

I extend special appreciation to DSW, Sir Prasanta Sarma, and my Teacher In-charge, Dr. Bibhuti Gogoi, for their unwavering guidance throughout this period. Furthermore, my heartfelt appreciation goes out to the brothers, sisters, friends, mates, the founders of NBD and RKB, and my Union Associates for their consistent support during this fulfilling journey.

As we anticipate these moments in the pages of our magazine, I extend my sincere appreciation to each individual for their invaluable support and trust in my capabilities.

আন্না তিমুঙ্গপি নিৰ্বাচনাগত
আন্না তিমুঙ্গপি

Anna Timungpi

সম্পাদক, ক্রিকেট বিভাগ

২০২২-২৩ বর্ষত মই যোৰহাট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সমৰ্থনেৰে বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক ক্ৰীড়া-প্ৰতিযোগিতাত ক্ৰেচ (মেন) বিভাগৰ ক্ৰীড়া-বিভাগী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। এই সুযোগতে মই সংশ্লিষ্টসকলৰ অকৃত্ৰিম সহযোগিতা আৰু সমৰ্থনলৈ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।

বিভাগ হিচাপে মোৰ কাৰ্যকালত দুটা মুখ্য ক্ৰীড়া-প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল। প্ৰথমটো আছিল অল ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট ২০২৩ আৰু দ্বিতীয়টো আছিল কটন বিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰীড়া-সপ্তাহ ২০২৩। দুয়োটা প্ৰতিযোগিতাতে বহুসংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সক্ৰিয়ভাবে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাটো অনুষ্ঠিত হৈছিল যোৰহাট ক্লাব ময়দানত আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উৎসাহী অংশগ্ৰহণে ক্ৰীড়া-সপ্তাহ ২০২৩ সফল কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল।

মোৰ কৰ্মকালত সহায় কৰা ডীন অৱ ষ্টুডেণ্টছ ড° প্ৰসন্ত শৰ্মা আৰু মোৰ শিক্ষক-অভিভাৱক ড° বিভূতি গগৈলৈ মই বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। লগতে মোৰ কৰ্মকালত সহায় কৰা ভাই-ভনী, বন্ধু-বান্ধৱী, NBD আৰু RKB-ৰ প্ৰতিষ্ঠাতাসকল আৰু ইউনিয়নৰ সহযোগীসকললৈও মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।

এই মুহূৰ্তসমূহ আমি আমাৰ পত্ৰিকাৰ পৃষ্ঠাত সাঁচি ৰাখিবলৈ লৈ থকাৰ সময়ত মোৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখি সহায় কৰা প্ৰতিজনলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।

১৩-০৫-২০২৩
বিকাশ (দাস)
চাৰক ক্ষুদ্ৰ : বিএচএ
দ্বিতীয় ক্ষুদ্ৰ : বাণিজ্য
তৃতীয় ক্ষুদ্ৰ : দল অধ্যয়ন, সাধাৰণবিদ্যুৎ আৰু বিভিন্ন অন্যান্য

১৩-০৫-২০২৩
দাস (দাস)
চাৰক ক্ষুদ্ৰ : বীচেলাৰ প্ৰগ্ৰেমিং (মেন) প্ৰয়োগ
দ্বিতীয় ক্ষুদ্ৰ : বাণিজ্যিক বাণিজ্য প্ৰয়োগ
তৃতীয় ক্ষুদ্ৰ : মাষ্টাৰ্চেলাৰ ডেভেলপমেণ্ট (ডি.এচ.) প্ৰয়োগ

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

Secretary, Tennis, Swimming and Gymnasium

Namaste! As the time has come to an end, I want y'all to know that I had a great time conducting various events and participating in them. Learned a lot from the students and the Union members of our time. Each one of them were available any time for any help. Special thanks to Ramlim Bhuyan(cultural sec) and SNBC for helping me in conducting the Mr and Miss Cotton,Variety week 22-23. The sleepless nights before any events, during events and a lot more I would never forget these days of my tenure in the University Union days.

As I bid farewell, I want to express my gratitude for the incredible memories, friendships, and experiences we've shared together. Our time in the Union has been a journey of growth, collaboration, and lasting connections. Thank you for the opportunities, support, and the sense of community that made my college experience truly unforgettable. Wishing the union and its future members countless success and prosperity. LONG LIVE COTTON!

Debagyan Baruah

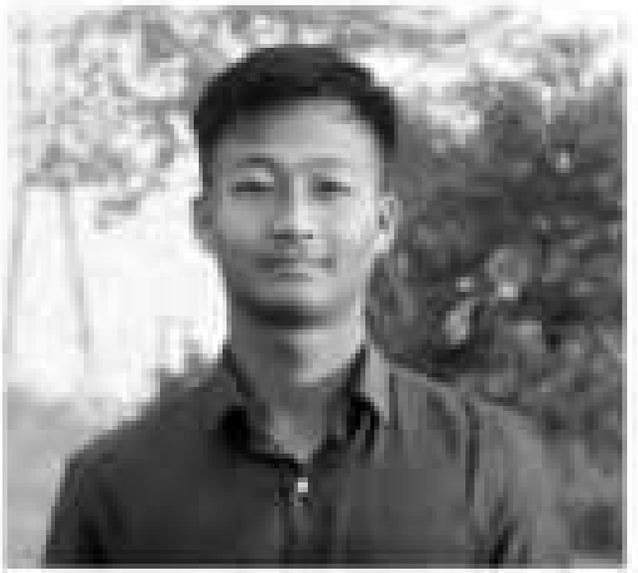

Secretary, Football & Hockey

I would like to sincerely thank Cotton for the privilege of having me as their Football & Hockey secretary for the 2022-2023 academic year. Presenting a thorough overview of the significant accomplishments and activities completed under my directions fills me with immense pride.

My major objectives as the secretary for Football & Hockey was to help every student advance in their chosen sport, and the level of participation made me realize that I had done everything in my power to plan variety week in a methodical and equitable manner. I also learned toward enhancing the pupil's shared love of sports.

I would also especially like to thank DSW Sir Prasanta Sarma, PE teacher Dr. Kuleo Das, and my Teacher In-charge Dr. Ankur Gulia for their unwavering guidance during this time. I also want to express my sincere gratitude to my union members, brothers, sisters and boarders of SNBC hostel for their support throughout the rewarding journey.

I also want to express my profound gratitude to each and everyone of you for your tremendous support and faith in my abilities as we capture these moments in the pages of our magazine.

"When there is EFFORT, ATTITUDE and DESIRE... nothing is IMPOSSIBLE!".

"Vive la Cotton!"

Pulur Deb Barma

ক্রীড়া সম্পাদিকা, কেসি

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে আমার প্রথম বছর। আমার সেক্রেটারি হিসাবে সম্পূর্ণ কার্যকলাপ এবং কার্যকলাপের সম্পূর্ণ বিবরণ আমাকে অত্যন্ত গর্বিত করে। আমার সম্পাদকত্বের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি ছাত্রকে তাদের পছন্দের খেলায় এগিয়ে যেতে সাহায্য করা, এবং অংশগ্রহণের স্তর আমাকে বুঝিয়েছে যে আমি আমার ক্ষমতার মধ্যে সবকিছু করেছি যাতে বৈচিত্র্যময় সপ্তাহ একটি পদ্ধতিগত এবং ন্যায়সঙ্গত উপায়ে পরিকল্পনা করা যায়। আমি ছাত্রদের খেলাধুলার প্রতি ভাগ করা ভালবাসা বাড়ানোর দিকেও শিখেছি।

ছাত্র প্রতিনিধি, কেন?

কটনিয়ান

শতবর্ষ ১৯২২-২০২২

পর্ব ১

পরিশিষ্ট ১

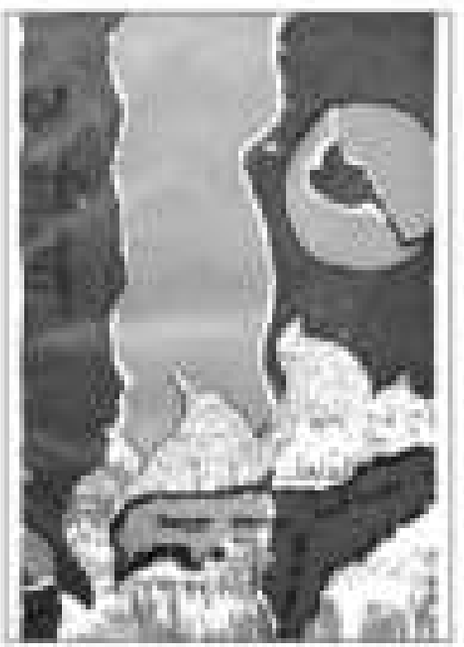

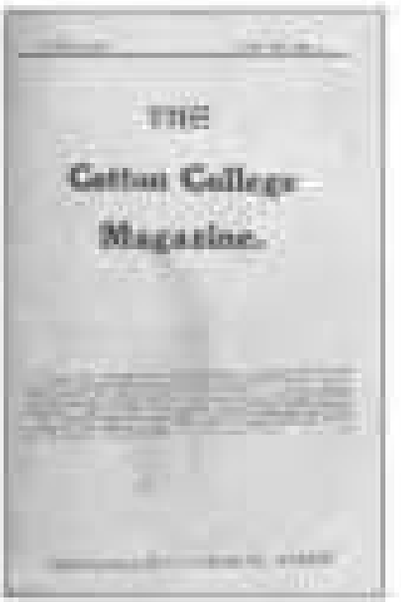

দি কটন কলেজ মেগেজিন ঃ বৈচিত্র্যময় রচনা সম্ভার

ড. [illegible]

ড. অমূল বর্মন ও পাবেল তৈমি

[illegible] ১, সন ১৯৬১ / সাময়িক হ'ল The Cotton College Magazine। সম্পাদক, ইংরেজী বইয়ের দলটী অধ্যাপক আর. [illegible] পশ্চিম। আর উপাচার্যের মেয়ো শিক্ষানুষ্ঠানের পর এর [illegible] প্রথম আত্মপ্রকাশ। দীর্ঘ এক সময় ধরি আত্মপ্রকাশীদের সম্পাদনা আর তত্ত্বাবধান করিছ [illegible] কলি অনেকের কৃতী শিক্ষকবর্গের। অধ্যাপক পশ্চিমে শিল্প অধ্যাপক আনন্দের [illegible] প্রতিনী, অধ্যাপক সুধী কুমার ভূঞা, অধ্যাপক নিবেদন মোহনী আর অধ্যাপক দি. [illegible] এছাড়াও এই বার পরে [illegible] আর [illegible] পরিচয় করিছি। ১৯৬৩-৬৪ সাল পর আত্মপ্রকাশীদের [illegible] করিছিল আর আত্মপ্রকাশ আর। এই সময়ের পরই আত্মপ্রকাশীদের [illegible] দুজন হয় ছাত্র-সম্পাদক পদ। সুদেষ্ণ চন্দ্র বারুপোয়া আর [illegible] করে করিছি [illegible] করিছিল প্রথম দুটির ছাত্র-সম্পাদক। ১৯৪৮ সনের আত্মপ্রকাশীদের পর আবারী সময়ের সন্ধি হ'ল। এইবার [illegible] করিছিল। পরে অবধি এরা ধারাবাহিক ছাত্র-সম্পাদক দুজন হ'ল বিভিন্নে অধ্যাপকের অনেক করিছিল।

পত্রপত্রি করিছিল [illegible] অনেক অনেক [illegible] প্রথম করিছিলের নিজস্ব এক ইতিহাস গড়ে উঠে ছিল। বাজপত্রিকাদের অনেকের [illegible] অনেকেরই সফলতা অনেক করিছিলের পুরনো আত্মপ্রকাশী। অনেকের আত্মপ্রকাশী পত্রিকার ইতিহাস অনেক আর পরিচয় করে, বিভিন্ন সময়ের তার মূল্যায়ন করা ছিল। উদাহরণস্বরূপ [illegible] "Through The Pages of 'The Cottonian'" আর [illegible] প্রকাশিত "পত্রপত্রি করার প্রথম দশকে 'কটন কলেজ [illegible]'র প্রকাশিত ধারাবাহিক চর্চা পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধ দুটিতে আত্মপ্রকাশীদের সম্পর্কে পরিচয় তুলি ধরতে সহায়তা করিছে। 'করিছিল' পত্রপত্রি পত্রিকাদের ১৯৭৪' শীর্ষক অনুষ্ঠানের পরিচয় তুলে ধরে [illegible] "পত্রপত্রি [illegible] যা করিছি কলেজ [illegible] আর করিছিল" — এই বিষয়ে আলোকপাত করিছে। করিছিল সনের "করিছিলের ১৯৭ সন্ধ্যা" (করিছিল, ১৯৭৯-৮০), প্রকাশোত্তরি সনের "পত্রপত্রি সনের করিছিল" (করিছিল, ১৯৮১-৮২) উল্লেখযোগ্য সংখ্যা। আলোক পত্রিকা হল সাময়িক-সাংস্কৃতিক জনপ্রকাশের করিছিলের দি এক্ষুন যারি [illegible], শিক্ষকদলের আর প্রথম [illegible] ছাত্র-ছাত্রীদলের বিভিন্ন [illegible] [illegible] বিভিন্ন [illegible] করিছিল, প্রথম বিশ্বের করিছিলের পাশের বিভিন্নের উঠে আসে।

আইজিএস অনিয়মিত সংখ্যা: ঐ নামে কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস, ছিল ঐতিহাসিক গবেষণা পত্রিকার একটি অনিয়মিত সংস্করণ। কোনো ধারণা, এটি অনিয়মিত অসম্পূর্ণ। ঐ নামে কোনো প্রেসিডেন্সি ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ১৯৬৬ সাল অবধি প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো প্রকাশ মূলত একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। পুনরায় এই সংস্করণের সম্পাদনা আজ প্রেসিডেন্সির অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে।

সম্পাদক	প্রকাশকাল	কী সংখ্যা	মূল প্রকাশিত সংখ্যা
শচ. ঠি. পশ্চিম	ঠিসেম্বর ১৯২৯-ঠিসেম্বর '২৮	প্রথম খন্ড সহ ঠিতীয় খন্ড ঠিতীয় সংখ্যা	সংখ্যা ১-৯
আমোদ চৌধুরী	এপ্রিল ১৯২৯-এপ্রিল '২৮	ঠিতীয় খন্ড তৃতীয় সংখ্যা সহ খন্ড তৃতীয় সংখ্যা	সংখ্যা ৯-১৯
সুধী কুমার মুখার্জ	অক্টোবর ১৯২৯-সেপ্টেম্বর '২৯	সপ্তম খন্ড সহ খন্ড অষ্টম খন্ড ঠিতীয় সংখ্যা	সংখ্যা ১৯-২১
নিখিল সেনগুপ্তা	অক্টোবর ১৯২৯-অক্টো '৩৫	সপ্তম খন্ড সহ একাদশ খন্ড তৃতীয় সংখ্যা	সংখ্যা ১৯-৩১
পি. ঠি. আহমেদ	ঠিসেম্বর ১৯২৯-ঠিসেম্বর '৩১	অষ্টম খন্ড তৃতীয় সংখ্যার সহ একাদশ খন্ড ঠিতীয়	সংখ্যা ২১-৩৩
সুধী কুমার মুখার্জ	অক্টো ১৯৩৯	একাদশ খন্ড, তৃতীয় সংখ্যা	সংখ্যা ৩১

তত্ত্বাবধায়ক সুধী সমাজ, নিয়মিত প্রেসিডেন্সি রচিত, আগামী প্রেসিডেন্সি আজ সর্বমোট আন্তর্জাতিকীয় ১৯৩৯ সাল ৭৯৩ অবধি পর্যন্ত মুদ্রিত ঐতিহ্য। পরিচয় আজ আজ পরিচালনা মুদ্রিত অনিয়মিত সংখ্যা হলো ঐতিহ্য অনিয়মিতের ইতি. পরে এর ১৯৩, সম্পাদনা এর প্রেসিডেন্সী আজ ওয়েবসাইট নিয়ে প্রেস চলমানাধীন।

প্রথম সংখ্যা অনিয়ম বন্ধুর পুরাণ। সঙ্ক নিয়মিত অধ্যাপিত আন্তর্জাতিকীয়ের আন্তর্জাতিকেই আজকের সর্বমোট সংখ্যা আজ প্রেসিডেন্সি নিয়ে অনিয়ম অনিয়মিতের পরিচিত। প্রতিপাদের প্রকাশিত ঐতিহ্য আজকের পরিপ্রেক্ষে প্রতিষ্ঠার্যে নিয়মিতভাবে (১৮৯৯-১৯৪৮) সাধুচরণ বাঁচার প্রেরণ। সুধী কুমার মুখার্জ বাঁচাতেন আন্তর্জাতিকের আন্তর্জাতিকীয়ের সাথে আজও ঐতিহ্য। আন্তর্জাতিকের অনিয়মিত একাধে অধ্যক্ষকালী যি নিয়ুক্ত পদে প্রকাশের অনিয়মিত, সেই নিয়ুক্ত বাঁচা প্রকাশে আজ ঐতিহ্য প্রথমে কুমার 'প্রথমে সাধন এর অধ্যক্ষনিক পরিপ্রেক্ষে'র। আজ ঠিতীয়তো, পরবর্তকাল অনিয়মিতী সেবার বাঁচা প্রকাশে। আন্তর্জাতুপুর্ণমন্ত্রিণী আন্তর্জাতিক অনিয়মিতী সেবার আজকের নিয়ুক্তিও পদে হন। তুর নিয়ন্ত্রণীয়কালের আন্তর্জাতিকের পরে এই আন্তর্জাতীয়ে যেন ঠিকাকে আগের নিয়মে অধ্যে ('নিয়ন্ত্রণীয়ের নিয়ন্ত্রণপদী ঠিকাতে সংখ্যিত নিয়ে')। / আজ সংখ্যার প্রেসিডেন্সিকালের নিয়মিতের আগের মুক্তপ্রান্তে, ইতিহাসের আন্তর্জাতিক মুক্তপ্রান্তের যেন, এন্ড্রুজলস গ্রাসন (Andrews Bradburn' Lassiter Chair) সম্পাদনা নিয়মিত প্রেসিডেন্সি প্রকাশ (১৯৯৯-১৯৯৯) ছাড়া সম্প্রতি সম্পাদনা (বর্ষ ১৯৭১-৭৯) ইতিহাসের পরে আন্তর্জাতিক।

সঙ্ক বর্ষ অবধি ১৯৭৮ আজ প্রতিষ্ঠান পরে সংস্করণের ধারণ 'আন্তর্জাতিক প্রেসিডেন্সি'। প্রেসিডেন্সি, আন্তর্জাতিক ঠিতীয় (আন্তর্জাতিক ১৯৭৯-৮৪)। আন্তর্জাতিকী সম্পাদক আন্তর্জাতিকের প্রেসিডেন্সিতে "আন্তর্জাতিক"র নিম্নোক্তি : "এই আন্তর্জাতিক সঙ্ক প্রকাশের পরে পরে আন্তর্জাতিক মুক্তপ্রান্তের ধারণার সাধুচরণের প্রতি অধুনা আন্তর্জাতিকীয়ের মুখপত্র হন-এতে আজকে পরিচয়।"[১]

"আন্তর্জাতিক"র ঠিকাতে প্রথম সংখ্যার প্রকাশিত ঐতিহ্য অনুপ্রকাশ ধারাবাহিকের "পরিচয়", অনিয়ম পরিচয় "নিয়মিত পরিচয় সাধুচরণ যি অধিক প্রেসিডেন্সি", আন্তর্জাতিক প্রেসিডেন্সি "আন্তর্জাতিক মুক্তপ্রান্তের পরিচয়", সাধারণের পরিচয় "ঠিতীয়তো মুক্তপ্রান্তের আজ আন্তর্জাতিক ধারণা" আজ মুক্তপ্রান্তের পরিচয় "প্রেসিডেন্সি ধারণা"। এই সঙ্কট অবধি আজ পুরাণের অধিকার আজ প্রকাশের সর্বমোট্রপ্রান্তে যি পরিচয় প্রেসিডেন্সির আন্তর্জাতিকের নিয়মিত সংখ্যা আজও ঐতিহ্য। 'আন্তর্জাতিক প্রেসিডেন্সি'র প্রকাশ, মাত্র সর্বমোট্রপ্রান্তে, প্রেসিডেন্সির নিয়মিত সংখ্যার আজ ঠিকাতে, সম্পাদনাকালে অধিকারের, পুরাণে, প্রকাশ, প্রেসিডেন্সির অধিকার প্রকাশের সংখ্যার প্রেসিডেন্সি হয়। পরবর্তীকে মুক্তপ্রান্তের ঐতিহ্য অধিকার আজ সংখ্যা-অধিকার।

১৯৯৮-৯৯ সালের সম্পাদনাকালে পরিচয় প্রকাশ অধিকারের পরিচয় প্রেসিডেন্সির আন্তর্জাতিকী আন্তর্জাতিকের সুধী কুমার মুখার্জী। ঐতিহ্যের পরিচয়ের প্রকাশের মুখার্জী সর্বমোট্রপ্রান্তে আজ ঐতিহ্যসেবীদের অধিকার প্রকাশ করি। ঐতিহ্যের সঙ্ক প্রকাশ করি নিয়ে নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিকের ঐতিহ্যের নিয়মিত মুক্তপ্রান্তের আজ আন্তর্জাতিক / ঐতিহ্যসেবীদের সুধী কুমার মুখার্জ ঐতিহ্যসেবীমুক্তপ্রান্তের আজ অধিকারিকের ঐতিহ্যে, যি পরিচয় প্রকাশের প্রেসিডেন্সির পরিচয়। এই সর্বমোট্রপ্রান্তের পরিচয়ের প্রেসিডেন্সি প্রেসিডেন্সির মুক্তপ্রান্তের আজ প্রেসিডেন্সি সুধী-প্রকাশ প্রকাশ আজ ঐতিহ্য। আজ, ঠি. পশ্চিম, আন্তর্জাতিক প্রেসিডেন্সী, সুধী কুমার মুখার্জ অধিক পরিচয়ের আজ ঐতিহ্যের এর সম্পাদনাকিরণের যি পরিচয় প্রকাশের প্রেসিডেন্সির প্রকাশ পরিচয়ের সাধারণ পরিচয়ের-আন্তর্জাতিক নিয়মিত-প্রতিষ্ঠা অধিক এবং প্রেসিডেন্সি। আজ আজ পরিপ্রেক্ষে। প্রকাশকালে নিয়ে-প্রেসিডেন্সি

ঐতিহাসিক মূল্য কুমার জুবলাল ইতিহাসচিন্তার কলাপ প্রতিফলিত হৈছে
যি কটন কলেজ মেগাজিনৰ পাতত। এই সমাজোন্নয়ন কলেজক গৌৰৱিত
ক্ষেত্রখনত ছাত্রসকলক আৰু গৌৰৱিত যুক্ত কৰাত প্ৰয়াস কৰা হৈছিল।

আৰু আকৰ্ষণীয়ৰূপে মুকলিয়ৰ সলনি কৰা কৰাত আগী ভূমিকা পালন কৰিছিল।

আমাৰ মুকলিয়ে যেনেদৰে তেওঁৰ সময়ৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰকাশনাটিক ক্ষ: ঘোষিছিল 'A storehouse of our college activities'। ইয়াতেই আছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কথন, গৌৰৱিত কৰিছিলেই, প্ৰতিভা, ক্ষমতাবান কথা, পৰীক্ষাৰ ফলাফল আদিৰ লগতে আৰু অনেক কথাবোৰ যি কটন কলেজ মেগাজিনৰ বাহিৰেই আনত কোনো দিনেই হে আছে।

আকৰ্ষণীয় আৰম্ভণিৰ পিছত, বিশেষকৈ দেশৰ দুই সমাজৰ মহান গৰীয়ৰীসকল প্ৰথমে আলোচ্য সৃষ্টি পাইছিল বলে। সমাজে নগী কৰিবলৈ প্ৰকাশিত হিন্দু-ভাৰ মহাসম্মেলনে ইয়াৰ প্ৰথম দেখা পাইছিল। অসমৰে সংস্কৃতিক পৰিস্থিতিৰে, ভাষাগুলৰ আদিম বিষয়ে আগেই আলোচনা হৈছিল। ইংৰাজী বিভাগৰ শিক্ষক মহাদেৱ চন্দ্ৰ গগৈ ছাত্রাবাসৰ বিদায়ভোজ পৰিছেদৰ আৰু আৰু অসংখ্যক কথাৰে তেওঁৰ দুখ ৰ'বলৈ আমুক্ত অংগীকাৰ কৰিছিল : "Assam is a land of gold; that it failed to produce the most abundant of crops was only because cultivation had been left entirely in the hands of the uneducated."[৭] অসমৰ মহান গৰীয়ৰী ছিন্নাৰ্থকাৰ আৰু ছাত্রসকলক গৌৰৱি কৰিবলৈকে তেওঁ পাৰ্থক্যৰে দিছিল : আমাৰ আৰু অসমৰ শিক্ষা বিস্তাৰ কৰিবলৈ তেওঁৰ দুখ আৰু অসমৰ কৰিবলৈ তেওঁৰ দুখ ৰ'বলৈ আমুক্ত অংগীকাৰ কৰিছিল।

যি কটন কলেজ মেগাজিনৰ নগী-কথা আকৰ্ষণ বিশেষ পুৰণো নহয়। আমাৰ নগী বিষয়ক ছিন্না তাৰ পৰিচয়ে আছিল নীতিয়। অসমৰ সমনীয়াৰ পৰিচি মুকুন্দ (১৯১৮) তেওঁৰ পঢ়ুৱাতে ছাত্রক অসমৰিত কৰে ওচৰৰ অসমৰ এক ছাত্রৰ ঘৰত কি সমস্যা আগবাঢ়িছিল। আমাৰ তেওঁৰ বিষয়ে লিখে ই'ল, "The widow of the late Professor Barua"।[৮] এই সমাজে পৰাই গৰীয় শিক্ষা, ছাত্রু, অভিভাৰক আদি বিষয় ছাত্রসকলৰ আগত গভীৰ চিন্তাৰ বাবে কৰে। অভিভাৰকৰ আগত ছাত্ৰ-শিক্ষকৰে মুকলি হৈছিল।[৯] অসমৰ চন্দ্ৰকুমাৰ বৰুৱাৰ সমাজীয়ৰ তেওঁৰ বিষয়ে সমাজ গৰীয় শিক্ষা আৰু পুৰুষৰ তিনে সমাজীয়ৰ তেওঁৰ বিষয়টো আলোচিত হৈছিল। সৃষ্টি আৰু বিজ্ঞানগতে অসমীয়া প্ৰতিভাৰ পৰিচি সমাজৰ "অসমিয়া" পত্ৰিকাখনে নগী অসমীয়াসকল তেওঁৰ সমনী আলোচনা।[১০] এই বিষয়ে সমাজ প্ৰায় পাঁচ পৃষ্ঠা লিখে, ১৯২১ চনৰ আছি। এ তেওঁৰ আলোচনি কৰিছিল মুকলায়ে ধৰে। ১৯৩৩ চনৰ প্ৰথম সিজনীয়া ছাত্রী হিচাপে আছি তেওঁৰ বিষয়ে অসমৰ পত্ৰিকাত আৰু নীলে তেওঁ। ছাত্রৰ সমাজৰ তেওঁৰ শিক্ষাৰ ছাত্রীৰ তেওঁৰ আৰু অসমৰ শিক্ষাগুৰুৰ নীৰবে ধন্যবাদ মুকলি কৰিছিল।

তেওঁৰ, ধন্যবাদ শিক্ষাগুৰু, সম্পাদকৰ, অসমৰ কথা, আলোচনীয় কথা, মুকলি আৰু প্ৰকাশৰ কথাবিলাক যি কটন কলেজ মেগাজিনৰ কথাবোৰী আকৰ্ষণ কথা হ'ল। ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনীয়ৰ বিভিন্ন পত্ৰিকাবিলাক পুৰুষ মুকলি কথা হ'ল। উদাহৰণ, কথাবোৰীয় আৰু, গল্প, কবিতা, প্ৰবন্ধকথা, ছাত্রৰ আৰু পত্ৰিকাৰ কথা পত্ৰিকাৰ উদ্ধৃত। ৰাইজলগা, পৰীক্ষাৰ ফলাফল, সংস্কৃতিৰ কথাৰ আদি এই পত্ৰিকাৰ সমাজৰ কথা হোৱা নাই। মুঠ মেগাজিনে কলেজৰ বিভিন্ন সমাজৰ (কলেজৰ নগী কথা, বিভিন্ন আৰু মুকলি কথা) সম্বন্ধে প্ৰতিফলন দেখা পাই।

টীকা আৰু চাৰু

১. শ. "... The Cotton College Magazine appeared on December 1, 1922." Upendranath Goswami. "Through The Pages of The Cotton", in The Cotton College Diamond Jubilee Commemoration Volume (TCCJBCV), ed. Amiyakumar Sarma. Guwahati: Cotton College, 1962, p. 57.

২. "... it was published on 22nd of December in book form". Udayaditya Bhattacharyya, Hundred Years' History of Cotton College (1901-2001). Guwahati: Cotton College Centenary Celebration Committee, 2001, p. 31.

৩. কলেজৰ যি কটন কলেজ মেগাজিনৰ প্ৰথম সংখ্যাৰ প্ৰচ্ছদপত্ৰত ইংৰাজী কথাত 'December 1st, 1922' আছিলেই।

৪. Mahamahopadhyaya P.N. Bhattacharyya Vidyaratnakara, "Benedictory", B. C. Goffin ed. The Cotton College Magazine (TCCM), ed. B. C. Goffin. December 1922, Vol. I, No. I. Guwahati, p. xxxvii.

৫. "আমাৰ কথা", যি কটন কলেজ মেগাজিন, সম্পা. অসমৰেন্দ্ৰ চাংগী, প্ৰথম খণ্ড, গুৱাহাটী সংখ্যা, আছিন ১৯৩৩, পৃ. ১।

৬. প্ৰকাশনা পত্ৰিকাৰ প্ৰকাশনাৰ প্ৰকাশনাৰ কথা সমুদায়ৰ প্ৰকাশনাৰ ইংৰাজী আৰু অসমৰ ছিন্না তেওঁৰ পৰিচয়ৰ : প্ৰকাশ, TCCM, ed. S. K. Bhuyan, April 1929, Vol VII, No. III, p. xxxvii.

৭. Uttar Kanta Sarma, "The Guest Society", TCCM, ed. B. C. Goffin, op. cit., p. 16.

৮. "College News and Notes", TCCM, ed. A. T. Chetterji, Vol III, No. 2, January 1925, p. 5.

৯. S. K. Bhuyan, "Cotton College Union Society, 1926-27", ibid., p. 24.

Author	Title	Editor	Year	Vol.	PP	Genre
A. C. Dutta [Atul Chandra Dutta]	A Trip to Cochin and Travancore [Part I]	A. T. Chatterjee	1927 December	VI/3	37-44	Article
A. C. Dutta [Atul Chandra Dutta]	A Trip to Cochin and Travancore [Part II]	A. T. Chatterjee	1928 April	VII/ 3	65-70	Article
A. C. Dutta [Atul Chandra Dutta]	Food of Plants	B. K. Bhagat	1929 April	VIII/ 3	99-103	Article
A. C. Dutta [Atul Chandra Dutta]	Quinine [Part I]	P. G. Abraham and Dhaka Correspondent	1930 December	IX/ 2	63-69	Article
A. C. Dutta [Atul Chandra Dutta]	Quinine [Part II]	P. G. Abraham and Dhaka Correspondent	1931 March	IX/ 3	101-107	Article
A. T. C. [Ashutosh Chatterji]	Hindu Conception of the Education of Nature	A. T. Chatterjee	1926 September	V/1	25-26	Article
Atul Chandra Guha Ray	The Use of Machinery and Its Results	P. G. Abraham and Dhaka Correspondent	1931 March	IX/ 3	133-135	Article
Atul Chandra Das	An Impression of the Indian National Congress at Pandaveswar	A. T. Chatterjee	1927 April	V/3	79-83	Article
An Eye-Witness	Wanderings Through By An Eye-Witness	A. T. Chatterjee	1927 September	VI/1	19-23	Article
An Old Governor	The Govt College in 1968-1902	A. T. Chatterjee	1928 September	V/1	4-13	Article
Anonymous	A Common Room Lament	A. T. Chatterjee	1926 March	IV/3	80-81	Poem
Anonymous	Extract from The Student Secretary's Welcome Address, To the Freshmen of 1930	P. G. Abraham and Dhaka Correspondent	1930 September	IX/ 1	40-43	Address
Anonymous	The Govt College: A Brief Retrospect	R. C. Griffin	1922 December	I/1	8-14	Article

Author	Title	Editor	Year	Vol.	PP	Genre
Anonymous	The Unopposed in Life	R. C. Goffin	1923 August	II/1	31-32	Article
B. K. [Barkumar Kakati]	[illegible]: A Review	A. T. Chatterjee	1929 September	IV/1	11-12	Review
B. K. [Barkumar Kakati]	Review: [illegible] on *A Comparative Grammar of the Assamese Language*	A. T. Chatterjee	1928 September	V/1	27-28	Review
B. Kakati [Barakumar Kakati]	Review: *Asamiya Lalitya* by Chandi on Typical Sections from Assamese Literature Vol II & III ed. By Sjt Hemchandra Goswami	A. T. Chatterjee	1925 December	II/2	56-61	Review
B. Kakati [Barakumar Kakati]	Review: Stories from Assamese History by Prof. B. M. Sen and Prof. R. C. Goffin	A. T. Chatterjee	1928 March	IV/3	85-86	Review
B. M. Sen [Bholanath Mohan Sen]	A Day with Sir Ashutosh Mookerji	A. T. Chatterjee	1924 August	III/1	4 - 9	Article
B. M. Sen [Bholanath Mohan Sen]	Dr. Peter Wade	A. T. Chatterjee	1923 December	II/2	53	Letter
B. M. Sen and S. K. Bhuyan	Register of Old Covenants	S. K. Bhuyan	1929 April	VII/ 3	122	Appeal
B. M. Sen and S. K. Bhuyan	Register of Old Covenants	S. K. Bhuyan	1929 September	VIII/1	42-43	Appeal
Bholanathnath Chaudhuri	The Trials of a Cigarette Smoker	P. G. Abraham	1930 April	VIII/ 3	108-126	Article
Bhudeswar Das	The College Union Society	A. T. Chatterjee	1927 December	VI/2	63-64	Report
Bholanat Mohan Sen	Assam Through the Ages	R. C. Goffin	1923 December	I/1	22-32	Article
Bimal Ch. Sen	A Prayer of Bahinathnath	A.T. Chatterji	1928 December	V/2	30-37	Article
Bimmeur Sarma	The Lost Child: A Story	P. G. Abraham and Dhakar Goswami	1930 September	IX/ 1	36-38	Story
Bimmeur Sarma	Across the Waters of Years: A Story	P. G. Abraham and Dhakar Goswami	1931 September	X/1	9-13	Story

বৰদৈচী নিৰ্ঘণ্ট

Author	Title	Editor	Year	Vol.	PP	Genre
Sivanad Sastra	Bibe	S. K. Bhuyan	1929 September	VIII/1	11-19	Article
Sivanad Sastra	The Natural Beauty of Gauhati	S. K. Bhuyan	1929 February	VII/2	39-62	Article
Chandra Kumar Sarma	An Indian Confidin	S. K. Bhuyan	1929 April	VII/ 5	104-106	Story
Chandrakanth Kalita	Studies From Hindu Epic	A. T. Chatterjee	1927 September	VI/1	1-8	Article
Chandrakanth Kalita [Kalita]	The Story of Oedipus	A. T. Chatterjee	1927 December	VI/2	44-55	Article
Chakravarth Das	A Work in Implod	P. G. Abraham and Dhakar Goswami	1930 September	IX/ 1	36-36	Article
Chakravarth Das	Historical Topography of Gauhati	S. K. Bhuyan	1929 September	VIII/1	39-40	Article
Chowlin Sing Waikhao	A Legend of Manipur (*Ho-dokang-lei and Sano-mahi*)	R. C. Goffin	1933 December	II/2	12-19	Folktale
Crowchyn Longkiri	A Khasi Folktale (U Tiger and Ka Wanshah)	A. T. Chatterjee	1927 September	VI/1	9 -19	Folktale
Dewan Singh Rongmey	Two Garo Folktales	P. G. Abraham and Dhakar Goswami	1930 September	IX/ 1	24-26	Folktale
Dewan Singh Rongmey	Gongja Abihaki: The God of Wealth: A Garo Folk-Tale	P. G. Abraham and Dhakar Goswami	1930 December	IX/ 2	53-62	Folktale
Dewan Singh Rongmey	Shakespeare's Attitude Towards the Mob	P. G. Abraham and Dhakar Goswami	1932 March	XI/3	197-210	Article
Dewan Singh Rongmey	A Garo Folktale	S. K. Bhuyan	1929 September	VIII/1	29-32	Folktale
Dhanna Nath Deka	Cottage Industries in Assam	P. G. Abraham and Dhakar Goswami	1931 December	X/2	37-68	Article

বাংলাদেশ সিরিজ

Author	Title	Editor	Year	Vol.	PP	Genre
Dhirendra Bhattacharyya	The Mahabir	A. T. Chatterjee	1922 December	IV/2	31-34	Article
Dina Nath Goswami	A Glimpse into Assam during the Ahom Rule	P. G. Abraham and Dilruba Goswami	1930 December	IX/ 2	56-61	Article
F. W. Stakemore	Foreword by the Principal	R. C. Griffin	1922 December	I/1	1-7	Foreword
F. W. Stakemore	Russian journey	P. G. Abraham and Dilruba Goswami	1930 September	IX/ 1	1-4	Article
Gangaprasad Borah	A New Educational Institution of Assam	A. T. Chatterjee	1923 April	III/3	20-23	Article
Gokhul Ram Das	The Conception of Democracy	P. G. Abraham and Dilruba Goswami	1931 December	X/2	77-84	Article
Gokul Chandra Goswami	Prem: An Essay on the College Sports Day	R. C. Griffin	1923 August	II/1	28-31	Article
Hatimuhu Kumar Chowdhuri	Some Aspects of Wordsworth	A. T. Chatterjee	1926 March	IV/3	79-80	Article
Hazrabinnoshi Surma	A Notable Incident in My Life	A. T. Chatterjee	1927 September	VI/1	15-18	Article
Hazrabinnoshi Surma	An Impression of the Election Campaign	S. K. Bhuyan	1928 October	VII/ 1	13-17	Article
Hazrabinnoshi Surma	Old Boys' Re-Union: Student Secretary's Address	S. K. Bhuyan	1929 February	VII/2	73-76	Address
Hazrabinnoshi Surma	Address to the Freshmen of 1929	S. K. Bhuyan	1929 September	VIII/1	23-29	Address
Hazrawar Surma	Cotton College Union Society, Session 1929-30	S. K. Bhuyan	1929 September	VIII/1	40-42	Article
Hazrika Nath Sen	An Appeal to Government	A. T. Chatterjee	1922 January	III/2	6	Appeal
Hazrika Nath Sen	An Appeal to Government	A. T. Chatterjee	1925 April	III/3	33	Appeal
Hazrika Nath Sen	Account of the Rai Bahadur B. K. Barua Memorial Fund	A. T. Chatterjee	1926 September	V/1	32	Account Statement
Hemchandra Dutta	A Visit to Switzerland	A. T. Chatterjee	1928 April	VI/ 3	56-58	Article

Author	Title	Editor	Year	Vol.	PP	Genre
Hiili Ram Deka	Address of Welcome Col. Zahur Ah Ahmed	S.K. Bhuyan	1928 February	VII/3	50-59	Address
Hokium Deka	Reminiscence of the Late Professor B. K. Barua	A.T. Chatterjee	1925 April	III/3	8-12	Article
Jaswant Saikia	The Blue Birds' Mantra Maeterlinck)	A.T. Chatterjee	1926 December	V/2	36-42	Article
Sureswareswar Dutta	The Last Assam Students' Conference (An Impression)	A.T. Chatterjee	1925 January	III/2	15-17	Article
Sushil Narayan Dutta	Religious Upheavals– Far and Near (Sastras, Madhab, Daivadar & Ladies, Calvin Luyola: A Comparative Study	A.T. Chatterjee	1925 December	IV/2	41-51	Article
Khagendranath Nakati	Chemistry of Foods	A. T. Chatterjee	1926 December	V/2	44-46	Article
Khagendranath Nakati	Manufacture of Graduates	P. G. Abraham and Dhrubat Goswami	1931 September	X/1	34-38	Article
Khagendra Narayan Roy Chaudhuri	Luther and his Opinions	A.T. Chatterjee	1925 (April)	III/3	13-19	Article
L. N. C. [Lakshmi Narayan Chatterji]	Kavikankabol Ramanadamkar Edited by Prof Tarakeswar Bhattacharyya and Ashutosh Chatterjee	A.T. Chatterjee	1925 December	IV/2	61-65	Review
L. S. Dasgupta	A Rhasi Cookery of the Cherra Stage	A.T. Chatterjee	1924 April	II/3	38-51	Article
Mahamahopadhyaya P. N. Bhattacharjya Vidyabinode	Benedictory	R. G. Griffin	1922 December	I/1	Group	Ode
Mahi Chandra Mav	An Experiment Without Any Finished Apparatus	A.T. Chatterjee	1928 April	VI/ 3	87-89	Article
Mohammed Rahim Shah	The Evolution of Numerals	P. G. Abraham and Dhrubat Goswami	1932 March	X/3	128-133	Article
Mohan Chandra Mohanta	The Monastery and The Sutra	A.T. Chatterjee	1927 December	VI/2	31-37	Article
Mohi Chandra Mav	The Miles	A.T. Chatterjee	1928 March	IV/3	82-85	Article
Mohi Chandra Mav	The Main	A.T. Chatterjee	1928 December	V/2	42-46	Article

Author	Title	Editor	Year	Vol.	PP	Genre
Mukhlisda	Sultan	A. C. Chatterjee	1925 September	IV/1	1-3	Article
Nabibuddin Ahmed and Prem Chandra Nath	European And Indian Universities of Ancient Times	A. C. Chatterjee	1927 April	V/5	65-72	Article
Nabinbritan Debb	The World Trade Depression: A Revenge of Gold	F. G. Abraham and Dhirkar Goswami	1931 September	X/3	20-24	Article
Nagendra Nath Basumdi	A Freshman's Impression of Gauhati	A. C. Chatterjee	1925 September	IV/3	13-15	Article
Nagendranath Hazarika	A Summer Evening: A short Story	F. G. Abraham and Dhirkar Goswami	1931 December	X/2	84-90	Story
Narendra Nath Gohain	The LuckiBaghuhan Festival	A. C. Chatterjee	1927 April	V/5	53-58	Article
Nawabuddin Ahmed	The Persian Poet Hafiz	A. C. Chatterjee	1927 April	V/5	83-86	Article
P. G. Abraham	Life at Oxford	S. K. Bhuyan	1929 September	VIII/3	1-11	Article
P. G. Abraham	The New Shakespearean Scholarship	P. G. Abraham and Dhirkar Goswami	1930 September	IX/ 3	4-9	Article
P. G. Abraham and Dhirkar Goswami	Editorial Notes	P. G. Abraham and Dhirkar Goswami	1929 December	VIII/ 2	102	Editorial
P. Jit Roy	The Sylhet Trip	P. G. Abraham and Dhirkar Goswami	1929 December	VIII/ 2	96-99	Article
P. R. Gandia	The Late Hem Chandra Goswami	S. K. Bhuyan	1929 February	VII/2	47-50	Article
Pabitra Chatterjee	Thomas Hardy's View of Life	P. G. Abraham and Dhirkar Goswami	1931 March	IX/ 5	121-127	Article

Author	Title	Editor	Year	Vol.	PP	Genre
Praveen Dai Gupta	Rabindranath Tagore As A Lyric Poet	P. G. Abraham and Dhaker Goswami	1930 April	VIII/ 3	113-118	Article
Phanidhar Dutta	Danger of Becoming a Philosopher	S. K. Bhuyan	1928 October	VII/ 1	14-15	Article
Nanup Chandra Goswami	A Glimpse of Assamese Village Life	P. G. Abraham and Dhaker Goswami	1932 March	X/3	116-120	Article
Phanton Bhik	Our Botanical Excursions	A. T. Chatterjee	1927 December	VI/2	55-58	Article
Dutcom Bhik	The Lost Blessing: A Folk-Tale	S. K. Bhuyan	1928 October	VII/ 1	1-10	Folktale
Purna Chandra Bharali	Carnivorous Plants	S. K. Bhuyan	1929 October	VIII/ 1	26-32	Article
Radha Nath Hazarika	Bodh-Gaya	A. T. Chatterjee	1925 September	IV/1	5-13	Article
Rajani Kanta Barkotoki	The Hajongcoins or Mintels of Assam	P. G. Abraham and Dhaker Goswami	1931 December	X/2	68-77	Article
Ramesh Chandra Lahiri	Epicurus in Victor Hugo's "Les Miserables"	A. T. Chatterjee	1924 August	III/1	9-13	Article
Ramesh Chandra Lahiri	Humanity in Brave	A. T. Chatterjee	1926 September	V/1	12-17	Article
Rameswar Barua	কছাৰী (Kachari) and Raghunath in a Bird Poet	P. G. Abraham and Dhaker Goswami	1932 March	X/3	126-130	Article
Reverend Rodney Bland	Education in Assam in 1853: Extract from The Calcutta Review	S. K. Bhuyan	1928 October	VII/ 1	19 - 34	Article
S. N. Mali [Jatindranath Mali]	The Structure of the Atom: Report of a Lecture delivered by Prof. P. N. Ghosh	A. T. Chatterjee	1928 April	VI/ 3	76-87	Article
S. N. Mali and S. B. Sircar	The Fifteenth Session of the Indian Science Congress	A. T. Chatterjee	1928 April	VI/ 3	71-75	Article

Author	Title	Editor	Year	Vol.	PP	Genre
S. K. Bhuyan	Anandaram Borooah in English Verse	A. T. Chatterjee	1924 April	II/1	4-10	Article
S. K. Bhuyan	Dr. Wade's History of Assam: A Review	A. T. Chatterjee	1925 January	III/2	7-14	Article
S. K. Bhuyan	Chandrakanta and Indrakanta Hatsaliyar	A. T. Chatterjee	1925 January	III/2	21-23	Tribute
S. K. Bhuyan	Postscript to : *A Resume of Dr Wade's A History of Assam*	A. T. Chatterjee	1925 April	III/4	25-26	Article
S. K. Bhuyan	Nawab Mir Jumla in Assam	A. T. Chatterjee	1928 March	IV/3	69-75	Article
S. K. Bhuyan	The Gitas	A. T. Chatterjee	1928 September	V/1	1- 9	Poem
S. K. Bhuyan	Sir Walter Scott	S. K. Bhuyan	1928 October	VII/1	1	Poem
S. K. Bhuyan	The College Gong	S. K. Bhuyan	1929 February	VII/2	41-47	Poem
S. K. Bhuyan	Suggestions to Contributors	S. K. Bhuyan	1929 February	VII/2	NA	Last page Note
S. K. Bhuyan	Editorial Notes	S. K. Bhuyan	1929 April	VII/ 3	122-26	Editorial
S. K. Bhuyan	Editorial Notes	S. K. Bhuyan	1929 September	VIII/1	43-46	Editorial
S. K. Bhuyan	An Asiatic Society of Assam	P. G. Abraham and Dhokar Goswami	1929 December	VIII/ 2	77-95	Article
S. K. Bhuyan	Anan Bangaltaia Rajsaxa:Dangaria (Part I)	P. G. Abraham and Dhokar Goswami	1931 March	IX/ 1	108-121	Article
S. K. Bhuyan	Anan Bangaltaia Rajsaxa:Dangaria (Part II)	P. G. Abraham and Dhokar Goswami	1931 September	X/1	25-34	Article
S. K. Chaterji	Jyotish Tosain	A. T. Chatterjee	1927 April	V/1	87-88	Article
S. N. Chatterjee [Jnanendranath Chatterji]	The Philosophical Aspect of the Theory of Relativity, Part II	P. G. Abraham and Dhokar Goswami	1930 September	IX/ 1	9-23	Article

Author	Title	Editor	Year	Vol.	PP	Genre
Sisir Chandra Kakoty	Manufacture of Tea	P. G. Abraham and Dhirkar Goswami	1929 December	VIII/ 2	59-63	Article
Sisir Chandra Kakoty	"Ali Quiet in the Western Front". And After: An Appreciation	P. G. Abraham and Dhirkar Goswami	1931 September	X/1	14-20	Article
Sati Chandra Bidyarnab	Physical Education for Mystery Jodhi	S. K. Bhuyan	1929 April	VII/ 3	132-39	Article
Sushkumar Mali	Wireless Telephony	S. K. Bhuyan	1929 April	VII/ 3	85-91	Article
Sivanath Baruah	Fundamental Ideas of the Geometry of Hyper-Space, Part I	A. T. Chatterjee	1928/April	VI/ 3	89-91	Article
Sudhindra Mohan Dutta	The Meaning of Money	P. G. Abraham and Dhirkar Goswami	1930 December	IX/ 2	91-97	Article
Sudhindra Mohan Dutta	Peasant Revolt in India: A Remedy for Over-population	P. G. Abraham and Dhirkar Goswami	1931 September	X/1	1 to 8	Article
Sudhir Chandra Bhattacharyya	Georges Bernard Shaw	P. G. Abraham and Dhirkar Goswami	1930 December	IX/ 2	69-78	Article
Surendranath Chatterji [Chatterjee]	Modern View of the Physical Universe	S. K. Bhuyan	1929 April	VII/ 3	92-99	Article
Surendranath Chatterjee	The Philosophical Aspect of the Theory of Relativity, Part I	P. G. Abraham and Dhirkar Goswami	1930 April	VIII/ 3	136-144	Article
Tarakeswar Bhattacharyya	Vedic Chronology [Part I]	R. C. Griffin	1923 December	II/ 2	20-29	Article
Tarakeswar Bhattacharyya	Vedic Chronology [Part II]	A. T. Chatterjee	1924 August	III/ 1	17-30	Article

Author	Title	Editor	Year	Vol.	PP	Genre
Gobindprasadh Goswami	The Ashes of Love: A Ghost Story	P. G. Abraham and Dhruba Goswami	1932 March	X/3	130-137	Story
Two of the Party	Across the Tummulo Our Trip to Silbar.	P. G. Abraham and Dhruba Goswami	1931 December	X/2	90-92	Article
U. K. Dutta	The Rattan Effect	P. G. Abraham and Dhruba Goswami	1931 March	IX/ 3	128-132	Article
Uma Kanta Sarma	Poetry and Inspired Rhetoricians	R. C. Goffin	1923 August	II/1	3- 11	Article
Umakanta Goswami	The Autobiography of The Elephant Puttu	A. T. Chatterjee	1925 April	III/ 9	8- 9	Article
Umakanta Goswami	Students and the Co-operation Movement	A. T. Chatterjee	1925 December	IV/2	33-41	Article
Wakhemcha Jamila Singh	A Legend of Manipur Nirmila Kappa (On The Meaning of the Song	A. T. Chatterjee	1933 January	III/2	34-36	Folktale
- Title page missing	Legend on Gowra, the Ancestor God of Two Khasi Hills	P. G. Abraham	1930 April	VIII/ 9	325-336	Folktale

কর্মচারীর নিয়োগ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

THE

OTTON COLLEGE

MAGAZINE.

OTTON COLLEGE,

GAUHATI.

December 1st, 1902.

প্রথম সংখ্যা মাসিক পত্রিকা, ১৯০২ ইং সম্পাদক : মনি. টি. পত্রিকা

Foreword by the Principal.

THE Cotton College has come of age this year—it is 21 years old. It was born in May 1901—the 28th day I think. I well remember it distinctly. I had landed from the steamer after a three days' journey from Goalundo full of western hope and doubt as to what this strange new world was likely to prove. My landing place was the Northbrook Ghat—in those days the regular landing place for steamer passengers. It was one of those hot steamy days that one has good cause to dislocate with Gaudhal and I felt far from happy at my exchanging the drier climate of Upper India for the moister climate of Assam. The usual marshalled ghari [illegible] me along to the Dak Bungalow with such of my belongings as had accompanied me. Arriving there I learnt from the usual inhabitants that the day was a gala day—a red-letter day in local annals. Enquiring further I learnt that the Chief Commissioner was in the town and was opening the new College. Feeling a little [illegible] because evidently this new college was regarded locally with no little enthusiasm—for that the planter community were particularly enthusiastic on the subject—I glanced outward

The Dak Bungalow of these days is the very house which is now the Principal's Bungalow. My eye caught sight of a low ranged building looking like a long battle-sized bit never only from that elevation by the big pavion in its centre. Even whilst I looked and wondered I was given the very shocking news that that ugly ill-shapen thing was the College. In spite of the pessimism which was beginning to take very firm root in my mind—a pessimism very natural considering the dumpiness in which I was bathed, the depression that seems to be part and parcel of the very spirit of a dak bungalow and the far from optimistic views of the inmates as to the precise class of mankind into which I should be put—I resolutely refused to believe this. I knew that glowers were not altogether to be accepted at word value when they spoke of matters educational, partly from indifference, more often from a great natural contempt for education generally and as chiefly for a wretched scroll in the hand—[illegible] upon across the intervening open space convinced me that this battlemented-roofed building had [illegible] some connection with the College. It was difficult to make out what—a long building, with projection at one end, with doors 6" above the ground level, mat-doors and windows mostly, very damp, and absolutely bare of furniture. I slowly realised that this must be the boarding house and crawled away with many a rigorous head shake. The students who arrived a few days after to

fall lower were more depressed probably than I, for they had that old barn for their dwelling place and were glad to harvest benches from the college to sleep upon. Many of those old students will recall those days with amusement now, whilst they tell the youngsters of a later date how much more pleasant their surroundings are. This however is digressing and I have yet to finish the birth-day itself. As the afternoon wore on I made further enquiries as to where the College was and finally set out to survey. The college as it then existed was a single structure, the one farthest to the west of the present range. It was gay with bunting and paper flags, lively decorations of every kind. But the most noticeable thing, the most persistent thing was the band. People in these later days in Gauhati have lost knowledge of this band. It knew but two or three tunes it is true: true it is also that even these were not known very well. But the band made up for the limited range of its repertoire and for want of technique by vigour and earnestness in its playing, and there was much of friendly rivalry too between the bandsmen, each endeavouring his best to outdo the others in the speed of execution. I often wonder what has become of that old band. It figured prominently at all functions for many years. How it died and who buried it, of these things there is apparently no record. One story is that each single bandsman blew himself to pieces, but this is, I believe, an exaggeration—to say more is to insinuate, as

it gives no explanation of what became of the big drummer and the cymbals men did they were giants both in appearance and in execution and not easy to be disposed of.

Well, I did not go into the building. There was evidently a great gathering there and speeches appeared to be in progress and I thought with satisfaction that though the College was but a tin house—and I had never seen a tin house before—and the brutal a barn, yet enthusiasm was more potent in things educational than fine buildings. It must have been my excessive modesty of character of which so many complain, that kept me a wonderer outside whilst the meeting was in progress. I cannot at this interval of time assign any other reason if this is not accepted.

Such was the birth-day of the College. Most of those who took a prominent part in the opening ceremony have passed away, Sir Henry Cotton, Mr. Manik Chandra Barua, Rai Bahadur Bholanath Hom Das. Almost a new generation has sprung up. The infant has always been tenderly watched over both by the elder and the newer generation. I doubt if any educational institution in the world has had more anxiety expended upon it by those who were sponsors at its birth or by those who succeeded to the guardianship. In spite of all this—the infant did not grow. It was lively enough certainly, but grow it would not. Then came the days of the late Sir Lancelot Hare when the infant gave first signs of growth. Sir Archdale Earle is the third of those rulers of Assam whose name

is connected with the College and in his time the possibility that the infant might perhaps grow in time into a full manhood standing alone with an independent existence became within the bounds of hope.

And now the college has demanded a magazine to mark its entry into manhood. When it is remembered that the publication of a magazine is always the first venture of an educational institution, it says much for the modest restraint of the infant that it should hold itself so silently for so many years. Much could of course have been said of the evils of the printing press and how the world got on for many a long year very happily without it and was able to do quite a little thinking in consequence; perhaps clearer thinking than in these days of confusion and bewilderment wherein so much compost blocks around to the limitation of self-effort. But I was convinced that these considerations would not weigh against, and so the silence of our little world is to be broken and our sayings and doings are to appear in the market place—a somewhat dangerous experiment if our sayings and doings are not fit for this publicity. And it therefore behoves all concerned to see to it that the light let into our little kingdom does not serve merely to show up its darkness.

College magazines appear to me to be, as a rule, very short-lived, to be very irregular in their appearance during their existence and to maintain that existence by a humiliating levy upon students. Editors appeal frantically in each number

for additional contributions of material—essays apparently extracted from the college waste-paper basket are printed, with no more reason for publication than as a *fill-up*. The issues are rarely made promptly and subscribers are often put off with the promise of a bigger number next time.

This magazine will, I understand, make only three appearances a year; each number will be on sale separately, and there will be no compulsory annual subscription. The magazine will live on its merits or will cease to trouble. The only request that is made is that each student will give the magazine a fair chance by buying at least the first few numbers on their appearance, and resolutely abstain from lending his copy to any fellow student. If the magazine is successful, and there is no reason why it should not be, it will be an attractive souvenir of the student's college days. For it is hoped to make the magazine a storehouse of our college activities, to publish short extracts of our seminar proceedings, to record our doings in athletics and in social and other gatherings, and to chronicle the successes of our old students in the world outside. It should be the means of keeping alive the love of the *alma mater*, of keeping students ever mindful of the obligations they owe to it, and, by so doing, of binding the old and the new into one fellowship for the honour and glory of the land which is their goodly heritage.

The magazine will appear at a parting of the ways. A new order of things has sprung up

and new avenues have opened. Everywhere there are signs of new and vigorous life. And students in colleges have had revealed to them opportunities for the fit exercise of the highest development of their intellectual power. To seek knowledge in the broader aspect of the term, to think clearly on facts well founded, to train the mind to the finer issues of life, these are the obligations of all citizens to the limit that opportunity offers. But they are in an especial measure the obligations of those upon whom leadership may fall. The knowledge that is limited to the requirements of the class room and the lecture hall is but a poor preparation for life. If College education means anything it means the stimulating to a passion and an enthusiasm so that all knowledge is taken within its province. Knowledge of men and things that comes from closer contact with one's fellows and from a broadened range of thought, can alone lead to that wisdom, without which even knowledge itself becomes an enfeebled thing. Wisdom will be justified by those who truly seek her, and she will guide into ways of peace that nation whose leaders follow her in submission and self-reverence.

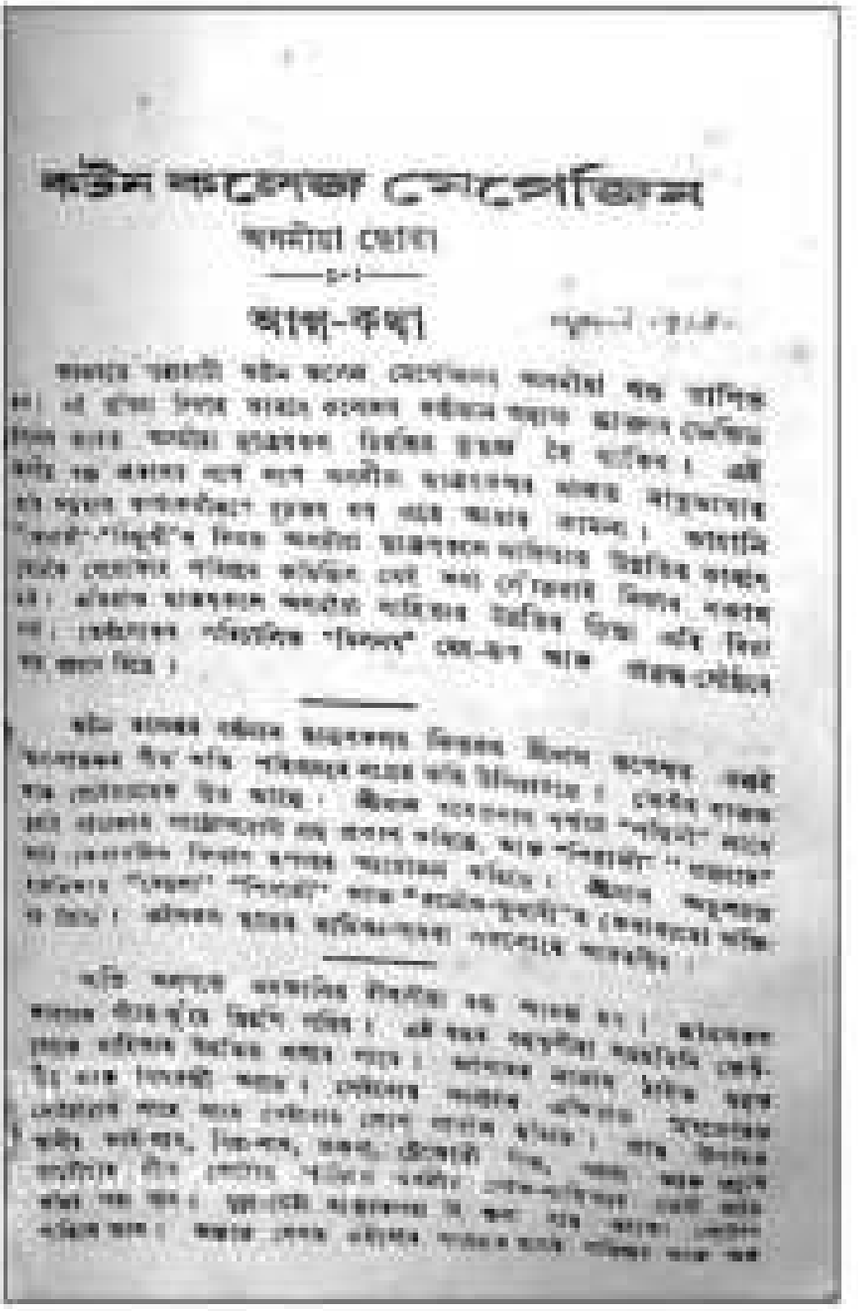

আমার কথা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

The Cotton College Magazine.

Vol. VII. | OCTOBER 1928 | No. 1

Sir Walter Scott.

Behold, the martial poet stringe
A floral garland from the lea,
Through every honest heart he brings
A thrilling joy and sympathy.
The lays of knights, the lays of kings,
The lays of long-lost lovers' woes,
The Border Minstrel rightly sings
The lays of ancient chivalry.

S. W. Bhagwat.

The Lost Blessing—A Folk-Tale.

From time immemorial folk-tales, however absurd they may be, have always fascinated the imagination of all peoples, in all lands, irrespective of age. Trusting that the following will not fail to receive the usual warmth of reception, it is entered forth with, the former hope that

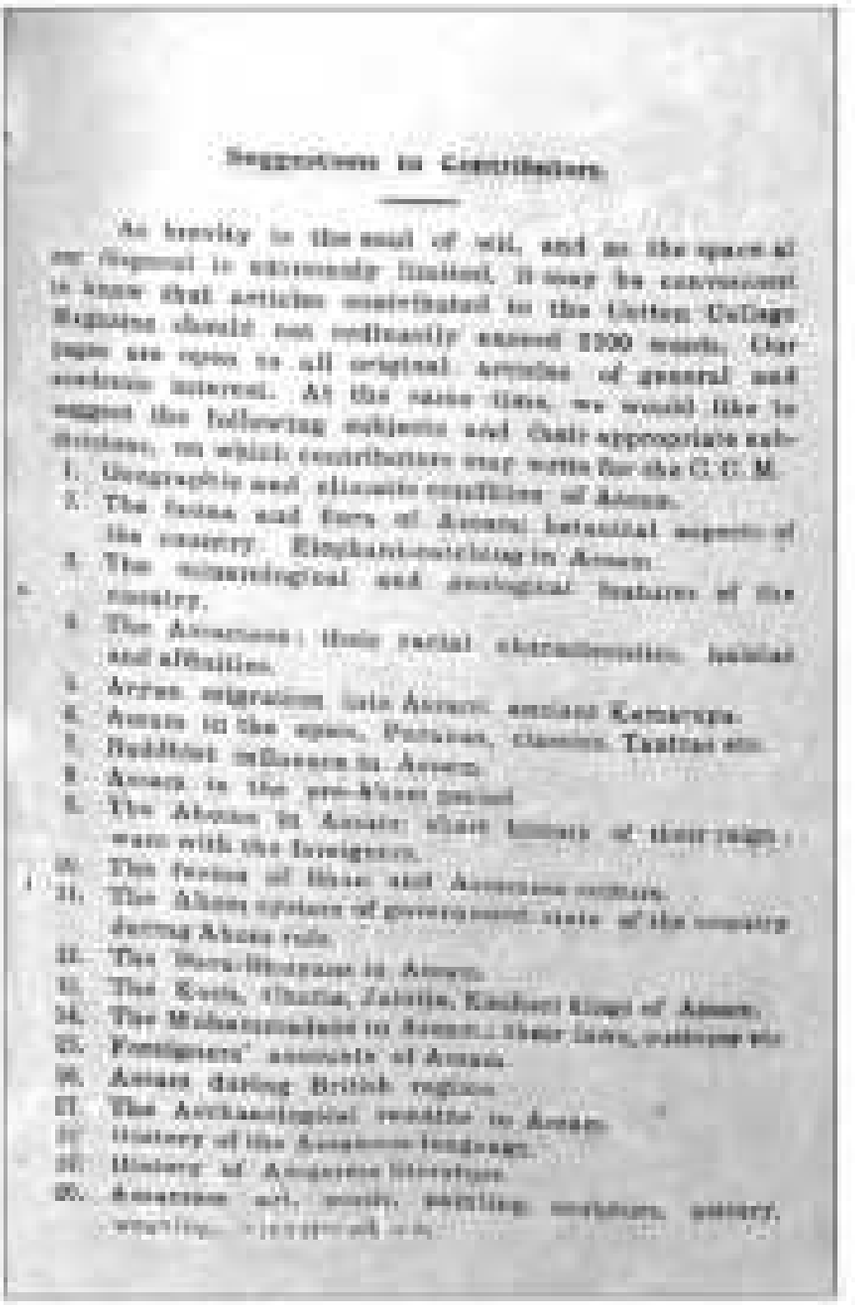

Suggestions to Contributors.

As brevity is the soul of wit, and as the space at our disposal is extremely limited, it may be convenient to know that articles contributed to the Cotton College Magazine should not ordinarily exceed 2500 words. Our pages are open to all original articles of general and academic interest. At the same time, we would like to suggest the following subjects and their appropriate sub-divisions, on which contributors may write for the C. C. M.

1. Geographic and climatic conditions of Assam.
2. The fauna and flora of Assam; botanical aspects of the country. Rhododendrons in Assam.
3. The mineralogical and zoological features of the country.
4. The Assamese: their racial characteristics, habits and affinities.
5. Aryan migrations into Assam; ancient Kamarupa.
6. Assam in the epics, Puranas, classics, Tantras etc.
7. Buddhist influences in Assam.
8. Assam in the pre-Ahom period.
9. The Ahoms in Assam; their history of their relations with the foreigners.
10. The fusion of Ahom and Assamese customs.
11. The Ahom system of government; state of the country during Ahom rule.
12. The Boro-literature in Assam.
13. The Kols, Cheros, Jaintia, Kachari Kings of Assam.
14. The Mohammedans in Assam; their laws, customs etc.
15. Foreigners' accounts of Assam.
16. Assam during British regime.
17. The Archaeological remains in Assam.
18. History of the Assamese language.
19. History of Assamese literature.
20. Assamese art, music, painting, sculpture, pottery, [illegible]

প্রকাশক আৰু সম্পাদক : ১৯২১, মুদ্রাকৰ : সম্পাদক : দুখী মুকন্দ মুদ্রণ

মুকন্দকান্দ, ৩ দুখী মুকন্দ মুদ্রণ পৰিষদৰ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, দুখী মাধৱ পুৰন্দৰ বিদাৰ, ডাঙৰ চৰকাৰ,
এম ৰাজকুমাৰ কটন কলেজ, গুৱাহাটী, বিদাৰ পৰিষদৰ, গুৱাহাটী।

মুদ্রণ কৰিব গুৱাহাটী ৰাজকাজ, ৰাজা বিদাৰ ;
পৰিচালক বিদাৰ গুৱাহাটী ৰাজকাজ, বিদাৰী বিদাৰ ;

কটনিয়ান

শতবর্ষ ১৯২২-২০২২

পর্ব ১

পরিশিষ্ট ২

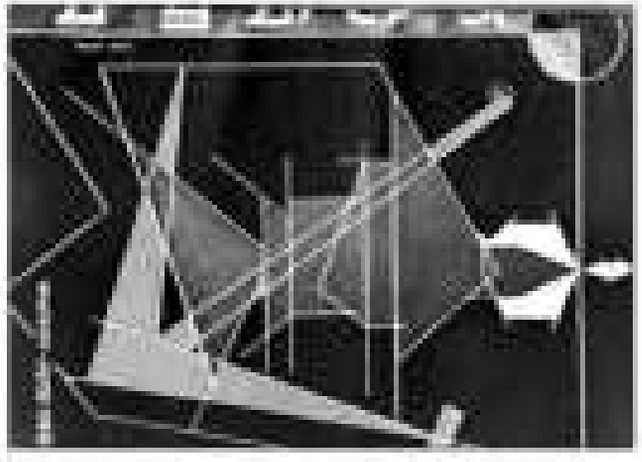

Editors of *The Cotton College Magazine*
(1922-1933)

December 1922-December 1923
Prof. R. C. Goffin, Issue 1-5

April 1924-April 1928
Prof. Ashutosh Chatterjee, Issue 6-16

October 1928-September 1929
Satya Kanta Bhuyan, Issue 17-20

December 1929-December 1932
Prof. P.G. Abraham, Issue 21-30

March 1933
Satya Kanta Bhuyan, Issue 31

October 1928-March 1933
Prof. Dhirakar Goswami (Ed. Assamese Section), Issue 17-33

Editors & In-charge of *The Cottonian*
(1933-1947)

1933-1934
Suresh Ch. Rajkhowa & Rahan Shah
(The name *The Cotton College Magazine* was changed to *The Cottonian* from this issue and the magazine was edited by Students editors for the first time.)

1934-1935
Satish Ch. Kakati & Radhanath Dutta

1935-1936
Mahboob Ali & Prasad Ch. Borkakoti

1936-1937
Liladhar Kanoky & Mahendra Nong

1937-1938
Akoni Kumar Das & Hem Chandra Chaudhury

1938-1939
Prafulla Chandra Goswami

1939-1940
No record

1940-1941
No record

1941-1942
Bhupendra Barua

1942-1943
(Due to the world war II and Quit India Movement, this year issue of *The Cottonian* was not published)

1944-1945
Abdus Sattar
In-charge: Birendra Kr. Baruah & Rahan Shah

1945-1946
Pranawa Barua
In-charge: Birendra Kr. Baruah & Rahan Shah

1946-1947
Dhirendra Nath Borthakur

1947-1948
Ghanakanta Chetia Phukon
In-charge: Prafulla Dutta Goswami

Cover: Nivakanta Barua

Editors & In-charge of *Cottonian*
(1948-)

1948-1949
Mahammad Pyas

1949-1950
Syed Motiuk Hussain

1950-1951
Chida Barua

1951-1952
Chandra Kr. Baruah

1952-1953
Mohammad Taher
In-charge: T. K. Bhattacharyya

1953-1954
Basanta Kr. Saikia

1954-1955
Rohini Kr. Baruah

1955-1956
Gajen Hazarika
In-charge: Anandeswar Sarma & Nivakanta Barua

1956-1957
Shyam Bhadra Medhi
In-charge: Anandaram Sarma & Nirakanta Barua

1957-1958
Sushil Kr. Gogoi
In-charge: Anandaram Sarma & Nirakanta Barua

1958-1959
Nagen Talukdar
In-charge: Dhirendra Nath Borkotoki & Mahendra Bora

1959-1960
Gangapada Choudhury
In-charge: Dhirendra Nath Borkotoki & Mahendra Bora

1960-1961
Ranjit Kakati
In-charge: Dhirendra Nath Borkotoki

1961-1962
Shyama Prasad Sarma
In-charge: Dhirendra Nath Borkotoki

1962-1963
Jyoti Prasad Saikia
In-charge: Nirakanta Barua

1963-1964
Pradip Saikia (Ad-hoc)
In-charge: Bhupesh Ch. Dutt & Jyotidhar Rajkhua

1964-1965
Pradip Saikia
In-charge: Rabin Shah

1965-1966
Dipanta Kr. Changkakoti
In-charge: Bhupesh Ch. Dutt & Rabin Shah

1966-1967
Dhirendra Kumar Rabha
In-charge: Bhupesh Ch. Dutt

1967-1968
Kirshab Ch. Baruah

1968-1969
Surjit Kr. Baruah
In-charge: Bhupesh Ch. Dutt

1969-1970
Kusumlata Bhagwati

1970-1971
Monirul Hussain

1971-1972
Dhirendra Thakuria
In-charge: Bhupesh Ch. Dutt

1972-1973
Dhirendhar Bardoloi
In-charge: Rabin Goswami

1973-1974
Dhiren Goswami
(Not published)

1974-1975
Manjit Singh
In-charge: Rabin Goswami

1975-1976
Hemanta Barman
In-charge: Hemanta Kumar Sarma

1976-1977
Manoj Kr. Das
In-charge: Hemanta Kumar Sarma

1977-1978
Nalini Hazarika
In-charge: Hemanta Kumar Sarma

1978-1979
Arwind Mahanta
In-charge: Syama Prasad Sarma

1979-1980
Hiranya Borah
In-charge: Syama Prasad Sarma

1980-1981
(Due to the Assam Movement, this year issue of *Contemporary* not published.)

1981-1982
Ms. Mridi Dhruti
In-charge: Rajendra Mahanta

1982-1983
Samar Pratyush Bhagattuan
In-charge: Rajendra Mahanta

1983-1984
Hemanta Kr. Nath
In-charge: Rajendra Mahanta

1984-1985
Hemanta Nikash Deka
In-charge: Rajendra Mahanta

1985-1986
Bipin Saikia
In-charge: Rajendra Mahanta

1986-1987
Dilip Chandan
In-charge: Rajendra Mahanta

1987-1988
Suresh Kumar Nath
In-charge: Rajendra Mahanta

1988-1989
Dwijen Sarma
In-charge: Hemanta Kumar Sarma

1989-1990
Anjan Bhuyan
In-charge: Shyama Prasad Sarma

1990-1991
Mr. Rema Bharali
In-charge: Shyama Prasad Sarma

1991-1992
Kanphan Deka
In-charge: Dwijendra Nath Goswami

1992-1993
Suresh Ranjan Gadida
In-charge: Dwijendra Nath Goswami

1993-1994
Dhaneswar Saikia (Not published)

1994-1995
Alfad Gogoi
In-charge: Pradip Acharya

1995-1996
Surjit Kr. Nath
In-charge: Ramesh Ch. Pathak

1996-1997
Sailen Barkakoti
In-charge: Ramesh Ch. Pathak

1997-1998
Pranab Kr. Barman
In-charge: Ramesh Ch. Pathak

1998-1999
Prashanta Kr. Baruah
In-charge: Ramesh Ch. Pathak

1999-2000
Ankuran Dutta
In-charge: Ramesh Ch. Pathak

2000-2001
Manabendra Deka
In-charge: Debo Kumar Bordoloi

2001-2002
Hiranjitu Prasad Das
In-charge: Dilip Sarma

2002-2003
Bhaskar De Saikia
In-charge: Santosh Kumar Nath

2003-2004
Hemlajit Chowdhury
In-charge: Santosh Kumar Nath

2004-2005
Indrajit Deka
In-charge: Santosh Kumar Nath

2005-2006
Sailaja Sharyam
In-charge: Maheswar Kalita

2006-2007
Swaraj Phukan
In-charge: Maheswar Kalita

2007-2008
Ananta Gogoi
In-charge: Maheswar Kalita

2008-2009
Jahnu Bhuyandwai
In-charge: Maheswar Kalita

2009-2010
Bhagjyoti Jyoti Kachari
In-charge: Maheswar Kalita

2010-2011
Jiai Baruah
In-charge: Maheswar Kalita

2011-2012
Ronku Deka
In-charge: Maheswar Kalita

2012-2013
Dipsikha Lahan
In-charge: Dhrubajyoti Das

2013-2014
Kalpajyoti Roy
In-charge: Dhrubajyoti Das
2014-2015
Priyadarshika Medhi
In-charge: Dhrubajyoti Das

2015-2016
Gunjan Sarma
In-charge: Dhrubajyoti Das

2016-2017
Dhrreeman Deka
In-charge: Dhrubajyoti Das

2017-2018
Abhijit Bora
In-charge: Dhrubajyoti Das
& Dilip Rajbongshi
[This is the first issue of Golaghat after Cotton College was upgraded to Cotton University]

2018-2019
Gitartha Das
In-charge: Dhrubajyoti Das
& Dilip Rajbongshi

2019-2020
Hridykesh Goswami
In-charge: Kalpana Sarma Kalita
& Arpana Nath

2021-2022
Swaroop Priyadarshan
In-charge: Kakoli Gogoi
& Kalpana Bora

2022-2023
Ankurjyoti Sarma
In-charge: Pranab Barman
& Payal Jain

Compiled by Editor Cotonian, Teacher In-charge, 2022-23 and Abhijit Bora

প্রচ্ছদ

প্রদীপ পাত্র
উপদেষ্টা

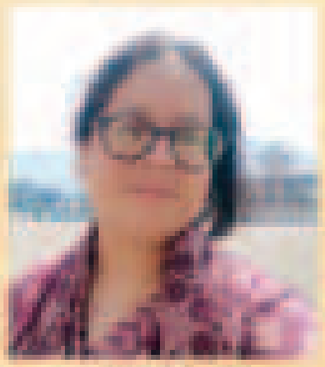

পারমিতা চৌধুরী
উপদেষ্টা

অনুপমকান্তি পাত্র
সম্পাদক

সম্পাদনা পরিষদ

জিৎ পাত্র
সদস্য

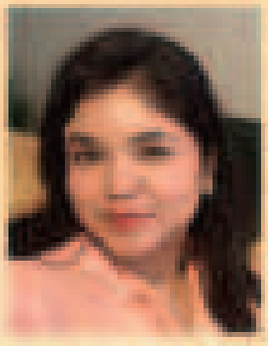

অনন্যা বসু
সদস্য

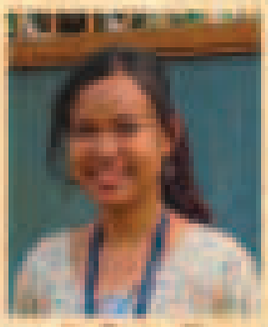

চৌধুরী তাবাসসুম
সদস্য

শিবাজু বসু
সদস্য

বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিভা

অমিয়ী কুমন
শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী

অনন্যা শৰীয়া
শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী

ৰাজন ৰাজ বৰুৱা
শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা

নাজমীন মহছু
শ্ৰেষ্ঠ চৰিত্ৰ

হিমশিখা হেজাৰিকা
শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা

লখিমাৰা দেউৰী
শ্ৰেষ্ঠ দেউৰী

হিমাদ্ৰী বৰুৱা
শ্ৰেষ্ঠ গল্প

পৰাশী বহু ৰায়
শ্ৰেষ্ঠ ধ্বনি শিল্পী

ৰঙ্গিমা গগৈ
শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰ শিল্পী

শ্ৰেষ্ঠ ধ্বনি শিল্পী

সাধনা, সিদ্ধি আৰু সাফল্য

জুবেদা বেগমচাহী
ভূটানত অনুষ্ঠিত অষ্টম সাউথ এছিয়ান গেমছ
এথলেটিক্সত:
দহিলাৰ পঞ্চাহ চেগল পদক বিজয়ী

অনামত পাত্রভূমাৰ
অষ্টম অসমীয়া এথিলে গেম
অনুষ্ঠানত
পুৰিষক ডিচিচ প্ৰথম স্থান অধিকাৰ

প্ৰথমা হাজৰিকা
অষ্টম এছ, এছ, এফ. ৰিজিয়ন
আন্তঃজেলীয়কৰণ পৰিদিনাৰ পুৰিষৰ
অনুৰ্ধ্ব পদক

অমল গোস্বামী
উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত
পৰীক্ষা (বিজ্ঞান শাখা)ত সকলো স্থান

ঈশাৰণী বৰুৱা
ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেচনেল চেলেঞ্জ
মহিলাৰ ডিগালাঞ্চত চেগল পদক

নন্দিনী আহিম
অসম পৰিষদ চদস্যিয়ে পাঁচ
'নিজলৰ গান' ছবিৰ 'মাতুল এজাক'
শীৰ্ষক গীতৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ চিনেমা পাৰ্শ্বগায়িকা
ছবিমা পাবলৈ সকলো গীত

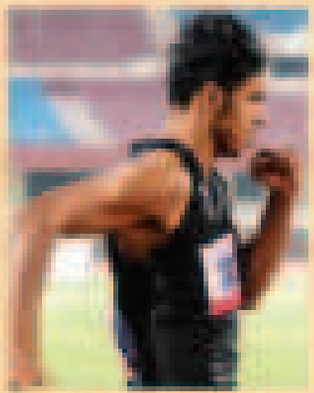

অজয় কাৰ্মাকাৰ
এছিয়ান চিনিয়ৰ এথলেটিক
চেম্পিয়নছিপ, অজাৰবাইজানত
এশ মিটাৰ আৰু দুশ মিটাৰ দৌৰত চেগল পদক

চেৰিকা শৰ্মা
ভাৰতীয় এথিলেটিক্স চংস্থা চেম্পিয়নছিপ,
চেণ্ডাগত প্ৰথম চেগল

বিজয় গগৈ
উচ্চতৰ মুক্তাৰ অলি ট্ৰফীত
সৰ্বাধিক বল, চেগলস ট্ৰফীত
পূৰণাঙ্গ শ্ৰেষ্ঠ চেঞ্চুৰি

INTERACTION
OF
HON'BLE VICE PRESIDENT OF INDIA
with
MEMBERS OF FACULTY AND STUDENTS

বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ

কটনিয়ানব তুলিকা
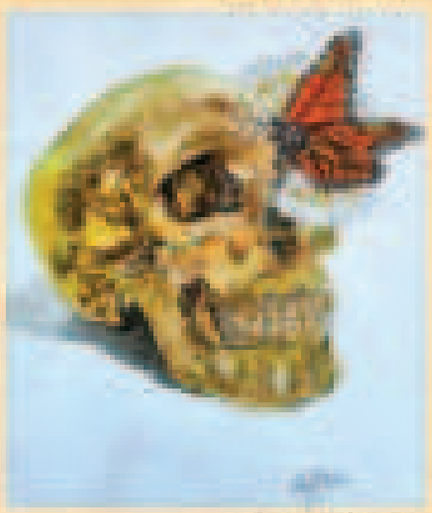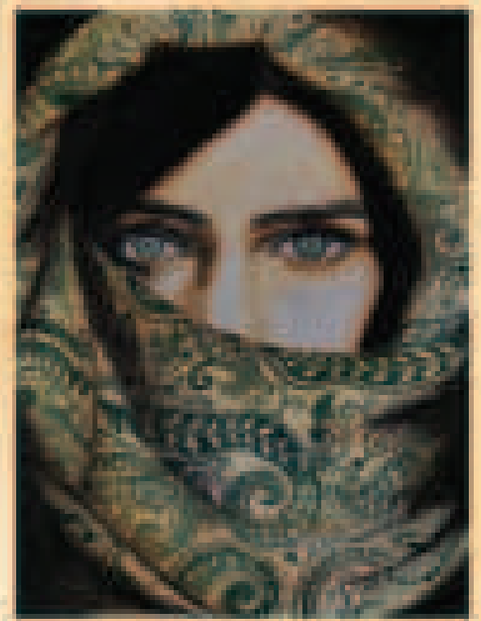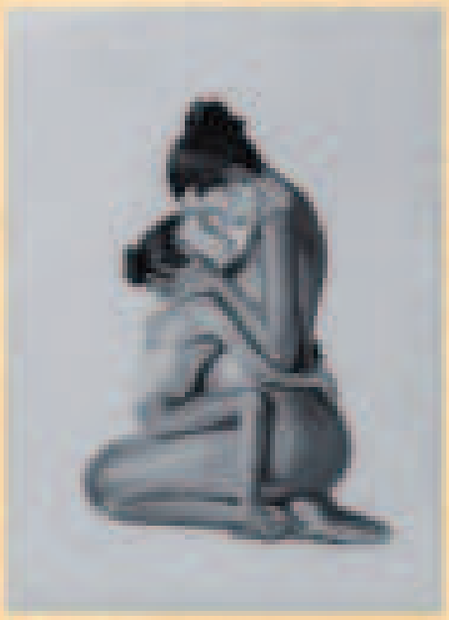
নিরব চেরী